Contents

মিশকাত শরীফ

[আরবীসহ বাংলা অনুবাদ]

মূল

শাইখ ওলীউদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ

মিশকাত শরীফ [আরবীসহ বাংলা অনুবাদ]
মূল : শাইখ ওলীউদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ
অনুবাদক : মুফতী মাওলানা সরওয়ার হোসাইন
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৩৮৮
[ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত]

ইফা প্রকাশনা : ২৭০৯
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪
ISBN : 978-984-06-1526-2

প্রথম প্রকাশ
জুন ২০১৫
জ্যৈষ্ঠ ১৪২২
শাবান ১৪৩৬

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগাবগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ মহিউদ্দীন চৌধুরী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগব, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭
মূল্য : ৩৯২.০০ (তিনশত বিরানব্বই) টাকা মাত্র

MISHKAT SHAREEF · Translated by Mufti Maulana Sorwar Hossain and Published by Abu Hena Mustafa Kamal, Project Director, Islamic Publication Project, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207 June-2015
Email directorpubifa@yahoo.com
Website : www islamicfoundation org.bd
Price : Tk. 392.00 US Dollar : 15.00

মহাপরিচালকের কথা

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব নবীকুল শিরোমনি মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর।

হাদীস শরীফ মুসলিম উম্মাহ্র এক অমূল্য সম্পদ, ইসলামী শারী'আতের অন্যতম অপরিহার্য উৎস এবং ইসলামী জীবন বিধানের অনন্য মূলভিত্তি। আল-কুরআনুল কারীম যেখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলনীতি পেশ করে, হাদীস সেখানে এ মৌলনীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও তা বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা বলে দেয়। কুরআন ইসলামের আলোকস্তম্ভ, হাদীস তার বিচ্ছুরিত রশ্মি, হাদীস ব্যতীত কুরআন বোঝাই অসম্ভব।

আখেরী নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সা) কুরআনের ধারক ও বাহক, কুরআন তাঁর উপরই নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে মানব জাতিকে একটি আদর্শ অনুসরণের ও অনেক বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তার বিস্তারিত বিবরণ দান করেননি। এর ভার ন্যস্ত করেছেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর। তিনি নিজের কথা-কাজ ও আচার-আচরণের মাধ্যমে কুরআনের আদর্শ ও বিধান বাস্তবায়নের পন্থা ও নিয়ম কানুন বলে দিয়েছেন।

শাইখ ওয়ালীউদ্দিন মুহাম্মাদ সংকলিত মিশ্‌কাতুল মাসাবিহ্ হাদীস শরীফের এমন একটি গ্রন্থ, যার পরিচয় উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। এ উপমহাদেশের কওমী মাদ্রাসাগুলোতে দাওরায়ে হাদীসের পূর্ববর্তী শিক্ষাবর্ষে বেশ গুরুত্বের সাথে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহকারে এ গ্রন্থখানির দরস-দান করা হয়। আলিয়া মাদ্রাসাতেও এ গ্রন্থখানা পাঠ্যতালিকাভুক্ত করে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পাঠদান করা হচ্ছে। এই অমর গ্রন্থটির রয়েছে বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলী।

- মিশকাত শরীফ বিষয়ভিত্তিক এক অনবদ্য হাদীস সংকলন।
- একটি বিষয়ে একাধিক হাদীস সংযোজিত হয়েছে।
- সিহাহ্ সিত্তাহ্সহ হাদীসের বিভিন্ন কিতাব থেকে সংকলক যেভাবে হাদীস সংগ্রহ করেছেন তা অসাধারণ।
- এতে একটি হাদীসেরও পুনরাবৃত্তি ঘটেনি যা এ গ্রন্থটির অনন্য বৈশিষ্ট্য।
- উক্ত গ্রন্থের প্রতিটি হাদীসেই সংকলক বর্ণনাকারী নাম সংযোজন করেছেন।
- দৈনন্দিন জীবনের যেসব আহকাম পালন করতে হয়, সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় হাদীসের সমাহার রয়েছে এ গ্রন্থে।
- মিশকাত শরীফ প্রণেতা কিতাব খানিকে শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার নিমিত্তে প্রতিটি অধ্যায় তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন।

ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্প থেকে গ্রন্থটি প্রকাশ করা হল, আশাকরি গ্রন্থটি সর্বমহলে সমাদৃত হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই খিদমতকে কবুল করুন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি মানব জাতির হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে নবী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। হযরত মুহাম্মাদ (সা) তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবী ও রাসূল।

আল্লামা কিরমানী (রহ) লিখেছেন– পবিত্র কুরআনের পর সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বোত্তম এবং তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ সম্পদ হচ্ছে ইলমে হাদীস। কারণ এই জ্ঞানের সাহায্যেই আল্লাহ্‌র কালামের লক্ষ্য ও তাৎপর্য জানা যায় এবং হুকুম আহকামের উদ্দেশ্য অনুসরণ করা যায়।

মিশকাত শরীফ নবী করীম (সা)-এর হাদীসের এক অনন্য সংকলন, যা সিহাহ্ সিত্তাহ্ অর্থাৎ প্রসিদ্ধ ছয় গ্রন্থ এবং অন্যান্য নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থের প্রায় সমস্ত বৈশিষ্ট্যেই পরিপূর্ণ। মিশকাত শরীফ বাংলাদেশের কওমী ও আলিয়া মাদ্রাসাগুলোতে এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সংশ্লিষ্ট বিভাগে অপরিহার্য পাঠ্য তালিকাভুক্ত।

দীর্ঘদিন ধরে প্রসিদ্ধ এই হাদীস গ্রন্থ মিশকাতুল মাসাবীহ বাংলা ভাষায় টীকা-টিপ্পনি সহ অনুবাদ করে প্রকাশের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে সুধী পাঠক সমাজ অনুরোধ জানিয়ে আসছেন। আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে সুশিক্ষিত ও হাদীস শাস্ত্রের অগাধজ্ঞানের অধিকারী মুফতী মাওলানা সরওয়ার হোসাইন সাহেবের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং পরিশ্রমের ফলে আমরা মিশকাত শরীফের বাংলা অনুবাদের প্রথম খন্ড প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আশাকরি ধারাবাহিকভাবে এ অমর গ্রন্থটির অবশিষ্ট অংশ প্রকাশ করা হবে ইন্‌শাআল্লাহ্।

অনুবাদক গ্রন্থটি অনুবাদের ক্ষেত্রে যে নীতিমালা অনুসরণ করেছেন তা হচ্ছেঃ

- সহজ সরল চলতি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। যাতে অনুবাদ দ্বারা অল্প শিক্ষিত মানুষও উপকৃত হতে পারেন।
- অনুবাদকে অর্থবোধক করার উদ্দেশ্যে অনেক জায়গায় টীকার মাধ্যমে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে, যাতে সব শ্রেণীর মানুষের বুঝতে সহজ হয়।
- মূল হাদীস ই'রাব (হরকত লাগানো) সহ উল্লেখ করা হয়েছে যাতে অধ্যয়নরত হাদীস সমূহ সহজে শিক্ষার্থীগণ বুঝতে সক্ষম হন।

আমরা এই অনুবাদ কর্মটিকে ত্রুটিমুক্ত রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো নজরে ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় আমাদের অবহিত করলে আমরা পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করব ইন্‌শাআল্লাহ।

মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে পবিত্র কুরআন ও নবীজী (সা)-এর সুন্নাহ্‌র আলোকে জীবন পরিচালনা করার তৌফিক দিন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম

অনুবাদকের কথা

মহান আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। নবুওয়াতের এ ধারাবাহিকতা পরিসমাপ্তি হয়েছে আখেরী নবী হযরত মোহাম্মাদ (সা)-এর মাধ্যমে। তাঁর উপর সর্বশেষ কিতাব আল-কুরআন নাযিল হয়। কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির একমাত্র হেদায়াতগ্রন্থ পবিত্র কুরআন মাজীদ। সর্বশ্রেষ্ঠ ফিরিশতা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মারফত, সর্বশ্রেষ্ঠ মাসে, সর্বাধিক পবিত্র স্থানে আসমানী এ গ্রন্থখানির অবতরণ ছিল সৃষ্টির আদি-অন্তের সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা। আল-কুরআনুল কারীম মৌলিকভাবে আল্লাহ্‌র ভাষা ও ভাবের সমন্বিত রূপ। আর হাদীস হল কুরআন বুঝার অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ। কুরআনের বিধি বিধান ব্যাখ্যা ও তার উপর যথাযথ আমলের উপাত্তই হল হাদীস।

চৌদ্দ শতকের বেশি সময় ধরে মুসলিম উম্মাহ্ আল-কুরআনুল কারীমকে সংরক্ষণের জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে, হাদীসের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণে কোন কমতি ছিল না। হাদীসের শিক্ষা, পঠন, পাঠদান, লিপিবদ্ধকরণ, সংরক্ষণ এবং বাস্তবে তা কার্যকরী করতে ন্যূনতম অবহেলা করা হয়নি। নবী (সা)-এর যুগ থেকে নিয়ে অদ্যাবধি মুসলিম জগতে হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা কল্পনাতীতভাবে আদৃত হয়ে আসছে। গোটা মুসলিম বিশ্ব কুরআনের মত হাদীসে রাসূল (সা)-কে পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে ধারণ, লালন ও বিকাশের ক্ষেত্রে নিরন্তর সচেষ্ট রয়েছে। অসংখ্য মুহাদ্দিস হাদীসচর্চায় নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে গেছেন অবলীলায়। ফকীহ্গণ হাদীসের ভুবনে বেড়িয়েছেন মানব জীবনে উদ্ভূত নতুন নতুন সমস্যার সমাধান খুঁজতে। দার্শনিক ও সূফীগণ যার যার পরিমণ্ডলে হাদীসকে শিরোধার্য করে নিয়েছেন দিক নির্দেশনা হিসেবে। হাদীসের প্রতি মুসলিম জাহানের প্রশ্নাতীত আনুগত্য, হাদীসকে মুসলিম জীবনের অনিবার্য অংশে পরিণত করেছে।

হাদীসের বিশাল ভাণ্ডারে মিশকাতুল মাসাবীহ্ এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্যে মুসলিম বিশ্বে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। হাদীসের প্রামাণ্য গ্রন্থাদির মাঝে মিশকাত শরীফের আছে আলাদা পরিচয়। বিশুদ্ধতম হাদীস গ্রন্থদ্বয় বুখারী ও মুসলিম শরীফের প্রায় সবগুলো হাদীস ছাড়াও আরো অনেক হাদীস এতে স্থান পেয়েছে। এই বিবেচনায় মিশকাত শরীফ হাদীসের এক বিরাট অনবদ্য সংকলন। মুসলিম জাহানে রয়েছে এর অসামান্য গুরুত্ব। সনদের দীর্ঘসূত্রীতাকে পাশ কাঁটাবার পরও এ বিশুদ্ধতায় কোন আঁচড় পড়েনি। প্রত্যকটি হাদীসের সূত্র উল্লেখ দ্বারা জনমনে এর গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে এক অসাধারণ ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম সমাজের ইসলামী জীবনাদর্শের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনার আবশ্যকতা এবং হাদীসের জ্ঞান অর্জনে মিশকাত শরীফের মত হাদীস গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। যদিও ইতোপূর্বে মিশকাত শরীফের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তবে সব শ্রেণীর পাঠকদের জন্য সেগুলোর অধিকতর গ্রহণযোগ্যতা এবং অনুবাদের ক্ষেত্রে আরো পূর্ণাঙ্গতার প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় এই অমর গ্রন্থখানির বঙ্গানুবাদের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষাভাষী মুসলিমদের ইসলামী জ্ঞান চর্চায় অসাধারণ সহায়ক একটি বিরল প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাউন্ডেশন। বিশুদ্ধ তথ্য ও তত্ত্ব সম্বলিত গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে এই গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠানের জুড়ি নেই। মিশকাত শরীফ প্রকাশের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর ধারাবাহিক দ্বীনী দাওয়াতী কার্যক্রমের অনুপম সংযোজন।

মিশকাত শরীফের নতুন এই অনুবাদের একাধিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তার মাঝে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

সর্বসাধারণের দোরগোড়ায় হাদীসে রাসূলের পয়গাম পৌঁছে দেয়ার মহৎ উদ্দেশ্যে অনুবাদের ক্ষেত্রে সহজ ও সাবলীল ভাষা ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়েছে এবং এ অঞ্চলের মুসলিম জনসাধারণের মান্য ও পালনীয় মত-পথকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে স্থানে স্থানে টীকা টিপ্পনি সংযোজন করা হয়েছে। এতে ধর্মপ্রাণ মুসলমান তাদের চিন্তা-চেতনার সাথে কোন ধরনের বৈসাদৃশ্য বা বৈপরীত্য থেকে বেঁচে থাকতে পারেন। মিশকাত শরীফ বঙ্গানুবাদ প্রকাশের এই শুভলগ্নে আমি বিশেষভাবে স্মরণ করছি প্রখ্যাত আলেমেদ্বীন মহিউস সুন্নাহ আল্লামা মাহমুদুল হাসান সাহেবকে, যাঁর প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সুচিন্তিত পরামর্শ এই অনুবাদ কর্মের গ্রহণযোগ্যতাকে আরো অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। বসুন্ধরা ইসলামিক রিচার্স সেন্টারের বিজ্ঞ শিক্ষাবিদ মুফতী শাহেদ রাহমানী ও মাওলানা আনোয়ার হোসাইন পান্ডুলিপি দেখে উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়ে আমাকে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন সত্যিই তা অভাবনীয় ও অবিস্মরণীয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কেবল তাঁদের যথাযথ প্রতিদান দিতে পারেন।

সর্বোপরি ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থখানি প্রকাশের ভার গ্রহণ করায় আমি বিশেষভাবে সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব সামীম মোহাম্মদ আফজাল ও সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য শোকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহ সকলকে উপযুক্ত পুরস্কার দান করুন, তিনিই উত্তম প্রতিদানকারী, আমীন।

মুফতী সরওয়ার হোসাইন
চরভানুডাঙ্গা, কাজিপুর
সিরাজগঞ্জ

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

بَابُ الْحَيْضِ

প্রাসঙ্গিক বিষয় ঃ হায়েজ অর্থাৎ নারীদের মাসিক রজস্রাব

بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ

প্রাসঙ্গিক বিষয় ঃ ইস্তেহাজা রোগাক্রান্ত নারী

كِتَابُ الصَّلَاةِ

নামায প্রসঙ্গ

بَابُ الْمَوَاقِيْتِ

প্রাসঙ্গিক বিষয় ঃ নামাযের ওয়াক্তসমূহ

বিষয় পৃষ্ঠা

নিয়তের বর্ণনা

١ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَهِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ امْرَاَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهٗ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ -

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(১) হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, প্রতিটি কাজের ফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করবে তাই সে পাবে[১]। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হবে তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যেই হচ্ছে বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যার হিজরত দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে কিংবা কোন নারীকে বিবাহ করার জন্য হবে, তবে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যে হচ্ছে বলে পরিগণিত হবে। (বুখারী, মুসলিম)

১. **টীকা :**
মক্কার কাফের মুশরিকদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ছিল মানবতার মহান শিক্ষক হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে হত্যা করে মুসলিম মিল্লাতকে এ পৃথিবী থেকে সমূলে উৎপাটন ও ধ্বংস করা। এ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অবগত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহ্র নির্দেশে সাহাবীদেরকে মক্কা হতে মদিনার দিকে হিজরত করার জন্য নির্দেশ দিলে সাহাবীগণ হিজরত করতে থাকেন। এ হিজরতকালীন সময়ে এক ব্যক্তি 'উম্মে কায়েস/কায়লা নামক রমণীকে বিবাহ করার লক্ষ্যে মদীনায় গমন করেন। তখন নবী করীম (সা) এ লোকটির হিজরতের আসল উদ্দেশ্য জানতে পেরে বললেন—

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوٰى.

(আল্লামা তাবারানী (রহ), আল্-মু'জামুল ওয়াসীত)

كِتَابُ الْاِيْمَانِ

অধ্যায় ঃ ঈমান[২]

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٢- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ اِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرٰى عَلَيْهِ اَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا اَحَدٌ حَتّٰى جَلَسَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ وَ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِسْلَامِ قَالَ : اَلْاِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكَاةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا . قَالَ : صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْاَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ . قَالَ: فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِيْمَانِ قَالَ: اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ . قَالَ: فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِحْسَانِ قَالَ: اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ . قَالَ: فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ: مَا الْمَسْؤُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ . قَالَ: فَاَخْبِرْنِىْ عَنْ اَمَارَاتِهَا . قَالَ: اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا وَاَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِى الْبُنْيَانِ . قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِىْ : يَا عُمَرُ اَتَدْرِىْ مَنِ السَّائِلُ ؟ قُلْتُ: اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ . قَالَ: فَاِنَّهُ جِبْرِيْلُ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ اَبُو هُرَيْرَةَ مَعَ اِخْتِلَافٍ وَفِيهِ وَاِذَا رَاَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ مُلُوْكَ الْاَرْضِ فِىْ خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ . ثُمَّ قَرَاَ: اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ الْاٰيَةَ -(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(২) হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমরা নবী কারীম (সা)-এর নিকট বসেছিলাম। হঠাৎ একজন লোক আমাদের সামনে উপস্থিত হলেন। তাঁর পরিধেয় পোশাক ছিল একেবারে ধবধবে সাদা, মাথার চুল ছিল কুচকুচে কালো। তার মাঝে সফরের কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না। অথচ আমাদের মধ্য হতে কেউ তাকে চিনতেও পারেনি। অবশেষে লোকটি নবী (সা)-এর খুব কাছে গিয়ে বসল– তাঁর হাঁটুদ্বয়কে রাসূল (সা)-এর হাঁটুর সাথে মিলিয়ে বসল এবং তার দু'হাত তাঁর দু'রানের উপর রাখল এবং বলল, হে মুহাম্মাদ (সা)! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূল (সা) বললেন,

ইসলাম হচ্ছে, তুমি এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল। নামাজ পড়বে, যাকাত দান করবে এবং মাহে রমজানের রোজা রাখবে। পথ খরচের সামর্থ থাকলে হজ্জব্রত পালন করবে'। লোকটি বলল– صَدَقْتَ আপনি সত্য বলেছেন।

এতে আমরা বিস্ময়বোধ করলাম যে, লোকটি (অজ্ঞ লোকের ন্যায়) প্রশ্ন করছ আবার (বিজ্ঞের ন্যায় উত্তর) সত্যায়নও করছে।

অতঃপর লোকটি পুনরায় বলল, আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন, ঈমান হল– আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, রাসূলগণ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাকদীর তথা ভালমন্দ সবকিছু আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে হয় এ বিশ্বাস করা। লোকটি বলল, আপনি সত্য বলেছেন।

(এরপর) লোকটি বলল, আমাকে ইহ্‌সান সম্পর্কে অবহিত করুন। তখন রাসূল (সা) বললেন, ইহ্‌সান হল–তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এমনভাবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও তাহলে (মনে করবে) তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন। লোকটি আবারো জিজ্ঞেস করল, আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন, এ ব্যাপারে যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, তিনি প্রশ্নকারী থেকে বেশী অবহিত নন।

লোকটি বলল, তাহলে আমাকে কিয়ামতের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, (কিয়ামতের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল) দাসী তাঁর মনিবকে প্রসব করবে এবং তুমি দেখতে পাবে যে, নাঙ্গা পা বিশিষ্ট ব্যক্তি, পোষাকহীন ব্যক্তি, বকরীর রাখাল, সু-উচ্চ অট্টালিকায় পরস্পর অহঙ্কার ও প্রতিযোগিতা করছে। অতঃপর লোকটি চলে গেল। তখন আমি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। নবী করীম (সা) আমাকে বললেন, হে উমার (রা)! প্রশ্নকারী কে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)ই ভাল জানেন। তিনি বললেন, তিনি হলেন জিবরীল (আ)। তোমাদেরকে দ্বীন শিখানোর জন্য তিনি এসেছিলেন। (মুসলিম)

---

২. টীকা ঃ ايمان এর আভিধানিক অর্থ হল– (১) التصديق বিশ্বাস করা, নির্ভর করা, স্বীকৃতি দেয়া।

পরিভাষায়–

(١) الايمان هو تصديق النبى صلى الله عليه وسلم بما جاء به. الكفر عدم تصديق النبى صلى الله عليه وسلم فى شيئ مما جاء به–

অর্থাৎ নবী করীম (সা) যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তার সবকিছুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কবাকে ঈমান বলে। আর সেসব বিষয় অস্বীকার করাকে কুফ্‌রী বলে। ইমাম গাযালী (রহ) বলেন–

(٢) الايمان هو تصديق النبى صلى الله عليه بجميع ما جاء به.

প্রশ্নকারী ব্যক্তির পরিচয় ঃ

প্রশ্নকারী লোকটি হলেন, হযরত জিব্রীল (আ)। তিনি মানুষের আকৃতিতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমন করেন। হাদীসে রয়েছে–

(৩) ان تلد الامة ربتها এর ব্যাখ্যা ঃ (১) আল্লামা আইনী (রহ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যুদ্ধে অমুসলিম নারী বন্দী হয়ে আসবে। তাঁরা স্বীয় প্রভুর সাথে সহবাস করবে। ফলে সন্তান প্রসব করবে। মনিবের মৃত্যুর পর সন্তান মনিব সেজে গর্ভধারিণী মাতার সাথে দাসীসুলভ আচরণ করবে।

(৪) আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ) বলেন, উক্ত উক্তির দ্বারা অযোগ্য ব্যক্তিদের নেতৃত্বদানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(৫) কেউ কেউ বলেন, এর মর্ম হল, কিয়ামতের পূর্বক্ষণে সন্তানগণ স্বীয় মাতা পিতার সাথে দাসদাসীসুলভ আচরণ করবে।

٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ: شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, ইসলামের ভিত্তি রাখা হয়েছে পাঁচটি বিষয়ের উপর : ১। এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল, ২। নামায কায়েম করা, ৩। যাকাত আদায় করা, ৪। হজ্জ করা, ৫। রমযানে রোযা রাখা। (বোখারী-মুসলিম)

٤ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا: قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৪) হযরত আবু হুরায়রা[৩] (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, ঈমানের সত্তরেরও বেশী শাখা রয়েছে। তন্মধ্যে প্রধান (শাখাটি) হল "আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই" (এই কথা) বলা। আর নিম্নতম (শাখাটি) হল, পথ হতে ক্লেশদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের অন্যতম শাখা। (বোখারী-মুসলিম)

٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ هٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلِمُسْلِمٍ قَالَ اِنَّ رَجُلًا سَاَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَيُّ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرٌ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৫) আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, মুসলিম সেই ব্যক্তি যার মুখ ও হাতের প্রহার থেকে মুসলমান নিরাপদ থাকে। আর মুহাজির সে, যে আল্লাহ্র নিষিদ্ধ বস্তু পরিহার করে। এটা বুখারীর শব্দ। মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে যে, আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস

---

৩. টীকা : হযরত আবু হুরায়রা (রা) সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী, আহলে সুফফার অন্যতম সদস্য, একজন বিশিষ্ট সাহাবী। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর নাম সম্পর্কে কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায় তা হলো : (১) আবদ শামস عَبْدُ شَمْسٍ (২) আবদ আমর, عَبْدُ عَمْرٍو (৩) আব্দুল লাত عَبْدُ اللَّاتِ (৪) আব্দুল উজ্জা عَبْدُ الْعُزّٰى ।
ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম রাখা হয় : (১) عَبْدُ الرَّحْمٰنِ আব্দুর রহমান। (২) আব্দুল্লাহ عَبْدُ اللهِ
তবে আবু হুরায়রা (রা) উপনামে তিনি সর্বাধিক পরিচিত।

করল, উত্তম মুসলমান কে? নবী করীম (সা) বললেন, যার মুখ ও হাত থেকে মুসলমান নিরাপদ থাকে। (বোখারী-মুসলিম)

٦ ـ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৬) হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান ও অন্য সবার চেয়ে প্রিয়তম না হই। (বোখারী-মুসলিম)

٧ ـ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ثَلَاثٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ: مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ اَحَبَّ عَبْدًا لَّا يُحِبُّهٗ اِلَّا لِلّٰهِ وَمَنْ يَّكْرَهُ اَنْ يَّعُوْدَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ اَنْ اَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُّلْقٰى فِي النَّارِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৭) হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, যার মধ্যে তিনটি বিষয় থাকবে, তদ্দ্বারা সে ঈমানের সুমিষ্ট স্বাদ লাভ করতে পারবে। (১) তার কাছে আল্লাহ ও রাসূল অন্য সব কিছু থেকে প্রিয়তম হবে। (২) যে অন্য কাউকে ভালবাসবে একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য, (৩) যে কুফরী থেকে মুক্তিলাভের পর কুফ্‌রীতে প্রত্যাবর্তনকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মত অপছন্দ করে। (বুখারী-মুসলিম)

٨ ـ وَعَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৮) আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, ঈমানের প্রকৃত স্বাদ গ্রহণ করেছে সে, যে আল্লাহকে রব তথা প্রতিপালক, ইসলামকে দ্বীন ও মুহাম্মাদ (সা)-কে রাসূল বলে রাজী হয়েছে। (মুসলিম)

٩ ـ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَا يَسْمَعُ بِيْ اَحَدٌ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ يَهُوْدِيٌّ وَّلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِيْ اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلَّا كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৯) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, ঐ সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রাণ, এ মানবগোষ্ঠীর যে কেউ সে ইহুদী হোক, নাছারা হোক– আমার খবর শুনবে, আর আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি ঈমান না এনে মরবে, অবশ্যই সে দোযখবাসী হবে। (মুসলিম)

١٠ - وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثَةٌ لَّهُمْ اَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اٰمَنَ بِنَبِيِّهٖ وَاٰمَنَ بِمُحَمَّدٍ وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوْكُ اِذَا اَدّٰى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهٗ اَمَةٌ يَطَؤُهَا فَاَدَّبَهَا فَاَحْسَنَ تَأْدِيْبَهَا وَعَلَّمَهَا فَاَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا ثُمَّ اَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهٗ اَجْرَانِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(১০) হযরত আবু মূসা আশ্‌আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, তিন জনের জন্য দ্বিগুণ প্রাপ্য। এক, যে আহলে কিতাব, নিজ নবীর উপর ঈমান এনেছে এবং মুহাম্মাদ (সা)-এর উপরও ঈমান এনেছে। দুই, যে অধীনস্ত দাস, আল্লাহ্‌র হক ও তার মনিবের হক আদায় করেছে। তিন, যে তার ক্রীতদাসীর সাথে সঙ্গম করেছে, অতঃপর তাকে উত্তমরূপে সদাচার শিখিয়েছে, উত্তম শিক্ষাদান করেছে। তারপর তাকে মুক্ত করে দিয়ে বিবাহ করেছে। অতএব তার প্রাপ্য দ্বিগুণ। (বুখারী-মুসলিম)

١١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّ الْاِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) اِلَّا اَنَّ مُسْلِمًا لَّمْ يَذْكُرْ اِلَّا بِحَقِّ الْاِسْلَامِ -

(১১) হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, আমি মানুষের সাথে সংগ্রাম করতে আদিষ্ট হয়েছি, যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দিবে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, নিশ্চয় মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল, আর নামায কায়েম করবে এবং যাকাত আদায় করবে। যখন এ সব কিছু তারা পালন করবে তখন আমার হাত থেকে তাদের জানমাল রক্ষা করতে পারবে। তবে ইসলামের দণ্ডবিধি ভিন্ন ব্যাপার এবং প্রকৃত হিসাব-কিতাব আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত থাকবে। (বোখারী-মুসলিম) কিন্তু ইমাম মুসলিম "ইসলামের দণ্ডবিধি" বাক্যটি উল্লেখ করেন নি।

١٢ - وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهٗ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلّٰى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَاَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَذٰلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِىْ لَهٗ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهٖ فَلَا تُخْفِرُوا اللّٰهَ فِىْ ذِمَّتِهٖ - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

(১২) হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, যে আমাদের মত নামায পড়ে, আমাদের কেবলামুখী হয় এবং আমাদের যবেহকৃত প্রাণী খায়, সে মুসলমান। তার প্রতি আল্লাহ ও রাসূলের দায়িত্ব বর্তায়, অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র দায়িত্বে হস্তক্ষেপ করো না। (বোখারী)

Contents

١٣ ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَتَى اَعْرَابِىٌّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: دُلَّنِىْ عَلَى عَمَلٍ اِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ: تَعْبُدُ اللهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَّتُقِيْمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَتُؤَدِّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ قَالَ: وَالَّذِىْ نَفْسِي بِيَدِهٖ لَا اَزِيْدُ عَلَى هٰذَا شَيْئًا وَّلَا اَنْقُصُ مِنْهُ فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى هٰذَا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(১৩) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) বলেন, একদা এক বেদুঈন হুযুর (সা)-এর নিকট এসে বলল, আমাকে এমন একটি আমলের নির্দেশনা দিন যা পালন করলে আমি জান্নাতে যাব। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না, ফরয নামায কায়েম কর, ফরযকৃত যাকাত আদায় কর, রমযানে রোযা রাখ। তখন বেদুঈন বলল, সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি এর উপর একটুই বেশী করব না এবং কমও করব না। যখন সে চলে গেল তখন নবী করীম (সা) বললেন, যে কেউ জান্নাতবাসীকে দেখে আনন্দ পেতে চায় সে যেন এ ব্যক্তিকে দেখে নেয়। (বোখারী-মুসলিম)

١٤ ـ وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِىِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قُلْ لِّىْ فِى الْاِسْلَامِ قَوْلًا لَّا اَسْأَلُ عَنْهُ اَحَدًا بَعْدَكَ وَفِىْ رِوَايَةٍ غَيْرَكَ قَالَ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ ـ

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(১৪) হযরত সুফিয়ান বিন আবদুল্লাহ আস্‌-সাকাফী (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইসলাম সম্বন্ধে আমাকে একটা চূড়ান্ত কথা বলে দিন যা আপনার পরে আমি আর কাউকে জিজ্ঞেস করব না। অন্য হাদীসে আছে– "আপনি ব্যতীত।" রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি বল, আমি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছি। তারপর একথার উপর অটল থাক। (মুসলিম)

١٥ ـ وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ[٤] نَسْمَعُ دَوِىَّ صَوْتِهٖ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُوْلُ حَتّٰى دَنَا مِنْ رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْاِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ: هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُنَّ؟ فَقَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَّوَّعَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَصِيَامُ

---

৪. ثَائِرَ الرَّأْسِ (বিক্ষিপ্ত চুল বিশিষ্ট) ব্যক্তির পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লামা ইবনু আবদিল বাবর, ইবনু বাত্তাল, ইবনুল আরাবী প্রমুখ উলামায়ে কিরাম বলেছেন– তিনি হলেন যিমাম ইবনে ছা'লাবা, নজদ প্রদেশের বনী সা'দ গোত্রের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি রাসূল (সা)-এর নিকট এসেছিলেন।

شَهْرِ رَمَضَانَ . قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ قَالَ: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُوْلُ: وَاللهِ لَا أَزِيْدُ عَلَى هٰذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْلَحَ الرَّجُلُ إِنْ صَدَقَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(১৫) হযরত তাল্‌হা বিন্ ওবায়দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট নজদ্‌বাসীদের পক্ষ থেকে এক লোক এল, সে ছিল এলোমেলো চুলবিশিষ্ট। আমরা তার গুনগুন শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু সে কী বলছিল তা বুঝতে পারছিলাম না। পরিশেষে সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটবর্তী হয়ে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, দিনে-রাতে পাঁচ বেলা নামায পড়। লোকটি বলল, এ ছাড়া আমার উপর অন্য কিছু অবধারিত আছে কি? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, না। তবে স্বেচ্ছায় নফল পড়তে পার। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, রমযান মাসে রোযা রাখবে। লোকটি বলল, এছাড়া অন্য কিছু ধার্য আছে কি? রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, না। তবে নফল রোযা রাখতে পার। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এভাবে তাকে যাকাতের কথাও বললেন। সে প্রশ্ন করল, এ ছাড়া আমার উপর আর কোন কর্তব্য আছে কি? হুযুর (সা) ফরমালেন, না। তবে দান-খয়রাত করতে পার। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর লোকটি এ কথা বলতে বলতে চলে গেল, আল্লাহ্‌র কসম, আমি এর উপর কিছু বেশিও করব না এবং কমও করব না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যদি সে সত্য বলে থাকে তবে কৃতকার্য হয়েছে। (বোখারী-মুসলিম)

١٦ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ الْقَوْمُ؟ أَوْ: مَنِ الْوَفْدُ؟ " قَالُوْا: رَبِيْعَةُ قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ: بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامٰى . قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا لَا نَسْتَطِيْعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هٰذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نُخْبِرُ بِهٖ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَسَأَلُوْهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: أَمَرَهُمْ بِالْإِيْمَانِ بِاللهِ وَحْدَهٗ قَالَ: أَتَدْرُوْنَ مَا الْإِيْمَانُ بِاللهِ وَحْدَهٗ؟ قَالُوْا: اَللهُ وَرَسُوْلُهٗ أَعْلَمُ قَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوْا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ وَقَالَ احْفَظُوْهُنَّ وَأَخْبِرُوْا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ وَلَفْظُهٗ لِلْبُخَارِيِّ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৬. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আবদুল কায়েস[৫] গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন্ গোত্র অথবা কোন্ প্রতিনিধি দল? তারা বলল, রাবি'আ গোত্র। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, ধন্যবাদ, গোত্র বা প্রতিনিধির জন্য। নয় কোন লাঞ্ছনা ও নয় কোন লজ্জা। তারা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা হারাম[৬] মাস ছাড়া আপনার নিকট আসতে পারি না। কারণ আমাদের ও আপনার মধ্যে কাফের মুদার গোত্র বাস করে। অতএব আমাদের সুস্পষ্ট কথা বলে দিন যা আমরা আমাদের পিছনের লোকদের বলে দিব এবং তা দ্বারা আমরা বেহেশতবাসী হব। এছাড়া তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে পানীয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) চারটি বিষয়ের হুকুম দিলেন আর চারটি বিষয়ে নিষেধ করলেন। তাদের এক আল্লাহ্র উপর ঈমান আনার হুকুম দিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান এক আল্লাহ্র উপর ঈমান কি? তারা বলল, আল্লাহ ও তার রাসূল ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ এ সাক্ষী দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল। নামায কায়েম করা ও যাকাত আদায় করা, রমযানে রোযা রাখা । যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ আদায় করা এবং চারটি পানপাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেন। মাটির সবুজ কলসী, কদুর খোল, খেজুর কাণ্ডের পাত্র ও প্রলেপ দেয়া পাতিল। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "এসব কথা তোমরা সংরক্ষণ করবে এবং তোমাদের পিছনের লোকদের জানিয়ে দিবে। (বোখারী-মুসলিম) এর শব্দ বোখারীর।

١٧ ـ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَوْلَهٗ عِصَابَةٌ مِنْ اَصْحَابِهٖ بَايِعُوْنِيْ عَلٰى اَنْ لَّا تُشْرِكُوْا بِاللهِ شَيْئًا وَّلَا تَسْرِقُوْا وَلَا تَزْنُوْا وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ وَلَا تَاْتُوْا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوْا فِيْ مَعْرُوْفٍ فَمَنْ وَفٰى مِنْكُمْ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ بِهٖ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ اِلَى اللهِ: اِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَاِنْ شَاءَ عَاقَبَهٗ" فَبَايَعْنَاهُ عَلٰى ذٰلِكَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(১৭) হযরত উবাদা বিন সামেত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, সে সময় তার চারপাশে একদল সাহাবী তাঁকে ঘিরে বসেছিল– তোমরা আমার হাতে বাইয়াত গ্রহণ কর যে, তোমরা আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যেনা করবে না, নিজেদের সন্তান হত্যা করবে না, মিথ্যা অপবাদ

---

৫. কাজী ইয়াদ রহ. বলেন, আব্দুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী করীম (সা)-এর মক্কা বিজয়ের পূর্বে অষ্টম হিজরীতে আগমন করেন।
ইবনুল কাইয়ুম বলেন, তারা নবম হিজরীতে আগমন করেন।
ঐতিহাসিকদের মতে, তারা মোট দু'বার আগমন করেন– প্রথমবার ৬ষ্ঠ হিজরীতে আর দ্বিতীয়বার ৮ম হিজরীতে। তাদের মোট সংখ্যার ক্ষেত্রে কেউ বলেছেন ১৪ জন, কেউ বলেছেন ৪০ জন।

৬. (খ) হারাম মাস বলা হয় যিলকদ, যিলহজ্জ, মুহররম এবং রজব এই চার মাসকে। এই চার মাসে আরবের লোকেরা যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি অপকাজে লিপ্ত হত না।
(গ) হানতাম হল মৃত্তিকা নির্মিত সবুজ বর্ণের পাত্রবিশেষ। দুব্বা হল লাউয়ের খোল দ্বারা তৈরী পাত্র। নাকীর হল কাঠের তৈরী এক প্রকার পাত্রের নাম। আর মুযাফফাত হল এক প্রকার তৈলাক্ত পাত্র। এই পাত্রসমূহে তখন মদ তৈরী করা হত এবং তাতে তা রেখে দেয়া হত। হাদীসটির মূল লক্ষ্য মদ পানের নিষিদ্ধতা ঘোষণা করা।

রটাবে না। সৎকাজে আমার আদেশ অমান্য করবে না। যে এ ওয়াদা পালন করবে সে আল্লাহ্র নিকট পুরস্কার পাবে। আর যে এ সমস্ত অপরাধে লিপ্ত হবে অতঃপর দুনিয়াতে তাকে তার শাস্তি দেয়া হবে তাহলে সেটা তার কাফ্ফারা হবে। আর যে এর কোন একটি অপরাধ করবে এবং আল্লাহ্ পাক দুনিয়াতে তা গোপন করে রাখবেন। সে বিষয় আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত থাকবে। তিনি ইচ্ছা করলে মাফ করবেন, আর ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন। তখন আমরা সবাই এর উপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে বাইয়াত করলাম। (বোখারী-মুসলিম)

١٨ - وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اَضْحًى اَوْ فِطْرٍ اِلَى الْمُصَلّٰى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَاِنِّىْ اُرِيْتُكُنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ مَا رَاَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ اَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ اِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِيْنِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ اَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْاَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلٰى قَالَ فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا اَلَيْسَ اِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلٰى قَالَ فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِهَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(১৮) হযরত আবু সাঈদ[৭] খুদরী (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) ঈদুল আযহা বা ঈদুল-ফিতরে ঈদগাহে বের হয়ে এলেন এবং মহিলাদের নিকট গিয়ে বললেন– হে নারী সমাজ! তোমরা বেশি বেশি দান খয়রাত কর। কেননা আমাকে দেখান হয়েছে, তোমাদের অধিকাংশই জাহান্নামী। তারা বলল, কেন হে আল্লাহ্র রাসূল! উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা বেশী বেশী অভিশাপ দিয়ে থাক এবং স্বামীদের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমরা জ্ঞান-বুদ্ধি ও দ্বীনদারীতে ত্রুটিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জ্ঞান বুদ্ধিহরণে তোমাদের চেয়ে পারদর্শী আমি আর কাউকে দেখি না। তারা প্রশ্ন করল, আমাদের দ্বীনে ও বুদ্ধিতে ত্রুটি কোথায় হে আল্লাহ্র রাসূল! হুযুর বললেন, মহিলাদের সাক্ষ্য পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয় কি? তারা বলল, হ্যাঁ। হুযুর বললেন, এটাই তার বুদ্ধির ত্রুটি। তিনি বললেন, ঋতুবতী হলে তারা নামায পড়ে না, রোযা রাখে না, (এটা কি সত্যি নয়?), তারা বলল, হ্যাঁ। হুযুর বললেন, এটাই তাদের দ্বীনদারীর ত্রুটি। (বোখারী-মুসলিম)

١٩ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَعَالٰى كَذَّبَنِىْ اِبْنُ اٰدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ ذٰلِكَ وَشَتَمَنِىْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ ذٰلِكَ تَكْذِيْبُهٗ اِيَّاىَ فَقَوْلُهٗ لَنْ يُّعِيْدَنِىْ كَمَا بَدَاَنِىْ وَلَيْسَ اَوَّلُ الْخَلْقِ بِاَهْوَنَ عَلَىَّ مِنْ اِعَادَتِهٖ وَاَمَّا شَتْمُهٗ اِيَّاىَ فَقَوْلُهٗ اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا وَاَنَا الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ

৭. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) এর নাম : সা'দ, উপনাম আবু সাঈদ, এ নামেই তিনি বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পিতার নাম মালিক ইবনে সিনান। তিনি একজন বিখ্যাত সাহাবী ছিলেন। তিনি হিজরী ৭৪ সালে ৮৪ বছর বয়সে পবিত্র মদীনা শরীফে ইন্তেকাল করেন।

اَلِدْ وَلَمْ اُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِىْ كُفُوًا اَحَدٌ ـ وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاَمَّا شَتْمُهُ اِيَّاىَ فَقَوْلُهُ: لِىْ وَلَدٌ وَسُبْحَانِىْ اَنْ اَتَّخِذَ صَاحِبَةً اَوْ وَلَدًا ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

(১৯) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক বলেন– বনী আদম আমার উপর মিথ্যা আরোপ করেছে যা তার উচিত ছিল না। সে আমাকে গালি দিয়েছে যা তার উচিৎ ছিল না। আমার উপর তার মিথ্যারোপ হল তার এ কথা, আমাকে তিনি পুনঃ সৃষ্টি করবেন না যেভাবে প্রথম বার করেছেন। অথচ প্রথমবারের সৃষ্টি দ্বিতীয়বারের সৃষ্টির চাইতে কোন অংশেই সহজ নয়। আর আমাকে তার গালি দেয়া হল তার এ উক্তি, "আল্লাহ সন্তান নিয়েছেন।" অথচ আমি একা, স্বনির্ভর, আমি জন্ম দিই নি এবং জন্ম গ্রহণও করি নি। নেই আমার কোন সমকক্ষ। হযরত ইবনে আব্বাসের অন্য হাদীসে আছে, তবে তারা আমাকে গালি দেয়, আমার সন্তান আছে। আমি স্ত্রী-পুত্র গ্রহণ করা থেকে পবিত্র। (বোখারী)

٢٠ ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: يُؤْذِيْنِىْ ابْنُ اٰدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَاَنَا الدَّهْرُ[৮] بِيَدِىَ الْاَمْرُ اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(২০) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক বলেছেন– বনি আদম আমাকে কষ্ট ও পীড়া দেয়, তারা কাল বা যুগকে গালি দেয় অথচ আমিই হলাম কাল বা যুগ। হুকুম আমার হাতে। রাতদিনকে আমিই ঘুরাই। (বোখারী-মুসলিম)

٢١ ـ وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اَحَدٌ اَصْبَرَ عَلٰى اَذًى يَسْمَعُهُ مِنَ اللّٰهِ يَدْعُوْنَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يُعَافِيْهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(২১) হযরত আবু মূসা আশ্‌আরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, কষ্টদায়ক কথা শুনে ধৈর্য ধারণকারী আল্লাহ অপেক্ষা বেশী আর কেউ নেই। মানুষ তাঁর পুত্র আছে বলে মন্তব্য করে, তারপরও তিনি তাদের মাফ করেন এবং রিযিক দান করেন। (বোখারী-মুসলিম)

٢٢ ـ وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى حِمَارٍ لَيْسَ بَيْنِىْ وَ بَيْنَهُ اِلَّا مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ فَقَالَ يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِىْ حَقُّ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهٖ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَنْ لَّا يُعَذِّبَ مَنْ لَّا يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا اُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوْا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

---

৮. وَاَنَا الدَّهْرُ 'আমি কাল' এ বাক্যটির অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে– ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (রহ) বলেন, কালের ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, যা কিছু প্রকাশ পায় তার মূল আমিই, অতএব কালকে গালমন্দ করার– অর্থ আমাকেই মন্দ বলা।

(২২) হযরত মু'য়ায[৯] (রা) বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিছনে গাধার পিঠে আরোহী ছিলাম, আমার এবং হুযুর (সা)-এর মাঝখানে গদির শেষ কাষ্ঠ ছাড়া কিছুই ছিল না। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হে মুয়ায! তুমি কি জান, বান্দার উপর আল্লাহ্‌র কি হক রয়েছে, আর আল্লাহ্‌র উপর বান্দার কি হক আছে? আমি বললাম, আল্লাহ এবং তার রাসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আল্লাহ্‌র হক বান্দার উপর এই যে, সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করবে, তার সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর বান্দার হক আল্লাহ্‌র উপর এই– যে আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করে না, তাকে আযাব দিবেন না। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তা হলে আমি কি এ সুসংবাদ লোকদের কাছে পৌঁছে দিব না? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, না, তুমি তাদের এ সুখবর দিলে তারা (আমল ছেড়ে খালি) তাওয়াক্কুল করবে। (বোখারী-মুসলিম)

٢٣ ـ وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذٌ رَدِيْفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ: يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلَاثًا قَالَ مَا مِنْ اَحَدٍ يَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ اِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَفَلَا اُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوْا قَالَ اِذًا يَّتَّكِلُوْا وَاَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَاَثُّمًا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(২৩) হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ও হযরত মুআয (রা) একই বাহনে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিছনে বসা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে মুআয! মুআয (রা) উত্তরে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি হাজির, আমি শুনছি। এভাবে তিনবার মুয়াযকে ডাকলেন এবং মুয়ায (রা) একইভাবে জবাব দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন– যে কেউ অন্তরে সত্য জেনে সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিবেন। হযরত মুআয (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, এ কথা কি আমি লোকদের জানিয়ে দিব না যাতে তারা সুসংবাদপ্রাপ্ত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তাহলে তো লোকেরা তাওয়াক্কুল করে বসবে। বর্ণনাকারী হযরত আনাস (রা) বললেন, মৃত্যুকালে হযরত মুআয (রা) গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য উক্ত হাদীসটি প্রকাশ করে গেছেন। (বোখারী-মুসলিম)

٢٤ ـ وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ اَبْيَضُ وَهُوَ نَائِمٌ ثُمَّ اَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ ثُمَّ مَاتَ عَلٰى ذٰلِكَ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ

---

৯. নাম মু'আয, উপনাম আবু আব্দুল্লাহ। পিতার নাম জাবাল ইবনে আমর। তিনি মদীনার খাযরাজ বংশে জন্ম লাভ করেন। তিনি নবুয়াতের দ্বাদশ সালে আঠার বছর বয়সে মদীনায় ইসলাম প্রচারের সূচনাকালে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি একজন বদরী সাহাবী ছিলেন।

قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ عَلٰى رَغْمِ اَنْفِ اَبِىْ ذَرٍّ وَكَانَ اَبُوْ ذَرٍّ اِذَا حَدَّثَ بِهٰذَا قَالَ وَاِنْ رَغِمَ اَنْفُ اَبِىْ ذَرٍّ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(২৪) হযরত আবু যর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে দেখি তিনি সাদা কাপড় জড়িয়ে ঘুমাচ্ছেন। অতঃপর পুনরায় গিয়ে দেখি তিনি জেগেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে কোন বান্দা, 'আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই' একথা বলে এবং এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। আমি বললাম, যদি সে চুরি করে এবং যদিও যেনা করে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হ্যাঁ, যদিও সে চুরি এবং যদিও সে যেনা করে। আমি বললাম, যদি সে চুরি করে যেনা করে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যদিও সে চুরি করে যেনা করে। আবু যর এর নাক ধূলি-ধূসরিত হলেও। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আবু যর (রা) যখন এ হাদীসটি বর্ণনা করতেন তখন এ অংশটি অবশ্যই বলতেন "আবু যর-এর নাক ধুলায় ধূসরিত হলেও।" (বোখারী-মুসলিম)

٢٥ ـ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ شَهِدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاَنَّ عِيْسٰى عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ وَابْنُ اَمَتِهٖ وَكَلِمَتُهٗ اَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَقٌّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ عَلٰى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(২৫) হযরত উবাদা বিন সামেত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, আর মুহাম্মাদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আর নিশ্চয়ই হযরত ঈসা (আ) ও আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল এবং তাঁর দাসীর পুত্র ও কালেমা, যা তিনি মারয়ামকে নিক্ষেপ করেছেন এবং তাঁর নিকট থেকে প্রেরিত রূহ মাত্র। জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য। তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন তার আমল যাই হোক না কেন। (বোখারী-মুসলিম)

٢٦ ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اُبْسُطْ يَمِيْنَكَ فَلْاُبَايِعْكَ فَبَسَطَ يَمِيْنَهٗ قَالَ فَقَبَضْتُ يَدِىْ فَقَالَ مَا لَكَ يَا عَمْرُو قُلْتُ اَرَدْتُ اَنْ اَشْتَرِطَ قَالَ تَشْتَرِطُ مَاذَا قُلْتُ اَنْ يُّغْفَرَ لِىْ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ الْاِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهٗ وَاَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثَانِ الْمَرْوِيَّانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا اَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ وَالْاٰخَرُ: اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ سَنَذْكُرُهُمَا فِىْ بَابِ الرِّيَاءِ وَالْكِبْرِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ (مُسْلِمٌ)

(২৬) হযরত আমর বিন আ'স (রা) বলেন, আমি হুযুর (সা)-এর নিকট এলাম এবং বললাম, আপনার ডান হাত বাড়ান যেন আমি আপনার হাতে বাইয়াত করতে পারি। অতঃপর হুযুর নিজ হাত বাড়ালেন, কিন্তু আমি আমার হাতখানা গুটিয়ে ফেললাম। হুযুর (সা) বললেন, হে আমর! তোমার কি হল? বললাম, আমি একটা শর্ত করতে চাই। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি কি শর্ত করতে চাও? আমি বললাম, আমাকে যেন মাফ করা হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হে আমর! তুমি কি জান না, 'ইসলাম তার পূর্বেকার সব কিছু বিলীন করে দেয় এবং হিজরত তার পূর্বেকার সব কিছু মিটিয়ে দেয়? (মুসলিম)

মিশকাত প্রণেতা বলেন হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে যে দু'টি হাদীস বর্ণিত আছে, একটি হল– قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا اَغْنَا الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ

আর অন্যটি হল– اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ

হাদীস দু'টি আমি রিয়া ও অহঙ্কার অধ্যায়ে বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ।

اَلْفَصْلُ الثَّانِیْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٧ ـ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ کُنْتُ مَعَ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِیْ سَفَرٍ فَاَصْبَحْتُ یَوْمًا قَرِیْبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِیْرُ فَقُلْتُ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِیْ بِعَمَلٍ یُدْخِلُنِیْ الْجَنَّةَ وَیُبَاعِدُنِیْ عَنِ النَّارِ قَالَ لَقَدْ سَاَلْتَنِیْ عَنْ عَظِیْمٍ وَاِنَّهٗ لَیَسِیْرٌ عَلٰی مَنْ یَّسَّرَهُ اللّٰهُ عَلَیْهِ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهٖ شَیْئًا وَّتُقِیْمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِی الزَّکَاةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَیْتَ ثُمَّ قَالَ اَلَا اَدُلُّكَ عَلٰی اَبْوَابِ الْخَیْرِ اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ وَّالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِیْئَةَ کَمَا یُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّیْلِ قَالَ ثُمَّ تَلَا تَتَجَافٰی جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ حَتّٰی بَلَغَ یَعْمَلُوْنَ ثُمَّ قَالَ اَلَا اَدُلُّكَ بِرَاْسِ الْاَمْرِ کُلِّهٖ وَعَمُوْدِهٖ وَذِرْوَةِ سَنَامِهٖ قُلْتُ بَلٰی یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَاْسُ الْاَمْرِ الْاِسْلَامُ وَعَمُوْدُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ ثُمَّ قَالَ اَلَا اُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذٰلِكَ کُلِّهٖ قُلْتُ بَلٰی یَا نَبِیَّ اللّٰهِ فَاَخَذَ بِلِسَانِهٖ فَقَالَ کُفَّ عَلَیْكَ هٰذَا فَقُلْتُ یَا نَبِیَّ اللّٰهِ وَاِنَّا لَمُؤَاخَذُوْنَ بِمَا نَتَکَلَّمُ بِهٖ فَقَالَ ثَکِلَتْكَ اُمُّكَ یَا مُعَاذُ وَهَلْ یَکُبُّ النَّاسَ فِی النَّارِ عَلٰی وُجُوْهِهِمْ اَوْ عَلٰی مَنَاخِرِهِمْ اِلَّا حَصَائِدُ اَلْسِنَتِهِمْ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِیُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

(২৭) হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, আমি এক সফরে নবী করীম (সা)-এর সাথে ছিলাম। এক সকালে আমি তাঁর খুব নিকটবর্তী হলাম তখন আমরা চলছিলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন যা আমাকে জান্নাতে দাখিল করবে এবং দোযখ থেকে দূরে রাখবে। নবী করীম (সা) বললেন, তুমি এক কঠিন প্রশ্ন করেছ, তবে বিষয়টি সহজ, যার জন্য আল্লাহ তা সহজ করেন। তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমযানে রোযা রাখবে, বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করবে। তারপর নবী করীম (সা) বললেন, আমি কি তোমাকে কল্যাণের দ্বারগুলো সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করব না? রোযা হল ঢাল, আর সদ্‌কা গুনাহকে এমনভাবে মিটিয়ে দেয়, যেমন পানি আগুন নিভিয়ে ফেলে এবং মধ্যরাতের নামায। এরপর তিনি তেলাওয়াত করেন, "তারা তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে আলাদা রাখে, তারা ভয় এবং প্রত্যাশায় তাদের প্রভুকে ডাকতে থাকে এবং আমি যা কিছু দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে। অথচ কেউ অবগত নয় তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ পরকালে তাদের জন্য কি চক্ষু জুড়ানো বস্তু গোপন রাখা হয়েছে। অতঃপর নবী করীম (সা) বলেন, আমি কি তোমাকে বাতলে দিব না যে, দ্বীনের শিরবস্তু, খুঁটি ও উচ্চশিখর কি? হযরত মুআয বলেন, অবশ্যই হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তখন তিনি বললেন, দ্বীনের শির হল ইসলাম, তার খুঁটিগুলো হল নামায, তার উচ্চ শিখর হল জিহাদ। অতঃপর নবী করীম (সা) বললেন, আমি কি তোমাকে সবকিছুর গোড়ার কথা বলে দিব না? বললাম, অবশ্যই হে আল্লাহ্‌র নবী। তখন তিনি স্বীয় জিহ্বা ধরে বললেন, এটাকে সংযত রাখবে। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমাদের জিহ্বা দ্বারা যা কিছু বলি, আমরা

কি তা দ্বারা পাকড়াও হবো? রাসূলুল্লাহ্ বললেন ঃ তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক! কিয়ামতের দিন মানুষকে শুধু তাদের জিহ্বার কথাবার্তার কারণেই মুখের বা নাকের উপর উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা)

٢٨ ـ وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ ـ (رَوَاهُ وَاَبُوْ دَاوُدَ) رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ مَعَ تَقْدِيْمٍ وَتَاْخِيْرٍ وَفِيْهِ: فَقَدِ اسْتَكْمَلَ اِيْمَانَهُ ـ

(২৮) হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, যে একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই কাউকে ভালবাসে, আল্লাহ্র জন্যই কাউকে ঘৃণা করে এবং আল্লাহ্র জন্যই কাউকে দান করে, আবার আল্লাহ্র জন্যই দান বন্ধ করে, সে অবশ্যই ঈমান পরিপূর্ণ করেছে। (আবু দাউদ, তিরমিযী) হযরত মুয়ায বিন আনাসের বর্ণনায় কিছুটা আগ-পিছ করে বলা হয়েছে। তন্মধ্যে আছে সে তার ঈমান পরিপূর্ণ করে নিয়েছে।

٢٩ ـ وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ الْحُبُّ فِى اللهِ وَالْبُغْضُ فِى اللهِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(২৯) হযরত আবু যর গিফারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ বলেন, সর্বশ্রেষ্ঠ আমল হল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করা এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে শত্রুতা পোষণ করা। (আবু দাউদ)

٣٠ ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ عَلٰى دِمَائِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَزَادَ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ بِرِوَايَةِ فَضَالَةَ: وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِىْ طَاعَةِ اللهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوْبَ ـ

(৩০) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। আর মু'মিন সেই ব্যক্তি, যাকে মানুষ তাদের জান ও মাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাপদ বলে মনে করে। (তিরমিযী ও নাসায়ী)

কিন্তু ইমাম বায়হাকী (রহ) "শুআবুল ঈমান" গ্রন্থে হযরত ফুযালার সূত্রে এ কথাগুলো বৃদ্ধি করেছেন– সে ব্যক্তি প্রকৃত মুজাহিদ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আনুগত্যে নিজের প্রবৃত্তির সাথে লড়াই করে; আর যে ব্যক্তি গুনাহ বা পাপের কাজ বর্জন করে সেই প্রকৃত মুহাজির।

٣١ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَ: لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ)

(৩১) হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) খুব কম ভাষণ আমাদের সামনে দিয়েছেন এবং তাতে বলেছেন, যার আমানত নেই তার ঈমান নেই। যার ওয়াদা ঠিক নেই তার দ্বীন নেই। (বায়হাকী শু'আবুল ঈমান)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٢ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৩২) হযরত উবাদা বিন সামেত (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এ কথার সাক্ষ্য দিবে, এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল, তার জন্য আল্লাহ দোযখের আগুন হারাম করে দিবেন। (মুসলিম)

٣٣ - وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৩৩) হযরত উসমান[১০] (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যে ব্যক্তি এ কথা বিশ্বাস করে মৃত্যুবরণ করবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম)

٣٤ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَانِ مُوْجِبَتَانِ قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْمُوْجِبَتَانِ؟ قَالَ: مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৩৪) হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, দু'টি ব্যাপার (অপর দু'টি ব্যাপারকে) অবধারিত করে দেয়। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে অবধারিত ব্যাপার দু'টি কি? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুকে শরীক করে মৃত্যুবরণ করে, সে নিশ্চিতরূপে জাহান্নামে যাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কাউকে অংশীদার না বানিয়ে মৃত্যুবরণ করবে, সে নিশ্চিতরূপে জান্নাতে যাবে। (মুসলিম)

---

১০. নাম উসমান; উপনাম আবু আব্দুল্লাহ, আবু আমর ও আবু লায়লা। উপাধি যুন্নুরাইন ও গণী। পিতার নাম আফফান ইবনে আবুল আস। আর মাতার নাম আরওয়া বিনতে কুরাইয। তিনি ছিলেন রাসূল (সা)-এর জামাতা ও তৃতীয় খলীফা। তিনি হিজরী ৩৫ সালের ১৮ জিলহজ্জ "আল-আসওয়াদুত-তুজিবী" নামক ঘাতকের হাতে নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেন।

৫—

٣٥ ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا قُعُوْدًا حَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَنَا اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِىْ نَفَرٍ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ اَظْهُرِنَا فَاَبْطَأَ عَلَيْنَا وَخَشِيْنَا اَنْ يُّقْتَطَعَ دُوْنَنَا وَفَزِعْنَا فَقُمْنَا فَكُنْتُ اَوَّلَ مَنْ فَزِعَ فَخَرَجْتُ اَبْتَغِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اَتَيْتُ حَائِطًا لِلْاَنْصَارِ لِبَنِىْ النَّجَّارِ فَدُرْتُ بِهٖ هَلْ اَجِدُ لَهٗ بَابًا فَلَمْ اَجِدْ فَاِذَا رَبِيْعٌ يَّدْخُلُ فِىْ جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِئْرٍ خَارِجَةٍ وَالرَّبِيْعُ الْجَدْوَلُ فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ فَدَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا شَأْنُكَ قُلْتُ كُنْتَ بَيْنَ اَظْهُرِنَا فَقُمْتَ فَاَبْطَأْتَ عَلَيْنَا فَخَشِيْنَا اَنْ تُقْتَطَعَ دُوْنَنَا فَفَزِعْنَا فَكُنْتُ اَوَّلَ مَنْ فَزِعَ فَاَتَيْتُ هٰذَا الْحَائِطَ فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ وَهٰؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِىْ فَقَالَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ وَاَعْطَانِىْ نَعْلَيْهِ قَالَ اذْهَبْ بِنَعْلَىَّ هَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيْتَ مِنْ وَّرَاءِ هٰذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهٗ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَكَانَ اَوَّلَ مَنْ لَّقِيْتُ عُمَرَ فَقَالَ مَا هَاتَانِ النَّعْلَانِ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ هَاتَانِ نَعْلَا رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِىْ بِهِمَا مَنْ لَّقِيْتُ يَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهٗ بَشَّرْتُهٗ بِالْجَنَّةِ فَضَرَبَ عُمَرُ بِيَدِهٖ بَيْنَ ثَدْيَىَّ فَخَرَرْتُ لِاِسْتِىْ فَقَالَ اِرْجِعْ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ فَرَجَعْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَجْهَشْتُ بِالْبُكَاءِ وَرَكِبَنِىْ عُمَرُ فَاِذَا هُوَ عَلٰى اَثَرِىْ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ لَقِيْتُ عُمَرَ فَاَخْبَرْتُهٗ بِالَّذِىْ بَعَثْتَنِىْ بِهٖ فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْيَىَّ ضَرْبَةً فَخَرَرْتُ لِاِسْتِىْ فَقَالَ اِرْجِعْ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عُمَرُ مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَا فَعَلْتَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ اَبَعَثْتَ اَبَا هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ مَنْ لَقِىَ يَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهٗ بَشَّرَهٗ بِالْجَنَّةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ فَاِنِّىْ اَخْشٰى اَنْ يَّتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُوْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلِّهِمْ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৩৫) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) বলেন, একদা আমরা হযরত আবু বকর ও উমর (রা) সহ একদল লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চতুষ্পার্শ্বে বসেছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের মধ্য হতে উঠে চলে গেলেন এবং ফিরে আসতে এত দেরি করলেন যে, আমরা শঙ্কাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম, না জানি আমাদের অনুপস্থিতিতে তিনি কোন বিপদে পড়লেন? এতে আমরা সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম এবং তাঁর

খোঁজে বের হলাম। অবশ্য সর্বপ্রথম আমিই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং আমি তার খোঁজে বের হয়ে পড়লাম। এমনিভাবে আমি বনি নাজ্জার গোত্রের জনৈক আনসারীর বাগানের প্রাচীরের নিকট এলাম। আমি তার চতুর্দিকে ঘুরে দেখলাম কোন দরজা আছে কি না, কিন্তু পেলাম না। এক জায়গায় হঠাৎ দেখলাম বাইরের একটা কূপ থেকে একটি ছোট নালা বাগানের ভিতরে প্রবেশ করেছে। শিয়াল যেভাবে আমি নিজেকে সংকুচিত করে তাতে প্রবেশ করলাম– এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গেলাম। তিনি বললেন, আবু হুরায়রাহ না-কি? বললাম হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। তিনি বললেন, কি হাল তোমার? আমি বললাম, আপনি আমাদের মাঝে ছিলেন এবং উঠে এলেন, কিন্তু এত বিলম্ব করলেন যে, আমরা ভয় পেলাম। আল্লাহ না করুক, আপনি আমাদের অনুপস্থিতিতে কোন বিপদে পড়লেন কি না? এ জন্য আমরা সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লাম এবং আমিই সর্বপ্রথম ব্যস্ত হয়েছিলাম। অবশেষে আপনার খোঁজে এ বাগানের কাছে আসি এবং আমার দেহ শৃগালের ন্যায় গুটিয়ে এতে প্রবেশ করি। আর বাকী সব লোক আমার পেছনে রয়েছে। অতঃপর হুযুর (সা) তাঁর জুতা জোড়া আমাকে দিয়ে বললেন, হে আবু হুরায়রাহ! আমার জুতা দু'খানা নিয়ে যাও, আর বাগানের বাইরে যাকে পাবে যে স্থির বিশ্বাসে 'আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই' বলে সাক্ষ্য দেয়, তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দিবে। আবু হুরায়রাহ (রা) বলেন, বাইরে আসতেই সর্বপ্রথম হযরত উমর (রা)-এর সাথে আমার দেখা হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ জুতা জোড়া কেন? বললাম, এ জুতা দু'খানা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর। এ জুতা জোড়াসহ রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে পাঠিয়েছেন, যার সাথে আমার সাক্ষাৎ হবে, সে যদি স্থির বিশ্বাসের সাথে সাক্ষ্য দেয়, "আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই" আমি তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেব। এ কথা শুনার সাথে সাথে হযরত উমর (রা) আমার বুকে এমন জোরে আঘাত করলেন যে, আমি চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম। তারপর বললেন, হে আবু হুরায়রাহ! ফিরে যাও। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে ফিরে গেলাম এবং কেঁদে ফেললাম। দেখলাম, হযরত উমর (রা) আমার ঘাড়ে সওয়ার হয়ে আছেন এবং আমার পেছনে পেছনে এসে উপস্থিত হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আবু হুরায়রাহ! তোমার কি হয়েছে? বললাম, আমি উমর (রা)-এর সাক্ষাৎ পাই এবং আপনি আমাকে যে জন্য পাঠিয়েছেন সে কথা তাঁকে বলি। তখন তিনি আমার বুকে এত জোরে আঘাত করেন যে, আমি চিৎ হয়ে পড়ে যাই। তিনি আমাকে বলেন, ফিরে যাও। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, হে ওমর, তুমি কেন এরূপ করলে? উমর (রা) বললেন, আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কোরবান হোক! আপনি কি আবু হুরায়রাহ (রা)-কে আপনার জুতাদ্বয় দিয়ে পাঠিয়েছিলেন যে যাকে সে পাবে এমতাবস্থায় যে, স্থির অন্তরে যে সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দিতে? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হ্যাঁ। উমর (রা) বললেন, এ কাজ করবেন না। কেননা আমার ভয় হয় তা হলে লোকজন এর উপর তাওয়াক্কুল করে বসবে; বরং তাদের আমল করতে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আচ্ছা ঠিক আছে, তাদের আমল করতে দাও। (মুসলিম)

٣٦ ـ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِيْحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

(৩৬) হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলেছেন, বেহেশতের চাবি হল "আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই "এ সাক্ষ্য দেয়া। (আহমদ)

٣٧ ـ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: اِنَّ رِجَالًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزِنُوْا عَلَيْهِ حَتّٰى كَادَ بَعْضُهُمْ يُوَسْوِسُ قَالَ عُثْمَانُ وَكُنْتُ مِنْهُمْ فَبَيْنَا اَنَا جَالِسٌ مَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ فَلَمْ اَشْعُرْ بِهٖ فَاشْتَكٰى عُمَرُ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ثُمَّ اَقْبَلَ حَتّٰى سَلَّمَ عَلَيَّ جَمِيْعًا فَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ مَا حَمَلَكَ عَلٰى اَنْ لَا تَرُدَّ عَلٰى اَخِيْكَ عُمَرَ سَلَامَهٗ قُلْتُ مَا فَعَلْتُ فَقَالَ عُمَرُ بَلٰى وَاللّٰهِ لَقَدْ فَعَلْتَ قَالَ قُلْتُ وَاللّٰهِ مَا شَعَرْتُ اَنَّكَ مَرَرْتَ وَلَا سَلَّمْتَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ صَدَقَ عُثْمَانُ قَدْ شَغَلَكَ عَنْ ذٰلِكَ اَمْرٌ فَقُلْتُ اَجَلْ قَالَ مَا هُوَ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ تَوَفَّى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ اَنْ نَّسْاَلَهٗ عَنْ نَجَاةِ هٰذَا الْاَمْرِ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ قَدْ سَاَلْتُهٗ عَنْ ذٰلِكَ قَالَ فَقُمْتُ اِلَيْهِ وَقُلْتُ لَهٗ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ اَنْتَ اَحَقُّ بِهَا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا نَجَاةُ هٰذَا الْاَمْرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَبِلَ مِنِّيَ الْكَلِمَةَ الَّتِيْ عَرَضْتُ عَلٰى عَمِّيْ فَرَدَّهَا فَهِيَ لَهٗ نَجَاةٌ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

(৩৭) হযরত উসমান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের পর কিছুসংখ্যক সাহাবী ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন, এমনকি কারো মনে খটকা জাগতে লাগল। আমিও তাদের একজন। এমনি অবস্থায় আমি এক স্থানে বসে ছিলাম। হযরত উমর (রা) আমার নিকট দিয়ে গেলেন এবং আমাকে সালামও করলেন, অথচ আমি তা টের পেলাম না। অতঃপর হযরত উমর (রা) আমার বিরুদ্ধে হযরত আবু বকর (রা)-এর নিকট অভিযোগ করেন। পরে তারা উভয়ে এসে আমাকে সালাম দিলেন এবং হযরত আবু বকর (রা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে উসমান! তোমার কি হয়েছিল যে, তুমি তোমার ভাই উমর (রা)-এর সালামের জবাব দিলে না। আমি বললাম, না, আমি তো এরূপ কিছুই করি নি। তখন হযরত উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আপনি নিশ্চয় এরূপ করেছেন। হযরত উসমান (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি টেরও পাই নি যে, আপনি আমার নিকট দিয়ে গেছেন এবং আমাকে সালাম করেছেন। হযরত আবু বকর (রা) তখন বললেন, ওসমান সত্যই বলেছেন। নিশ্চয় কোন বিরাট দুশ্চিন্তা আপনাকে এ বেখেয়াল করে রেখেছিল। আমি বললাম, জ্বি হ্যাঁ। আবু বকর (রা) বললেন, তবে তা কি? আমি বললাম, আল্লাহ পাক তাঁর নবী করীম (সা)-কে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন, অথচ আমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার উপায় জিজ্ঞেস করে নিতে পারলাম না। হযরত আবু বকর (রা) বললেন, আমি এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি। তখন আমি তাঁর নিকট গেলাম এবং বললাম, আমার মা-বাপ আপনার উপর কোরবান হোক, আপনিই এর হকদার বটে। তখন আবু বকর (রা) বললেন, আমি বলছিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এ ব্যাপারে মানুষের নাজাতের উপায় কি? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যে ব্যক্তি আমার তরফ থেকে সে কালেমা গ্রহণ করবে, যা আমি আমার চাচাকে পেশ করেছিলাম এবং তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তা-ই তার নাজাতের উপায়। (আহমদ)

٣٨ ـ عَنِ الْمِقْدَادِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللّٰهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ بِعِزِّ عَزِيْزٍ أَوْ ذُلِّ ذَلِيْلٍ إِمَّا يُعِزُّهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ يُذِلُّهُمْ فَيَدِيْنُوْنَ لَهَا قُلْتُ فَيَكُوْنُ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ ـ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

(৩৮) হযরত মিক্‌দাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, জমিনের উপর কোন মাটির ঘর বা তাঁবুর ঘর অবশিষ্ট থাকবে না, যেখানে আল্লাহ তা'আলা ইসলামের বাণী পৌছে দিবেন না, সম্মানিতদের সম্মানের সাথে অথবা অসম্মানিতদের অপদস্থতার সাথে। হয়তোবা আল্লাহ তাদের সম্মান দেবেন এবং তাদের সম্মানের অধিকারী বানাবেন, অথবা অসম্মানিত করে অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র কালেমার অধীনস্থ হয়ে যাবে। আমি বললাম, তবে তো দীন পুরোটাই আল্লাহ্‌র জন্য হয়ে যাবে। (আহমদ)

٣٩ ـ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قِيْلَ لَهُ: أَلَيْسَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ قَالَ بَلَى وَلٰكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحٌ إِلَّا وَلَهُ أَسْنَانٌ فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ تَرْجَمَةِ بَابٍ)

(৩৯) ওয়াহব ইবনে মুনাব্বিহ (রা) হতে বর্ণিত যে, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই" কালেমাটি কি বেহেশতের চাবি নয়? (যদি তাই হয় তবে আপনি আমলের জন্য এত বেশী তাগিদ করেন কেন?) তিনি বললেন, নিশ্চয় (তা বেহেশতের চাবি)। তবে প্রত্যেক চাবিরই কয়েকটি দাঁত রয়েছে। তুমি দাঁতওয়ালা চাবি নিয়ে গেলেই তোমার জন্য বেহেশতের দরজা খুলে দেওয়া হবে। নচেৎ তা তোমার জন্য খোলা হবে না। (জেনে রাখ কালেমারূপ চাবির দাঁত হল আমল।) (বুখারী)

٤٠ ـ وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا حَتَّى لَقِيَ اللّٰهَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৪০) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ পূর্ণরূপে মুসলমান হয়, তখন তার জন্য (তার) কৃত প্রত্যেক সৎকাজ তার দশগুণ হতে সাতশত গুণ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে। আর তাঁর কৃত অসৎ কাজ তার অনুরূপই (অর্থাৎ মাত্র একগুণই) লিপিবদ্ধ হয়—এমনিভাবেই সে আল্লাহ্‌র দরবারে চলে যাবে। (বুখারী, মুসলিম)

٤١ ـ وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا الْاِيْمَانُ قَالَ اِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَاَنْتَ مُؤْمِنٌ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا الْاِثْمُ قَالَ اِذَا حَاكَ فِىْ نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

(৪১) হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, একদিন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঈমানের স্বরূপ কি? রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করলেন, যখন তোমার সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দিবে এবং অসৎকাজ তোমাকে কষ্ট দিবে তখন মনে করবে যে, তুমি খাঁটি মু'মিন। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গুনাহের কাজ কি? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যখন কোন কাজ করতে তোমার বিবেকে বাধবে তখন মনে করবে যে, এটাই গুনাহের কাজ এবং তা পরিত্যাগ করবে। (আহমদ)

٤٢ ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ مَعَكَ عَلٰى هٰذَا الْاَمْرِ قَالَ حُرٌّ وَعَبْدٌ قُلْتُ مَا الْاِسْلَامُ قَالَ طِيْبُ الْكَلَامِ وَاِطْعَامُ الطَّعَامِ قُلْتُ مَا الْاِيْمَانُ قَالَ الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ قَالَ قُلْتُ اَىُّ الْاِسْلَامِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ قَالَ قُلْتُ اَىُّ الْاِيْمَانِ اَفْضَلُ قَالَ خُلُقٌ حَسَنٌ قَالَ قُلْتُ اَىُّ الصَّلَاةِ اَفْضَلُ قَالَ طُوْلُ الْقُنُوْتِ قَالَ قُلْتُ اَىُّ الْهِجْرَةِ اَفْضَلُ قَالَ اَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ قُلْتُ فَاَىُّ الْجِهَادِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهٗ وَاُهْرِيْقَ دَمُهٗ قَالَ قُلْتُ اَىُّ السَّاعَاتِ اَفْضَلُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

(৪২) হযরত আমর ইবন আবাসা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ কাজে (ইসলামে) আপনার সাথে কে আছেন? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, একজন আযাদ ব্যক্তি ও একজন গোলাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, ইসলাম কি? তিনি বললেন, ভালো কথা বলা এবং আহার দান করা। আমি বললাম, ঈমান কি? তিনি বললেন, ধৈর্য ধারণ করা এবং দান সদকা করা। আমি বললাম, কোন ইসলাম উত্তম? তিনি বললেন, যে ব্যক্তির মুখ ও হাত থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে। আমি বললাম, কোন্ ঈমান উত্তম? তিনি বললেন, সৎ স্বভাব। আমি বললাম, কোন্ নামায উত্তম? তিনি বললেন, দীর্ঘক্ষণ বিনয়ের সাথে থাকা। আমি বললাম, কোন্ হিজরত উত্তম? তিনি বললেন, তোমার প্রভু যা অপছন্দ করে তা বর্জন করা। আমি বললাম, কোন্ জিহাদ উত্তম? তিনি বললেন, যার ঘোড়া নিহত হয়েছে এবং সে নিজেও শাহাদাত বরণ করেছে। আমি বললাম, কোন্ সময় উত্তম? তিনি বললেন, শেষ রাতের মাঝামাঝি সময়। (আহমদ)

٤٣ ـ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ لَّقِيَ اللّٰهَ لَا يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَيُصَلِّى الْخَمْسَ وَيَصُوْمُ رَمَضَانَ غُفِرَ لَهٗ قُلْتُ اَفَلَا اُبَشِّرُهُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ دَعْهُمْ يَعْمَلُوْا ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

(৪৩) হযরত মুআয ইবন জাবাল (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক না করে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, রমযানের রোযা রেখে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করবে, তাকে মাফ করে দেয়া হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি লোকদের এ সুসংবাদ জানিয়ে দিব না? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, না; বরং তাদের আমল করতে দাও। (আহমদ)

٤٤ ـ وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهٗ سَاَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَفْضَلِ الْاِيْمَانِ قَالَ: اَنْ تُحِبَّ لِلّٰهِ وَتُبْغِضَ لِلّٰهِ وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِيْ ذِكْرِ اللّٰهِ قَالَ وَمَاذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَاَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

(৪৪) হযরত মুআয বিন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি হুযুর (সা)-কে সর্বোৎকৃষ্ট ঈমান সম্পর্কে প্রশ্ন করলে হুযুর (সা) জবাব দেন, ভালবাস তো আল্লাহ্‌র জন্য, শত্রু মনে কর তো আল্লাহ্‌র জন্য এবং তুমি তোমার জবান আল্লাহ্‌র যিকিরে রত রাখ। মুআয (রা) বললেন, তা কি, হে আল্লাহ্‌র রাসূল? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি লোকদের জন্য তা পছন্দ করবে যা নিজের জন্য পছন্দ কর। আর তাদের জন্য তাই অপছন্দ করবে যা নিজের জন্য অপছন্দ কর। (আহমদ)

بَابُ الْكَبَائِرِ وَعَلَامَاتِ النِّفَاقِ

পরিচ্ছেদ ঃ কবীরা গুনাহ ও মুনাফেকীর নিদর্শনসমূহ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٥ ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ الذَّنْبِ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ قَالَ اَنْ تَدْعُوَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قَالَ ثُمَّ اَيٌّ قَالَ ثُمَّ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ اَنْ يَّطْعَمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ اَيٌّ قَالَ ثُمَّ اَنْ تَزْنِيَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيْقَهَا وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ الْاٰيَةَ ـ(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৪৫) হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ কোন্‌টি? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, কাউকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ রূপে ডাকা। অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। লোকটি বলল, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, তোমার সন্তান তোমার সাথে খাবে এ ভয়ে তাকে হত্যা করা। লোকটি বলল, তারপর কোন্‌টি? তিনি বলেন, প্রতিবেশীর বিবির সাথে যেনা করা। একে সত্যায়িত করে আল্লাহ্ পাক কুরআনে বর্ণনা করেন, "যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহকে ডাকে না, যাকে হত্যা করা আল্লাহ্ নিষিদ্ধ করেছেন তাকে আইনের বিধান ছাড়া হত্যা করে না, আর যেনায় লিপ্ত হয় না...। (বোখারী, মুসলিম)

٤٦ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْكَبَائِرُ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِيْ رِوَايَةِ اَنَسٍ: وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ بَدَلَ الْيَمِيْنِ الْغَمُوْسِ ـ(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৪৬) হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) বলেন, নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, কবীরা গুনাহ হল– আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা ও মিথ্যা শপথ করা। (বোখারী) হযরত আনাস (রা)-এর অন্য বর্ণনায় মিথ্যা শপথের পরিবর্তে আছে– এবং মিথ্যা সাক্ষী দেয়া। (বোখারী, মুসলিম)

٤٧ ـ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا

بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبَا وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৪৭) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, তোমরা ধ্বংসকারী সাতটি জিনিস থেকে দূরে থাক। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সেগুলো কি? তিনি বলেন, ১। আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা, ২। যাদুটোনা করা, ৩। আইনের দণ্ডবিধি ছাড়া কাউকে হত্যা করা, ৪। সুদ খাওয়া, ৫। ইয়াতিমের মাল খাওয়া, ৬ জেহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা, ৭। ঈমানদার সতী সাধ্বী অবলা মহিলার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটানো। (বোখারী-মুসলিম)

٤٨ ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَزْنِي الزَّانِىْ حِيْنَ يَزْنِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ اِلَيْهِ اَبْصَارَهُمْ فِيْهَا حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَّلَا يَغُلُّ اَحَدُكُمْ حِيْنَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاِيَّاكُمْ اِيَّاكُمْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَلَا يَقْتُلُ حِيْنَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ عِكْرَمَةُ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ يُنْزَعُ الْاِيْمَانُ مِنْهُ؟ قَالَ: هٰكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ ثُمَّ اَخْرَجَهَا فَاِنْ تَابَ عَادَ اِلَيْهِ هٰكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ وَقَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ: لَا يَكُوْنُ هٰذَا مُؤْمِنًا تَامًّا وَّلَا يَكُوْنُ لَهٗ نُوْرُ الْاِيْمَانِ ـ هٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ

(৪৮) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) বলেন, নবী (সা) বললেন, মু'মিন থাকাবস্থায় কেউ যেনা করে না, মু'মিন থাকাবস্থায় কেউ চুরি করে না, মু'মিন থাকাবস্থায় কেউ মদ পান করে না। লুণ্ঠনকারী মু'মিন থাকাবস্থায় মানুষের চোখের সামনে লুট করে না। মু'মিন থাকাবস্থায় কেউ আত্মসাৎ করে না। সাবধান, সাবধান! (বোখারী, মুসলিম) এবং হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় আছে, মু'মিন থাকাবস্থায় কেউ কাউকে হত্যা করে না। হযরত ইকরামা (রহ) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কিভাবে তার ঈমান বের হয়ে যায়? তিনি বললেন, এভাবে এই বলে তিনি তাঁর হাতের অঙ্গুলিসমূহ পরস্পর ফাঁকের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে আবার বের করে নিলেন। অতঃপর যদি সে তওবা করে তখন ঈমান এভাবে ফিরে আসে এই বলে আবার তিনি তাঁর অঙ্গুলিসমূহ পরস্পর ফাঁকে ফাঁকে প্রবেশ করে দেখালেন। আবু আবদুল্লাহ বোখারী (রহ) বলেন, সে পূর্ণমাত্রায় ঈমানদার থাকে না এবং তাঁর ঈমানের নূর বহাল থাকে না। (এটা বোখারীর শব্দ)

٤٩ ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ زَادَ مُسْلِمٌ: وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّهٗ مُسْلِمٌ ثُمَّ اتَّفَقَا اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ـ

(৪৯) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি। ইমাম মুস্‌লিম বাড়িয়ে বলেছেন, যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং ধারণা করে যে, সে মুসলমান। তারপর বর্ণনায় ইমাম বোখারী ও মুসলিম এক, ১। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ২। যখন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে, ৩। যখন কোন আমানত (কথা বা জিনিস) তার কাছে রাখা হয়, সে খেয়ানত করে।

٥٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَرْبَعٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৫০) হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : চারটি বদভ্যাস যার মধ্যে রয়েছে সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে তার একটি আছে, সে তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফেকির একটি স্বভাব থেকে যায় : ১। যখন তার কাছে আমানত রাখা হয়, সে খেয়ানত করে, ২। যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে, ৩। যখন ওয়াদা করে, ভঙ্গ করে, ৪। যখন কারো সাথে কলহ করে, তখন অশালীন কথা বলে। (বোখারী, মুসলিম)

٥١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيْرُ اِلٰى هٰذِهٖ مَرَّةً وَاِلٰى هٰذِهٖ مَرَّةً - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৫১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে ,বর্ণিত। নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুনাফিকদের উদাহরণ হল, সে সিদ্ধান্তহীন বকরীসদৃশ, যে দু'টি বকরীর পালের মধ্য থেকে একবার এই পালের দিকে ছুটে যায়, আরেকবার অন্য পালের দিকে দৌড়ায়। (মুসলিম)

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٢ - عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ يَهُوْدِيٌّ لِّصَاحِبِهٖ اذْهَبْ بِنَا اِلٰى هٰذَا النَّبِيِّ فَقَالَ صَاحِبُهٗ لَا تَقُلْ نَبِيٌّ اِنَّهٗ لَوْ سَمِعَكَ كَانَ لَهٗ اَرْبَعَةُ اَعْيُنٍ فَاَتَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاَلَاهُ عَنْ تِسْعِ اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَقَالَ لَهُمْ: لَا تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلَا تَسْرِقُوْا وَلَا تَزْنُوْا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَمْشُوْا بِبَرِيْءٍ اِلٰى ذِىْ سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهٗ وَلَا تَسْحَرُوْا وَلَا تَاْكُلُوا الرِّبَا وَلَا تَقْذِفُوْا مُحْصَنَةً وَلَا تَوَلُّوْا لِلْفِرَارِ يَوْمَ الزَّحْفِ وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً الْيَهُوْدَ اَنْ لَّا تَعْتَدُوْا فِى السَّبْتِ

Contents

قَالَ فَقَبَّلَا يَدَهُ وَرِجْلَهُ فَقَالَا نَشْهَدُ اَنَّكَ نَبِيٌّ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكُمْ اَنْ تَتَّبِعُوْنِىْ قَالُوْا اِنَّ دَاوٗدَ دَعَا رَبَّهٗ اَنْ لَّا يَزَالَ فِىْ ذُرِّيَّتِهٖ نَبِىٌّ وَاِنَّا نَخَافُ اِنْ تَبِعْنَاكَ اَنْ يَّقْتُلَنَا الْيَهُوْدُ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَالنَّسَائِىُّ)

(৫২) হযরত সাফ্‌ওয়ান ইবন আসসাল (রা) বলেন, এক ইহুদী তার সাথীকে বলল, আমাদের নিয়ে এ নবীর কাছে চল। সাথী বলল, তাকে নবী বলো না, সে তোমার মুখে এ কথা শুনলে তার চোখ চারটা হয়ে যাবে। অবশেষে তারা এল এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-কে নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বললেন ঃ ১। আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করো না, ২। চুরি করো না, ৩। যেনা করো না, ৪। আইনের বিধান ছাড়া কাউকে হত্যা করো না, ৫। কোন বেকসুর ব্যক্তিকে হত্যার জন্য কোন ক্ষমতাবান শাসকের নিকট নিয়ে তুলে ধরো না, ৬। যাদুটোনা করো না, ৭। সুদ খেয়ো না, ৮। কোন অবলা নারীকে যেনার মিথ্যা অপবাদ দিও না, ৯। জিহাদ থেকে পলায়ন করো না। হে ইহুদীগণ! তোমরা বিশেষভাবে শনিবারে সীমালংঘন করো না। হযরত সাফওয়ান (রা) বলেন, অতঃপর তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হস্ত-পদ চুম্বন করল এবং বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি সত্যিই নবী। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমার অনুসরণে তোমাদের বাধা কি? তারা বলল, হযরত দাউদ (আ) তাঁর প্রভুর নিকট দু'আ করেছিলেন যেন তাঁর বংশেই নবী আগমন করে। অতএব আমাদের শংকা, আমরা আপনার অনুগত হলে ইহুদীরা আমাদের হত্যা করবে। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)

٥٣ ـ وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ مِنْ اَصْلِ الْاِيْمَانِ اَلْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا تُكَفِّرْهُ بِذَنْبٍ وَلَا تُخْرِجْهُ مِنَ الْاِسْلَامِ بِعَمَلٍ وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِىَ اللّٰهُ اِلٰى اَنْ يُّقَاتِلَ اٰخِرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ الدَّجَّالَ لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ وَالْاِيْمَانُ بِالْاَقْدَارِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ)

(৫৩) হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, ঈমানের মূল হল তিনটি। ১। যে ব্যক্তি বলেছে, "আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই" তার (অনিষ্ট করা) থেকে বিরত থাক, কোন অপরাধের জন্য তাকে কাফের বলো না, কোন বদ আমলের কারণে তাকে ইসলাম থেকে খারিজ বলে ফতোয়া দিও না, ২। যখন থেকে আল্লাহ্ আমাকে প্রেরণ করেছেন তখন থেকে জেহাদ চলছে এবং এ উম্মতের শেষ কালের একজন দাজ্জালকে হত্যা করা পর্যন্ত চলবে। কোন অত্যাচারীর অত্যাচার কিংবা কোন ন্যায় পরায়ণের ন্যায়পরায়ণতা তা বাতিল করতে পারবে না, ৩। তাকদীরে বিশ্বাস করা। (আবু দাউদ)

٥٤ ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْاِيْمَانُ فَكَانَ فَوْقَ رَاْسِهٖ كَالظُّلَّةِ فَاِذَا خَرَجَ مِنْ ذٰلِكَ الْعَمَلِ عَادَ اِلَيْهِ الْاِيْمَانُ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوٗدَ)

(৫৪) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, যখন কেউ যেনায় লিপ্ত হয়, তখন তার ঈমান বের হয়ে যায় এবং তার মাথার উপর ছায়া হয়ে থাকে, যখন সে উক্ত কাজ শেষ করে তখন ঈমান তার মধ্যে ফিরে আসে। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٥ ـ عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَوْصَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا وَّاِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَاِنْ اَمَرَاكَ اَنْ تَخْرُجَ مِنْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَاِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَاِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَاِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَاِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَاِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَاِذَا اَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَاَنْتَ فِيْهِمْ فَاثْبُتْ وَاَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ اَدَبًا وَاَخِفْهُمْ فِي اللهِ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

(৫৫) হযরত মু'আয (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে দশটি অসিয়ত করেছেন : ১। তোমাকে যদি হত্যাও করা হয় বা জ্বালিয়ে দেয়া হয় তবুও আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করো না, ২। পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ো না যদিও তাঁরা তোমাকে পরিবার পরিজন ও ধনমাল থেকে সরে যেতে আদেশ দেন, ৩। স্বেচ্ছায় ফরয নামায তরক করো না, কেননা যে ইচ্ছাকৃত ফরয নামায তরক করে তার ব্যাপারে আল্লাহ্র কোন দায়িত্ব থাকে না, ৪। মদ পান করো না, কারণ তা সর্বপ্রকার অশ্লীলতার উৎস, ৫। পাপাচার বর্জন কর, কেননা পাপের কারণে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি নেমে আসে, ৬। ময়দানে জেহাদ থেকে পলায়ন করো না যদিও সবাই নিহত হয়ে যায়, ৭। মহামারী লাগলে (পূর্ব থেকে) যদি তুমি সেখানে থাক তাহলে সেখানে অবস্থান কর, ৮। তোমার সামর্থ্য পরিমাণ পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয় কর, ৯। তাদের সদাচার শিক্ষা দান এবং শাসন করা থেকে হাত গুটিয়ে রেখ না, ১০। তাদের আল্লাহ্র ভয় দেখাও। (আহমদ)

٥٦ ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اِنَّمَا النِّفَاقُ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَّا الْيَوْمَ فَاِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ اَوِ الْاِيْمَانُ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(৫৬) হযরত হুযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুনাফেকী কেবল রাসূল (সা)-এর সময় ছিল, কিন্তু বর্তমানে হয় ঈমান, না হয় কুফর। (বোখারী)

بَابُ الْوَسْوَسَةِ

পরিচ্ছেদ ঃ ওয়াসওয়াসা (মনের খটকা)

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ ঃ প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٧ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ اللهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ عَنْ اُمَّتِىْ مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُوْرُهَا مَالَمْ تَعْمَلْ بِهِ اَوْ تَتَكَلَّمْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৫৭) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমার উম্মতের অন্তরে যা কিছু কুমন্ত্রণা আসে নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তা ক্ষমা করে দেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তা কাজে পরিণত না করে বা প্রকাশ না করে। (বোখারী, মুসলিম)

٥٨ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاَلُوْهُ: اِنَّا نَجِدُ فِىْ اَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ اَحَدُنَا اَنْ يَّتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ: اَوَ قَدْ وَجَدْتُّمُوْهُ قَالُوْا: نَعَمْ قَالَ: ذَاكَ صَرِيْحُ الْاِيْمَانِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৫৮) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) বলেন, একদা ক'জন সাহাবী হুযুর (সা)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা আমাদের অন্তরে এমন সব কল্পনা পেয়ে থাকি যা বলা অতীব মারাত্মক। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, প্রকৃতই তোমরা এরূপ কিছু পেয়ে থাক? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এটাই স্পষ্ট ঈমান। (মুসলিম)

٥٩ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِى الشَّيْطَانُ اَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتّٰى يَقُوْلَ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَاِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৫৯) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, শয়তান তোমাদের নিকট আসে অতঃপর বলে, এটা কে সৃষ্টি করেছে? ওটা কে সৃষ্টি করেছে? অবশেষে বলে, তোমার প্রভুকে কে সৃষ্টি করেছে? যখন এ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তখন সে যেন আল্লাহ্র পানাহ চায় এবং এ থেকে বিরত থাকে। (বোখারী, মুসলিম)

٦٠ ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ حَتّٰى يُقَالَ هٰذَا خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ: اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرُسُلِه ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৬০) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, মানুষ পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে। অবশেষে বলে, আল্লাহ্ পাক সব সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন, তাহলে আল্লাহ্কে সৃষ্টি করল কে? অতএব যে এরূপ কিছু অন্তরে পাবে, তখন সে যেন বলে, আমি আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি।
(বোখারী, মুসলিম)

٦١ ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِه قَرِيْنُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِيْنُهٗ مِنَ الْمَلَائِكَةِ قَالُوْا: وَاِيَّاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: وَاِيَّاىَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَعَانَنِىْ عَلَيْهِ فَاَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِىْ اِلَّا بِخَيْرٍ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৬১) হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমাদের প্রত্যেকের সাথে একজন জ্বিন সাথী এবং একজন ফেরেশতা সাথী অবশ্যই নিযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সাথেও? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমার সাথেও। তবে আল্লাহ্ পাক তার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছেন। সে আমার বাধ্য হয়ে গেছে, ফলে সে আমাকে ভাল কাজ ছাড়া কোন হুকুম দেয় না। (মুসলিম)

٦٢ ـ وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِىْ مِنَ الْاِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৬২) হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, নিশ্চয় শয়তান মানুষের রক্ত প্রবাহের শিরায় শিরায় প্রবাহমান থাকে। (বোখারী, মুসলিম)

٦٣ ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مَوْلُوْدٌ اِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُوْلَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا ـ

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৬৩) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এমন কোন আদম সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় নি, যাকে ভূমিষ্ঠের সময় শয়তান স্পর্শ করে নি। শয়তানের স্পর্শের কারণে সে চিৎকার করে উঠে। কেবল মারিয়ম ও তাঁর পুত্র ছাড়া। (বোখারী, মুসলিম)

٦٤ ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صِيَاحُ الْمَوْلُوْدِ حِيْنَ يَقَعُ نَزْغَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৬৪) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ভূমিষ্ঠকালে শিশুর চিৎকার শয়তানের খোঁচার কারণে। (বোখারী, মুসলিম)

٦٥ ـ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اِبْلِيْسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ يُفْتِنُوْنَ النَّاسَ فَاَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً اَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيْءُ اَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُوْلُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيْءُ اَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ مَا تَرَكْتُهُ حَتّٰى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَاَتِهٖ قَالَ فَيُدْنِيْهِ مِنْهُ وَيَقُوْلُ نَعَمْ اَنْتَ قَالَ الْاَعْمَشُ اُرَاهُ قَالَ فَيَلْتَزِمُهُ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৬৫) হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ইবলীস পানির উপর তার সিংহাসন স্থাপন করে। অতঃপর মানুষের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করার জন্য তার বাহিনী পাঠায়। এদের মধ্যে তার কাছে সবচাইতে সম্মানিত হয় সে, যে সবচাইতে বড় বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে। তাদের মধ্যে কেউ এসে বলে, আমি এমন এমন করেছি। তখন ইব্লীস বলে, আরে! তুমি কিছুই করো নি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, অতঃপর আর একজন এসে বলে, আমি কিছুই বাদ দেই নি, এমনকি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তখন ইবলীস তাকে কাছে টেনে নেয় এবং বলে, বেশ বেশ। হযরত আ'মাশ (রহ) বলেন, আমার মনে হয়, তখন ইবলীসকে জড়িয়ে ধরে। (মুসলিম)

٦٦ ـ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ اَيِسَ اَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّوْنَ فِىْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَلٰكِنَّ فِى التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৬৬) হযরত জাবের (রা) বলেন, আমি নবী (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, শয়তান আরব উপদ্বীপের নামাযীদের থেকে তার পূজার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে, তবে একের বিরুদ্ধে অন্যকে লেলিয়ে দেয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়নি। (মুসলিম)

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٦٧ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: اِنِّىْ اُحَدِّثُ نَفْسِىْ بِالشَّيْءِ لَاَنْ اَكُوْنَ حُمَمَةً اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَتَكَلَّمَ بِهٖ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ رَدَّ اَمْرَهُ اِلَى الْوَسْوَسَةِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(৬৭) হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এক লোক এসে বলল, আমার মনে এমন সব কল্পনা আসে, তা প্রকাশ করা অপেক্ষা আমি আগুনে জ্বলে কয়লা হয়ে যাওয়া বেশি পছন্দ করি। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন বললেন, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যে এর বিষয়টি কুমন্ত্রণার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। (আবু দাউদ)

٦٨ ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بِابْنِ اٰدَمَ وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً فَاَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَاِيْعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيْبٌ بِالْحَقِّ وَاَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَاِيْعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيْقٌ بِالْحَقِّ فَمَنْ وَجَدَ ذٰلِكَ فَلْيَعْلَمْ اَنَّهٗ مِنَ اللّٰهِ فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ وَمَنْ وَجَدَ الْاُخْرٰى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ثُمَّ قَرَاَ اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

(৬৮) হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, বনী আদমের প্রতি রয়েছে শয়তানের একটি খোঁচা আর ফেরেশতারও রয়েছে একটি খোঁচা। সুতরাং শয়তানের খোঁচা হল মন্দের ভয় দেখানো এবং সত্য অস্বীকার করা। আর ফেরেশতার খোঁচা হল মঙ্গলের সুসংবাদ প্রদান এবং সত্যকে সত্যায়ন করা। অতএব যে এটা অনুভব করে তার উচিত আল্লাহ্‌র হাম্‌দ করা এবং এটাকে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে বলে মনে করা। আর যে অন্যটি অনুভব করে, তাহলে সে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ চাইবে। এরপর তিনি (সা) কোরআনের নিম্ন আয়াত তেলাওয়াত করেন– اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ "শয়তান তোমাদের অভাবের ভয় দেখায় এবং বদকার্য করার হুকুম দেয়।" (তিরমিযী) তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব।

٦٩ ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ حَتّٰى يُقَالَ: هٰذَا خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ؟ فَاِذَا قَالُوْا ذٰلِكَ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ثُمَّ لِيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهٖ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ) ـ وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ فِىْ بَابِ خُطْبَةِ يَوْمِ النَّحْرِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ

(৬৯) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, মানুষ পরস্পরে আলোচনা করতে থাকবে, এমনকি বলা হবে, আল্লাহ্ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তাহলে আল্লাহ্‌কে কে সৃষ্টি করেছে? যখন লোকেরা এরূপ বলাবলি করবে, তখন তোমরা বলে দিবে– "আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি, তিনি জন্মগ্রহণও করেননি এবং তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই। তারপর বাম দিকে তিন বার থুথু ফেলবে এবং বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় কামনা করবে। (আবু দাউদ) এবং আমর ইবনুল আহওয়াস-এর হাদীস আমরা خُطْبَةِ يَوْمِ النَّحْرِ অধ্যায়ে বর্ণনা করব ইনশায়াল্লাহ তা'আলা।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٧٠ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَنْ يَّبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا هٰذَا اللهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلِمُسْلِمٍ. قَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: اِنَّ اُمَّتَكَ لَا يَزَالُوْنَ يَقُوْلُوْنَ: مَا كَذَا مَا كَذَا حَتّٰى يَقُوْلُوْا: هٰذَا اللهُ خَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ؟"

(৭০) হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, মানুষ সদা প্রশ্ন করতে থাকবে, এক পর্যায়ে তারা এও বলবে, আল্লাহ্ তো সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন, তাহলে আল্লাহ্কে সৃষ্টি করেছেন কে? (বোখারী) মুসলিমে রয়েছে, মহান আল্লাহ বলেন, আপনার উম্মত এ কথা বলতে থাকবে, এটা কি? ওটা কি ? এমনকি বলতে বলতে তারা এও বলবে, আল্লাহ্ তো সব সৃষ্টিই সৃষ্টি করেছেন, তা হলে আল্লাহ্কে সৃষ্টি করল কে?

٧١ ـ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ صَلَاتِيْ وَقِرَاءَتِيْ يُلَبِّسُهَا عَلَيَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزَبٌ فَإِذَا اَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ وَاتْفُلْ عَلٰى يَسَارِكَ ثَلَاثًا. قَالَ فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ فَاَذْهَبَهُ اللهُ عَنِّيْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(৭১) হযরত উসমান ইবন আবিল আস্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী (সা)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! শয়তান আমার মধ্যে এবং আমার নামায ও কিরাআতের মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং তাতে ভেজাল সৃষ্টি করে দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমান, ওটা শয়তান, তাকে খিন্‌যাব বলা হয়। যখন তুমি এটা অনুভব করবে, তখন আল্লাহ্র নিকট তার থেকে আশ্রয় চাইবে এবং বাম দিকে তিন বার থুথু ফেলবে। হযরত উসমান (রা) বলেন, অতঃপর আমি এরূপ আমল করলাম, ফলে আল্লাহ্ পাক তাকে আমার থেকে দূর করে দিলেন। (মুসলিম)

٧٢ ـ وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ: اِنِّيْ أَهِمُّ فِيْ صَلَاتِيْ فَيَكْثُرُ ذٰلِكَ عَلَيَّ فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ اِمْضِ فِيْ صَلَاتِكَ فَاِنَّهُ لَنْ يَّذْهَبَ عَنْكَ حَتّٰى تَنْصَرِفَ وَاَنْتَ تَقُوْلُ مَا اَتْمَمْتُ صَلَاتِيْ ـ (رَوَاهُ مَالِكٌ)

(৭২) হযরত কাসেম ইবন মুহাম্মাদ (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল এবং বলল, নামাযের মধ্যে আমার সন্দেহ জাগে এবং এটা আমার জন্য অতীব কষ্টদায়ক। হযরত কাসেম বললেন, তুমি তোমার নামায পড়তে থাক। কেননা এটি তোমার থেকে কখনো দূর হবে না। এমন কি তুমি নামায শেষ করবে এবং বলবে, আমি নামায শেষ করতে পারলাম না। (মালেক)

৭—

بَابُ الْاِيْمَانِ بِالْقَدْرِ

পরিচ্ছেদ ঃ তাকদীরের উপর ঈমান

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ ঃ প্রথম অনুচ্ছেদ

٧٣ ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَتَبَ اللّٰهُ مَقَادِيْرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ قَالَ: وَكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَاءِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৭৩) হযরত আবদুল্লাহ ইবন্ আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আসমান, জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ্ তাআলা সকল সৃষ্টির তাকদীর[১১] লিখে রেখেছেন। তিনি আরও বলেন, তখন আল্লাহ্র আরশ ছিল পানির উপর। (মুসলিম)

٧٤ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتّٰى الْعِجْزُ وَالْكَيْسُ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৭৪) হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, প্রত্যেক জিনিস আল্লাহ্র তাকদীর অনুযায়ী হয়, এমনকি দুর্বলতা এবং বুদ্ধিমত্তাও। (মুসলিম)

٧٥ ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِحْتَجَّ اٰدَمُ وَمُوْسٰى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عِنْدَ رَبِّهِمَا فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى قَالَ مُوْسٰى اَنْتَ اٰدَمُ الَّذِىْ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهٖ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوْحِهٖ وَاَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهٗ وَاَسْكَنَكَ فِىْ جَنَّتِهٖ ثُمَّ اَهْبَطْتَ النَّاسَ بِخَطِيْئَتِكَ اِلَى الْاَرْضِ فَقَالَ اٰدَمُ اَنْتَ مُوْسٰى الَّذِىْ اصْطَفَاكَ اللّٰهُ بِرِسَالَتِهٖ وَبِكَلَامِهٖ وَاَعْطَاكَ الْاَلْوَاحَ فِيْهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا فَبِكَمْ وَجَدْتَ اللّٰهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ اَنْ اُخْلَقَ قَالَ مُوْسٰى بِاَرْبَعِيْنَ عَامًا قَالَ اٰدَمُ فَهَلْ وَجَدْتَ فِيْهَا ـ (وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى)

---

১১. তাকদীর দুই প্রকার। (১) মুবরাম (২) মুআল্লাক।
(১) তাকদীরে মুবরাম এমন অকাট্য তাকদীরকে বলে যাতে কোন শর্তারোপ করা হয়নি যে তাকদীর আজলে (অনাদি যুগে) লিখা হয়েছে।
(২) তাকদীরে মুআল্লাক এমন তাকদীর যাতে শর্তযুক্ত করা হয়েছে এবং যাতে পরিবর্তন হতে পারে।

قَالَ نَعَمْ قَالَ اَفَتَلُوْمُنِىْ عَلَى اَنْ عَمِلْتُ عَمَلًا كَتَبَهُ اللهُ عَلَىَّ اَنْ اَعْمَلَهُ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَنِىْ بِاَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৭৫) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হযরত আদম ও মূসা (আ) পরস্পর আল্লাহ্ পাকের নিকট বিতর্কে অবতীর্ণ হন এবং তর্কে আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর বিজয়ী হন। হযরত মূসা (আ) বললেন, আপনি সে আদম, যাঁকে আল্লাহ্ পাক স্বীয় কুদরতের হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার মধ্যে নিজ রূহ ফুঁকেছেন, তাঁর ফেরেশতা দ্বারা আপনাকে সেজদা করিয়েছেন, তাঁর জান্নাতে আপনাকে বসবাস করিয়েছেন, অতঃপর আপনি আপনার ভুলের দরুন সব মানব সন্তানকে জমিনে নামিয়ে এনেছেন। উত্তরে হযরত আদম (আ) বললেন, তুমি তো সে মূসা, যে আল্লাহ্ পাক তোমাকে রেসালাত ও কালাম দিয়ে মনোনীত করেছেন, লিখিত ফলক দান করেছেন, যাতে রয়েছে সব বিষয়ের বিশদ বর্ণনা, গোপন আলাপ দ্বারা তোমাকে নৈকট্য দান করেছেন। বল দেখি, আল্লাহ্ পাক আমার সৃষ্টির কত পূর্বে তওরাত কিতাব লিখেছেন। মূসা (আ) বললেন, চল্লিশ বছর। আদম (আ) বললেন, তুমি তন্মধ্যে কি লিখিত পেয়েছ,

وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ـ

"আদম (আ) তাঁর প্রভুর নিকট অপরাধ করল এবং পথভ্রষ্ট হল।" বললেন, হ্যাঁ। তখন আদম (আ) বললেন, তাহলে তুমি কিরূপে আমাকে এমন কাজের উপর দোষারোপ করতে পার যা আমার সৃষ্টির ৪০ বৎসর পূর্বে লেখা হয়েছে? তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর বিতর্কে হযরত আদম (আ) হযরত মূসা (আ)-এর উপর জয় লাভ করেন। (মুসলিম)

٧٦ ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ اِنَّ خَلْقَ اَحَدِكُمْ يَجْمَعُ فِىْ بَطْنِ اُمِّهٖ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ اِلَيْهِ مَلَكًا بِاَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ عَمَلَهٗ وَاَجَلَهٗ وَرِزْقَهٗ وَشَقِىٌّ اَوْ سَعِيْدٌ ثُمَّ يَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ فَوَالَّذِىْ لَا اِلٰهَ غَيْرُهٗ اِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَهَا اِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَهَا اِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৭৬) হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, হুযুর (সা) আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি সত্যবাদী এবং সত্যায়িত। তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি—মায়ের পেটে ৪০ দিন শুক্রাকারে জমা রাখা হয়, তারপর ওইরূপ রাখা হয় রক্তচাকা, তারপর ওইরূপ রাখা হয় মাংসপিণ্ড। অতঃপর আল্লাহ্ একজন ফেরেশতাকে চারটি কথা দিয়ে তার কাছে পাঠান— তিনি লিপিবদ্ধ করেন : ১। তার কার্যক্রম, ২। তার বয়স, ৩। তার রিযিক, ৪। সে ভাল কি মন্দ; তারপর তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেন। সেই সত্তার কসম, যিনি ছাড়া কোন মা'বুদ

নেই, তোমাদের কেউ বেহেশতবাসীর কাজ করতে থাকে, এমনকি তার মধ্যে আর বেহেশতের মধ্যে মাত্র এক হাত দূরত্ব বাকী থাকে। এমন সময় তাকদীরের লিখন অগ্রগামী হয় এবং সে জাহান্নামবাসীর কাজ করে জাহান্নামে চলে যায়। আবার তোমাদের কেউ জাহান্নামীদের কাজ করতে থাকে এবং তার ও দোযখের মাঝখানে মাত্র একহাত দূরত্ব বাকী থাকে। এমন সময় তার তাকদীরের লেখা অগ্রবর্তী হয় এবং সে বেহেশতীদের কাজ করে, ফলে সে বেহেশতে প্রবেশ করে। (বোখারী, মুসলিম)

٧٧ ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ النَّارِ وَاِنَّهُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ وَاِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৭৭) হযরত সহল ইবনে সা'দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, কোন ব্যক্তি দোযখীদের আমল করতে থাকে, অথচ সে বেহেশতবাসী। এইভাবে কোন ব্যক্তি বেহেশতীদের কাজ করতে থাকে, অথচ সে দোযখের অধিবাসী। বস্তুতঃ মানুষের কাজকর্ম তার শেষ পরিণামের উপরই নির্ভরশীল। (অর্থাৎ তার মৃত্যুকালীন পরিণাম ভাল হলে সকল কিছুই ভাল। আর তা মন্দ হলে সব কিছুই মন্দ)। (বুখারী, মুসলিম)

٧٨ ـ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ: دُعِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى جَنَازَةِ صَبِيٍّ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ طُوْبٰى لِهٰذَا عُصْفُوْرٌ مِّنْ عَصَافِيْرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْمَلِ السُّوْءَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ قَالَ اَوْ غَيْرُ ذٰلِكَ يَا عَائِشَةُ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ اَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِيْ اَصْلَابِ اٰبَائِهِمْ وَخَلَقَ لِلنَّارِ اَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِيْ اَصْلَابِ اٰبَائِهِمْ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৭৮) উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এক আনসার বালকের জানাযায় ডাকা হয়– তখন আমি বললাম, কতই না সৌভাগ্য, এরা বেহেশতের চড়ুই পাখিদের একটি, কোন পাপ করেনি বা করার সময় হয়নি। এতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এরশাদ করেন, হে আয়েশা! এর ব্যতিক্রমও হতে পারে। আল্লাহ্ পাক একদল লোক বেহেশতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, সেখানকার জন্য তাদের সৃষ্টি করেছেন, অথচ তখন তারা ছিল তাদের পিতার শিরদাঁড়ায়। আর একদল লোক দোযখের জন্য সৃষ্টি করেছেন, সেখানকার জন্য সৃষ্টি করেছেন, অথচ তখন তারা তাদের পিতার শিরদাঁড়ায় অবস্থিত ছিল। (মুসলিম)

٧٩ ـ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا نَتَّكِلُ عَلٰى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ قَالَ اِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ اَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَاَمَّا مَنْ كَانَ

مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ـ ثُمَّ قَرَأَ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى اَلْاٰيَةَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৭৯) হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার বাসস্থান জাহান্নাম বা জান্নাতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। সাহাবায়ে কিরাম বললেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তবে কি আমরা আমাদের লেখার উপর নির্ভর করব না এবং আমল ছেড়ে দেব না? তিনি বললেন, তোমরা আমল করতে থাক। কেননা প্রত্যেকের জন্য তা-ই সহজ করে দেয়া হয় যে জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যে পুণ্যবান তার জন্য পুণ্যবানদের আমল সহজ করে দেয়া হয়। আর যে দুর্ভাগা তার জন্য দুর্ভাগ্যময় আমল সহজ করে দেয়া হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى তেলাওয়াত করলেন, 'যে ব্যক্তি দান করেছে, তাকওয়া অবলম্বন করেছে এবং যা উত্তম তা সত্য বলে গ্রহণ করেছে। (বোখারী, মুসলিম)

٨٠ ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلٰى اِبْنِ اٰدَمَ حَظَّهٗ مِنَ الزِّنَا اَدْرَكَ ذٰلِكَ لَا مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنّٰى وَتَشْتَهِىْ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ وَيُكَذِّبُهٗ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ قَالَ : كُتِبَ عَلٰى اِبْنِ اٰدَمَ نَصِيْبُهٗ مِنَ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذٰلِكَ لَا مُحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْاُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطٰى وَالْقَلْبُ يَهْوٰى وَيَتَمَنّٰى وَيُصَدِّقُ ذٰلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهٗ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৮০) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এরশাদ করেন, আল্লাহ্ পাক যে পরিমাণ যেনা বনি আদমের জন্য লিখে দিয়েছেন, তা অবশ্যই সে করবে। অতএব চোখের যেনা হল দৃষ্টি নিক্ষেপ, মুখের যেনা হল কথা বলা। আর মন চায় ও কামনা করে এবং গুপ্তাঙ্গ তা সত্য বা মিথ্যায় পরিণত করে। (বোখারী, মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আদম সন্তানের জন্য তার যেনার হিসাব লেখা আছে, যা সে অবশ্যই করবে। দু'চোখ, তার যেনা হল দেখা। দু'কান, তার যেনা হল শুনা। মুখ, তার যেনা হল কথা বলা। হাত, তার যেনা হল ধরা। পা, তার যেনা হল চলা। অন্তর আকাঙ্ক্ষা করে, বাসনা করে। আর যৌনাঙ্গ তা সত্য বা মিথ্যায় প্রতিপন্ন করে।

٨١ ـ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : اِنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ اَتَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْدَحُوْنَ فِيْهِ اَشَىْءٌ قُضِىَ عَلَيْهِمْ وَمَضٰى فِيْهِمْ مِنْ قَدَرٍ قَدْ سَبَقَ اَوْ فِيْمَا يَسْتَقْبِلُوْنَ بِهٖ مِمَّا اَتَاهُمْ بِهٖ نَبِيُّهُمْ وَثَبَتَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لَا بَلْ شَىْءٌ قُضِىَ عَلَيْهِمْ

وَمَضٰى فِيْهِمْ وَتَصْدِيْقُ ذٰلِكَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَفْسٍ وَّمَا سَوَّاهَا فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৮১) হযরত ইমরান ইবন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, মুযাইনা গোত্রের দুই জন লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মানুষ বর্তমানে যা কিছু করছে এবং তন্মধ্যে যে পরিশ্রম করছে, তা কি তাদের তাকদীরে পূর্বেই নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে? না কি পরে তাদের নবী তাদের নিকট শরীয়তের বিধান নিয়ে এসেছেন এবং তাদের নিকট তার প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, তখন তারা তা করছে। তিনি বললেন, 'না'; বরং পূর্বেই তাকদীর সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং সে অনুসারেই সবকিছু ঘটছে। আল্লাহ্‌র কিতাবে এর সত্যায়ন রয়েছে– وَنَفْسٍ وَّمَا سَوَّاهَا فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا 'মানুষের ও সে সত্তার কসম, যিনি তাকে সুঠাম করেছেন, পরে তার পাপ-পুণ্য তাকে গোপনে অবহিত করেছেন।" (মুসলিম)

٨٢ ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ رَجُلٌ شَابٌّ وَاَنَا اَخَافُ عَلٰى نَفْسِىَ الْعَنَتَ وَلَا اَجِدُ مَا اَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ كَاَنَّهُ يَسْتَأْذِنُهُ فِى الْاِخْتِصَاءِ قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّىْ ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَسَكَتَ عَنِّىْ ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَسَكَتَ عَنِّىْ ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَبَا هُرَيْرَةَ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا اَنْتَ لَاقٍ فَاخْتَصِ عَلٰى ذٰلِكَ اَوْ ذَرْ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

(৮২) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি একজন যুবক পুরুষ, আর আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা করছি। অথচ কোন মহিলাকে বিয়ে করার সঙ্গতিও আমার নেই। (বর্ণনাকারী বলেন), এর দ্বারা তিনি যেন (পুরুষের যৌন ক্ষমতা নিবারণে) খাসী হওয়ার অনুমতি চাইছেন। আবু হুরায়রাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) চুপ করে রইলেন। আমি পুনরায় ওইরূপ বললাম। এবারও হুযুর নীরব রইলেন। আমি পুনরায় ওইরূপ বললাম এবারও তিনি চুপ করে রইলেন। পুনরায় আমি ঐরূপ বললাম। এবার রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে আবূ হুরায়রা! তুমি যার সম্মুখীন হবে তা লিখে কলম শুকিয়ে গেছে। এরপর তুমি খাসী হও বা না হও তা তোমার উপর। (বোখারী)

٨٣ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُوْلُ اِنَّ قُلُوْبَ بَنِىْ اٰدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يَصْرِفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৮৩) হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আদম সন্তানের অন্তরসমূহ মাত্র একটি অন্তরের ন্যায় আল্লাহ পাকের দু'টি অঙ্গুলির মাঝে অবস্থিত। তিনি

যেভাবে ইচ্ছা ঘুরাতে থাকেন। অতঃপর হুযুর (সা) এভাবে দোআ করেন–হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী আল্লাহ্, আমাদের অন্তরসমূহকে তোমার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দাও। (মুসলিম)

٨٤ ـ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنهُ كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ اِلَّا يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُوْلُ فِطْرَةَ اللهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৮৪) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক সন্তানই ফিতরতের[১২] উপর ভূমিষ্ঠ হয়ে থাকে। তারপর তার মাতাপিতা (নিজেদের পরিবেশ দ্বারা) তাকে ইয়াহুদী বানিয়ে দেয় অথবা নাছারা বানিয়ে দেয় কিংবা অগ্নি উপাসক বানিয়ে দেয়। যেভাবে পশু পূর্ণাঙ্গ পশুই প্রসব করে, তাতে তোমরা কোন কান কর্তিত দেখতে পাও কি? (পাও না) অতঃপর মানুষ তার কান কর্তন করে, নাসিকা ছিদ্র করে তাকে বিকলাঙ্গ করে দেয়)। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন, فِطْرَةَ اللهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ "আল্লাহ্র ফিতরত যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন (তার উপর তোমরা ঠিক থাকবে)। আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সোজা-সরল মজবুত ধর্ম। (বুখারী, মুসলিম)

٨٥ ـ وَعَنْ أَبِى مُوْسٰى رَضِىَ اللهُ عَنهُ قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ: اِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِىْ لَهُ اَنْ يَّنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ اِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ حِجَابُهُ النُّوْرُ لَوْ كَشَفَهُ لَاَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهٰى اِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৮৫) হযরত আবু মূসা (রা) বলেন, একদিন হুযুর (সা) পাঁচটি কথা বলার জন্য আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন এবং বললেন, ১। আল্লাহ্ পাক নিদ্রা যান না, ২। নিদ্রা তাঁর শোভা পায় না, ৩। তিনি পাল্লা উঁচু-নিচু করেন, ৪। বান্দার রাতের আমল দিনের আমলের পূর্বে এবং দিনের আমল রাতের আমলের পূর্বেই তাঁর কাছে উঠানো হয়, ৫। তাঁর পর্দা হল আলো। যদি তিনি ঐ পর্দা উঠিয়ে দিতেন, তা হলে তাঁর চেহারার নূর দৃষ্টির যে সীমানা পর্যন্ত পৌছত, সব কিছু জ্বালিয়ে দিত। (মুসলিম)

---

১২. فطرة (ফিতরাত) এর অনেকগুলো অর্থ রয়েছে– যথা : (১) সুষ্ঠ বিবেক ও বুদ্ধিকে فطرة (ফিতবাত) বলে।

(২) আল্লামা কুরতুবী (রহ) বলেন– সত্য গ্রহণের শক্তিকেই فطرة (ফিতরাত) বলা হয়। যা আল্লাহ মানুষকে প্রথম থেকে প্রদান করেছেন।

٨٦ ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَدُ اللهِ مَلْأَى لَا تَغِيْضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اَرَاَيْتُمْ مَا اَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ؟ فَاِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِىْ يَدِهٖ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ: يَمِيْنُ اللهِ مَلْأَى قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ مَلْاٰنُ سَحَّاءٌ لَا يُغِيْضُهَا شَىْءٌ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ـ

(৮৬) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্‌র হাত পরিপূর্ণ; রাত-দিনের দানের স্রোতধারা এতে ঘাটতি আনতে পারে না। তোমরা কি দেখ না, আসমান জমিন সৃষ্টির সূচনা থেকে কী পরিমাণ ব্যয় তিনি করেছেন, যা তাঁর হাতের মধ্যে কমতি আনতে পারে নি। তাঁর আরশ ছিল পানির উপর। তাঁর হাতে দাঁড়িপাল্লা, যা তিনি উঁচু-নীচু করেন। (বোখারী, মুসলিম) মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহ্‌র ডান হাত পরিপূর্ণ। হযরত ইবনে নুমাইর (রহ) বলেন, এমন পরিপূর্ণ, রাত দিনের স্রোতধারা যা এতটুকুও কমাতে পারে না।

٨٧ ـ وَعَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَرَارِىِّ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ: اَللهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৮৭) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কাফির-মুশরিকদের[১৩] শিশু সন্তানদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হল। (তাদের স্থান বেহেশতে না দোযখে হবে?) জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, (বেঁচে থাকলে) কি আমল করত আল্লাহ পাকই তা ভাল জানেন? (বুখারী, মুসলিম)

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٨٨ ـ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ فَقَالَ اكْتُبْ فَقَالَ مَا اَكْتُبُ قَالَ اكْتُبِ الْقَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ اِلَى الْاَبَدِ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ اِسْنَادًا ـ

---

১৩. মুশরিক নাবালেগ সন্তানদের বিধানের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে–

(১) কিছু সংখ্যক উলামায়ে কিরামের মতে, তারা পিতামাতার অনুসরণে জাহান্নামে যাবে। কেননা হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এসেছে– قُلْتُ فَذَرَارِىُّ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ مِنْ اٰبَائِهِمْ অর্থাৎ আমি (আয়েশা রা) মুশরিকদের সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, উত্তরে রাসূল (সা) বললেন, তারা তাদের পিতাসমূহের অনুগামী হবে।

(২) কেউ কেউ বলেন, তারা জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করবে।

(৩) ইমাম মালিক ও শাফেয়ী (রহ) এর মতে, কাফিরদের বাচ্চার ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

(৪) কারো কারো মতে, তারা জান্নাতে যাবে।

(৫) ইমাম আবু হানিফা (রহ) ও অধিকাংশ আহলে সুন্নত ওয়াল-জামাত তাদের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেননি। সুতরাং নিশ্চিতভাবে কোন কিছু বলা যায় না। আল্লাহই তাদের ব্যাপারে ভালো জানেন।

(৮৮) হযরত উবাদা ইবনস সামেত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আল্লাহ্ পাক সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন কলম। অতঃপর কলমকে বললেন, লিখ। কলম বলল, কি লিখব? আল্লাহ্ বললেন, তাক্দীর লিখ। সুতরাং যা ছিল এবং যা হবে অনন্তকাল পর্যন্ত সবকিছু লিখে শেষ। ইমাম তিরমিযী বলেন, সনদের দিক দিয়ে হাদীসটি গরীব।

٨٩ ـ وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ (اَلْاٰيَةُ) قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْهَا فَقَالَ: خَلَقَ اٰدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَأَسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هٰؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُوْنَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهٗ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هٰؤُلَاءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُوْنَ فَقَالَ رَجُلٌ فَفِيْمَ الْعَمَلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللهَ اِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اِسْتَعْمَلَهٗ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَمُوْتَ عَلٰى عَمَلٍ مِنْ اَعْمَالِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلُهُ اللهُ الْجَنَّةَ وَاِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اِسْتَعْمَلَهٗ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتّٰى يَمُوْتَ عَلٰى عَمَلٍ مِنْ اَعْمَالِ اَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلُهُ اللهُ النَّارَ ـ (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

(৮৯) হযরত মুসলিম বিন্ ইয়াসার (রা) বলেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ "যখন আপনার প্রভু বনি আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের সন্তানদের বের করলেন" ....। হযরত উমর (রা) জবাবে বললেন, আমি শুনলাম রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলো, তখন তিনি বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করে নিজ ডান হাত তাঁর পৃষ্ঠে বুলান এবং তা থেকে বের করে নিলেন কিছু সন্তান এবং বললেন, এসবকে আমি বেহেশ্তের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং তারা বেহেশতবাসীর আমলই করবে। তারপর আবারও তাঁর পৃষ্ঠে হাত বুলান এবং কিছু সন্তান বের করে আনলেন আর বললেন, এদের আমি দোযখের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং তারা জাহান্নামীদের আমলই করবে। তখন এক ব্যক্তি বলল, তা হলে আমল কি জন্য হে আল্লাহ্র রাসূল! তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ কোন বান্দাকে যখন বেহেশতের জন্য সৃষ্টি করেন তখন তাকে দিয়ে বেহেশতবাসীদের আমল করান এবং বেহেশতবাসীদের আমল করতে করতে সে মৃত্যুবরণ করে, অতঃপর আল্লাহ তাকে বেহেশতে দাখিল করেন। আর যখন কোন বান্দাকে দোযখের জন্য সৃষ্টি করেন তখন তাকে দিয়ে দোযখবাসীদের কাজ করান এবং সে মৃত্যু পর্যন্ত দোযখবাসীদের কাজ করে, তখন আল্লাহ তাকে দোযখে দাখিল করেন। (মালেক, তিরমিযী, আবু দাউদ)

٩٠ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْ يَدِهٖ كِتَابَانِ فَقَالَ: اَتَدْرُوْنَ مَا هٰذَانِ الْكِتَابَانِ فَقُلْنَا لَا يَا رَسُوْلَ اللهِ اِلَّا اَنْ تُخْبِرَنَا فَقَالَ

لِلَّذِىْ فِىْ يَدِهِ الْيُمْنٰى هٰذَا كِتَابٌ مِنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ فِيْهِ اَسْمَاءُ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاَسْمَاءُ اٰبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ أُجْمِلَ عَلٰى اٰخِرِهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيْهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ اَبَدًا ثُمَّ قَالَ لِلَّذِىْ فِىْ شِمَالِهِ هٰذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فِيْهِ اَسْمَاءُ اَهْلِ النَّارِ وَاَسْمَاءُ اٰبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ أُجْمِلَ عَلٰى اٰخِرِهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيْهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ اَبَدًا فَقَالَ اَصْحَابُهٗ فَفِيْمَ الْعَمَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ كَانَ اَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ فَقَالَ سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا فَاِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهٗ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ عَمِلَ اَىَّ عَمَلٍ وَاِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهٗ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ وَاِنْ عَمِلَ اَىَّ عَمَلٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ فَنَبَذَهُمَا ثُمَّ قَالَ فَرَغَ رَبُّكُمْ مِنَ الْعِبَادِ فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ

(৯০) হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, হুযুর (সা) তাঁর হাতে দু'খানা কিতাব নিয়ে বের হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি বলতে পার এ দু'টি কি কিতাব? আমরা বললাম, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তবে আপনি যদি আমাদের বলে দেন। অতঃপর তিনি ডান হাতের কিতাব সম্পর্কে বললেন, এটা বিশ্বপ্রতিপালকের পক্ষ থেকে। এতে সমস্ত বেহেশতবাসীর নাম লেখা আছে। তাদের পিতার নাম, গোত্রের নাম, অতঃপর সর্বশেষ ব্যক্তির নাম লিখে যোগ করা হয়েছে। সুতরাং আর কখনো এতে বাড়ানো বা কমানো যাবে না। তারপর বাম হাতের কিতাব সম্বন্ধে বলেন, এটিও বিশ্বপ্রতিপালকের নিকট হতে প্রাপ্ত। এতে সমস্ত দোযখবাসীর নাম, তাদের পিতার নাম, বংশের নাম লেখা আছে। অতঃপর সর্বশেষ ব্যক্তির নাম লিখে যোগ করা হয়েছে। সুতরাং এতে আর কখনো বাড়ানো বা কমানো যাবে না। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি সব কিছু চূড়ান্ত হয়ে গিয়ে থাকে তবে আর আমলের প্রয়োজন কোথায়? তিনি বললেন, তোমরা সঠিক পথে চলতে থাক এবং আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের চেষ্টা কর। কেননা বেহেশতী ব্যক্তি, তার সর্বশেষ কাজ বেহেশতবাসীদের কাজ হবে, সে যা-ই করুক না কেন। আর দোযখী ব্যক্তি তার সর্বশেষ কাজ করবে দোযখবাসীদের, সে যাই করুক না কেন। অতঃপর হুযুর (সা) তাঁর দু'হাতে ইশারা করে কিতাব দু'টি দিলেন এবং বললেন, তোমাদের প্রভু বান্দার সব কাজ চূড়ান্ত করে শেষ করেছেন। সুতরাং একদল যাবে বেহেশতে আর আরেক দল যাবে দোযখে। −তিরমিযী (রহ) বলেন, এ হাদীসটি হাসান-গরীব-সহীহ।

٩١ ـ وَعَنْ أَبِىْ خُزَامَةَ عَنْ اَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيْهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوٰى بِهٖ وَتُقَاةً نَتَّقِيْهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ شَيْئًا قَالَ: هِىَ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

(৯১) হযরত আবু খোযামা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা ঝাড় ফুঁক করি, চিকিৎসা করি, আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করি, তা কি আল্লাহ্র তাকদীর একটুও রদ করতে পারে? তিনি বললেন ও সবই আল্লাহ্র তাকদীর। (আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা)

٩٢ - وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِى الْقَدَرِ فَغَضِبَ حَتّٰى احْمَرَّ وَجْهُهٗ حَتّٰى كَاَنَّمَا فُقِئَ فِىْ وَجْنَتَيْهِ حَبُّ الرُّمَّانِ فَقَالَ اَبِهٰذَا: اُمِرْتُمْ اَمْ بِهٰذَا اُرْسِلْتُ اِلَيْكُمْ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِيْنَ تَنَازَعُوْا فِى هٰذَا الْاَمْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ اَنْ لَّا تَتَنَازَعُوْا فِيْهِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ - وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهٗ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ -

(৯২) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নিকট এসে দেখেন আমরা তাকদীর সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত আছি। তখন তিনি এমন রাগ হলেন যে, তাঁর চেহারা মোবারক লাল হয়ে গেল। যেন একটি আনার নিংড়িয়ে তাঁর গণ্ডদ্বয়ে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের কি এ কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, না কি আমি এজন্য প্রেরিত হয়েছি? তোমাদের পূর্ববর্তীগণ তো ধ্বংস হয়েছে যখন তারা এসব নিয়ে বিতর্কে নেমেছে। আমি তোমাদের কসম দিয়ে বলছি, আমি তোমাদের কসম দিয়ে বলছি তোমরা এ ব্যাপারে বিতর্ক করো না। (তিরমিযী) ইবন মাজা 'আমর ইবন শুআইব তার পিতা থেকে তিনি তার দাদা থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٩٣ - وَعَنْ أَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَرْضِ فَجَاءَ بَنُوْ اٰدَمَ عَلٰى قَدْرِ الْاَرْضِ مِنْهُمُ الْاَحْمَرُ وَالْاَبْيَضُ وَالْاَسْوَدُ وَبَيْنَ ذٰلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ وَالْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ) -

(৯৩) হযরত আবু মূসা (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ পাক আদম (আ)-কে এক মুষ্টি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যা তিনি সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নিয়েছেন, ফলে আদম-এর বংশধর বিভিন্ন বর্ণের হয়েছে– লাল, সাদা, কালো ও এর মধ্যবর্তী রংয়ের। কেউ কোমল, কেউ কঠোর, কেউ অসৎ আবার কেউ সৎ। (আহমদ, তিরমিযী, আবু দাঊদ)

٩٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ خَلْقَهٗ فِىْ ظُلْمَةٍ فَاَلْقٰى عَلَيْهِمْ مِنْ نُوْرِهٖ فَمَنْ اَصَابَهٗ مِنْ ذٰلِكَ النُّوْرِ اهْتَدٰى وَمَنْ اَخْطَاَهٗ ضَلَّ فَلِذٰلِكَ اَقُوْلُ: جَفَّ الْقَلَمُ عَلٰى عِلْمِ اللّٰهِ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ)

(৯৪) হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ পাক স্বীয় সৃষ্টিকে পয়দা করেছেন অন্ধকারে। অতঃপর তাদের উপর স্বীয় নূর নিক্ষেপ করেন। সুতরাং যার প্রতি তাঁর নূর পৌঁছেছে সে হেদায়াত পেয়েছে, আর যার প্রতি পৌঁছেনি সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। এজন্য আমি বলি, আল্লাহ্‌র ইল্‌ম অনুসারে কলম শুকিয়ে গেছে অর্থাৎ যা হবার তা হয়ে গেছে। (আহমদ, তিরমিযী)

Contents

٩٥ ـ وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ اَنْ يَقُوْلَ: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا قَالَ: نَعَمْ اِنَّ الْقُلُوْبَ بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ اللهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيْ وَابْن مَاجَةَ)

(৯৫) হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) প্রায়শ এ দুআ করতেন—হে অন্তর পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র নবী, আমরা আপনার উপর এবং আপনি যা কিছু এনেছেন তার উপর ঈমান এনেছি। আপনি কি আমাদের উপর আশঙ্কা করছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয় সব অন্তর আল্লাহ্‌র দুই আঙ্গুলের মধ্যে অবস্থিত, আল্লাহ যেভাবে চান তা ঘুরিয়ে থাকেন। (তিরমিযী, ইবনে মাজা)

٩٦ ـ وَعَنْ اَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْقَلْبِ كَرِيْشَةٍ بِاَرْضٍ فَلَاةٍ يُقَلِّبُهَا الرِّيَاحُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

(৯৬) হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, মানুষের হৃদয় তৃণশূন্য মাঠে পাখীর একটি পালকের ন্যায়। যাকে প্রবল বায়ু এদিকে-সেদিকে ওলট-পালট করে থাকে। (আহমদ)

٩٧ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُؤْمِنَ بِاَرْبَعٍ: يَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ بَعَثَنِيْ بِالْحَقِّ وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْن مَاجَةَ)

(৯৭) হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, কোন বান্দা মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না চারটি বিষয় বিশ্বাস করবে, ১। সাক্ষ্য দিবে আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং আমি আল্লাহ্‌র রাসূল, আমাকে আল্লাহ সত্য বিধান সহকারে পাঠিয়েছেন, ২। মৃত্যুকে বিশ্বাস করবে, ৩। মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করবে এবং ৪। তাকদীরে বিশ্বাস রাখবে। (তিরমিযী, ইবনে মাজা)

٩٨ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ اُمَّتِيْ لَيْسَ لَهُمَا فِي الْاِسْلَامِ نَصِيْبٌ: اَلْمُرْجِئَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

(৯৮) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের দু' প্রকার লোক—তাদের জন্য ইসলামে কোন অংশ নেই, ১। মুরজিয়াহ, ২। কাদরিয়াহ। (তিরমিযী) তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব।

٩٩ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: يَكُوْنُ فِيْ أُمَّتِيْ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَذٰلِكَ فِي الْمُكَذِّبِيْنَ بِالْقَدَرِ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ)

(৯৯) হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের মধ্যে ভূমিধস ও আকৃতি পরিবর্তন এর ঘটনা ঘটবে। তবে এটা তাক্দীরে অবিশ্বাসীদের উপরই ঘটবে। (আবু দাউদ) তিরমিযী এ ধরনের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٠٠ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْقَدَرِيَّةُ مَجُوْسُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اِنْ مَرِضُوْا فَلَا تَعُوْدُوْهُمْ وَاِنْ مَاتُوْا فَلَا تَشْهَدُوْهُمْ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

(১০০) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, কাদারিয়াগণ হল এই উম্মতের অগ্নি উপাসক; সুতরাং তারা রোগাক্রান্ত হলে তাদেরকে দেখতে যেও না। তাদের মৃত্যু হলে তাদের কাফন-দাফনে শরীক হয়ো না। (আহমদ, আবু দাউদ)

١٠١ ـ وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُجَالِسُوْا اَهْلَ الْقَدَرِ وَلَا تُفَاتِحُوْهُمْ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(১০১) হযরত উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এরশাদ করেছেন, তোমরা কাদরিয়াদের সাথে উঠা-বসা করো না এবং তাদের বিচারক নিযুক্ত করো না। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, ছয়জনকে আমি লা'নত করি, আল্লাহ লা'নত করেন এবং সকল নবীর দোয়া গৃহীত হয়। (আবু দাউদ)

١٠٢ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَكُلُّ نَبِيٍّ يُجَابُ: اَلزَّائِدُ فِيْ كِتَابِ اللهِ وَالْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللهِ وَالْمُتَسَلِّطُ بِالْجَبَرُوْتِ لِيُعِزَّ مَنْ اَذَلَّهُ اللهُ وَيُذِلَّ مَنْ اَعَزَّهُ اللهُ وَالْمُسْتَحِلُّ لِحَرَمِ اللهِ وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِيْ مَا حَرَّمَ اللهُ وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِيْ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَدْخَلِ وَرَزِيْنٌ فِيْ كِتَابِهِ)

(১০২) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, ছয় ব্যক্তির উপর আমি অভিসম্পাত করি এবং আল্লাহ্র তাদের উপর অভিসম্পাত করেন। আর প্রত্যেক নবীর দোয়াই আল্লাহ কবুল করেন। (১) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কিতাবে কোন কিছু সংযোগ করে। (২) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নির্ধারিত তাকদীরে অবিশ্বাস করে। (৩) যে ব্যক্তি জোর জবরদস্তি (এই উদ্দেশ্যে) ক্ষমতা দখল করে যে, যেন সে সম্মানী ব্যক্তিকে অপমান করতে পারে এবং অপমানী ব্যক্তিকে সম্মান দান করতে পারে। (৪) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র হেরমে তথা মক্কায় এমন কাজ করে, যা তথায় করা আল্লাহ পাক নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। (৫) আমার বংশের যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কোন কাজকে বৈধ করে এবং (৬) যে ব্যক্তি আমার সুন্নত পরিত্যাগ করে। (বায়হাকী, রাযীন)

١٠٣ - وَعَنْ مَطَرِ بْنِ عُكَامِسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَضَى اللهُ لِعَبْدٍ اَنْ يَمُوتَ بِاَرْضٍ جَعَلَ لَهُ اِلَيْهَا حَاجَةً ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

(১০৩) হযরত মাতার ইবনে উকামিস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ যখন তার কোন বান্দার মৃত্যুর জন্য কোন স্থান নির্দিষ্ট করে দেন, তখন তার ঐস্থানে কোন প্রয়োজন সৃষ্টি করে দেন। (আহমদ, তিরমিযী)

١٠٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ذَرَارِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ: مِنْ اٰبَائِهِمْ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ بِلَا عَمَلٍ قَالَ: اَللهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِيْنَ قُلْتُ فَذَرَارِيُّ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ: مِنْ اٰبَائِهِمْ قُلْتُ: بِلَا عَمَلٍ قَالَ: اَللهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِيْنَ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(১০৪) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মু'মিনদের নাবালেগ সন্তানদের অবস্থা কি হবে? তিনি বললেন, তারা তাদের পিতাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আমি বললাম, কোন আমল ব্যতিরেকেই? তিনি বললেন, (বেঁচে থাকলে) সে কিরূপ কাজ করত আল্লাহ তা সম্যক জানেন। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, তা হলে কাফির মুশরিকদের সন্তানদের অবস্থা কি হবে? তিনি বললেন, তাদের অবস্থাও তাদের পিতাদের অনুরূপ হবে। আমি বললাম, কোন আমল ব্যতিরেকেই? তিনি বললেন, তারা বেঁচে থাকলে কিরূপ কাজ করত আল্লাহ তা সম্যক অবগত। (আবু দাউদ)

١٠٥ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْوَائِدَةُ وَالْمَوْؤُدَةُ فِي النَّارِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

(১০৫) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে মহিলা নিজ কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয় এবং যে কন্যাকে কবর দেওয়া হয় তারা উভয়ই দোযখে যাবে। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٠٦ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَغَ اِلَى كُلِّ عَبْدٍ مِنْ خَلْقِهِ مِنْ خَمْسٍ: مِنْ اَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَمَضْجَعِهِ وَاَثَرِهِ وَرِزْقِهِ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

(১০৬) হযরত আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক তার সৃষ্টিকুলের প্রত্যেক বান্দার পাঁচটি বিষয় সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন ঃ (১) আয়ু, (২) আমল, (৩) অবস্থানস্থল বা মৃত্যুর স্থান, (৪) চলাফেরা এবং (৫) রিযিক। (আহমদ)

١٠٧ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ تَكَلَّمَ فِيْ شَيْءٍ مِنَ الْقَدَرِ سُئِلَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيْهِ لَمْ يُسْئَلْ عَنْهُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

(১০৭) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তাকদীর সম্পর্কে কিছু আলোচনা করবে, রোজ কিয়ামতে তাকে সেই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে। আর যে ব্যক্তি তদসম্পর্কে কোনরূপ আলোচনা করবে না তাকে সে সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেসও করা হবে না। (ইবনে মাজাহ)

١٠٨ ـ وَعَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: اَتَيْتُ اُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ وَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ شَيْءٌ مِّنَ الْقَدْرِ فَحَدِّثْنِيْ بِشَيْءٍ لَعَلَّ اللهَ اَنْ يُّذْهِبَهُ مِنْ قَلْبِيْ قَالَ لَوْ اَنَّ اللهَ عَذَّبَ اَهْلَ سَمٰوٰتِهٖ وَاَهْلَ اَرْضِهٖ عَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ اَعْمَالِهِمْ وَلَوْ اَنْفَقْتَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ حَتّٰى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ وَتَعْلَمَ اَنَّ مَا اَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَاَنَّ مَا اَخْطَاَكَ لَمْ يَكُنْ لِّيُصِيْبَكَ وَلَوْ مُتَّ عَلٰى غَيْرِ هٰذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ قَالَ ثُمَّ اَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ قَالَ ثُمَّ اَتَيْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ فَقَالَ مِثْلُ ذٰلِكَ قَالَ ثُمَّ اَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَحَدَّثَنِيْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذٰلِكَ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

(১০৮) হযরত ইব্‌নে দায়লামী (রহ) বলেন, আমি হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা)-এর নিকটে এলাম এবং বললাম, তাকদীর সম্পর্কে আমার মনে কিছু প্রশ্ন উদয় হয়েছে। অতএব এ সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলুন, হয়তো আল্লাহ্ তাআলা আমার অন্তর থেকে তা দূর করে দিবেন। তিনি বললেন, যদি আল্লাহ পাক আসমানবাসী ও জমিনবাসী সবাইকে আযাব দেন, তো দিবেন, তাতে তিনি অত্যাচারী হবেন না। আর তিনি যদি সকলকে দয়া করেন, তা হলে তাঁর দয়া তাদের জন্য তাদের আমলের চেয়ে উত্তম হবে। অতএব তুমি যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর, তা আল্লাহ পাক কবুল করবেন না, যতক্ষণ না তুমি তাকদীরে বিশ্বাস করবে এবং তুমি বিশ্বাস করবে, যা তোমার উপর ঘটেছে তা কখনও লজ্মিত হবার নয়। আর যা তোমাকে লজ্ঘন করেছে কিছুতেই তুমি তা পাওয়ার ছিলে না। যদি তুমি এর বিপরীত বিশ্বাসে মৃত্যুবরণ কর তবে অবশ্যই জাহান্নামে যাবে। ইবনে দায়লামী (রহ) বলেন, অতঃপর আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর কাছে এলাম, তিনিও অনুরূপ বললেন। তারপর আমি হযরত হুযাইফা ইবনুল-ইয়ামান (রা)-এর নিকট গেলাম, তিনিও একই কথা বললেন। অবশেষে আমি হযরত যায়েদ বিন সাবেতের (রা) নিকট এলাম, তিনি আমাকে নবী (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন। (আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা)

কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, তারা উভয়ে দোযখী। হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলে পাক (সা) যখন খাদীজা (রা)-এর চেহারায় বিমর্ষতার ভাব লক্ষ্য করলেন, তখন বললেন, তুমি যদি তাদের (দোযখের) অবস্থানস্থল দেখতে তাহলে অবশ্যই তুমি তাদেরকে ঘৃণা করতে। তখন হযরত খাদীজা (রা) বললেন, তবে আপনার তরফ হতে আমার যে সন্তান (জন্ম হয়ে মারা গিয়েছে), সে কি অবস্থায় আছে? রাসূলে পাক (সা) বললেন, সে বেহেশতে আছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করলেন, মু'মিনগণ এবং তাদের সন্তান-সন্ততিগণ বেহেশতী। আর কাফির মুশরিকরা ও তাদের সন্তান-সন্ততিরা দোযখী। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) কুরআনে পাকের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন। وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ অর্থাৎ "যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানরা তাদের পথ অনুসরণ করেছে, তাদের সাথে তাদের সন্তানদের মিলিত করে দিব"। –আহমদ

١١١ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهٗ فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهٖ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهٖ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَىْ كُلِّ اِنْسَانٍ مِّنْهُمْ وَبِيْصًا مِّنْ نُوْرٍ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلٰى اٰدَمَ فَقَالَ اَىْ رَبِّ مَنْ هٰؤُلَاءِ قَالَ هٰؤُلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ فَرَاٰى رَجُلًا مِّنْهُمْ فَاَعْجَبَهٗ وَبِيْصُ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ قَالَ اَىْ رَبِّ مَنْ هٰذَا قَالَ دَاوٗدُ فَقَالَ اَىْ رَبِّ كَمْ جَعَلْتَ عُمُرَهٗ قَالَ سِتِّيْنَ سَنَةً قَالَ اَىْ رَبِّ زِدْهُ مِنْ عُمُرِىْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْقَضٰى عُمُرَ اٰدَمَ اِلَّا اَرْبَعِيْنَ جَاءَهٗ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالَ اَوَلَمْ يَبْقَ مِنْ عُمُرِىْ اَرْبَعُوْنَ سَنَةً قَالَ اَوَلَمْ تُعْطِهَا ابْنَكَ دَاوٗدَ فَجَحَدَ اٰدَمُ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهٗ وَنَسِىَ اٰدَمُ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهٗ وَخَطَاَ اٰدَمُ وَخَطِئَتْ ذُرِّيَّتُهٗ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

(১১১) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ যখন হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করলেন, তখন তার পৃষ্ঠদেশে তাঁর কুদরতের হাত বুলিয়ে দিলেন। ফলে তার পৃষ্ঠদেশ হতে তার সমস্ত সন্তান বের হয়ে এল। যাদেরকে আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত পয়দা করবেন এবং তাদের সকলের দুই চক্ষুর মধ্যস্থলে একটি জ্যোতির ছটা সৃষ্টি করলেন। অতঃপর তাদেরকে হযরত আদম (আ)-এর সামনে পেশ করলেন। (তাদেরকে দেখে হযরত আদম (আ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! এরা কারা? আল্লাহ বললেন, তোমার সন্তান ও বংশধর। ঐ সময় তাঁর সন্তানদের একজনের উপর হযরত আদম (আ)-এর দৃষ্টি পড়ল এবং তার নূরের ছটায় তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তখন তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! এ ব্যক্তি কে? আল্লাহ বললেন, তোমার সন্তান দাউদ। হযরত আদম (আ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি তার আয়ু কত নির্ধারণ করেছেন? আল্লাহ বললেন, ষাট বৎসর। হযরত আদম (আঃ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার আয়ু হতে চল্লিশ বছর তাকে বাড়িয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, এই চল্লিশ বছর ছাড়া (বাকী নয়শত ষাট বছর আয়ু) যখন হযরত আদম (আ)-এর আয়ু শেষ হয়ে গেল, তখন ফেরেশতা আজরাইল (আ) এসে তার নিকট উপস্থিত হলেন। তাকে দেখে হযরত আদম (আ) বললেন, আমার আয়ুর এখনও কি চল্লিশ বছর অবশিষ্ট নেই? আজরাইল বললেন,

তা কি আপনি আপনার সন্তান দাউদ (আ)-কে দান করেন নি? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হযরত আদম (আ) তা অস্বীকার করলেন। এই কারণেই তার সন্তানরাও অস্বীকার করে থাকে। হযরত আদম (আ) ভুলে গিয়েছিলেন এবং (নিষিদ্ধ) বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করেছিলেন। যে কারণে তার সন্তানরাও ভুলে যায়। হযরত আদম (আ)-এর ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছিল। যে কারণে তার সন্তানদেরও ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়। (উল্লেখ্য যে হযরত দাউদ (আ)-এর আয়ুর এই পরিবর্তনও তার তাকদীরের শামিল)। –তিরমিযী

١١٢ - وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ حِيْنَ خَلَقَهُ فَضَرَبَ كَتِفَهُ الْيُمْنٰى فَاَخْرَجَ ذُرِّيَّةً بَيْضَاءَ كَاَنَّهُمُ الذَّرُّ وَضَرَبَ كَتِفَهُ الْيُسْرٰى فَاَخْرَجَ ذُرِّيَّةً سَوْدَاءَ كَاَنَّهُمُ الْحُمَمُ فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَمِيْنِهِ اِلَى الْجَنَّةِ وَلَا اُبَالِيْ وَقَالَ لِلَّذِيْ فِيْ كَفِّهِ الْيُسْرٰى اِلَى النَّارِ وَلَا اُبَالِيْ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

(১১২) হযরত আবুদ দারদা (রা) রাসূলে পাক (সা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক যখন হযরত আদম (আ)-কে পয়দা করলেন, তখন তার ডান কাঁধের উপর স্বীয় কুদরতের হাত স্থাপন করলেন। আর ক্ষুদ্র পিপীলিকার দলসদৃশ সুন্দর চাকচিক্যময় একদল মানুষ বের করলেন। এইভাবে তার বাম কাঁধের উপর স্বীয় কুদরতের হাত স্থাপন করলেন এবং কয়লাসদৃশ ঘোর কালো অপর একদল মানুষ বের করলেন। তারপর ডানদিকের দলটির প্রতি ইশারা করে বললেন, এরা বেহেশতী। এতে আমার কোন পরওয়া নেই। তারপর বামদিকের দলটির প্রতি ইশারা করে বললেন, এরা দোযখী। এতেও আমার কোন পরওয়া নেই। –আহমদ

١١٣ - وَعَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ اَنَّ رَجُلًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ اَبُو عَبْدِ اللّٰهِ دَخَلَ عَلَيْهِ اَصْحَابُهُ يَعُوْدُوْنَهُ وَهُوَ يَبْكِيْ فَقَالُوْا لَهُ مَا يُبْكِيْكَ اَلَمْ يَقُلْ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ ثُمَّ اَقِرَّهُ حَتّٰى تَلْقَانِيْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَبَضَ بِيَمِيْنِهٖ قَبْضَةً وَاُخْرٰى بِالْيَدِ الْاُخْرٰى وَقَالَ هٰذِهٖ لِهٰذِهٖ وَهٰذِهٖ لِهٰذِهٖ وَلَا اُبَالِيْ فَلَا اَدْرِيْ فِيْ اَيِّ الْقَبْضَتَيْنِ اَنَا - (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

(১১৩) হযরত আবু নাযরা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীদের মধ্যে আবু আবদুল্লাহ নামক এক ব্যক্তির মৃত্যু শয্যায় তার বন্ধু-বান্ধবগণ তাকে দেখতে এলেন। ঐ সময় তিনি ক্রন্দন করছিলেন। আগন্তুকগণ তাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন, আর বললেন, আপনাকে কি রাসূলুল্লাহ (সা) এ কথা বলেন নি যে, তোমার গোফ খাটো করবে। তারপর সর্বদা এভাবে খাটো রাখবে; যে পর্যন্ত না তুমি (বেহেশতে) আমার সাথে মিলিত হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এরূপও বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তাঁর ডান হাতে একমুষ্টি লোক এবং বামহাতে একমুষ্টি লোক নিয়ে বলেছেন, এরা বেহেশতী আর এরা দোযখী এবং আমি এই ব্যাপারে কারো পরোয়া করি না। অথচ আমার জানা নেই যে, এই দুই হাতের মুষ্টির মধ্যে আমি কোন হাতের মুষ্টির লোক। –আহমদ

١١٤ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَخَذَ اللهُ الْمِيْثَاقَ مِنْ ظَهْرِ اٰدَمَ بِنَعْمَانَ يَعْنِيْ عَرَفَةَ فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَأَهَا فَنَثَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّرِّ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قِبَلًا قَالَ: (اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى شَهِدْنَا اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غَافِلِيْنَ اَوْ تَقُوْلُوْا اِنَّمَا اَشْرَكَ اٰبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

(১১৪) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক না'মান নামক স্থানে অর্থাৎ আরাফাতে হযরত আদম (আ)-এর পৃষ্ঠদেশ হতে তার সন্তানদেরকে বের করে তাদের নিকট হতে অঙ্গীকার নিয়েছেন। তিনি হযরত আদম (আ)-এর মেরুদণ্ড হতে তার প্রত্যেক সন্তান, যাদেরকে তিনি (পরে) পয়দা করেছেন বের করেন এবং ক্ষুদ্র পিপীলিকাসদৃশ সেগুলোকে হযরত আদম (আ)-এর সামনে ছড়িয়ে দেন। তারপর সামনাসামনি হয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বলল, হ্যাঁ অবশ্যই। আমরা তার সাক্ষী রইলাম। (আল্লাহ বলেন, আমি তোমাদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম) এটা এজন্য যে, তোমরা যেন রোজ কিয়ামতে বলতে না পার যে, আমরা তো এই সম্পর্কে গাফেল ছিলাম। অথবা তোমরা যেন এরূপ বলতে না পার যে, আমাদের পূর্বপুরুষরাই তো এবং আমরা তাদের পরবর্তী বংশধর আমাদের পূর্বে শিরক করেছে তবে কি পথভ্রষ্টদের কৃতকর্মের জন্যে তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে? —আহমদ

١١٥ ـ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ قَالَ جَمَعَهُمْ فَجَعَلَهُمْ أَزْوَاجًا ثُمَّ صَوَّرَهُمْ فَاسْتَنْطَقَهُمْ فَتَكَلَّمُوْا ثُمَّ اَخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ وَالْمِيْثَاقَ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالَ فَاِنِّيْ أُشْهِدُ عَلَيْكُمُ السَّمٰوٰتِ السَّبْعَ وَالْاَرَضِيْنَ السَّبْعَ وَاُشْهِدُ عَلَيْكُمْ اٰبَاكُمْ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ نَعْلَمْ بِهٰذَا اعْلَمُوْا اَنَّهُ لَا اِلٰهَ غَيْرِيْ وَلَا رَبَّ غَيْرِيْ فَلَا تُشْرِكُوْا بِيْ شَيْئًا وَاِنِّيْ سَاُرْسِلُ اِلَيْكُمْ رُسُلِيْ يُذَكِّرُوْنَكُمْ عَهْدِيْ وَمِيثَاقِيْ وَاُنْزِلُ عَلَيْكُمْ كُتُبِيْ قَالُوْا شَهِدْنَا بِاَنَّكَ رَبُّنَا وَاِلٰهُنَا لَا رَبَّ لَنَا غَيْرُكَ فَاَقَرُّوْا بِذٰلِكَ وَرُفِعَ عَلَيْهِمْ اٰدَمُ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ فَرَاٰى الْغَنِيَّ وَالْفَقِيْرَ وَحَسَنَ الصُّوْرَةِ وَدُوْنَ ذٰلِكَ فَقَالَ رَبِّ لَوْلَا سَوَّيْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ قَالَ اِنِّيْ اَحْبَبْتُ اَنْ اُشْكَرَ وَرَاٰى الْاَنْبِيَاءَ فِيْهِمْ مِثْلَ السُّرُجِ عَلَيْهِمُ النُّوْرُ خُصُّوْا بِمِيْثَاقٍ اٰخَرَ فِي الرِّسَالَةِ وَالنُّبُوَّةِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالٰى (وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْثَاقَهُمْ) اِلٰى قَوْلِهِ (عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ) كَانَ فِيْ تِلْكَ الْاَرْوَاحِ فَاَرْسَلَهُ اِلٰى مَرْيَمَ فَحُدِّثَ عَنْ اُبَيٍّ اَنَّهُ دَخَلَ مِنْ فِيْهَا ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

(১১৫) হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) "যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের সন্তানদিগকে বের করলেন" এই আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ পাক তাদের একত্রিত করলেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন রকম করে বানাতে ইচ্ছা করলেন। অতঃপর তাদেরকে সেইভাবে আকৃতি দান করলেন এবং তাদেরকে কথা বলার শক্তি দিলেন। সুতরাং তারা কথা বলতে পারল, তারপর আল্লাহ পাক তাদের নিকট হতে অঙ্গীকার নিলেন এবং তাদেরকে নিজেদের ব্যাপারে সাক্ষী বানালেন। (জিজ্ঞেস করলেন) আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বলল, হ্যাঁ। অতঃপর আল্লাহ পাক বললেন, আমি তোমাদের এই কথার উপর সাত আসমান এবং সাত যমিনকে সাক্ষী করছি এবং তোমাদের পিতা আদমকেও সাক্ষী করছি যেন তোমরা রোজ কিয়ামতে বলতে না পার যে, এটা আমরা জানতাম না। তোমরা জেনে রাখ যে, আমি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং আমি ছাড়া তোমাদের কোন প্রতিপালকও নেই; সুতরাং তোমরা আমার সাথে কাউকেও অংশীদার বানাবে না। অতঃপর আমি তোমাদের নিকট আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করব। তারা তোমাদেরকে আমার এই ওয়াদা অঙ্গীকারের কথা মনে করিয়ে দিবে। এছাড়া আমি তোমাদের নিকট আমার কিতাবসমূহ নাযিল করব। তখন তারা বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আপনিই আমাদের প্রতিপালক এবং আমাদের উপাস্য। আপনি ছাড়া আমাদের কোন প্রতিপালক নেই এবং আপনি ছাড়া আমাদের কোন উপাস্যও নেই। (হযরত উবাই বলেন) তারা এটা স্বীকার করল। অতঃপর হযরত আদম (আ)-কে তাদের উপর তুলে ধরা হল। তিনি সকলকে দেখতে লাগলেন। তিনি দেখলেন, তাদের মধ্যে ধনী, গরীব, সুন্দর, কুশ্রী সকল প্রকারই রয়েছে। (আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এই প্রভেদ দেখে) তখন তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তুমি এদের সকলকে একরূপ করলে না কেন? আল্লাহ বললেন, এই কারণে যে, এরা আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুক, আমি তাই চাই। আর তিনি তাদের মধ্যে নবী-রাসূলগণকে দেখলেন। সকলের মধ্যে তারা যেন (এক একটি) প্রদীপস্বরূপ। তাদের মধ্যে আলো ঝলমল করছে। তারা সাধারণ অঙ্গীকার ছাড়া রেসালাত ও নবুয়তের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন সম্পর্কে বিশেষ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হলেন। এটাই আল্লাহ পাকের কালামে উল্লেখ রয়েছে ঃ "আমি যখন নবী-রাসূলদের নিকট হতে তাদের বিশেষ অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম– হতে ঈসা ইবনে মারয়ামের নিকট হতেও" পর্যন্ত।

(হযরত উবাই বলেন) ঐ সকল রূহের মধ্যে হযরত ঈসা (আ)-এর রূহও ছিল। আল্লাহ পাক তা হযরত মরিয়মের প্রতি প্রেরণ করেছেন। (পরবর্তী বর্ণনাকারী বলেন) হযরত উবাই হতে এও বর্ণিত আছে যে, ঐ রূহ হযরত মারয়ামের মুখ দিয়ে দিয়ে প্রবেশ করেছিল। –আহমদ

١١٦ ـ وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَذَاكَرُ مَا يَكُوْنُ اِذْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا سَمِعْتُمْ بِجَبَلٍ زَالَ عَنْ مَكَانِهِ فَصَدِّقُوْا وَاِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خُلُقِهِ فَلَا تُصَدِّقُوْا بِهِ فَاِنَّهُ يَصِيْرُ اِلٰى مَا جُبِلَ عَلَيْهِ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

(১১৬) হযরত আবুদ দারদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে বসে (দুনিয়ায়) যা কিছু হচ্ছে তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন, তোমরা কোন পাহাড় স্বস্থান হতে সরে যাওয়ার কথা শুনলে বিশ্বাস করতে পার কিন্তু কারো জন্মগত স্বভাবের পরিবর্তন ঘটেছে শুনলে বিশ্বাস করো না। কারণ সে সেইদিকেই ঝুঁকে থাকবে, যার উপর তাকে পয়দা করা হয়েছে। –আহমদ

١١٧ ـ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَا يَزَالُ يُصِيْبُكَ كُلَّ عَامٍ وَجَعٌ مِنَ الشَّاةِ الْمَسْمُوْمَةِ الَّتِيْ اَكَلْتَ قَالَ مَا اَصَابَنِيْ شَيْءٌ مِنْهَا اِلَّا وَهُوَ مَكْتُوْبٌ عَلَيَّ وَاٰدَمُ فِيْ طِيْنَتِهٖ ـ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

(১১৭) উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যে বিষ মিশানো বকরীর গোশত ভক্ষণ করেছিলেন, দেখা যায় প্রতি বছরই আপনার মধ্যে তার ব্যথা হয়। রাসূলে পাক (সা) বললেন, হযরত আদম (আ) মাটি অবস্থায় থাকতেই আমার জন্য যা লিখিত ছিল তা ছাড়া আমার আর কিছুই হয় না। −ইবনে মাজাহ

بَابُ اِثْبَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ

অধ্যায় ৪ কবর আযাব

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

١١٨ ـ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمُسْلِمُ اِذَا سُئِلَ فِيْ الْقَبْرِ يَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَذٰلِكَ قَوْلُهُ (يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَة) وَفِيْ رِوَايَةٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ) نَزَلَتْ فِيْ عَذَابِ الْقَبْرِ يُقَالُ لَهٗ: مَنْ رَبُّكَ فَيَقُوْلُ: رَبِّيَ اللّٰهُ وَنَبِيِّيْ مُحَمَّدٌ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(১১৮) হযরত বারা' ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, কোন মুসলমানকে যখন কবরে প্রশ্ন করা হয়, তখন সে এইরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল। এটাই আল্লাহ্‌র এই আয়াতের অর্থ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ) نَزَلَتْ فِيْ عَذَابِ الْقَبْرِ যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে আল্লাহ্ পাক পার্থিব জীবনে এবং পারলৌকিক জীবনে (আলমে বরযখে) সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ এ আয়াত কবরের আযাব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। মৃত ব্যক্তিকে (জীবিত করে) জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার প্রভু কে? সে বলে, আমার প্রভু আল্লাহ্, আমার নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)। (বুখারী, মুসলিম)

١١٩ ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهٗ حَدَّثَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا وُضِعَ فِيْ قَبْرِهٖ وَتَوَلّٰى عَنْهُ اَصْحَابُهٗ وَاِنَّهٗ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ اَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهٖ فَيَقُوْلَانِ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّهٗ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ فَيُقَالُ لَهٗ اُنْظُرْ اِلٰى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ اَبْدَلَكَ اللّٰهُ بِهٖ مَقْعَدًا مِّنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا قَالَ وَاَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهٗ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا اَدْرِيْ كُنْتُ اَقُوْلُ مَا يَقُوْلُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيْدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَّلِيْهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُهٗ لِلْبُخَارِيِّ)

(১১৯) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, বান্দাকে কবরে রাখার পর তার সঙ্গী-সাথীগণ যখন তথা হতে ফিরে যেতে থাকে, তখন সে তাদের পায়ের চলার শব্দ শুনতে পায়। এমন সময় তার নিকট দুইজন ফেরেশতা আগমন করেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি ইশারা করে তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি দুনিয়ায় এই ব্যক্তি সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করতে? তখন মু'মিন ব্যক্তি বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহ্র বান্দা এবং রাসূল। তখন তাকে বলা হয় এই দেখ, তুমি দোযখী হলে তোমার জন্য সেই দোযখের স্থান দেখে নাও। আল্লাহ পাক তোমার সেই স্থানকে বেহেশতের স্থানের সাথে বদলে দিয়েছেন। তখন সে (বেহেশত ও দোযখের) উভয় স্থানই দেখতে পায়। কিন্তু মুনাফিক ও কাফির তাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে বলা হবে তুমি এই ব্যক্তি সম্পর্কে কি ধারণা রাখতে? তখন সে বলে, তা আমি জানি না। মানুষ যা বলত আমিও তাই বলতাম। তখন তাকে বলা হয় (বুঝা গেল) তুমি তোমার বিবেক দ্বারাও বোঝার জন্য চেষ্টা করনি এবং কিতাবাদি পড়েও জানার ইচ্ছা করনি। অতঃপর তাকে লৌহ মুগুর দ্বারা কঠিনভাবে শাস্তি দেয়া হতে থাকে। এতে সে এমন এক চীৎকার দেয়, যা শুধু জ্বিন ও মানব ছাড়া নিকটবর্তী সকলেই শুনতে পায়। –বুখারী, মুসলিম, শব্দগুলো বুখারীর

١٢٠ ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهٗ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتّٰى يَبْعَثَكَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(১২০) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ মারা গেলে প্রতি সকালে-বিকালে তার স্থান তার নিকট প্রকাশ করা হয়। সে বেহেশতীদের অন্তর্ভুক্ত হলে বেহেশতের স্থান আর দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত হলে দোযখের স্থান তাকে দেখিয়ে বলা হয়, এটাই তোমার আসল ঠিকানা। অতঃপর আল্লাহ পাক তোমাকে রোজ কিয়ামতে উঠাবেন। –বুখারী, মুসলিম

١٢١ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ يَهُوْدِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ فَقَالَتْ لَهَا اَعَاذَكِ اللّٰهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَاَلَتْ عَائِشَةُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ: نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَمَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ صَلّٰى صَلَاةً اِلَّا تَعَوَّذَ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(১২১) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ইয়াহুদী মহিলা তার নিকট এসে কবর আযাব প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলল, হে আয়েশা! আল্লাহ পাক তোমাকে কবর আযাব হতে নিস্তার দিন। এরপর হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কবর আযাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, হ্যাঁ, কবর আযাব সত্য। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এর পর আমি কখনও এইরূপ দেখি নাই যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কোন নামায পড়ছেন অথচ কবর আযাব হতে আল্লাহ্র দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করছেন না। –বুখারী, মুসলিম

١٢٢ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَّارِ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ إِذْ حَادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيْهِ وَإِذَا أَقْبُرٌ سِتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ فَقَالَ كَذَا فَقَالَ: مَنْ يَّعْرِفُ أَصْحَابَ هٰذِهِ الْأَقْبُرِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا قَالَ فَمَتٰى قَالَ مَاتُوْا فِي الْإِشْرَاكِ فَقَالَ إِنَّ هٰذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلٰى فِيْ قُبُوْرِهَا فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُّسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِيْ أَسْمَعُ مِنْهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالُوا نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالُوْ نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالُوْا نَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ قَالُوْا نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(১২২) হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদা নাজ্জার গোত্রের একটি বাগানে তাঁর একটি খচ্চরের উপর সওয়ার ছিলেন। তখন আমরাও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। সহসা খচ্চরটি লাফিয়ে উঠে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রায় মাটিতে ফেলার উপক্রম করল। দেখা গেল, সেখানে পাঁচটি অথবা ছয়টি কবর বিদ্যমান। তখন রাসূলে পাক (সা) জিজ্ঞেস করলেন, এই কবরবাসীদরকে কে চিনে? এক ব্যক্তি বলল যে, আমি চিনি ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তারা কখন মারা গিয়েছে? সে বলল, শিরক-কুফরীর যুগে। তিনি (সা) বললেন, এই লোকগুলো তাদের কবরের মধ্যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়ে সাজা ভোগ করছে। আতঙ্ক ও ভয়ে তোমরা মানুষকে কবরে দাফন করা ছেড়ে দিবে এই আশংকা না থাকলে আমি আল্লাহ্র দরবারে দুয়া করতাম, যেন তোমাদেরকে কবর আযাবের আওয়াজ শুনানো হয়, যা আমি শুনতে পাচ্ছি। অতঃপর রাসূলে পাক (সা) আমাদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা সকলে দোযখের আযাব হতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাও। আমরা দোযখের আযাব হতে আল্লাহ্র দরবারে আশ্রয় চাচ্ছি। তিনি বললেন, তোমরা কবর আযাব হতেও আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাও। তারা বললেন, আমরা কবর আযাব হতেও আল্লাহ্র দরবারে আশ্রয় চাচ্ছি। তিনি বললেন, তোমরা জাহেরী, বাতেনী যাবতীয় ফেৎনা হতে আল্লাহ্র দরবারে আশ্রয় চাও। তাঁরা বললেন, আমরা (জাহেরী বাতেনী (প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য) যাবতীয় ফেৎনা হতে আল্লাহ্র দরবারে আশ্রয় চাচ্ছি। পুনরায় রাসূলে পাক (সা) বললেন, তোমরা দাজ্জালের ফেৎনা হতেও আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাও। তাঁরা বললেন, দাজ্জালের ফেৎনা হতেও আল্লাহ্র দরবারে আশ্রয় চাচ্ছি। —মুসলিম

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১২৩ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِذَا اُقْبِرَ الْمَيِّتُ اَتَاهُ مَلَكَانِ اَسْوَدَانِ اَزْرَقَانِ يُقَالُ لِاَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالْاٰخَرُ النَّكِيْرُ فَيَقُوْلَانِ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهٗ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ فَيَقُوْلَانِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْلُ هٰذَا ثُمَّ يُفْسَحُ لَهٗ فِىْ قَبْرِهٖ سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فِىْ سَبْعِيْنَ ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهٗ فِيْهِ ثُمَّ يُقَالُ لَهٗ نَمْ فَيَقُوْلُ اَرْجِعُ اِلٰى اَهْلِىْ فَاُخْبِرُهُمْ فَيَقُوْلَانِ نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوْسِ الَّذِىْ لَا يُوْقِظُهٗ اِلَّا اَحَبُّ اَهْلِهٖ اِلَيْهِ حَتّٰى يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهٖ ذٰلِكَ وَاِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ قَوْلًا فَقُلْتُ مِثْلَهٗ لَا اَدْرِىْ فَيَقُوْلَانِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْلُ ذٰلِكَ فَيُقَالُ لِلْاَرْضِ الْتَئِمِىْ عَلَيْهِ فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ فَتَخْتَلِفُ فِيْهَا اَضْلَاعُهٗ فَلَا يَزَالُ فِيْهَا مُعَذَّبًا حَتّٰى يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهٖ ذٰلِكَ.(رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

(১২৩) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, মুর্দাকে যখন কবরে রাখা হয় পর তার নিকট নীল চক্ষুবিশিষ্ট কালো বর্ণের দুইজন ফেরেশতা এসে উপস্থিত হন। তাদের একজন মুনকার এবং অপরজন নাকীর। তারা মৃত ব্যক্তিকে (জীবিত করে) জিজ্ঞেস করেন, এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বলতে? সে (মু'মিন) ব্যক্তি বলবে, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আর হযরত মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল। তখন ফেরেশতাদ্বয় বলেন, আমরা পূর্বেই জানতাম যে, তুমি এই কথাই বলবে। এরপর তার কবরকে দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সত্তর হাত করে প্রশস্ত করা হয় এবং তথায় তার জন্য আলোর ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। তারপর তাকে বলা হয়, তুমি ঘুমিয়ে থাক। তখন সে বলে, আমি আমার পরিবার পরিজনদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে তাদেরকে এই সুখবর জানাতে চাই। ফেরেশতাগণ বলেন, তুমি এইস্থানে বাসর গৃহে নওসার (দুল) ন্যায় আনন্দের নিদ্রায় বিভোর থাক-যাকে তার সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি ছাড়া কেউ জাগাতে পারে না। অতঃপর সে তার কবরে এইরূপভাবে নিদ্রামগ্ন থাকবে, যে পর্যন্ত না তাকে আল্লাহ পাক এই শয্যাস্থল হতে জাগিয়ে তুলবেন।

আর যদি মৃত ব্যক্তি মুনাফিক হয়, তবে সে বলে, আমি লোকজনকে কিছু একটা বলতে শুনেছি। তাই আমিও তাদের সাথে তাই বলতাম; কিন্তু কিছু জানতাম না। তখন ফেরেশতাগণ বলেন, আমরা পূর্বেই বুঝতে পেরেছিলাম যে তুমি এই ধরনের কথাই বলবে। অতঃপর যমিনকে বলা হয় তার উপর মিলে যাও। অমনি যমিন তার উপর এইরূপভাবে মিলে যাবে যাতে তার এক পাঁজরের হাড় অপর পাঁজরে ঢুকে যাবে। কবরে সে এইভাবেই সাজা ভোগ করতে থাকবে-যতদিন না আল্লাহ পাক তাকে এইস্থান হতে তুলে নিবেন। -তিরমিযী

١٢٤ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلَانِ لَهٗ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُوْلُ رَبِّيَ اللهُ فَيَقُوْلَانِ لَهٗ مَا دِيْنُكَ فَيَقُوْلُ دِيْنِيَ الْإِسْلَامُ فَيَقُوْلَانِ لَهٗ مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ قَالَ فَيَقُوْلُ هُوَ رَسُوْلُ اللهِ فَيَقُوْلَانِ لَهٗ وَمَا يُدْرِيْكَ فَيَقُوْلُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ فَاٰمَنْتُ بِهٖ وَصَدَّقْتُ فَذٰلِكَ قَوْلُهٗ يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ الْاٰيَةَ قَالَ فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ اَنْ صَدَقَ عَبْدِيْ فَأَفْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوْا لَهٗ بَابًا اِلَى الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ قَالَ فَيَأْتِيْهِ مِنْ رَّوْحِهَا وَطِيْبِهَا وَيُفْسَحُ لَهٗ فِيْهَا مَدَّ بَصَرِهٖ وَاَمَّا الْكَافِرُ فَذَكَرَ مَوْتَهٗ قَالَ وَيُعَادُ رُوْحُهٗ فِيْ جَسَدِهٖ وَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلَانِ لَهٗ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لَا اَدْرِيْ فَيَقُوْلَانِ لَهٗ مَا دِيْنُكَ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لَا اَدْرِيْ فَيَقُوْلَانِ مَا هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لَا اَدْرِيْ فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ اَنْ كَذَبَ فَأَفْرِشُوْهُ مِنَ النَّارِ وَاَلْبِسُوْهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوْا لَهٗ بَابًا اِلَى النَّارِ قَالَ فَيَأْتِيْهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُوْمِهَا قَالَ وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهٗ حَتّٰى تَخْتَلِفَ فِيْهِ اَضْلَاعُهٗ ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهٗ أَعْمٰى أَصَمُّ مَعَهٗ مِرْزَبَّةٌ مِّنْ حَدِيْدٍ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا فَيَضْرِبُهٗ بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اِلَّا الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيْرُ تُرَابًا ثُمَّ يُعَادُ فِيْهِ الرُّوْحُ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

(১২৪) হযরত বারা' ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, (কবরে) মু'মিন বান্দার নিকট দুইজন ফেরেশতা এসে তাকে উঠিয়ে বসান। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার প্রতিপালক কে? সে বলে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ। তারপর জিজ্ঞেস করেন, তোমার দীন কি? সে বলে, আমার দীন ইসলাম। তারপর জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে? সে বলে, তিনি আল্লাহ্র রাসূল (সা)। তখন ফেরেশতাদ্বয় তাকে বলেন, তুমি তা কিভাবে বুঝতে পারলে? সে বলে, আমি আল্লাহ্র কিতাব পড়ে দেখে তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁকে মেনে নিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, এটাই হল আল্লাহ পাকের এ কালামের মর্ম। يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ "যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদেরকে কালেমায় শাহাদাতের উপর মজবুত রাখেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আসমানের দিক থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করেন, "আমার বান্দা সত্য বলেছে; সুতরাং তার জন্য বেহেশতের একটি বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তার জন্য বেহেশতের একটি দরজা খুলে দাও; সুতরাং তার জন্য একটি দরজা খুলে দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন যে, এর ফলে তার নিকট বেহেশতের স্নিগ্ধ হাওয়া এবং বেহেশতের সুগন্ধি আসতে থাকে। আর বেহেশতের সেই দরজা হয় দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত সুপ্রশস্ত।

অপর দিকে কাফিরের মৃত্যুর বিষয় উত্থাপন করে তিনি বললেন, তারও রূহকে তার দেহের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করানো হয়। অতঃপর দুইজন ফেরেশতা এসে তাকে উঠিয়ে বসান এবং জিজ্ঞেস করেন, তোমার প্রভু কে? তখন সে বলতে থাকে যে, হায় হায়! আমি তো তা জানি না। পুনরায় ফেরেশতাদ্বয় জিজ্ঞেস করেন, তোমার দীন কি? সে বলে, হায় হায়! আমি তো কিছুই জানি না। সে উত্তরে বলে, হায়! হায়! আমি তো কিছুই জানি না। এরপর ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করেন, এই ব্যক্তি কে, যাকে তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল? সে বলবে, হায়! হায়! আমি তো কিছুই জানি না। অতঃপর আসমানের দিক হতে একজন ঘোষক ঘোষণা করেন, সে মিথ্যা বলেছে; সুতরাং তার জন্য দোযখ হতে একটি (আগুনের) শয্যা এনে দাও এবং তাকে দোযখের পোশাক পরিয়ে দাও। আর তার জন্য তার কবরের সাথে দোযখের একটি দরজা খুলে দাও। রাসূলে পাক (সা) বললেন; সুতরাং তার প্রতি দোযখের উত্তাপ ও উত্তপ্ত হাওয়া বয়ে আসতে থাকে। তিনি বললেন, এছাড়া তার প্রতি তার কবরকে এমন সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়, যাতে তার একদিকের পাঁজর অপরদিকের পাঁজরের মধ্যে ঢুকে যায়। তারপর তার জন্য একজন অন্ধ ও বধির ফেরেশতাকে মোতায়েন করা হয়। তিনি একটি লোহার হাতুড়ী নিয়ে আসেন। সেই হাতুড়ি দ্বারা কোন পাহাড়ে আঘাত করা হলে অবশ্যই তা মাটি হয়ে যায়। উক্ত ফেরেশতা তাকে এমনভাবে আঘাত করতে থাকেন, যাতে সে বিকট চীৎকার করে উঠে, যা মানুষ ও জ্বীন ব্যতীত মাশরেক হতে মাগরেব পর্যন্ত সমগ্র মাখলুকই শুনতে পায়। সাথে সাথে সে কবরের মাটির সাথে মিলিয়ে যায়; আবার তাকে জীবিত করা হয়। (এভাবে একাধারে তার উপর শাস্তি চলতে থাকে)। –আহমদ, আবু দাউদ

١٢٥ - وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ إِذَا وَقَفَ عَلٰى قَبْرٍ بَكٰى حَتّٰى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ فَقِيلَ لَهُ تُذْكَرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَا تَبْكِيْ وَتَبْكِيْ مِنْ هٰذَا فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْاٰخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا الْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

(১২৫) হযরত উছমান (রা) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি কোন কবরের নিকট দাঁড়ালেই ক্রন্দন শুরু করতেন। তাতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, হযরত! আপনি বেহেশত দোযখের প্রসঙ্গ উঠলে তখন তো এরূপ ক্রন্দন করেন না, অথচ কবরের কাছে এলে কাঁদেন (এইরূপ কাঁদার কারণ কি)? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, পারলৌকিক মঞ্জিলসমূহের মধ্যে প্রথম মঞ্জিল হল কবর। এই মঞ্জিল হতে রেহাই পাওয়া গেলে পরবর্তী মঞ্জিলগুলোতে রেহাই পাওয়া আসান হয়ে যায়। আর এই মঞ্জিল হতে রেহাই না পাওয়া গেলে পরবর্তী মঞ্জিলগুলি আরও ভয়াবহ হয়। অতঃপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আরও ইরশাদ করেছেন যে, আমি এমন কোন ভয়ানক স্থান দেখি নি যে, কবর তাহতে অধিকতর ভয়ানক নয়। –তিরমিযী, ইবনে মাজাহ তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব।

١٢٦ ـ وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: اِسْتَغْفِرُوْا لِاَخِيْكُمْ ثُمَّ سَلُوْا لَهٗ بِالتَّثْبِيْتِ فَاِنَّهُ الْاٰنَ يُسْاَلُ۔ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(১২৬) উছমান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কোন মৃত ব্যক্তিকে দাফন করে ফারেগ হওয়ার পর সেখানে দাঁড়িয়ে উপস্থিত লোকদেরকে বলতেন, তোমাদের ভ্রাতার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে মাগফেরাত কামনা কর এবং দুয়া কর যেন আল্লাহ এখন তাকে (ফেরেশতাদের প্রশ্নের জবাবে) ঈমানের উপরে অটল রাখেন, কেননা এখনই তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে। –আবু দাউদ

١٢٧ ـ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِىْ قَبْرِهٖ تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ تِنِّيْنًا تَنْهَسُهٗ وَتَلْدَغُهٗ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ لَوْ اَنَّ تِنِّيْنًا مِنْهَا نَفَخَ فِى الْاَرْضِ مَا اَنْبَتَتْ خَضِرًا۔ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهٗ) وَقَالَ: سَبْعُوْنَ بَدَلَ تِسْعَةٍ وَّتِسْعُوْنَ۔

(১২৭) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, কাফিরের জন্য তার কবরে নিরানব্বইটি সাপ মোতায়েন করা হয়। সেইগুলো কিয়ামত পর্যন্ত তাকে দংশন করতে ও ছোবল মারতে থাকবে। তাদের একটি সাপ যমিনে নিঃশ্বাস ফেললে জমিনে কখনও ঘাস জন্মাত না। –দারেমী, তিরমিযীও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি নিরানব্বইটির স্থলে সত্তরটি সাপের কথা বলেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٢٨ ـ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ حِيْنَ تُوُفِّىَ فَلَمَّا صَلّٰى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُضِعَ فِىْ قَبْرِهٖ وَسُوِّىَ عَلَيْهِ سَبَّحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَّحْنَا طَوِيْلًا ثُمَّ كَبَّرَ فَكَبَّرْنَا فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ سَبَّحْتَ ثُمَّ كَبَّرْتَ قَالَ: لَقَدْ تَضَايَقَ عَلٰى هٰذَا الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَبْرُهٗ حَتّٰى فَرَّجَهُ اللّٰهُ عَنْهُ۔ (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

(১২৮) হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রা) ইন্তেকাল করলে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে তার জানাযায় উপস্থিত হলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইমামতে তাঁর জানাযা পড়ার পর তাকে কবরে রাখা হলে এবং কবরের মাটি সমান করা হলে তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহ্‌র তাসবীহ পাঠ করলেন। আমরাও তাঁর সাথে দীর্ঘ সময় তাসবীহ পড়লাম। তারপর তিনি তাকবীর বললেন, আমরাও তাকবীর বললাম। অতঃপর তাঁকে এইরূপ তাসবীহ ও তাকবীর বলার কারণ জিজ্ঞেস করা

হলে তিনি বললেন, এই নেককার ব্যক্তির কবর অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে আসছিল। (আমাদের তাসবীহ ও তাকবীর পাঠ করার ফলে) আল্লাহ্ পাক তার কবরকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন। –আহমদ

١٢٩ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هٰذَا الَّذِىْ تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ وَفُتِحَتْ لَهٗ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَشَهِدَهٗ سَبْعُوْنَ اَلْفًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ ـ (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ)

(১২৯) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, এই সেই ব্যক্তি (সা'দ), যার মৃত্যুতে আল্লাহ পাকের আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল। যার জন্য আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়েছিল এবং যার জানাযায় সত্তর হাজার ফেরেশতা শরীক হয়েছিল; কিন্তু তার মত ব্যক্তির কবরও সংকুচিত করা হয়েছিল, অবশ্য পরে তা প্রশস্ত করে দেওয়া হয়।

١٣٠ ـ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيْبًا فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِىْ يُفْتَنُ فِيْهَا الْمَرْءُ فَلَمَّا ذَكَرَ ذٰلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُوْنَ ضَجَّةً رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ هٰكَذَا وَزَادَ النَّسَائِىُّ: حَالَتْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ اَنْ اَفْهَمَ كَلَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سَكَنَتْ ضَجَّتُهُمْ قُلْتُ لِرَجُلٍ قَرِيْبٍ مِنِّىْ: اَىْ بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكَ مَاذَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اٰخِرِ قَوْلِهٖ قَالَ قَالَ قَدْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِى الْقُبُوْرِ قَرِيْبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ ـ

(১৩০) হযরত আসমা বিনতে আবুবকর (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের মাঝে উপদেশ দান করার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন এবং মানুষের কবরের ফেৎনাসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা করলেন। একথা বর্ণনা করার পর মুসলমানগণ চীৎকার করে কাঁদতে শুরু করল। বুখারী এই পর্যন্ত রেওয়ায়াত করেছেন; কিন্তু নাসায়ী এই কথাগুলোও বর্ধিত করেছেন, (হযরত আসমা (রা) বলেন,) মানুষের চীৎকার আমার পক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা বুঝতে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। তাদের চীৎকার বন্ধ হলে আমি আমার নিকটস্থ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন। তুমি বলতে পার কি রাসূলুল্লাহ (সা) শেষের দিকে কি বলেছিলেন? সে বলল, তিনি বলেছিলেন, আমার ওপর আল্লাহ্‌র (তরফ হতে) অহী এসেছে যে, তোমরা কবরে প্রায় দাজ্জালের ফেৎনার অনুরূপ ফেৎনায় পড়বে।

١٣١ ـ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ مُثِّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوْبِهَا فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ وَيَقُوْلُ دَعُوْنِىْ اُصَلِّىْ ـ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

(১৩১) হযরত জাবের (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন, যখন কোন মু'মিন ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় তখন তার মনে হয় যেন সূর্য অস্তমিত প্রায়। সে তখন তার চক্ষুদ্বয় মুছতে মুছতে উঠে বসে এবং বলে যে, আমাকে ছাড় আমি নামায আদায় করি। –ইবনে মাজাহ

١٣٢ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْمَيِّتَ يَصِيْرُ اِلَى الْقَبْرِ فَيَجْلِسُ الرَّجُلُ فِىْ قَبْرِهٖ غَيْرَ فَزِعٍ وَلَا مَشْغُوْبٍ ثُمَّ يُقَالُ فِيْمَا كُنْتَ فَيَقُوْلُ كُنْتُ فِى الْاِسْلَامِ فَيُقَالُ مَا هٰذَا الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ فَصَدَّقْنَاهُ فَيُقَالُ لَهٗ هَلْ رَاَيْتَ اللّٰهَ فَيَقُوْلُ مَا يَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ اَنْ يَّرَى اللّٰهَ فَيُفْرَجُ لَهٗ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ اِلَيْهَا يُحَطِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيُقَالُ لَهٗ اُنْظُرْ اِلٰى مَا وَقَاكَ اللّٰهُ ثُمَّ يُفَرَّجُ لَهٗ فُرْجَةٌ قِبَلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ اِلٰى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيْهَا فَيُقَالُ لَهٗ هٰذَا مَقْعَدُكَ عَلَى الْيَقِيْنِ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مُتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَيَجْلِسُ الرَّجُلُ السُّوْءُ فِىْ قَبْرِهٖ فَزِعًا مَشْغُوْبًا فَيُقَالُ لَهٗ فِيْمَ كُنْتَ فَيَقُوْلُ لَا اَدْرِىْ فَيُقَالُ لَهٗ مَا هٰذَا الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ قَوْلًا فَقُلْتُهٗ فَيُفَرَّجُ لَهٗ قِبَلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ اِلٰى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيْهَا فَيُقَالُ لَهٗ اُنْظُرْ اِلٰى مَا صَرَفَ اللّٰهُ عَنْكَ ثُمَّ يُفَرَّجُ لَهٗ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ اِلَيْهَا يُحَطِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيُقَالُ لَهٗ هٰذَا مَقْعَدُكَ عَلَى الشَّكِّ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مُتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

(১৩২) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, মৃত ব্যক্তি কবরে পৌঁছার পর সে নেককার হলে ভয়-ভীতিহীন এবং অমঙ্গলজনক ভাবনামুক্ত অবস্থায় উঠে বসে। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কোন ধর্মে ছিলে? সে বলে, আমি ইসলাম ধর্মে ছিলাম। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, এই ব্যক্তি কে? সে বলে, ইনি হযরত মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল। আল্লাহ্‌র তরফ হতে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণসহ আমাদের নিকট আগমন করেছিলেন এবং আমরাও তাঁকে সত্যবাদীরূপে মেনে নিয়েছিলাম। পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি আল্লাহকে কখনও দেখেছ কি? সে বলে, পার্থিব জীবনে আল্লাহকে দেখা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। অতঃপর তার জন্য দোযখের দিকে একটি ছিদ্রপথ খুলে দেওয়া হয়। সে সেই ছিদ্রপথে তাকিয়ে দেখে যে, আগুনের শিখাগুলি দাউ দাউ করছে। তখন তাকে বলা হয়, দেখ তোমাকে এ থেকে আল্লাহ বাঁচিয়ে রেখেছেন। তারপর তার জন্য বেহেশতের দিকে একটি ছিদ্রপথ খুলে দেওয়া হয়। সে তখন সেই ছিদ্রপথে তাকিয়ে বেহেশতের সৌন্দর্য এবং তার অনুপম নিয়ামতসমূহ দেখে। তারপর তাকে বলা হয়, এটাই তোমার ঠিকানা। কেননা তুমি দুনিয়ায় মু'মিন বান্দা ছিলে এবং সে অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছ। আল্লাহ্‌র মর্জিতে এই অবস্থায়ই তুমি রোজ কিয়ামতে উত্থিত হবে। পক্ষান্তরে বদকার

ব্যক্তি তার কবরের মধ্যে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় উঠে বসে। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কোন ধর্মে ছিলে? সে জবাবে বলে, আমি জানি না। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, এই ব্যক্তি কে? সে বলে, তার সম্পর্কে মানুষকে কিছু একটা বলতে শুনেছি, আমিও তাই বলেছি। তারপর তার জন্য বেহেশতের দিকে সরু পথ খুলে দেওয়া হয়। সে সেই পথ দিয়ে বেহেশতের সৌন্দর্য এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে তা দেখতে পায়। তখন তাকে বলা হয়, দেখ তোমা হতে আল্লাহ পাক কি সকল নিয়ামতরাজি দূরে রেখেছেন। তারপর তার জন্য দোযখের দিকে একটি পথ খুলে দেওয়া হয়। সেই পথে তাকিয়ে সে আগুনের লেলিহান শিখাসমূহ দেখতে পায়। তখন তাকে বলা হয়, এটাই তোমার ঠিকানা। তুমি সন্দেহ পোষণ করছিলে এবং তদবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছ। আল্লাহ্র মর্জিতে এই অবস্থায়ই রোজ কিয়ামতেও তুমি উত্থিত হবে। –ইবনে মাজাহ

بَابُ الْاِعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

অধ্যায় ঃ কুরআন ও হাদীসকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরা

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

١٣٣ ـ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(১৩৩) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের এই দীনে কোন নতুন বস্তুর প্রচলন করে যা তাতে নেই, তার সেই বস্তু প্রত্যাখ্যানযোগ্য। –বুখারী, মুসলিম

١٣٤ ـ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(১৩৪) হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, অতঃপর নিশ্চয় সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী হল, আল্লাহ্র বাণী এবং সর্বোত্তম পথ হল মুহাম্মাদের পথ। সর্ব নিকৃষ্ট বস্তু হল দীনে নতুন বস্তুর প্রচলন এবং (এইরূপ নতুন কিছু প্রচলন করাই বেদআত) আর প্রত্যেক বিদআতই হলো গোমরাহী। –মুসলিম

١٣٥ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْغَضُ النَّاسِ اِلَى اللّٰهِ ثَلٰثَةٌ مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ وَمُبْتَغٍ فِي الْاِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمُطَّلِبُ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهْرِيْقَ دَمَهُ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(১৩৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তিন ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত। যথা : (১) যে ব্যক্তি মক্কার হরমে নিষিদ্ধ কাজ করে। (২) যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে জাহিলী যুগের রীতি-নীতির অনুসরণ করে এবং (৩) যে ব্যক্তি বিনা অপরাধে শুধু হত্যার লক্ষ্যেই (বিচারকের কাছে) কোন মুসলমানের রক্ত কামনা করে। –বুখারী

١٣٦ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ اُمَّتِىْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ اَبٰى قِيْلَ وَمَنْ اَبٰى قَالَ مَنْ اَطَاعَنِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ اَبٰى - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

(১৩৬) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আমার সমগ্র উম্মতই বেহেশতী হবে। কেবল সেই ব্যক্তি ছাড়া, যে বেহেশতী হতে অসম্মত। আরজ করা হল ইয়া রাসূলাল্লাহ! বেহেশতী হতে কে অসম্মত? তিনি বললেন, যে আমার আনুগত্য করেছে, সে বেহেশতী হবে। আর যে আমার অবাধ্য হয়েছে, সে বেহেশতী হতে অসম্মত। –বুখারী

١٣٧ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَتْ مَلَائِكَةٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَائِمٌ فَقَالُوْا اِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هٰذَا مَثَلًا فَاضْرِبُوْا لَهٗ مَثَلًا فَقَالَ قَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّهٗ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ فَقَالُوْا مَثَلُهٗ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى دَارًا وَجَعَلَ فِيْهَا مَأْدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا فَمَنْ اَجَابَ الدَّاعِىَ دَخَلَ الدَّارَ وَاَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ وَمَنْ لَّمْ يُجِبِ الدَّاعِىَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْدُبَةِ فَقَالُوْا اَوِّلُوْهَا لَهٗ يَفْقَهْهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّهٗ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ فَقَالُوْا الدَّارُ الْجَنَّةُ وَالدَّاعِىْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ اَطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصٰى مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

(১৩৭) হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন কিছুসংখ্যক ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমন করলেন। তিনি তখন নিদ্রামগ্ন ছিলেন। ফেরেশতাগণ পরস্পরে বললেন, তোমাদের এই বন্ধুর একটি উদাহরণ রয়েছে। সুতরাং তোমরা তার একটি উদাহরণ দাও। তাদের কেউ কেউ বললেন, তিনি যে নিদ্রামগ্ন। আর কেউ কেউ বললেন, তাঁর চক্ষু নিদ্রামগ্ন হলেও তাঁর অন্তর (সদা) জাগ্রত। অতঃপর তাঁরা বললেন, তাঁর উদাহরণ হল, এক ব্যক্তি একটি গৃহ নির্মাণ করেছে এবং সে তাতে খাবারের দস্তরখান রেখে (লোকদেরকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য) একজন দাওয়াতকারী প্রেরণ করল। তখন যে ব্যক্তি দাওয়াতকারীর দাওয়াতে সাড়া দিল, সে সেই গৃহে প্রবেশ করতে পারল এবং দস্তরখান থেকে আহারও করতে পারল। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত কবুল করল না, সে ঐ গৃহে প্রবেশ করতে পারল না এবং দস্তরখান থেকে খানাও খেতে পারল না। অতঃপর তারা পরস্পরে বললেন, তাঁকে এই উদাহরণের মর্ম বলে দাও। যেন তিনি তা বুঝতে পারেন। এবারও কেউ কেউ বললেন, তিনি যে নিদ্রামগ্ন। আর কেউ বললেন, তাঁর চক্ষু নিদ্রামগ্ন হলেও তাঁর অন্তর জাগ্রত। তখন ফেরেশতাগণ বললেন, সেই ঘরটি হল বেহেশত। আর দাওয়াতকারী হলেন, মুহাম্মদ। সুতরাং যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্‌রই বশ্যতা আনুগত্য করল। আর যে মুহাম্মাদের অবাধ্য হল, সে আল্লাহ্‌রই অবাধ্য হল। এক কথায় মুহাম্মাদ (সা) হলেন মানুষের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী মানদণ্ড। –বুখারী

١٣٨ - عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ ثَلٰثَةُ رَهْطٍ اِلٰى اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اُخْبِرُوْا كَاَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا فَقَالُوْا وَاَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاَخَّرَ فَقَالَ اَحَدُهُمْ اَمَّا اَنَا فَاِنِّيْ اُصَلِّي اللَّيْلَ اَبَدًا وَقَالَ اٰخَرُ اَنَا اَصُوْمُ النَّهَارَ اَبَدً وَلَا اُفْطِرُ وَقَالَ اٰخَرُ اَنَا اَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا اَتَزَوَّجُ اَبَدًا فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ اَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا اَمَا وَاللهِ اِنِّيْ لَاَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَتْقَاكُمْ لَهُ لٰكِنِّيْ اَصُوْمُ وَاُفْطِرُ وَاُصَلِّيْ وَاَرْقُدُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(১৩৮) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলে পাক (সা)-এর ইবাদাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য তিন ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীদের নিকট আগমন করল। তাঁর ইবাদাতের অবস্থা বলা হলে তারা যেন তাকে নগণ্য মনে করল এবং বলল, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে আমাদের তুলনা কিসের, যার পূর্বাপরের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দিয়েছেন। এরপর তাদের একজন বলল, আমি সকল সময় সারারাত নামায পড়ব। আর একজন বলল, আমি সদা সর্বদা রোযা রাখব। কখনও পরিত্যাগ করব না। তৃতীয়জন বলল, আমি সর্বদা স্ত্রী সংস্পর্শ হতে বিরত থাকব। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের নিকট এসে পড়লেন এবং বললেন, তোমরাই নাকি সেসব লোক, যারা এমন এমন কথা বলেছ? আল্লাহ্‌র কসম, আমি তোমাদের তুলনায় আল্লাহ পাককে অধিক ভয় করি এবং বেশী তাকওয়া অবলম্বনকারী। তা সত্ত্বেও রোযা রাখি আবার তা পরিত্যাগ করি এবং নামাযও আদায় করি আবার নিদ্রাও যাই। আমি মহিলাদের বিবাহও করি। সুতরাং যে আমার সুন্নাত হতে বিমুখ থাকবে, সে আমার দলভুক্ত নয়। –বুখারী, মুসলিম

١٣٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ صَنَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيْهِ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُوْنَ عَنِ الشَّيْءِ اَصْنَعُهُ فَوَاللهِ اِنِّيْ لَاَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَاَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(১৩৯) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) একটি কাজ করলেন। (অর্থাৎ সফরে রোযা ভঙ্গ করলেন)। আর তা করার জন্য অপর লোকদেরকেও অনুমতি দিলেন। তা সত্ত্বেও কিছু লোক তা থেকে বিরত থাকল। এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি খুৎবাহ দিলেন। প্রথমে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, সেইসব লোকের কি হল, যারা আমি যে কাজ করি তা হতে বিরত থাকে? আল্লাহ্‌র কসম! তাদের তুলনায় আমি আল্লাহ পাককে অধিক জানি এবং তাদের তুলনায় তাঁকে বেশী ভয় করি। –বুখারী, মুসলিম

١٤٠ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُؤَبِّرُوْنَ النَّخْلَ فَقَالَ مَا تَصْنَعُوْنَ قَالُوْا كُنَّا نَصْنَعُهُ قَالَ لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوْا كَانَ خَيْرًا فَتَرَكُوْهُ

فَنَقَصَتْ قَالَ فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لَهٗ فَقَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِيْنِكُمْ فَخُذُوْا بِهٖ وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيِيْ فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(১৪০) হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন হিজরত করে মদীনায় এলেন, তখন তথাকার লোকেরা খেজুর বৃক্ষে তাবীর (পরাগায়ন) করছিল। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এটা করছ কেন? তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সর্বদাই এটা করে আসছি। তিনি বললেন, মনে হয় এরূপ না করলেই ভাল হত। অতঃপর (তাঁর কথায়) লোকজন এটা পরিত্যাগ করল; কিন্তু তাতে (সেই বৎসর) গাছের ফলন কম হল। (বর্ণনাকারী বলেন,) লোকজন এ খবর রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জানালে তিনি বললেন, আমি তোমাদেরই ন্যায় একজন মানুষ। আমি যখন তোমাদেরকে দীন সম্পর্কে কোন নির্দেশ দেই তখন তা তোমরা মেনে নেবে। আর যখন (পার্থিব কোন বিষয় সম্পর্কে) আমার নিজস্ব মতানুসারে তোমাদেরকে কোন কথা বলি, তখন (জেনে রাখো) আমি তো একজন মানুষ। অর্থাৎ তাতে আমারও ভুল-ত্রুটি হতে পারে। –মুসলিম

١٤١ - وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا مَثَلِيْ وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللّٰهُ بِهٖ كَمَثَلِ رَجُلٍ اَتٰى قَوْمًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اِنِّيْ رَاَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَّ وَاِنِّيْ اَنَا النَّذِيْرُ الْعُرْيَانُ فَالنَّجَاءَ النَّجَاءَ فَاَطَاعَهٗ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهٖ فَاَدْلَجُوْا فَانْطَلَقُوْا عَلٰى مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَاَصْبَحُوْا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَاَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ اَطَاعَنِيْ فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهٖ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِيْ وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهٖ مِنَ الْحَقِّ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(১৪১) হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আমার এবং আল্লাহ্‌র তরফ হতে আমার আনিত বিষয়ের উদাহরণ যেমন এক ব্যক্তি তার সম্প্রদায়ের কাছে এসে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি আমার নিজ চোখে (তোমাদের প্রতি ধাবমান) শত্রুসৈন্য দেখে এসেছি। আর আমি হলাম তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত সতর্ককারী। বাঁচতে হলে জলদি কর, জলদি কর। এটা শুনে তার সম্প্রদায়ের কিছুসংখ্যক লোক তার কথা মেনে নিল এবং রাতের মধ্যেই (ঐস্থান হতে) তাদের স্বাভাবিক গতিতে চলে গেল। ফলে তারা রক্ষা পেল। আর অপর কিছু লোক তাকে মিথ্যাবাদী মনে করে ভোর পর্যন্ত সেই স্থানেই থেকে গেল। ভোর বেলা হঠাৎ শত্রুসৈন্য তাদের উপর হামলা চালাল এবং তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিল। এটা হল তাদের উদাহরণ যারা আমার আনুগত্য করেছে এবং আমি যা এনেছি তার অনুসরণ করেছে। আর তাদের উদাহরণ, যারা আমার অবাধ্য হয়েছে এবং আমি যে সত্য সংবাদ এনেছি তাকে তারা মিথ্যা মনে করেছে। –বুখারী, মুসলিম

١٤٢ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلِيْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهٰذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِيْ تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيْهَا وَجَعَلَ

يَحْجِزُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا فَانَا اٰخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَاَنْتُمْ تَقَحَّمُوْنَ فِيهَا هٰذِهٖ رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ وَلِمُسْلِمٍ نَحْوَهَا وَقَالَ فِيْ اٰخِرِهَا فَذٰلِكَ مَثَلِيْ وَمَثَلُكُمْ اَنَا اٰخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ فَتَغْلِبُوْنِيْ تَقَحَّمُوْنَ فِيهَا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(১৪২) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আমার উদাহরণ সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন জ্বালাল। অতঃপর আগুন তার চারদিকে আলোকিত করল। তখন পতঙ্গকুল এবং আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে যে সকল কীট ও পোকা সেগুলো দলে দলে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। আর সে ব্যক্তি তাদেরকে বাধা দিতে লাগল; কিন্তু তারা তাকে পরাভূত করে এতে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। (তদ্রূপ আমিও। হে লোকগণ!) তোমাদের কোমর ধরে তোমাদেরকে আগুন হতে টেনে ধরছি, আর তোমরা তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছ। ইমাম বুখারী (রহ)-এর বর্ণনা এই। ইমাম মুসলিম (রহ)-ও কিছুটা শাব্দিক পরিবর্তনের সাথে এই পর্যন্ত একইরূপ রেওয়ায়াত করেছেন। অবশ্য তিনি শেষভাগে কিছু কথা এইরূপ যুক্ত করেছেন। যেমন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এটাই আমার এবং তোমাদের উদাহরণ। আমি তোমাদের কোমর ধরে তোমাদেরকে আগুন হতে টানছি এবং বলছি, আমার দিকে আস এবং আগুন হতে দূরে থাক, আমার দিকে আস এবং আগুন হতে দূরে থাক; কিন্তু তোমরা আমাকে পরাভূত করে আগুনে পতিত হচ্ছ। –বুখারী, মুসলিম

١٤٣ ـ وَعَنْ اَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللّٰهُ بِهٖ مِنَ الْهُدٰى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيْرِ اَصَابَ اَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَاَنْبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ وَكَانَتْ مِنْهَا اَجَادِبُ اَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللّٰهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوْا وَسَقَوْا وَزَرَعُوْا وَاَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً اُخْرٰى اِنَّمَا هِيَ قِيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلأً فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِيَ اللّٰهُ بِهٖ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَّمْ يَرْفَعْ بِذٰلِكَ رَاْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللّٰهِ الَّذِيْ اُرْسِلْتُ بِهٖ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(১৪৩) হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক আমাকে যে হেদায়াত ও ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন, তার উদাহরণ হল মুষলধারায় বৃষ্টি, যা কোন ভূখণ্ডে বর্ষিত হয়েছে। সেই ভূখণ্ডের একাংশ উৎকৃষ্ট (উর্বর) যা বৃষ্টির পানি গ্রহণ করেছে এবং প্রচুর উদ্ভিদ ও তৃণরাজি উৎগত করেছে। আর একাংশ কঠিন ও গভীর। তা পানি আটকে রেখেছে। যদ্দারা আল্লাহ পাক মানুষের উপকার সাধন করেছেন। মানুষ তা পান করেছে, (তাদের জীবজন্তুকে) পান করিয়েছে এবং তদ্দারা কৃষিকাজ ও চাষাবাদ করেছে। আর কতক বৃষ্টি ভূখণ্ডের এমন অংশে পড়েছে, যা সমতল ও অনুর্বর। তা পানি আটকেও রাখে নি অথবা উদ্ভিদ, তৃণলতাও জন্মায়নি। এটা সেই ব্যক্তির উদাহরণ, যে আল্লাহর দীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছে এবং যা নিয়ে আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন, তা তার উপকার সাধন করেছে। সে তা শিক্ষা

করেছে এবং শিক্ষা দিয়েছে। আর সেই ব্যক্তির উদাহরণ, যে তার দিকে মাথা তুলেও দেখে নি এবং আল্লাহর যে হেদায়াতসহ আমাকে পাঠানো হয়েছে তা কবুলও করে নি।–বুখারী, মুসলিম

١٤٤ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ تَلَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ وَقَرَأَ اِلٰى وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُوْلُو الْاَلْبَابِ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا رَأَيْتَ وَعِنْدَ مُسْلِمٍ رَأَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَاُولٰئِكَ الَّذِيْنَ سَمَّاهُمُ اللّٰهُ فَاحْذَرُوْهُمْ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(১৪৪) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কুরআনে পাকের এই আয়াতটি পাঠ করলেন, هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ "তিনিই আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করেছেন। যার কতক আয়াত মুহকাম।" এভাবে তিনি وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُوْلُو الْاَلْبَابِ পর্যন্ত পাঠ করলেন।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যখন তুমি দেখবে–মুসলিমের বর্ণনায় তোমরা দেখবে সেই সকল লোককে, যারা কুরআনের মুতাশাবিহ আয়াতের অনুসরণ করছে (তখন মনে করবে) এদের কথাই আল্লাহ বলেছেন (এদেরই অন্তরে রয়েছে বক্রতা) সুতরাং তাদের (সঙ্গ) ত্যাগ করবে।

–বুখারী, মুসলিম

١٤٥ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ هَجَّرْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا قَالَ فَسَمِعَ اَصْوَاتَ رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فِىْ اٰيَةٍ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَفُ فِىْ وَجْهِهِ الْغَضَبُ فَقَالَ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ فِى الْكِتَابِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(১৪৫) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন দ্বিপ্রহরের সময় আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি দুইজন লোকের কণ্ঠস্বর শুনলেন। তারা একটি আয়াতের ব্যাপারে বাদানুবাদ করছিল। এটা শুনে তিনি আমাদের নিকট বেরিয়ে এলেন। তখন তাঁর চেহারায় ক্রোধের চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছিল। তিনি বললেন, তোমাদের পূর্বে যে সকল লোক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, তারা আল্লাহর কিতাব নিয়ে এইরূপ বাদানুবাদ করার কারণেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। –মুসলিম

١٤٦ ـ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَعْظَمَ الْمُسْلِمِيْنَ فِى الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَّمْ يُحَرَّمْ عَلَى النَّاسِ فَحُرِّمَ مِنْ اَجْلِ مَسْأَلَتِهِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(১৪৬) হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাছ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, মুসলমানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় অপরাধী হল সেই ব্যক্তি, যে এমন বিষয়ে (আল্লাহর নবীকে)

প্রশ্ন করে, যা মানুষের জন্য পূর্বে নিষিদ্ধ ছিল না; কিন্তু তাদের প্রশ্নের কারণে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। –বুখারী, মুসলিম

١٤٧ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ يَأْتُوْنَكُمْ مِّنَ الْاَحَادِيْثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوْا اَنْتُمْ وَلَا اٰبَاؤُكُمْ فَاِيَّاكُمْ وَاِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّوْنَكُمْ وَلَا يُفْتِنُوْنَكُمْ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(১৪৭) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, শেষ যুগে কতিপয় মিথ্যুক দাজ্জালের অভ্যুদয় ঘটবে। তারা তোমাদের নিকট বেশ কিছু এমন সব হাদীস পেশ করবে, যা কখনও তোমরা শোননি এবং তোমাদের পিতা পিতামহও শোনে নি। সাবধান! তাদের নিকট হতে দূরে থাকবে, যেন তারা তোমাদেরকে গোমরাহ ও বিপদাপন্ন করতে না পারে। –মুসলিম

١٤٨ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَؤُوْنَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُوْنَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِاَهْلِ الْاِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُصَدِّقُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوْهُمْ وَقُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا الْاٰيَةَ - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

(১৪৮) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে কিতাবগণ তাওরাত কিতাব হিব্রু ভাষায় পাঠ করত এবং মুসলমানদেরকে তা আরবী ভাষায় ব্যাখ্যা করে শোনাত। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমরা আহলে কিতাবদের সত্যবাদীও বলো না এবং তাদেরকে মিথ্যাবাদীও বলো না বরং তোমরা তাদেরকে বল, "আমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছি। আর যা আমাদের উপর নাযিল হয়েছে তার উপর" আয়াতের শেষ পর্যন্ত। –বুখারী

١٤٩ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(১৪৯) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যাকিছু শুনে (তার সত্যতা যাচাই না করে) তাই বর্ণনা করে। –মুসলিম

١٥٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِىْ اُمَّتِهٖ قَبْلِىْ اِلَّا كَانَ لَهٗ فِىْ اُمَّتِهٖ حَوَارِيُّوْنَ وَاَصْحَابٌ يَأْخُذُوْنَ بِسُنَّتِهٖ وَيَقْتَدُوْنَ بِاَمْرِهٖ ثُمَّ اِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوْفٌ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ وَيَفْعَلُوْنَ مَا لَا يُؤْمَرُوْنَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهٖ فَهُوَ

مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ الْاِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ۔ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(১৫০) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আমার পূর্বে আল্লাহ পাক এমন কোন নবীকে তার উম্মতের মধ্যে প্রেরণ করেন নি; যার উম্মতের মধ্যে তার কোন বিশিষ্ট অনুসারী বা সহচর ছিলেন না। তারা তার তরীকানুযায়ী আমল করতেন এবং তার নির্দেশ পালন করতেন। তারপর এমন লোকেরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হল, যারা অপর লোকদেরকে তাই বলত, যা নিজেরা আমল করত না; বরং করত তাই, যার আদেশ তাদেরকে দেওয়া হয় নি। (সুতরাং আমার উম্মতের মধ্যেও এরূপ লোক হতে পারে।) অতএব যে ব্যক্তি তার হাত দ্বারা ঐরূপ লোকদের সাথে জিহাদ করবে, সে (কামিল) মু'মিন। আর যে ব্যক্তি (অন্ততঃ) মন দ্বারা তাদের সাথে জিহাদ করবে সেও মু'মিন। আর এর পর একটি সরিষার দানা সদৃশও ঈমান অবশিষ্ট থাকবে না। −মুসলিম

١٥١۔ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَعَا اِلٰى هُدًى كَانَ لَهٗ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهٗ لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا اِلٰى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنْ تَبِعَهٗ لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اٰثَامِهِمْ شَيْئًا۔ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(১৫১) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কাউকে সৎপথের দিকে ডাকে তার জন্য সেই পরিমাণ পুণ্য রয়েছে, যা তার অনুসারীদের জন্য রয়েছে। অথচ এটা তাদের পুণ্যের কোন অংশকেই হ্রাস করবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কাউকে বিপথের দিকে ডাকে, তার জন্যও সেই পরিমাণ গুনাহ রয়েছে, যা তার অনুসারীদের জন্য নির্ধারিত। অথচ এটা তাদের গুনাহ্র এতটুকু অংশও হ্রাস করবে না। −মুসলিম

١٥٢ ۔ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَاَ الْاِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَاَ فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ۔ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(১৫২) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, ইসলাম প্রবাসীরূপে (অপরিচিত এবং সহায়-সঙ্গীহীন অবস্থায়) শুরু হয়েছে এবং এটা ঐভাবেই প্রত্যাবর্তন করবে, যেভাবে শুরু হয়েছে; সুতরাং প্রবাসীদের জন্য রয়েছে সুখবর। −মুসলিম

١٥٣ ۔ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْاِيْمَانَ لَيَاْرِزُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَاْرِزُ الْحَيَّةُ اِلٰى جُحْرِهَا۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(১৫৩) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, ইসলাম মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। যেভাবে সাপ তার গর্তের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। −বুখারী, মুসলিম

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٥٤ - عَنْ رَبِيْعَةَ الْجُرَشِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ اُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيْلَ لَهُ لِتَنَمْ عَيْنُكَ وَلْتَسْمَعْ اُذُنُكَ وَلْيَعْقِلْ قَلْبُكَ قَالَ فَنَامَتْ عَيْنَايَ وَسَمِعَتْ اُذُنَايَ وَعَقَلَ قَلْبِيْ قَالَ فَقِيْلَ لِيْ سَيِّدٌ بَنٰى دَارًا فَصَنَعَ مَأْدُبَةً وَاَرْسَلَ دَاعِيًا فَمَنْ اَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَاَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ وَرَضِيَ عَنْهُ السَّيِّدُ وَمَنْ لَّمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْدُبَةِ وَسَخِطَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ قَالَ فَاللهُ السَّيِّدُ وَمُحَمَّدٌ الدَّاعِيْ وَالدَّارُ الْاِسْلَامُ وَالْمَأْدُبَةُ الْجَنَّةُ. (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

(১৫৪) হযরত রাবীআ আল-জুরাশী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট একবার কয়েকজন ফেরেশতা আগমন করে তাঁকে বললেন, আপনার চক্ষু নিদ্রা যেতে থাকুক, আপনার কর্ণ শ্রবণ করতে থাকুক এবং আপনার অন্তর অনুধাবন করতে থাকুক। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, এর পর আমার চক্ষুদ্বয় নিদ্রা গেল। আমার কর্ণদ্বয় শ্রবণ করল এবং আমার অন্তর্দেশ অনুধাবন করল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তখন আমাকে (একটি উদাহরণ) বলা হল, একজন মহৎ ব্যক্তি একটি ঘর নির্মাণ করলেন এবং তাতে একটি ভোজানুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। তারপর (লোকদেরকে দাওয়াত করার জন্য) জনৈক দাওয়াতকারীকে প্রেরণ করলেন। তখন যে ব্যক্তি দাওয়াতকারীর দাওয়াতে সাড়া দিল সে ঘরে ঢুকতে পারল এবং দস্তরখান থেকে খানাও খেতে পারল। আর ঘরের মালিকও তার প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দাওয়াতকারীর দাওয়াতে সাড়া দিল না; সে ঘরে ঢুকতে পারল না, খানা খেতেও পারল না, আর ঘরের মালিকও তার প্রতি নাখোশ হলেন। অতঃপর ফেরেশতাগণ বললেন, ঘরের মালিক হলেন আল্লাহ্ পাক। দাওয়াতকারী মুহাম্মাদ (সা)। ঘরটি হল ইসলাম আর ভোজানুষ্ঠান হল বেহেশত। –দারেমী

١٥٥ - وَعَنْ اَبِيْ رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلٰى اَرِيْكَتِهِ يَأْتِيْهِ الْاَمْرُ مِنْ اَمْرِيْ مِمَّا اَمَرْتُ بِهِ اَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُوْلُ لَا اَدْرِيْ مَا وَجَدْنَا فِيْ كِتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ)

(১৫৫) হযরত আবু রাফে' (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আমি তোমাদের কাউকেও যেন এইরূপ দেখি না যে, সে তার গদিতে হেলান দিয়ে বসে থাকবে, আর তার নিকট আমার আদেশসমূহের কোন একটি আদেশ বা আমার নিষেধসমূহের কোন একটি নিষেধ পৌঁছার পর সে বলবে, আমি এই সমস্ত জানি না। আল্লাহ্র কিতাবে যা পাব, তদনুসারে চলব।

–আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বায়হাকী

١٥٦ - وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا اِنِّيْ اُوْتِيْتُ الْقُرْاٰنَ وَمِثْلَهٗ مَعَهٗ اَلَا يُوْشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانٌ عَلٰى اَرِيْكَتِهٖ يَقُوْلُ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ فَمَا وَجَدْتُّمْ فِيْهِ مِنْ حَلَالٍ فَاَحِلُّوْهُ وَمَا وَجَدْتُّمْ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوْهُ وَاِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ كَمَا حَرَّمَ اللّٰهُ اَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمُ الْحِمَارُ الْاَهْلِيُّ وَلَا كُلُّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السَّبُعِ وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهَدٍ اِلَّا اَنْ يَّسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ اَنْ يَّقْرُوْهُ فَاِنْ لَّمْ يَقْرُوْهُ فَلَهٗ اَنْ يُّعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ۔ (رَوَاهُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَى الدَّارِمِيُّ) نَحْوَهٗ وَكَذَا ابْنُ مَاجَةَ اِلٰى قَوْلِهٖ: كَمَا حَرَّمَ اللّٰهُ ۔

(১৫৬) হযরত মিকদাম ইবনে মা'দীকরিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, জেনে রাখ আমাকে কুরআন দেওয়া হয়েছে এবং তার সাথে তদনুরূপ বস্তুও। জেনে রাখ এমন সময় উপস্থিত হবে, যখন কোন পানাহারতৃপ্ত ব্যক্তি তার গদিতে বসে বলবে, তোমরা শুধু কুরআনের উপর আমল করবে। কুরআন কর্তৃক বৈধ বস্তুগুলোকে বৈধ এবং কুরআন কর্তৃক অবৈধ বস্তুগুলোকে অবৈধ জানবে। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা) যা হালাল করেছেন তা আল্লাহ্‌র কৃত হারামেরই অনুরূপ। জেনে রাখ গৃহপালিত গাধার গোশত তোমাদের জন্য হালাল নয় এবং ধারালো দাঁতবিশিষ্ট কোন হিংস্র পশুর মাংসও হালাল নয়। এইরূপে সন্ধিচুক্তিবদ্ধ বেধীনদের হারান দ্রব্যও তোমাদের জন্য হালাল নয় । অবশ্য সে যদি তার তোয়াক্কা না করে তা স্বতন্ত্র। কোন কওমের নিকট কোন লোক আগমন করলে ঐ কাওমের উচিত তার মেহমানদারী করা। তারা তা না করলে জবরদস্তিমূলক হলেও তাদের নিকট হতে মেহমানদারীর পরিমাণ মাল আদায় করে নেয়ার অধিকার তার আছে। (অথচ কুরআনে পাকে এই সকল বিষয়ের উল্লেখ নেই।) –আবু দাউদ

দারেমীও অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে মাযাহ্‌ও "যা আল্লাহ হারাম করেছেন তার অনুরূপ" বাক্য পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

١٥٧ - وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَيَحْسَبُ اَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلٰى اَرِيْكَتِهٖ يَظُنُّ اَنَّ اللّٰهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا اِلَّا مَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ اَلَا وَاِنِّيْ وَاللّٰهِ قَدْ اَمَرْتُ وَوَعَظْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ اَشْيَاءَ اِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْاٰنِ اَوْ اَكْثَرُ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا بِاِذْنٍ وَلَا ضَرْبَ نِسَائِهِمْ وَلَا اَكْلَ ثِمَارِهِمْ اِذَا اَعْطُوْكُمُ الَّذِيْ عَلَيْهِمْ۔ (رَوَاهُ وَاَبُوْ دَاوُدَ) وَفِيْ اِسْنَادِهٖ: اَشْعَثُ بْنُ شُعْبَةَ الْمِصِّيْصِيُّ قَدْ تَكَلَّمَ فِيْهِ

(১৫৭) হযরত ইবরায ইবনে সারিয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) (আমাদের মাঝে) দাঁড়িয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার গদিতে হেলান দিয়ে বসে এইরূপ মনে করে যে, আল্লাহ্ পাক যা এই কুরআনে হারাম করেছেন, তা ছাড়া তিনি আর কিছু হারাম করেন নি? তোমরা জেনে রাখ, আমি আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে অনেক বিষয়ের আদেশ ও উপদেশ

১২—

দিয়েছি এবং অনেক বিষয়ে নিষেধও করেছি। আমার সে বিষয়গুলো নিশ্চয় কুরআনে পাকের বিষয়ের সমান বরং তারও বেশী হবে। তোমরা জেনে রাখবে, কিতাবী যিম্মীরা যদি তাদের উপর নির্ধারিত কর নিয়মিত আদায় করে, তবে অনুমতি ব্যতিরেকে তাদের বাসগৃহে প্রবেশ করা, তাদের মহিলাদেরকে প্রহার করা এবং তাদের ফল-শস্য খাওয়াকেও আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্য হালাল করেননি। (অথচ এ বিষয়গুলি কুরআনে নেই। আমার মাধ্যমেই আল্লাহ্ এটা অবৈধ করেছেন।) হাদীসটি আবু দাউদ বর্ণিত। কিন্তু তিনি বলেছেন, এর সনদের অন্যতম আশআছ ইবনে শো'বা আল-মিসসীসী সমালোচিত ব্যক্তি।

١٥٨ ـ وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَاَنَّ هٰذِهٖ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَاَوْصِنَا قَالَ اُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَاِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَاِنَّهٗ مَنْ يَّعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِىْ فَسَيَرٰى اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِ فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ اِلَّا اَنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا الصَّلٰوةَ)

(১৫৮) হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে নামায পড়িয়ে আমাদের দিকে ফিরলেন। অতঃপর তিনি আমাদেরকে এমন কিছু হৃদয়স্পর্শী উপদেশ দান করলেন যে, তাতে সকলের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল এবং অন্তরসমূহ বিগলিত হয়ে গেল। আমাদের এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা যেন কোন বিদায়ী ব্যক্তির উপদেশের ন্যায় মনে হচ্ছে। আমাদেরকে কিছু নসীহত করুন। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্কে ভয় করতে এবং নেতা বা আমীরকে মেনে চলার নসীহত করছি–সে হাবশী গোলাম হলেও। কারণ আমার পর তোমাদের মধ্যে যে জীবিত থাকবে সে অচিরেই নানারূপ মতানৈক্য দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নত এবং সুপথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের রীতিনীতি দাঁতে কামড়ে ধরার ন্যায় মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে। সাবধান! তোমরা (ধর্মীয় ব্যাপারে জীবিত থাকবে সে কুরআন ও হাদীসের বাইরে) যে কোন নতুন বস্তু বা মত গ্রহণ করা হতে বিরত থাকবে। কেননা প্রত্যেক নতুন বস্তুই বেদআত এবং প্রত্যেক বেদআতই পথভ্রষ্টতা। –আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ। তবে তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ নামাজের কথা উল্লেখ করেননি।

١٥٩ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَطَّ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا ثُمَّ قَالَ: هٰذَا سَبِيْلُ اللّٰهِ ثُمَّ خَطَّ خُطُوْطًا عَنْ يَمِيْنِهٖ وَعَنْ شِمَالِهٖ وَقَالَ هٰذِهٖ سُبُلٌ عَلٰى كُلِّ سَبِيْلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُوْ اِلَيْهِ قَرَاَ وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ (الْاٰيَة) ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالنَّسَائِىُّ وَالدَّارِمِىُّ)

(১৫৯) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) একটি সরল রেখা টেনে বললেন, এটা আল্লাহ্ পাকের রাস্তা। তারপর ঐ রেখার ডানে-বামে আরও কতকগুলো রেখা

টেনে বললেন, এইগুলোও রাস্তা। তবে এর প্রত্যেকটির উপরই একটি করে শয়তান রয়েছে। তারা মানুষকে ঐ রাস্তাগুলোর দিকে ডাকে। অতঃপর রাসূলে পাক (সা) কুরআনে পাকের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন : وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ "নিশ্চয়ই এটাই আমার সোজা সরল পথ। তোমরা এই পথেই চলবে।" –আহমদ, নাসায়ী, দারেমী

١٦٠ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَقَالَ النَّوَوِىُّ فِىْ اَرْبَعِيْنِهٖ: هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَيْنَاهُ فِىْ كِتَابِ الْحُجَّةِ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ ـ

(১৬০) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার প্রবৃত্তি আমার আনিত বস্তুর অনুগত হয়। মুহিউস সুন্নাহ বাগাবী (রহ) এটা শরহে সুন্নায় রেওয়ায়াত করেছেন এবং ইমাম নববী তার আরবাঈনে বলেছেন যে, এটা একটি ছহীহ হাদীস। আমি এটা কিতাবুল হুজ্জাতে বিশুদ্ধ সনদসহ বর্ণনা করেছি।

١٦١ـ وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَحْيٰ سُنَّةً مِنْ سُنَّتِىْ قَدْ اُمِيْتَتْ بَعْدِىْ فَاِنَّ لَهٗ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلَ اُجُوْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَا يَرْضَاهَا اللهُ وَرَسُوْلُهٗ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ)

(১৬১) হযরত বিলাল ইবনে হারেছ মুযানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার সুন্নতসমূহের এমন কোন সুন্নতকে যিন্দা করবে, যা আমার পর বর্জিত হয়েছিল। তার জন্য সেই সকল লোকের ছওয়াবের পরিমাণ ছওয়াব রয়েছে, যারা এর উপর আমল করবে অথচ এটা তাদের ছওয়াবের কোন অংশ কমাবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন বেদআত সৃষ্টি করেছে, যাতে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা) খুশী নন। তার জন্য সেই সকল লোকের গুনাহ্র পরিমাণ গুনাহ রয়েছে। যারা তার উপর আমল করবে, অথচ এটা তাদের গুনাহ্র কোন অংশ কমাবে না। –তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

١٦٢ ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّ الدِّيْنَ لَيَأْرِزُ اِلَى الْحِجَازِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ اِلٰى جُحْرِهَا وَلَيَعْقِلَنَّ الدِّيْنُ مِنَ الْحِجَازِ مَعْقِلَ الْاَرْوِيَّةِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ اِنَّ الدِّيْنَ بَدَأَ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ وَهُمُ الَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ مَا اَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِىْ مِنْ سُنَّتِىْ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

(১৬২) হযরত আমর ইবনে আওফ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, দীন হেজাযের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে; যেভাবে সাপ তার গর্তের দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং দীন হেজাযেই আশ্রয় নেবে, যেভাবে পার্বত্য মেষ পর্বত চূড়ায় আশ্রয় নেয়। দীন সঙ্গী সাথীহীন প্রবাসীর ন্যায় যাত্রা শুরু করেছে। আবার তদ্রূপই প্রত্যাবর্তন করবে। অতএব সেই সকল প্রবাসীর জন্য সুসংবাদ। তারা সেই সকল লোক, যারা আমার পর মানুষের দ্বারা নষ্টকৃত সুন্নতকে পুনরায় সংস্কার করে নেয়। –তিরমিযী

١٦٣ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِيْ مَا أَتَى عَلَى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتّٰى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِيْ أُمَّتِيْ مَنْ يَّصْنَعُ ذٰلِكَ وَإِنَّ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوْا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِيْ رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَأَبِيْ دَاوُدَ عَنْ مُعَاوِيَةَ: ثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِيْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ تَتَجَارٰى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ لَا يَبْقٰى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ ـ

(১৬৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, বনী ইস্রাইলের যা ঘটেছিল, আমার উম্মতের ঠিক তাই ঘটবে। যেভাবে এক পায়ের জুতা অপর পায়ের জুতার সমান হয়। এমনকি যদি তাদের মধ্যে এমন হয়ে থাকে যে, কেউ নিজ মাতার সাথে প্রকাশ্যে কুকাজে লিপ্ত হয়েছিল। তা হলে আমার উম্মতের মধ্যেও এমন লোক হবে যে তাই করবে। তাছাড়া বনী ইস্রাইল (বিশ্বাস আকীদার দিক দিয়ে) বিভক্ত হয়েছিল বাহাত্তরটি দলে। আর আমার উম্মত বিভক্ত হবে তেহাত্তরটি দলে। এর মধ্যে একটি দল ছাড়া সকল দলই দোযখী হবে। সাহাবীগণ আরজ করলেন, হুযুর! সেইটি কোন দল? তিনি বললেন, যে দলটি আমার এবং আমার সাহাবীদের পথে থাকবে। -তিরমিযী এরূপ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু আহমদ, আবু দাউদ হযরত মুআবিয়া (রা) হতে কিছুটা পরিবর্তনের সাথে রেওয়ায়াত করেছেন যে, বাহাত্তর দল দোযখী হবে আর একদল বেহেশতী। সেই দলটি হল আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত। আমার উম্মতের মধ্যে এমন সব লোক বের হবে। যাদের শরীরে সেই সকল (বেদআতের) প্রবৃত্তি ঢুকে পড়বে, যেভাবে জলাতঙ্ক ব্যাধি রোগীর সারাদেহে বিরাজ করে। তার কোন শিরা বা গ্রন্থিই বাকী থাকে না।

١٦٤ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِيْ أَوْ قَالَ: أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَةٍ وَيَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

(১৬৪) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতকে বর্ণনান্তরে উম্মতে মুহাম্মদীকে আল্লাহ্ পাক কখনও গোমরাহীর উপর সমবেত করবেন না।

আল্লাহ্র হাত তথা করুণা ও কৃপা আহলে সুন্নত অয়াল জামাতের উপর রয়েছে। যে ব্যক্তি (উহা হতে) পৃথক হয়ে গিয়েছে সে ঐ পৃথকাবস্থায় দোযখে প্রবেশ করবে। –তিরমিযী

١٦٥ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِتَّبِعُوا السَّوَادَ الْاَعْظَمَ فَاِنَّهُ مَنْ شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ ـ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيْثِ اَنَسٍ)

(১৬৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, বৃহত্তম দলের অনুসরণ করবে। কেননা যে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, সে বিচ্ছিন্নাবস্থায় দোযখে প্রবেশ করবে। –ইবনে মাজাহ এটা হযরত আনাস (রা) হতে রেওয়ায়াত করেছেন।

١٦٦ ـ وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بُنَيَّ اِنْ قَدَرْتَ اَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ لَيْسَ فِيْ قَلْبِكَ غِشٌّ لِاَحَدٍ فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ: يَا بُنَيَّ وَذٰلِكَ مِنْ سُنَّتِيْ وَمَنْ اَحَبَّ سُنَّتِيْ فَقَدْ اَحَبَّنِيْ وَمَنْ اَحَبَّنِيْ كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

(১৬৬) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন, হে বৎস! তুমি যদি সারাদিন এইভাবে কাটিয়ে দিতে পার যে, তোমার মনে কারো প্রতি কোনরূপ হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। তবে তাই করো। তারপর তিনি বললেন, বৎস! এটা আমার সুন্নতের শামিল এবং যে আমার সুন্নতকে ভালবাসে সে আমাকেই ভালবাসে। আর যে আমাকে ভালবাসে সে বেহেশতে আমার সাথেই থাকবে। –তিরমিযী

١٦٧ـ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِيْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِيْ فَلَهُ اَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ ـ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ كِتَابِ الزُّهْدِ لَهُ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ)

(১৬৭) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের ফাসাদ সৃষ্টির সময় আমার সুন্নতকে মজবুতভাবে ধরে থাকবে, তার জন্য একশত শহীদের ছওয়াব মিলবে। –বায়হাকী এই হাদীস কিতাবুয যুহদে রেওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু তা রেওয়ায়াত করেছেন ইবনে আব্বাস (রা) হতে, আবু হুরায়রাহ (রা) হতে নয়।

١٦٨ـ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اَتَاهُ عُمَرُ فَقَالَ اِنَّا نَسْمَعُ اَحَادِيْثَ مِنْ يَهُوْدَ تُعْجِبُنَا اَفَتَرٰى اَنْ نَكْتُبَ بَعْضَهَا؟ فَقَالَ: اَمُتَهَوِّكُوْنَ اَنْتُمْ كَمَا تَهَوَّكَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً وَلَوْ كَانَ مُوْسٰى حَيًّا مَا وَسِعَهُ اِلَّا اتِّبَاعِيْ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ كِتَابِ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

(১৬৮) হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হতে বর্ণনা করেছেন। যখন হযরত উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে এসে বললেন, আমরা ইয়াহুদীদের নিকট তাদের বহু ধর্মীয় ঘটনা শুনে থাকি, যা অত্যন্ত চমৎকার মনে হয়। তার কিছু লিখে রাখতে আপনার মত কি? (তার কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করলেন, তোমরাও কি (তোমাদের ধর্মের ব্যাপারে) দ্বিধাগ্রস্ত, যদ্রূপ ইয়াহুদী নাছারারা দ্বিধাগ্রস্ত? আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের নিকট অত্যন্ত স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল দীন নিয়ে এসেছি। হযরত মূসা (আ)-ও যদি জীবিত থাকতেন তা হলে তাকেও আমার ধর্মের অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকতো না। আহমদ। বায়হাকীও তার শোয়াবুল ঈমান গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন।

١٦٩- وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَكَلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ فِىْ سُنَّةٍ وَاَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ هٰذَا الْيَوْمَ لَكَثِيْرٌ فِى النَّاسِ قَالَ: وَسَيَكُوْنُ فِىْ قُرُوْنٍ بَعْدِىْ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

(১৬৯) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি হালাল রুজি ভক্ষণ করবে এবং সুন্নতের সাথে আমল করবে, আর যার অপকার হতে মানুষ নিরাপদ থাকবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। তখন এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরূপ মানুষ বর্তমানে অনেক দেখা যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, (আল্লাহ্র মর্জি হলে) আমার পরবর্তী যুগসমূহেও এরূপ লোক দেখা যাবে। –তিরমিযী

١٧٠- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّكُمْ فِىْ زَمَنٍ لَوْتَرَكَ مِنْكُمْ عُشْرَ مَا اُمِرَ بِهٖ هَلَكَ ثُمَّ يَأْتِىْ زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا اُمِرَ بِهٖ نَجَا - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

(১৭০) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমরা এমন যুগে রয়েছ, যে যুগে তোমাদের কেউ যদি তার প্রতি নির্দেশিত বিষয়ের এক-দশমাংশও পরিত্যাগ করে তবে সে হালাক হয়ে যাবে। তারপর এমন এক যুগ আসবে, যখন কেউ যদি তার প্রতি নির্দেশিত বিষয়ের এক-দশমাংশও আমল করে সে নাজাত পেয়ে যাবে। –তিরমিযী

١٧١- وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوْا عَلَيْهِ اِلَّا اُوْتُوا الْجَدَلَ - ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ: مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

(১৭১) হযরত আবু উমামাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, কোন সম্প্রদায়ই হেদায়াত প্রাপ্তির পর পথভ্রষ্ট হয় নি; কিন্তু যখন তারা (ধর্মীয়) তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে (তখন

ব্যতীত) অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) কুরআনে পাকের এ আয়াতটি পাঠ করলেন : مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ "তারা বিতর্ক সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ব্যতীত আপনার সাথে তা উত্থাপন করে না। বস্তুতঃ তারা হল বিতর্ককারী।" –আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

١٧٢- وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ: لَا تُشَدِّدُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ فَيُشَدِّدُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِى الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ. رُهْبَانِيَّةً[১৫] اِبْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. (ابو داود)

(১৭২) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে এইরূপ বলতেন যে, নিজেদের উপর কঠোরতা চাপিও না, তাহলে আল্লাহ্ পাকও তোমাদের উপর শক্ত বিধান চাপিয়ে দিবেন। কারণ প্রাচীন একটি সম্প্রদায় নিজেদের জন্য কঠোরতা গ্রহণ করেছিল। যার ফলে আল্লাহ্ পাকও তাদের উপর শক্ত বিধান প্রয়োগ করলেন। গির্জায় এবং পাদ্রীদের উপাসনালয়ে যে লোকগুলি রয়েছে, এরা তাদেরই উত্তরসূরী (কুরআনে পাকে উল্লেখ রয়েছে) তারা নিজেরাই নিজেদের জন্য বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্রতার সূচনা করেছিল। যা আমি তাদের উপর বিধিবদ্ধ করিনি। –আবু দাউদ

١٧٣- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ الْقُرْاٰنُ عَلٰى خَمْسَةِ اَوْجُهٍ: حَلَالٍ وَحَرَامٍ وَمُحْكَمٍ وَمُتَشَابِهٍ وَاَمْثَالٍ فَاَحِلُّوا الْحَلَالَ وَحَرِّمُوا الْحَرَامَ وَاعْمَلُوْا بِالْمُحْكَمِ وَاٰمِنُوْا بِالْمُتَشَابِهِ وَاعْتَبِرُوْا بِالْاَمْثَالِ. هٰذَا لَفْظُ الْمَصَابِيْحِ وَرَوَى الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ وَلَفْظُهُ: فَاعْمَلُوْا بِالْحَلَالِ وَاجْتَنِبُوا الْحَرَامَ وَاتَّبِعُوا الْمُحْكَمَ

(১৭৩) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, কুরআনে পাকের নাযিলকৃত আয়াতসমূহ পাঁচ রকমের। যথা ঃ (১) হালাল, (২) হারাম, (৩) মুহকাম, (৪) মুতাশাবিহ ও (৫) আমছাল তথা নছীহতমূলক ঘটনাবলী। সুতরাং তোমরা হালালকে হালাল মনে করবে। হারামকে হারাম মনে করবে। মুহকামের উপর আমল করবে। মুতাশাবিহ্ এর উপর ঈমান আনবে এবং আমছাল হতে উপদেশ গ্রহণ করবে।

মাছাবীহে এরূপ বিদ্যমান; কিন্তু বায়হাকী তার শুআবুল ঈমানে কিছুটা পার্থক্যের সাথে এইরূপ বর্ণনা করেছেন, তোমরা হালালের উপর আমল করবে, হারাম হতে বিরত থাকবে আর মুহকামের অনুসারী হবে।

---

১৫. رُهْبَانِيَّةً (রুহবানিয়্যাহ)-এর অর্থ ও হুকুম : ইবাদতের জন্য সন্ন্যাসব্রত বা 'বৈরাগ্যতা' পালন করাকে 'রুহবানিয়াত' বলা হয়। যেমন : ঘরবাড়ি ত্যাগ করে বা মানুষের সংস্রব ত্যাগ করে বনে জঙ্গলে গমন করা, বিবাহ-শাদী না করে বৈরাগ্য অবলম্বন করা। হযরত নবী করীম (সা) এ সম্পর্কে বলেছেন : ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোন স্থান নেই। সুতরাং ইসলাম ধর্মে বৈরাগ্যবাদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

١٧٤- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَمْرُ ثَلَاثَةٌ: اَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهٗ فَاتَّبِعْهُ وَاَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهٗ فَاجْتَنِبْهُ وَاَمْرٌ اخْتُلِفَ فِيهِ فَكِلْهُ اِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

(১৭৪) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, শরীয়তের বিষয় তিন প্রকার। যথা ঃ (১) এরূপ বিষয়, যার হেদায়াত সম্পূর্ণ স্পষ্ট। সুতরাং তার অনুসরণ করবে। (২) এমন বিষয় যার ভ্রান্তি সম্পূর্ণ স্পষ্ট; সুতরাং তা বর্জন করবে এবং (৩) এমন বিষয় যাতে মতবিরোধ রয়েছে। তাকে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি ন্যস্ত করবে। –আহমদ

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٧٥- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الْاِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَأْخُذُ الشَّاذَّةَ وَالْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ وَاِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

(১৭৫) হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, শয়তান মানুষের জন্য নেকড়ে বাঘসদৃশ। যেমন মেষপালের জন্য নেকড়ে বাঘ। সে মেষপালের মধ্যে যে মেষটি পাল হতে বিচ্ছিন্ন থাকে বা খাদ্যের তালাসে দূরে চলে যায় বা আলস্যবশতঃ এক কিনারায় শুয়ে থাকে, সেটিকে ধরে নিয়ে যায়; সুতরাং সাবধান! তোমরা সব সময় দলের সাথে এবং অধিকাংশের সাথে থাকবে। -আহমদ

١٧٦- وَعَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهٖ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

(১৭৬) হযরত আবু যর গিফারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জামাত দল হতে এক বিঘত পরিমাণও দূরে সরে গিয়েছে, সে ইসলামের রজ্জু তার গ্রীবাদেশ হতে খুলে ফেলেছে। –আহমদ, আবু দাউদ

١٧٧- وَعَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ مُرْسَلًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهٖ - (رَوَاهُ فِي الْمُوَطَّأِ)

(১৭৭) হযরত মালেক ইবনে আনাস (রা) হতে মুরসালরূপে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যে পর্যন্ত তোমরা সেই বস্তু দু'টি মজবুতভাবে ধরে থাকবে পথ হারাবে না। তা হল আল্লাহ্র কিতাব এবং তাঁর রাসূলের হাদীস। –মুয়াত্তা

١٧٨- وَعَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ الثُّمَالِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً اِلَّا رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ فَتَمَسُّكٌ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ اِحْدَاثِ بِدْعَةٍ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

(১৭৮) হযরত গুযাইফ ইবনে হারেছ সুমালী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যখনই কোন সম্প্রদায় একটি বেদআতের প্রচলন করেছে, তখনই একটি সুন্নত লোপ পেয়েছে; সুতরাং একটি সুন্নত মজবুতভাবে ধরে রাখা একটি বেদআতের প্রচলন করা হতে উত্তম। –আহমদ

١٧٩- وَعَنْ حَسَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِيْ دِيْنِهِمْ اِلَّا نَزَعَ اللهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ لَا يُعِيْدُهَا اِلَيْهِمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ -- (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

(১৭৯) হযরত হাসসান ইবনে ছাবেত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যখনই কোন সম্প্রদায় তাদের দীনের মধ্যে কোন বেদআত সৃষ্টি করেছে তখনই আল্লাহ্ পাক তাদের মধ্য হতে ঐ পরিমাণ সুন্নত তুলে নিয়েছেন। এরপর রোজ কিয়ামত পর্যন্ত তা আর তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে না। –দারেমী

١٨٠- وَعَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلَى هَدْمِ الْاِسْلَامِ - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ مُرْسَلًا)

(১৮০) হযরত ইবরাহীম ইবনে মাইসারা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোন বেদআতকারীকে সম্মান দেখায়, সে নিশ্চিতরূপে ইসলাম ধ্বংসের ব্যাপারে সাহায্য করে। –বাইহাকী

١٨١- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَنْ تَعَلَّمَ كِتَابَ اللهِ ثُمَّ اتَّبَعَ مَا فِيْهِ هَدَاهُ اللهُ مِنَ الضَّلَالَةِ فِي الدُّنْيَا وَوَقَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سُوْءَ الْحِسَابِ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ : مَنِ اقْتَدَى بِكِتَابِ اللهِ لَا يَضِلُّ فِي الدُّنْيَا وَلَا يَشْقٰى فِي الْاٰخِرَةِ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ: فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى - (رَوَاهُ رَزِيْنٌ)

(১৮১) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কিতাব শিক্ষা করেছে, তারপর তাতে নিহিত বিষয়সমূহের অনুসরণ করেছে আল্লাহ্ তাকে দুনিয়ায় গোমরাহী থেকে হেদায়াত করবেন এবং পরকালে তাকে হিসাব নিকাশের খারাবী হতে রক্ষা করবেন। অপর বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআনে পাকের অনুসরণ করবে, সে দুনিয়ায় গোমরাহ হবে না এবং পরকালেও বদনছীব হবে না। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন। فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى "যে আমার হেদায়াতের অনুসরণ করবে, সে দুনিয়ায় গোমরাহ হবে না এবং পরকালেও বদনছীব হবে না।" –রাযীন

১৩—

١٨٢- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا وَعَنْ جَنْبَتَيِ الصِّرَاطِ سُوْرَانِ فِيهِمَا اَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ وَعَلَى الْاَبْوَابِ سُتُوْرٌ مُرْخَاةٌ وَعِنْدَ رَأْسِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُوْلُ: اِسْتَقِيْمُوْا عَلَى الصِّرَاطِ وَلَا تَعَوَّجُوْا وَفَوْقَ ذٰلِكَ دَاعٍ يَدْعُوْ كُلَّمَا هَمَّ عَبْدٌ اَنْ يَفْتَحَ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ قَالَ: وَيْحَكَ لَا تَفْتَحْهُ فَاِنَّكَ اِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ ـ ثُمَّ فَسَّرَهُ فَاَخْبَرَ اَنَّ الصِّرَاطَ هُوَ الْاِسْلَامُ وَاَنَّ الْاَبْوَابَ الْمُفَتَّحَةَ مَحَارِمُ اللهِ وَاَنَّ السُّتُوْرَ الْمُرْخَاةَ حُدُوْدُ اللهِ وَاَنَّ الدَّاعِيَ عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ هُوَ الْقُرْآنُ وَاَنَّ الدَّاعِيَ مِنْ فَوْقِهٖ وَاعِظُ اللهِ فِيْ قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ ـ رَوَاهُ رَزِيْنَ وَاَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ وَكَذَا التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ اِلَّا اَنَّهُ ذَكَرَ اَخْصَرَ مِنْهُ ـ

(১৮২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ পাক একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন। যেমন একটি সরল সঠিক রাস্তা। তার দুইপার্শ্বে দু'টি প্রাচীর, যাতে বহু দরজা রয়েছে এবং সেই দরজাসমূহে পর্দা লটকানো। আর রাস্তার মাথায় জনৈক আহ্বানকারী, যে মানুষকে এভাবে ডাকছে যে, তোমরা এ রাস্তাটির উপর মজবুতভাবে থাকো। এদিকে সেদিকে যেও না। আর সে রাস্তার উপর রয়েছে অপর এক আহ্বানকারী। যখনই কোন লোক ঐ সকল দরজার কোন একটি দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকতে ইচ্ছা করছে অমনি সে তাকে ডেকে বলছে, সাবধান! ওটা খুলো না।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যাখ্যায় বললেন যে, সেই সরল সঠিক রাস্তা হল ইসলাম। আর উক্ত খোলা দরজাসমূহ হল আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ। আর লটকানো পর্দা হল আল্লাহ্‌র নির্দেশিত সীমানা। রাস্তার মাথার আহ্বানকারী হল কুরআনে পাক। আর তার উপরের আহ্বানকারী হল প্রত্যেক মু'মিনের অন্তরে বিদ্যমান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নিয়োজিত এক উপদেশদাতা। —রাযীন

١٨٣- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ كَانَ مُسْتَنًّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ فَاِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ اُولٰئِكَ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا اَفْضَلَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَبَرَّهَا قُلُوْبًا وَاَعْمَقَهَا عِلْمًا وَاَقَلَّهَا تَكَلُّفًا اِخْتَارَهُمُ اللهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهٖ وَلِاِقَامَةِ دِيْنِهٖ فَاعْرِفُوْا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوْهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ وَتَمَسَّكُوْا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ اَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ فَاِنَّهُمْ كَانُوْا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيْمِ ـ (رَوَاهُ رَزِيْنَ)

(১৮৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কারো তরীকা অনুসরণ করতে চায়, সে যেন দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণকারী লোকদের তরীকা অনুসরণ করে। কেননা জীবিত লোকেরা ফেতনা হতে নিরাপদ নয়। (যে মৃত ব্যক্তিদের কথা বললাম) তারা হলেন হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর সাহাবীগণ, যারা এই উম্মতের সর্বোত্তম লোক ছিলেন নেক হৃদয়, গভীর জ্ঞান অকৃত্রিম স্বভাব

হওয়ার দিক থেকে। আল্লাহ্ পাক তাদেরকে স্বীয় নবীর সাহচর্য ও দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে মনোনীত করেছিলেন; সুতরাং তোমরা তাদের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি কর। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ কর এবং তাদের স্বভাব-চরিত্র যথাসাধ্য অবলম্বন কর। কেননা তারা (সম্পূর্ণরূপে) সরল সঠিক পথে ছিলেন। –রাযীন

١٨٤- عَنْ جَابِرٍ: اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنُسْخَةٍ مِنَ التَّوْرَاةِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هٰذِهٖ نُسْخَةٌ مِنَ التَّوْرَاةِ فَسَكَتَ فَجَعَلَ يَقْرَأُ وَوَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّرُ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ ثَكِلَتْكَ الثَّوَاكِلُ مَا تَرٰى مَا بِوَجْهِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ عُمَرُ اِلٰى وَجْهِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ رَسُوْلِهٖ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيْنَا بِاللهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوْسٰى فَاتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُوْنِىْ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ وَلَوْ كَانَ مُوْسٰى حَيًّا وَاَدْرَكَ نُبُوَّتِىْ لَاتَّبَعَنِىْ - (رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ)

(১৮৪) হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা উমর ইবনে খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট তাওরাত কিতাবের একটি নোসখা নিয়ে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা তাওরাত কিতাবের একটি কপি। রাসূলে পাক (সা) নীরব রইলেন। হযরত উমর (রা) তা পাঠ করতে শুরু করলেন। (সাথে সাথে) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেহারা পরিবর্তন হতে লাগল। তা লক্ষ্য করে হযরত আবু বকর (রা) বললেন, ওমর তোমার সর্বনাশ হয়েছে, তুমি কি দেখছ না! রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেহারা মুবারক কি রূপ ধারণ করেছে? তখন ওমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং বললেন, আমি আল্লাহ্র নাখুশী এবং তাঁর রাসূলের নাখুশী হতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাচ্ছি এবং আমরা আল্লাহ্ পাককে প্রভু, ইসলামকে দীন এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে নবীরূপে লাভ করে সন্তুষ্ট হয়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার জীবন! এই সময় যদি তোমাদের নিকট হযরত মূসা (আ)-ও আত্মপ্রকাশ করতেন আর তোমরা আমাকে রেখে তার অনুসরণ করতে তা হলে নিশ্চিতরূপে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে পড়তে। এমনকি মূসা (আ) যদি এখন জীবিত থাকতেন আর আমার নবুয়াতের যামানা পেতেন তবে তিনিও নিশ্চিতরূপে আমার অনুসরণ করতেন। –দারেমী

١٨٥- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَلَامِىْ لَا يَنْسَخُ كَلَامَ اللهِ وَكَلَامُ اللهِ يَنْسَخُ كَلَامِىْ وَكَلَامُ اللهِ يَنْسَخُ بَعْضُهٗ بَعْضًا -

(১৮৫) হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আমার কালাম আল্লাহ্র কালামকে রহিত করে না; বরং আল্লাহ্র কালাম আমার কালামকে রহিত করে। তাছাড়া আল্লাহ্র এক কালাম তাঁর অপর কালামকে রহিত করে।

Contents

١٨٦- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ اَحَادِيْثَنَا يَنْسَخُ بَعْضُهَا بَعْضًا كَنَسْخِ الْقُرْاٰنِ .

(১৮৬) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আমাদের হাদীসসমূহ একটি অপরটিকে রহিত করে দেয়। যেভাবে কুরআনে পাকের এক কালাম অপর একটি কালামকে রহিত করে।

١٨٧- وَعَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوْهَا وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوْهَا وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوْا عَنْهَا . (رَوَى الْاَحَادِيْثَ الثَّلَاثَةَ الدَّارَقُطْنِيُّ)

(১৮৭) হযরত আবু ছা'লাবা খুশানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ পাক কতক বস্তুকে ফরজরূপে নির্ধারিত করে দিয়েছেন। সেগুলোকে তোমরা বিনষ্ট তথা পরিত্যাগ করবে না। এমনিভাবে কিছু বিষয়কে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন, সেগুলোর আমল করবে না, আর কতকগুলো সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেইগুলি লঙ্ঘন করবে না। আর যে সকল ব্যাপারে তিনি ভুলবশতঃ নয়; বরং ইচ্ছাকৃতভাবেই চুপ রয়েছেন, সেই বিষয়গুলোকে খুঁজতে যাবে না। –উপরোক্ত হাদীসত্রয় দারা কুতনী বর্ণনা করেছেন।

كِتَابُ الْعِلْمِ

অধ্যায় : ইলম

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

১৮৮- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(১৮৮)[১৬] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আমার তরফ হতে মানুষকে পৌঁছে দাও একটিমাত্র আয়াত হলেও। বনী ইস্রাইলের নিকট হতে শোনা বিষয় বলতে পার, কোনো বাধা নেই; কিন্তু যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে সে যেন তার ঠিকানা দোযখে বানিয়ে নেয়। -বুখারী

১৮৯- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَالْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ بِحَدِيْثٍ يُرٰى اَنَّهٗ كَذِبٌ فَهُوَ اَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(১৮৯) হযরত সামুরাহ ইবনে জুন্দুব এবং হযরত মুগীরাহ ইবনে শো'বা (রা) হতে বর্ণিত। তারা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার তরফ হতে এরূপ কথা বলে যে কথা সম্পর্কে সে মনে করে যে, তা অসত্য। সে মিথ্যাবাদীদের অন্যতম। -মুসলিম

১৯০- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يُّرِدِ اللهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ وَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِيْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

---

১৬. হাদীসটির পটভূমি : শায়খ ইবনে হামযা রচিত اَلْبَيَانُ وَالتَّعْرِيْفُ কিতাবে আলোচ্য হাদীসের পটভূমি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, একদিন এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর অনুরূপ পোশাক পরিধান করে মদীনার কোন এক পরিবারে গিয়ে বলল, নবী করীম (সা) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তুমি যে কোনো পরিবারের দায়িত্বশীল হতে পার। তখন উক্ত পরিবারের লোকজন তার জন্য একটি ঘর খুলে দেয়। এ সংবাদটি মহানবী (সা) অবহিত হলে হযরত আবু বকর (রা) ও উমর (রা) কে নির্দেশ দেন যে, তোমরা তাকে জীবিত পেলে হত্যা করবে এবং মৃত পেলে তোমাদের ইচ্ছে অনুযায়ী ব্যবহার করবে। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা) ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, আমার বিশ্বাস তোমরা তাকে মৃত পাবে। অতঃপর তারা তার নিকট এসে দেখলেন রাতে পেশাব করার জন্য ঘর থেকে বের হওয়ার পর তাকে এক বিষাক্ত সাপ দংশন করে মেরে ফেলেছে। তারা এ সংবাদ রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট এসে জানালেন। তখন নবী করীম (সা) আলোচ্য বক্তব্যটি প্রদান করেন।

(১৯০) হযরত মুআবিয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ পাক যার কল্যাণ চান তাকে দীনের গভীর জ্ঞান দান করেন। আর আমি কেবল বণ্টনকারী এবং দান করেন আল্লাহ্ পাকই। –বুখারী, মুসলিম

١٩١- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْاِسْلَامِ اِذَا فَقُهُوْا۔ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(১৯১) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, স্বর্ণ-রৌপ্যের খনিসমূহের ন্যায় মানব জাতিও (নানা গোত্র ও কবিলার) খনিসমূহ। তাদের মধ্যে যারা (যে গোত্র) অন্ধকার যুগে উত্তম ছিল, তারা ইসলামী যুগেও উত্তম, যখন দ্বীনের গভীর জ্ঞান লাভ করবে। –মুসলিম

١٩٢- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ اِلَّا فِى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِى الْحَقِّ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا ۔ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(১৯২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, দুই ব্যক্তি ছাড়া কেউ ঈর্ষণীয় নয়। প্রথম ব্যক্তি-যাকে আল্লাহ্ ধন-সম্পদ দিয়েছেন এবং সাথে সাথে তাকে তা উত্তম কাজে ব্যয় করার জন্য মনোবৃত্তিও দান করেছেন। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি-যাকে আল্লাহ্ হেকমত (তীক্ষ্ণ জ্ঞান) দান করেছেন এবং সে তা কাজে লাগায় আর (অপরকেও) শিক্ষা দেয়। –বুখারী, মুসলিম

١٩٣- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهٗ اِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ عَنْهُ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهٗ ۔ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(১৯৩) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, মানুষ মারা যাওয়ার সাথে সাথে তার আমলও তার পুণ্য বন্ধ হয়ে যায়; কিন্তু তিনটি আমল (ও তার পুণ্য) বন্ধ হয় না। যথা ঃ (১) সাদাকায়ে জারিয়া, (২) ইলম–যদ্বারা (মানুষের) উপকার হয়ে থাকে এবং (৩) নেককার সন্তান-যে তার জন্য দুআ করে। –মুসলিম

١٩٤- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ

الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّاَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(১৯৪) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোন মু'মিন ব্যক্তির দুনিয়ার কষ্ট-ক্লেশ হতে একটি কষ্ট দূর করে দিবে, আল্লাহ্ পাক তার রোজ কিয়ামতের কষ্টের মধ্য হতে একটি কষ্ট দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন অভাবী লোকের অভাব (সাহায্যের মাধ্যমে) মোচন করে দিবে, আল্লাহ্ পাক দুনিয়া ও আখেরাতে তার অভাব মোচন করে দিবেন এবং যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রাখবে, আল্লাহ্ পাক ইহ-পরকালে তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবেন। আল্লাহ্ পাক বান্দার সাহায্য করতে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার ভ্রাতার সাহায্য করতে থাকে। যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষার জন্য কোন পথে চলে, আল্লাহ্ তার মাধ্যমে তার বেহেশতের পথ সহজ করে দিবেন এবং যখনই কোন একটি দল আল্লাহ্র ঘরসমূহের মধ্যে কোন একটি ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহ্র কিতাব পাঠ করতে থাকে এবং পরস্পর তার আলোচনা করে (আল্লাহ্র তরফ হতে) তাদের উপর শান্তি অবতীর্ণ হতে থাকে এবং আল্লাহ্র রহমত তাদেরকে ঢেকে নেয়। ফেরেশতাগণ তাদেরকে বেষ্টন করে নেন এবং আল্লাহ্ পাক তার নিকটবর্তী ফেরেশতাগণের নিকট তাদের বিষয় আলোচনা করেন। আর যার আমল তাকে পিছনে হটিয়ে দেয় তার বংশ তাকে অগ্রসর করে দিতে পারে না। —মুসলিম

١٩٥- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يُقْضٰى عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اُسْتُشْهِدَ فَاُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتّٰى اُسْتُشْهِدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِاَنْ يُّقَالَ جَرِيْءٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهِ حَتّٰى اُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَاَ الْقُرْاٰنَ فَاُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْاٰنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهِ حَتّٰى اُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَعْطَاهُ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَاُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ اَنْ يُّنْفَقَ فِيهَا اِلَّا اَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهِ ثُمَّ اُلْقِيَ فِي النَّارِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(১৯৫) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, রোজ কিয়ামতে প্রথমে যার বিচার হবে, সে একজন শাহাদতপ্রাপ্ত লোক। তাকে আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ্ পাক তাকে (দুনিয়ায় প্রদত্ত) নিজ নিয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। আর তারও তা স্মরণে আসবে। তারপর আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে, (এই নিয়ামতের বিনিময়ে) তুমি দুনিয়ায় কি কাজ করেছ? সে বলবে, তোমার উদ্দেশ্যে তোমার রাস্তায় জিহাদ করেছি। এমন কি শেষ পর্যন্ত আমি শাহাদত বরণ করেছি। তখন আল্লাহ্ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ; বরং তুমি যুদ্ধ করেছিলে মানুষ তোমাকে বীর-বাহাদুর বলবে এই উদ্দেশ্যে। আর তা তোমাকে বলা হয়েছে। অতঃপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হবে। তখন তাকে উপুড় অবস্থায় টেনে নিয়ে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি হল যে ইলম শিখেছে এবং অপরকেও তা শিখিয়েছে এবং কুরআন পাঠ করেছে, তাকে দরবারে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ্ প্রথমে তাকে নিজ প্রদত্ত নিয়ামতরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন এবং তারও স্মরণে আসবে। তখন আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এই সকল নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনস্বরূপ তুমি কি করেছ? সে বলবে, আমি তোমার ইলম শিখেছি এবং অপরকেও শিখিয়েছি, আর তোমার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কুরআন পাঠ করেছি। তখন আল্লাহ্ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ; বরং তুমি ইলম শিখিয়েছিলে এই উদ্দেশ্যে যে, তোমাকে আলিম বলা হবে, আর কুরআন পাঠ করেছিলে এই উদ্দেশ্যে যে, তোমাকে ক্বারী বলা হবে। আর তা তোমাকে বলাও হয়েছে। অতঃপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হবে, তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে দোযখে ফেলে দেয়া হবে।

তৃতীয় ব্যক্তি হল, যাকে আল্লাহ্ বহু সম্পদ দান করেছিলেন এবং সে নানাভাবে দান খয়রাতও করেছিল। তাকে আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ্ তাকে স্বীয় নিয়ামতরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। তারও তা স্মরণে আসবে। অতঃপর আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, (আমার প্রদত্ত) এই সকল নিয়ামতের শোকরস্বরূপ তুমি কি করেছ? সে বলবে, যে সকল রাস্তায় দান করলে তুমি খুশী হও, তেমন কোন রাস্তায়ই দান করতে আমি বাকী রাখিনি। তখন আল্লাহ্ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ; বরং তুমি দান করেছ এই উদ্দেশ্যে যে তোমাকে একজন দানশীল বলা হবে। আর তা বলাও হয়েছে। অতঃপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হবে। তখন তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে দোযখে ফেলে দেওয়া হবে। -মুসলিম

١٩٦- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتّٰى اِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوْسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوْا فَاَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَاَضَلُّوْا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(১৯৬) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, (শেষ যমানায়) আল্লাহ্ পাক ইলম তাঁর বান্দাদের অন্তর হতে টেনে বের করে উঠিয়ে নিবেন না; বরং আলিমদেরকে উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমেই ইলম তুলে নিবেন। শেষ পর্যন্ত দুনিয়ায় যখন আর কোন আলিমই অবশিষ্ট থাকবে না, তখন মানুষ অজ্ঞ-মূর্খদেরকে নেতারূপে মেনে নেবে। তারপর তাদের নিকটই মাসয়ালা-মাসায়েল জিজ্ঞেস করা হবে আর তারা না জেনেই ফতোয়া দিবে। এভাবে নিজেরাও গোমরাহ হবে এবং অপরকেও গোমরাহ বানাবে। -বুখারী, মুসলিম

١٩٧- وَعَنْ شَقِيْقٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ عَبْدُ اللهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِيْ كُلِّ خَمِيْسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَوَدِدْتُ اَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا فِيْ كُلِّ يَوْمٍ قَالَ اَمَا اِنَّهُ يَمْنَعُنِيْ مِنْ ذٰلِكَ اَنِّيْ اَكْرَهُ اَنْ اُمِلَّكُمْ وَاِنِّيْ اَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّاٰمَةِ عَلَيْنَا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(১৯৭) হযরত শকীক (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) প্রত্যেক বৃহস্পতিবার লোকদের মাঝে ওয়াজ করতেন। একদা এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, হে আবু আব্দুর রহমান! আমার বাসনা যে, আপনি প্রত্যেকদিন এরূপ আমাদের মাঝে ওয়াজ করুন। তিনি বললেন, এ বিষয়টি আমাকে ঐরূপ করতে বাধা দেয় যে, আমি তোমাদের বিরক্তির উদ্রেক করতে অপছন্দ করি। যে কারণে আমি কয়েকদিন পরে পরেই তোমাদের মাঝে ওয়াজ করি। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা)-ও আমাদের বিরক্তির আশংকায় মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে ওয়াজ করতেন। –বুখারী, মুসলিম

١٩٨- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتّٰى تُفْهَمَ عَنْهُ وَاِذَا اَتٰى عَلٰى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(১৯৮) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কোন কথা বলতেন তখন তিনবার তা বলতেন, যাতে উত্তমরূপে বুঝে নিতে পারা যায়। এভাবে তিনি কোন সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে তাদেরকে তিনবার করে[১৭] সালাম করতেন। –বুখারী

١٩٩ ـ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّهُ اُبْدِعَ بِيْ فَاحْمِلْنِيْ فَقَالَ مَا عِنْدِيْ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَنَا اَدُلُّهُ عَلٰى مَنْ يَّحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(১৯৯) হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বাহনটি চলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, আমাকে একটি বাহনের ব্যবস্থা করে দিন। তিনি বললেন, এখন তো আমার নিকট কোন বাহন নেই। তখন এক লোক বলল,

---

১৭. তিনবার সালামকে পুনরাবৃত্তির ব্যাখ্যা হলো এই–(ক) নবী করীম (সা) যখন কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের নিকট যেতেন, প্রথমে সামনের দিকে সালাম দিতেন, দ্বিতীয়বার ডানদিকে এবং তৃতীয়বার বাম দিকে সালাম দিতেন। লোকেরা নবী করীম (সা)-এর সালামকে খুব বরকতময় ও দুআ মনে করতেন। কাজেই তাঁর সালাম শোনা থেকে কেউ যেন বঞ্চিত না হয়; বরং সকলেই তা শুনতে পায়, এ জন্য তিনি তিনবার সালাম দিতেন।

(খ) রাসূলুল্লাহ (সা) কখনও কোনো বাড়িতে গেলে প্রথমত একটি সালাম দিতেন, তাতে কোনো উত্তর না আসলে দ্বিতীয়বার সালাম দিতেন, তাতেও কোনো উত্তম না আসলে তৃতীয়বার সালাম দিয়ে ফিরে আসতেন।

(গ) প্রথম সালাম অনুমতি লাভের জন্য, দ্বিতীয় সালাম মজলিসে প্রবেশের সময় এবং তৃতীয় সালাম বিদায়ের প্রাক্কালে দিতেন।

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাকে একজন লোকের কথা বলতে পারি, যে তাকে বাহনের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। তা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, কেউ কোন সৎকাজের পথ দেখিয়ে দিলে সৎকাজ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ ছওয়াব তার আমলনামায় লিখিত হয়। –মুসলিম

٢٠٠- وَعَنْ جَرِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا فِيْ صَدْرِ النَّهَارِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ قَوْمٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ اَوِ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِيْ السُّيُوْفِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رَاٰى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَاَمَرَ بِلَالًا فَاَذَّنَ وَاَقَامَ فَصَلّٰى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: (يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا وَالْاٰيَةُ الَّتِيْ فِي الْحَشْرِ اِتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِيْنَارِهٖ مِنْ دِرْهَمِهٖ مِنْ ثَوْبِهٖ مِنْ صَاعِ بُرِّهٖ مِنْ صَاعِ تَمْرِهٖ حَتّٰى قَالَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهٗ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ قَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتّٰى رَاَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ حَتّٰى رَاَيْتُ وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ كَاَنَّهٗ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَنَّ فِي الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهٗ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْاِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(২০০) হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা দিনের পূর্বাহ্নে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে ছিলাম। এমন সময় একদল লোক প্রায় বিবস্ত্র দেহে একটি কালো ডোরাওয়ালা চাদর পেঁচিয়ে অথবা আবা পরে কোনরূপে শরীর ঢেকে (কাঁধে) তরবারী ঝুলিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হল। তাদের অধিকাংশ বরং প্রায় সকলেই মুদার গোত্রের লোক ছিল। তাদের মধ্যে ক্ষুধার চিহ্ন দেখে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি তখন গৃহে প্রবেশ করলেন। অতঃপর বাইরে এসে হযরত বেলাল (রা)-কে আযান ও একামত দিতে নির্দেশ করলেন। হযরত বেলাল (রা) আযান ও একামত দিলে তিনি (সকলকে নিয়ে) নামায আদায় করলেন। অবশেষে তিনি ওয়াজ করার শুরুতে এ আয়াতটি পাঠ করলেন : يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ "হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। তিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে পয়দা করেছেন এবং তার দ্বারাই তার স্ত্রী পয়দা করেছেন। তারপর তাদের উভয় হতে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দেন এবং তোমরা আল্লাহ্ পাককে ভয় কর। যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট নিজ নিজ হক দাবী কর এবং সতর্ক থাকো আত্মীয়তার বন্ধন (ছিন্ন করা) থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক তোমাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।"

অতঃপর রাসূলে পাক (সা) সূরা হাশরের এ আয়াতটি পাঠ করলেন : اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ "তোমরা আল্লাহ্ পাককে ভয় কর এবং তোমাদের প্রত্যেকেরই লক্ষ্য রাখা উচিত যে, সে আগামীকাল অর্থাৎ রোজ কিয়ামতের জন্য কি অগ্রিম পাঠিয়েছে?"

এরপর রাসূলে পাক (সা) বললেন, তোমাদের প্রত্যেকেরই তার দীনার, দিরহাম, বস্ত্র, গমের পাত্র এবং খেজুরের পাত্র হতে দান-খয়রাত করা উচিত। অবশেষে তিনি বললেন, যদিও বা খেজুরের এক টুকরা মাত্র হয়। জারীর (রা) বলেন, এটা শুনে আনসারীদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি একটি থলে নিয়ে এল, যা উত্তোলন করতে তার হাত প্রায় অসমর্থ হয়ে পড়ছিল; বরং সে তা তুলতেই পারছিল না। অতঃপর লোকজন একে অন্যের অনুসরণ করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে, খাদ্য ও বস্ত্রের দুইটি স্তূপ হয়ে গিয়েছে। আমি দেখলাম যে, খুশীতে ও আনন্দে রাসূলে পাক (সা)-এর পবিত্র চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মনে হল যেন তা স্বর্ণখচিত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যে ব্যক্তি ইসলামে কোন সুন্দর রীতির প্রচলন করবে তার জন্য তার কাজের ছওয়াব রয়েছে। আর তার পরে যারা ঐ কাজ করবে তাদের ছওয়াবও তার মিলবে। অথচ তাতে তাদের ছওয়াবের এতটুকু হ্রাস করা হবে না। এইভাবে যে ব্যক্তি ইসলামে কোন খারাপ রীতি প্রচলন করবে, তার জন্যও তার কাজের গুনাহ এবং পরে যারা ঐ কাজ করবে তাদের গুনাহ রয়েছে। অথচ এতে তাদের গুনাহর এতটুকু মাত্র হ্রাস করা হবে না। –মুসলিম

٢٠١- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا اِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ الْاَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِاَنَّهٗ اَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ - وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ مُعَاوِيَةَ: لَا يَزَالُ مِنْ اُمَّتِيْ فِيْ بَابِ ثَوَابِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(২০১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে কোন লোককে জুলুম করে হত্যা করা হোক না কেন, তার হত্যার গুনাহর কিছু অংশ হত্যাকারী আদমের প্রথম সন্তানের উপর (অবশ্যই) বর্তাবে। কেননা সে-ই (দুনিয়ায়) প্রথম হত্যার প্রচলন ঘটিয়েছে।

–বুখারী, মুসলিম

اَلْفَصْلُ الثَّانِي : অনুচ্ছেদ

٢٠٢- عَنْ كَثِيْرِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ اَبِي الدَّرْدَاءِ فِيْ مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاءَهٗ رَجُلٌ فَقَالَ يَا اَبَا الدَّرْدَاءِ اِنِّيْ جِئْتُكَ مِنْ مَدِيْنَةِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جِئْتُ لِحَاجَةٍ قَالَ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهٖ طَرِيْقًا مِّنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَاِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِيْ جَوْفِ الْمَاءِ وَاِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ

كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَاِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَاِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَّافِرٍ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ) وَالتِّرْمِذِيُّ وَوَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَسَمَّاهُ التِّرْمِذِيُّ قَيْسَ بْنَ كَثِيْرٍ)

(২০২) হযরত কাছীর ইবনে কায়েস (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি দামেশকের মসজিদে একদা হযরত আবু দারদা (রা)-এর সাথে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় তার নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আবু দারদা! আমি সুদূর মদীনা হতে আপনার নিকট মাত্র একটি হাদীসের উদ্দেশ্যে আগমন করেছি। তা ছাড়া অন্য কোন প্রয়োজনে আসিনি। শুনলাম, আপনি নাকি সেই হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (সা) হতে রেওয়ায়াত করে থাকেন? হযরত আবু দারদা (রা) বললেন, হ্যাঁ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষা করার জন্য কোন পথ চলে, আল্লাহ্ পাক তাদ্বারা তাকে বেহেশতের যে কোন একটি পথে পৌছে দেন এবং ফেরেশতাগণ সে তালেবে ইলমের সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন। এছাড়া আলিমদের জন্য সকল আসমান ও যমিনের অধিবাসীগণ আল্লাহ্র নিকট দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এমনকি পানির মধ্যে বসবাসকারী মৎস্যসমূহও। আলিমদের মাহাত্ম্য ও ফজীলত ইলমহীন আবেদগণের উপর, যেমন পূর্ণিমা রাতের পূর্ণচন্দ্রের মর্তবা যাবতীয় নক্ষত্রের উপর। আলিমগণ হলেন, নবী রাসূলগণের ওয়ারিস। আর নবী রাসূলগণ কোন দীনার বা দেরহাম মীরাছ রেখে যান না। তারা মীরাছস্বরূপ রেখে যান শুধু ইলম; সুতরাং যে ব্যক্তি ইলম গ্রহণ করেছে, সে পূর্ণ অংশই গ্রহণ করেছে। —আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমী

٢٠٣- وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ اَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْاٰخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِىْ عَلَى اَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَاَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ حَتّٰى النَّمْلَةِ فِىْ جُحْرِهَا وَحَتّٰى الْحُوْتِ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَقَالَ وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ مَكْحُوْلٍ مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرْ: رَجُلَانِ وَقَالَ: فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِىْ عَلٰى اَدْنَاكُمْ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ: اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا وَسَرَدَ الْحَدِيْثَ اِلٰى اٰخِرِهٖ ـ

(২০৩) হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট দু'জন লোক সম্পর্কে আলোচনা করা হল। তাদের একজন হল আবেদ। আর একজন আলিম। (এদের মধ্যে কার ফজীলত বেশী?) রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আবেদের উপর আলিমের ফজীলত এইরূপ ঃ যেমন আমার ফজীলত তোমাদের মধ্যে নিম্ন পর্যায়ের একজন সাধারণ লোকের উপর। এর পর রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ফেরেশতাগণ এবং আসমান যমিনের অধিবাসীগণ এমন কি গর্তের পিপীলিকা এবং মৎস্য পর্যন্ত ইলম শিক্ষাদানকারীর জন্য দুআ করে থাকে। —তিরমিযী

ইমাম দারেমী মাকহুল থেকে মুরসাল সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সেখানে তিনি رَجُلَانِ শব্দটি উল্লেখ করেননি। (তাতে বলা হয়েছে) রাসূল (সা) বলেছেন– فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلَى অর্থাৎ, আবিদের উপর আলিমের শ্রেষ্ঠত্ব, যেমন আমার শ্রেষ্ঠত্ব তোমাদের সাধারণ ব্যক্তির উপর। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন– إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ অর্থাৎ, একমাত্র আলেমগণই আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে। এছাড়া তিনি হাদীসের বাকি অংশ ইমাম তিরমিযীর ন্যায়ই বর্ণনা করেছেন।

٢٠٤- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُوْنَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُوْنَ فِي الدِّيْنِ فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوْا بِهِمْ خَيْرًا ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

(২০৪) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, (আমার পর) মানুষ তোমাদের অনুসারী হবে। আর দূর-দূরান্ত হতে মানুষ তোমাদের নিকট দ্বীনের জ্ঞান লাভ করার জন্য আগমন করবে; সুতরাং তারা তোমাদের নিকট এলে তোমরা তাদের সাথে উত্তম আচরণ করো। –তিরমিযী

٢٠٥- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْحَكِيْمِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَإِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْفَضْلِ الرَّاوِيُّ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ)

(২০৫) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, জ্ঞানের কথা জ্ঞানী ব্যক্তির হারানো সম্পদ। সুতরাং যেখানে বা যার কাছে তা পাবে সে-ই তার অধিক হকদার। –তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

٢٠٦- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

(২০৬) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, একজন ফকীহ আলিম শয়তানের জন্য এক হাজার আবেদের থেকেও বেশি ভয়ংকর।

–তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

٢٠٧- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيْرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ ـ رَوَاهُ

ابْنُ مَاجَةَ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ إِلَى قَوْلِهِ مُسْلِمٍ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ مَتْنُهُ مَشْهُورٌ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ كُلُّهَا ضَعِيفٌ

(২০৭) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, ইলম[১৮] শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ। তবে অযোগ্য ব্যক্তির উপর ইলম স্থাপনকারী শূকরের গলদেশে মণি-মাণিক্য বা স্বর্ণ-মুক্তা স্থাপনকারী সদৃশ। –ইবনে মাজাহ

বায়হাকী শুআবুল ঈমানে 'মুসলমানের জন্য ফরয' পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এ হাদীসটি পাঠ মশহুর, কিন্তু সনদ যঈফ। কয়েকটি সনদে এটি বর্ণিত হয়েছে, যার সবকটি যঈফ।

٢٠٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِيْ مُنَافِقٍ: حُسْنُ سَمْتٍ وَلَا فِقْهٌ فِي الدِّيْنِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

(২০৮) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, দু'টি বস্তু মুনাফিকের মধ্যে একত্র হওয়া সম্ভব নয়। একটি নীতি জ্ঞান এবং অপরটি ধর্মীয় জ্ঞান। –তিরমিযী

٢٠٩- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ خَرَجَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَتّٰى يَرْجِعَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

(২০৯) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষার উদ্দেশ্যে বের হয় সে আল্লাহ্‌র পথে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ফিরে আসবে।

–তিরমিযী, দারেমী

٢١٠- وَعَنْ سَخْبَرَةَ الْأَزْدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضٰى ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفُ الْإِسْنَادِ وَأَبُوْ دَاوُدَ الرَّاوِيْ يُضَعَّفُ)

(২১০) হযরত সাখবারা আযদী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষা করে তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ঐ কাজ দ্বারা কাফ্ফারা হয়ে যাবে। –তিরমিযী, দারেমী

ইমাম তিরমিযী (রহ) বলেন, এ হাদীসের সনদ যঈফ রাবী আবু দাউদ।

---

১৮. দৈনন্দিন জীবনে স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষের পক্ষে ইবাদত ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যতটুকু দীনি জ্ঞান অর্জন না করলে অসুবিধা সৃষ্টি হয়, ততটুকু ইলম শিক্ষা করাই ফরজে আইন। এরচেয়ে অতিরিক্ত ইলম হাসিল করা ফরজে কেফায়া।

٢١١- وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتّٰى يَكُوْنَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

(২১১) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, মু'মিন ব্যক্তি কখনও ইলম শ্রবণ দ্বারা তৃপ্তিলাভ করে না—যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বেহেশতবাসী হয়। অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত সে ইলম শিক্ষা করতেই থাকে। —তিরমিযী

٢١٢- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنْ نَارٍ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ اَنَسٍ)

(২১২) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তিকে কোন ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যা সে জানে। অতঃপর তা গোপন করে, রোজ কিয়ামতে তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেয়া হবে। —আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী

ইবনে মাজাহ হযরত আনাস (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢١٣- وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِىَ بِهِ الْعُلَمَاءَ اَوْلِيُمَارِىَ بِهِ السُّفَهَاءَ اَوْيَصْرِفَ بِهٖ وُجُوْهَ النَّاسِ اِلَيْهِ اَدْخَلَ اللهُ النَّارَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ)

(২১৩) হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আলিমদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করার জন্য, মূর্খদের সাথে বাহাদুরী করার জন্য অথবা লোকদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য ইলম শিক্ষা লাভ করে, তাকে আল্লাহ্ দোযখে প্রবেশ করাবেন। —তিরমিযী

٢١٤- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغٰى بِهٖ وَجْهُ اللهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ اِلَّا لِيُصِيْبَ بِهٖ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ يَعْنِىْ رِيْحَهَا ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

(২১৪) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ইলম দ্বারা আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, পার্থিব কোন বস্তু লাভের জন্য যে ব্যক্তি তা শিক্ষা করবে, সে রোজ কিয়ামতে বেহেশতের ঘ্রাণও লাভ করতে পারবে না। —আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

٢١٥- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَضَّرَ اللهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَاَدَّاهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلّٰهِ وَالنَّصِيْحَةُ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَلُزُوْمُ جَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيْطُ مِنْ وَرَائِهِمْ - رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَدْخَلِ وَ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ إِلَّا اَنَّ التِّرْمِذِيَّ وَاَبَا دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرَا: ثَلَاثٌ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ إِلَى اٰخِرِهٖ

(২১৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ পাক সেই ব্যক্তির চেহারা সমুজ্জ্বল করুন, যে আমার কথা শুনে তা যথাযথভাবে স্মরণ রেখেছে এবং সংরক্ষণ করেছে। আর যথাযথভাবে তা অন্যের নিকট পৌঁছে দিয়েছে। কেননা জ্ঞানের অনেক ধারক নিজে জ্ঞানী নয়; (সুতরাং তার পক্ষে তা কোন জ্ঞানী লোকের নিকট পৌঁছে দেয়া চাই)। অনেকে নিজের তুলনায় অধিক জ্ঞানীর নিকট জ্ঞান পৌঁছে দেয়। (এর পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন,) তিনটি বিষয় এরূপ, যে সম্পর্কে কোন মুসলমানের অন্তর বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। তা হল ঃ (১) আল্লাহ্র জন্য ইখলাসের সাথে আমল করা, (২) মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করা এবং (৩) মুসলমানদের জামাতকে আঁকড়ে ধরে থাকা। কেননা মুসলমানদের দুয়া তাদের পরবর্তীদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করে। (এ কারণেই পূর্বাপরের সকল মুসলমানেরই এক জামাতভুক্ত হয়ে থাকা উচিত)। –শাফেয়ী, বায়হাকী

٢١٦- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعٰى لَهُ مِنْ سَامِعٍ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ)

(২১৬) হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ পাক সেই ব্যক্তির চেহারা জ্যোতির্ময় করুন, যে ব্যক্তি আমার কথা শুনে অবিকল সেভাবেই তা অন্যের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। কেননা বহুক্ষেত্রে যাকে পৌছানো হয়, সে ব্যক্তি শ্রোতা অপেক্ষা অধিক সংরক্ষণকারী বা জ্ঞানী হয়ে থাকে। –তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

٢١٧- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِتَّقُوا الْحَدِيْثَ عَنِّيْ إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَجَابِرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ: اِتَّقُوا الْحَدِيْثَ عَنِّيْ إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ

(২১৭) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আমার তরফ হতে হাদীস রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করবে– তবে যা তোমরা সুনিশ্চিত ভাবে জানো। কেননা যে ব্যক্তি আমার প্রতি জেনে শুনে মিথ্যারোপ করে, সে যেন তার ঠিকানা দোযখে বানিয়ে নেয়। –তিরমিযী

٢١٨- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَالَ فِي الْقُرْاٰنِ بِرَأْيِهٖ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ - وَفِيْ رِوَايَةٍ: مَنْ قَالَ فِي الْقُرْاٰنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّا- (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

(২১৮) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কুরআনে পাকে নিজের মতানুসারে কোন কথা বলবে, সে যেন তার ঠিকানা দোযখে বানিয়ে নেয়। বর্ণনান্তরে রয়েছে, যে ব্যক্তি কুরআনে পাকে নিশ্চিত ইলম ছাড়া কোন কথা বলবে সে যেন তার ঠিকানা দোযখে বানিয়ে নেয়। –তিরমিযী

٢١٩- وَعَنْ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَالَ فِي الْقُرْاٰنِ بِرَأْيِهٖ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

(২১৯) হযরত জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কুরআনে পাকের ব্যাখ্যায় নিজের মনগড়া কোন কথা বলবে (এবং ঘটনাক্রমে) তা যথার্থ হবে। নিশ্চয়ই সে ভুল করেছে। (কেননা সত্য উদঘাটনে সে ভুলপথ অবলম্বন করেছে)। –তিরমিযী, আবু দাউদ

٢٢٠- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْمِرَاءُ فِي الْقُرْاٰنِ كُفْرٌ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

(২২০) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, কুরআনে পাকের কোন বিষয় নিয়ে বাদ-বিতণ্ডা করা কুফরী। –আহমদ, আবু দাউদ

٢٢١ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَتَدَارَؤُوْنَ فِي الْقُرْاٰنِ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهٰذَا: ضَرَبُوْا كِتَابَ اللّٰهِ بَعْضَهٗ بِبَعْضٍ وَإِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللّٰهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهٗ بَعْضًا فَلَا تُكَذِّبُوْا بَعْضَهٗ بِبَعْضٍ فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُوْلُوْا وَمَا جَهِلْتُمْ فَكِلُوْهُ إِلٰى عَالِمِهٖ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ)

(২২১) হযরত আমর ইবনে শুআয়েব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে রেওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলে পাক (সা) একদল লোককে কুরআনে পাকের বিষয় নিয়ে বাদানুবাদ করতে শুনে বললেন, তোমাদের

পূর্ববর্তী লোকেরা এই কারণেই ধ্বংস হয়েছে। তারা আল্লাহ্র কিতাবের এক অংশকে অপর অংশ দ্বারা রহিত করার প্রয়াস পেয়েছিল। অথচ আল্লাহ্র কিতাব নাযিল হয়েছে তার এক অংশ অপরাংশের সত্যায়নকারী ও সাহায্যকারী হিসাবে; সুতরাং তোমরা এর এক অংশকে অপর অংশ দ্বারা অসত্য প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাবে না; বরং যতটুকু তোমরা জান শুধু তাই বলবে। আর যা তোমরা জান না তা আলিমের কাছে সোপর্দ করবে। -আহমদ, ইবনে মাজাহ

٢٢٢- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُنْزِلَ الْقُرْاٰنُ عَلٰى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ[১৯] لِكُلِّ اٰيَةٍ مِّنْهَا ظَهْرٌ وَبَطْنٌ وَلِكُلِّ حَدٍّ مُّطَّلَعٌ ـ (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

(২২২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, কুরআনে পাক সাত হরফসহ নাযিল হয়েছে। তার প্রত্যেক আয়াতের একটি বাহ্যিক এবং একটি আভ্যন্তরীণ দিক আছে। আর প্রত্যেক দিকেরই একটি সীমা আছে এবং প্রত্যেক সীমারই একটি জানবার স্থান আছে। -শারহুস সুন্নাহ

٢٢٣- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ: اٰيَةٌ مُّحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ وَمَا كَانَ سِوٰى ذٰلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ ـ (رَوَاهُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

(২২৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, ইলম তিন প্রকার। অর্থাৎ তিন প্রকারের ইলমই সত্যিকার ইলম। যেমন আয়াতে মুহকামের ইলম, সুন্নতে কায়েমার ইলম এবং ফরিজায়ে আদেলার ইলম। এছাড়া বাকী সমস্ত অতিরিক্ত। -আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

٢٢٤- وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَقُصُّ إِلَّا أَمِيْرٌ أَوْ مَأْمُوْرٌ أَوْ مُخْتَالٌ ـ (رَوَاهُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ وَفِيْ رِوَايَتِهٖ أَوْ مُرَاءٍ بَدَلَ أَوْ مُخْتَالٍ)

(২২৪) হযরত আওফ ইবনে মালেক আশজাঈ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, খোদ আমীর কিংবা তার তরফ হতে নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা কোন অহংকারী ছাড়া আর কেউ বক্তৃতা ভাষণ দান করে না। -আবু দাউদ

---

১৯. (১) আল্লামা ইবনে হিব্বানের মতে سَبْعَةِ أَحْرُفٍ দ্বারা সাত ধরনের বিধান তথা ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মোস্তাহাব, হালাল, হারাম, মাকরূহ ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে।

(২) এর দ্বারা সাতটি قراءة متواتره উদ্দেশ্য।

٢٢٥- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اَفْتٰى بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ اِثْمُهٗ عَلٰى مَنْ اَفْتَاهُ وَمَنْ اَشَارَ عَلٰى اَخِيْهِ بِاَمْرٍ يَعْلَمُ اَنَّ الرُّشْدَ فِىْ غَيْرِهٖ فَقَدْ خَانَهٗ ـ (رَوَاهُ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

(২২৫) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তিকে ইলম ছাড়া ফতোয়া দেয়া হয়েছে (এবং সে তদনুযায়ী কাজ করেছে) এর গুনাহ যে তাকে ফতোয়া দিয়েছে তার উপরই প্রযুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি তার ভাইকে এমন পরামর্শ দিয়েছে যে সম্পর্কে সে জানে যে, সঠিক বিষয় অন্যটি। সে নিশ্চয়ই তার ভ্রাতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। –আবু দাউদ

٢٢٦- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْاُغْلُوْطَاتِ ـ (رَوَاهُ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

(২২৬) হযরত মুআবিয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারক কথা বলতে বারণ করেছেন। –আবু দাউদ

٢٢٧- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالْقُرْاٰنَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَاِنِّىْ مَقْبُوْضٌ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

(২২৭) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমরা ফারায়েজ ও কুরআন শিখে নাও আর মানুষকে শিক্ষা দিতে থাক। কেননা আমাকে তুলে নেয়া হবে। –তিরমিযী

٢٢٨- وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَخَصَ بِبَصَرِهٖ اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ: هٰذَا اَوَانٌ يُخْتَلَسُ فِيْهِ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتّٰى لَا يَقْدِرُوْا مِنْهُ عَلٰى شَىْءٍ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

(২২৮) হযরত আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ছিলাম। তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, এটা এমন এক সময়, যখন ইলম মানুষের থেকে ছোঁ মেরে তুলে নেয়া হবে। এমনকি তারা ইলমের এতটুকু অংশও রাখতে পারবে না।

٢٢٩- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ رِوَايَةً: يُوْشِكُ اَنْ يَّضْرِبَ النَّاسُ اَكْبَادَ الْاِبِلِ يَطْلُبُوْنَ الْعِلْمَ فَلَا يَجِدُوْنَ اَحَدًا اَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِيْنَةِ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ فِىْ جَامِعِهٖ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: اِنَّهٗ مَالِكُ بْنُ

أَنَسٍ وَمِثْلُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسٰى: وَسَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ اَنَّهُ قَالَ: هُوَ الْعُمَرِيُّ الزَّاهِدُ وَاسْمُهُ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدَ اللهِ

(২২৯) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, এমন সময় প্রায় নিকটবর্তী, যখন মানুষ ইলমের অনুসন্ধানে দুনিয়ায় ঘুরে বেড়াবে, কিন্তু কোন স্থানে মদীনার আলিমদের তুলনায় বিজ্ঞ আলিমের সন্ধান পাওয়া যাবে না। ইমাম তিরমিযী (রহ) তাঁর জামে তিরমিযীতে বর্ণনা করেন, ইমাম মালেকের শিষ্য সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেছেন– মদীনার সে আলিম হযরত ইমাম মালেক ইবনে আনাস (রহ) এরূপ অভিমত প্রসিদ্ধ ইমামুল হাদীস আবদুর রাজ্জাক (রহ) হতেও বর্ণিত আছে। তবে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার শিষ্য ইসহাক ইবনে মূসা বলেছেন, আমি হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়ইনাকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, তিনি হলেন উমরী আয-যাহেদ। তাঁর প্রকৃত নাম আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ (রা)

٢٣٠- وَعَنْهُ فِيْمَا اَعْلَمُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُّجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا ـ (رَوَاهُ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

(২৩০) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এই কথা জেনেছি যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ পাক এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর পরে এমন ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন, যিনি তাদের দীনের সংস্কার করবেন। –আবু দাউদ

٢٣١- وَعَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعُذْرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَحْمِلُ هٰذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُهُ يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَأْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ ـ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

(২৩১) (তাবেয়ী) হযরত ইব্রাহীম ইবনে আব্দুর রহমান উযরী (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক পরবর্তী দলের উত্তম লোকগণই এই ইলমকে গ্রহণ করবে। যারা এটা হতে সীমা লঙ্ঘনকারীদের রদবদল, বাতিল লোকদের মিথ্যারোপ এবং অজ্ঞ-মূর্খদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দূর করবেন। –বায়হাকী

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٣٢- عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الْاِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّيْنَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ ـ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

(২৩২) হযরত হাসান বসরী (রহ) হতে মুরসাল হিসাবে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যার মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে এমন অবস্থায় যখন সে ইসলামকে জীবিত করার লক্ষ্যে ইলম হাসিলে লিপ্ত আছে। বেহেশতে তার এবং নবীদের মধ্যে মাত্র একটি স্তরের ব্যবধান থাকবে। –দারেমী

٢٣٣- وَعَنْهُ مُرْسَلًا قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَحَدُهُمَا كَانَ عَالِمًا يُصَلِّي الْمَكْتُوْبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَالْآخِرُ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَضْلُ هٰذَا الْعَالِمِ الَّذِيْ يُصَلِّي الْمَكْتُوْبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْعَابِدِ الَّذِيْ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ كَفَضْلِيْ عَلَى أَدْنَاكُمْ۔ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

(২৩৩) হযরত হাসান বসরী (রহ) হতে মুরসালরূপে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বনী ইস্রাঈলের দু'জন লোক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। এদের একজন ছিলেন আলিম। যিনি ফরজ নামায পড়ে বসতেন। তারপর মানুষকে ইলম শিক্ষা দিতেন। অপর ব্যক্তি সর্বদা রোযা রাখতেন এবং সারারাত নামায পড়তেন। এদের মধ্যে উত্তম কে? এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যে আবেদ সারাদিন রোযা রাখে আর সারারাত নামায পড়ে, তার তুলনায় সেই আলিমের ফজীলত যে ফরয নামায পড়ে বসে, তারপর লোকদেরকে ইলম শিক্ষা দেয় এইরূপ বেশী, যেমন আমার ফজীলত তোমাদের কোন এক সাধারণ ব্যক্তির উপর। –দারেমী

٢٣٤- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعْمَ الرَّجُلُ الْفَقِيْهُ فِي الدِّيْنِ إِنِ احْتِيْجَ إِلَيْهِ نَفَعَ وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ أَغْنَى نَفْسَهُ۔ (رَوَاهُ رَزِيْنٌ)

(২৩৪) হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, দীনের আলিম কত উত্তম লোক, যদি তার প্রতি মানুষ মুখাপেক্ষী হয় তাহলে সে তাদের উপকার করে। আর যদি তার প্রতি লোকের কোন প্রয়োজন না থাকে, তখন সে নিজেকে যথাস্থানে সুস্থির রাখে। –রাযীন

٢٣٥- وَعَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَا تُمِلَّ النَّاسَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ وَلَا أُلْفِيَنَّكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِيْ حَدِيْثٍ مِنْ حَدِيْثِهِمْ فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيْثَهُمْ فَتُمِلُّهُمْ وَلٰكِنْ أَنْصِتْ فَإِذَا أَمَرُوْكَ فَحَدِّثْهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُوْنَهُ وَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ فَإِنِّيْ عَهِدْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ لَا يَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ۔ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(২৩৫) হযরত ইকরিমাহ (রহ) হতে বর্ণিত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, প্রত্যেক শুক্রবারে একবার মানুষের মাঝে ওয়াজ নছীহত করবে। এটা অস্বীকার করলে দুইবার করবে। আর এটা হতেও বেশী করতে চাইলে তিনবার করবে। এই কুরআনকে মানুষের নিকট বিরক্তিকর করে তুলবে না। আর

আমি যেন কখনও এরূপ না দেখি যে, লোকগণ যখন নিজেদের কোন বিষয় নিয়ে আলোচনায় লিপ্ত রয়েছে। আর সেই সময় তুমি তাদের মাঝে গিয়ে ওয়াজ নছীহত শুরু করে দিয়েছ আর তাদের আলোচনায় ব্যাঘাত ঘটিয়ে তাদের মধ্যে বিরক্তির সৃষ্টি করেছ; বরং ঐরূপ অবস্থায় তুমি নীরব থাকবে। যখন তারা তোমাকে ওয়াজ নছীহত করতে বলবে তখনই তুমি তা শুরু করবে এবং তাতে রত থাকবে যতক্ষণ তারা তোমার ওয়াজ শুনতে আগ্রহ করবে। কবিতার ছন্দে দুয়া প্রার্থনা পরিত্যাগ করবে এবং ঐরূপ অভ্যাস হতে বিরত থাকবে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণকে দেখেছি, তারা কখনও এরূপ করতেন না। –বুখারী

٢٣٦- وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فَاَدْرَكَهُ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِّنَ الْاَجْرِ فَاِنْ لَّمْ يُدْرِكْهُ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِّنَ الْاَجْرِ ـ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

(২৩৬) হযরত ওয়াছেলাহ ইবনে আসকা' (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ইলম তলব করে তা হাছিলে সক্ষম হয়েছে। তার জন্য দ্বিগুণ বিনিময় রয়েছে। –দারেমী

٢٣٧- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهٖ وَحَسَنَاتِهٖ بَعْدَ مَوْتِهٖ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ اَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ اَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيْلِ بَنَاهُ اَوْ نَهْرًا اَجْرَاهُ اَوْ صَدَقَةً اَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهٖ فِيْ صِحَّتِهٖ وَحَيَاتِهٖ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدَ مَوْتِهٖ ـ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

(২৩৭) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, মু'মিনের মৃত্যুর পরেও তাঁর আমল ও সৎকাজসমূহের মধ্যে যার ছওয়াব তার নিকট সর্বদা পৌঁছতে থাকবে। তা হল ঃ (১) যে ইলম সে শিক্ষা করেছে, অতঃপর তা বিস্তার করেছে। অথবা (২) তার দুনিয়ায় রেখে যাওয়া নেককার সন্তান। অথবা (৩) মীরাছরূপে রেখে যাওয়া কুরআন। অথবা (৪) নির্মাণকৃত মসজিদ অথবা (৫) পথিক মুসাফিরদের জন্য তৈয়ারকৃত মুসাফিরখানা অথবা (৬) খননকৃত খাল, কূপ, তালাব প্রভৃতি অথবা (৭) সুস্থ ও জীবিত অবস্থায় দান-খয়রাত করার জন্য আলাদা করে রেখে যাওয়া ধন-দৌলত। (এগুলোর ছওয়াব) তার মৃত্যুর পরও তার নিকট পৌছে থাকে। – ইবনে মাজাহ, বায়হাকী

٢٣٨- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اَوْحٰى اِلَيَّ اَنَّهُ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ سَهَّلْتُ لَهُ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ وَمَنْ سَلَبْتُ كَرِيْمَتَيْهِ اَثَبْتُهُ عَلَيْهِمَا الْجَنَّةَ وَفَضْلٌ فِيْ عِلْمٍ خَيْرٌ مِّنْ فَضْلٍ فِيْ عِبَادَةٍ وَمِلَاكُ الدِّيْنِ الْوَرَعُ ـ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

(২৩৮) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ পাক আমার নিকট ওহী প্রেরণ করেছেন, যে ব্যক্তি ইলম হাসিলের জন্য কোন পথে চলবে, তাঁর জন্য আমি বেহেশতের পথ সহজ করে দিব এবং যার দুই চক্ষু আমি নিয়ে গিয়েছি তাকে তার বদলে আমি বেহেশত দান করব। ইবাদাত অধিক করার তুলনায় অধিক ইলম হাসিল করা উত্তম। দীনের আসল বস্তু হল পরহেযগারী তথা সংশয় সন্দেহের বস্তু হতে বেঁচে থাকা। –বায়হাকী, শুআবুল ঈমান

٢٣٩- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِّنْ إِحْيَائِهَا۔ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

(২৩৯) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, রাত্রের কিছু সময় ইলমের চর্চা করা ইবাদাতে সারারাত্রি কাটিয়ে দেয়া হতে উত্তম। –দারেমী

٢٤٠- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِيْ مَسْجِدِهٖ فَقَالَ: كِلَاهُمَا عَلَى خَيْرٍ وَاَحَدُهُمَا اَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهٖ اَمَّا هٰؤُلَاءِ فَيَدْعُوْنَ اللهَ وَيَرْغَبُوْنَ اِلَيْهِ فَاِنْ شَاءَ اَعْطَاهُمْ وَاِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ وَاَمَّا هٰؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُوْنَ الْفِقْهَ اَوِ الْعِلْمَ وَيُعَلِّمُوْنَ الْجَاهِلَ فَهُمْ اَفْضَلُ وَاِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِمْ ۔(رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

(২৪০) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর মসজিদে সাহাবীগণের দুইটি মজলিসের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। (একটি মজলিসে দোয়া করা হচ্ছিল। আর অপর মজলিসে ইলমের আলোচনা চলছিল।) তখন তিনি বললেন, দুইটি মজলিসেই ভাল কাজ চলছে। তবে এর একটি অন্যটির তুলনায় উত্তম। অবশ্য এরা আল্লাহ্কে ডাকছে এবং আল্লাহ্র প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করছে। আল্লাহ্ পাক তাদের আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছা করলে পূর্ণ করতে পারেন, ইচ্ছা করলে অপূর্ণও রাখতে পারেন; আর এরা যে ইলম শিক্ষা করছে এবং অশিক্ষিতদেরকে শিক্ষাদান করছে এরাই উত্তম। আর আমিই তো শিক্ষাদানকারীরূপে প্রেরিত হয়েছি। এই কথা বলে তিনি এই দলটির মাঝেই বসে গেলেন। –দারেমী

٢٤١- وَعَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا حَدُّ الْعِلْمِ الَّذِىْ اِذَا بَلَغَهُ الرَّجُلُ كَانَ فَقِيْهًا؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَفِظَ عَلَى اُمَّتِىْ اَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا فِىْ اَمْرِ دِيْنِهَا بَعَثَهُ اللهُ فَقِيْهًا وَكُنْتُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيْدًا۔

(২৪১) হযরত আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হল এবং বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইলমের কোন স্তর পর্যন্ত পৌঁছলে এক ব্যক্তি ফকীহ আলিম হতে পারে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের জন্য তাদের দ্বীনের বিষয়ে চল্লিশটি হাদীস হিফ্জ (মুখস্থ) করবে রোজ কিয়ামতে আল্লাহ্ তাকে ফকীহ আলিমরূপে উঠাবেন। আর আমি রোজ কিয়ামতে তার জন্য সাক্ষী ও শাফায়াতকারী হব।

٢٤٢- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ تَدْرُوْنَ مَنْ اَجْوَدُ جُوْدًا؟ قَالُوْا: اَللهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ: اَللهُ تَعَالٰى اَجْوَدُ جُوْدًا ثُمَّ اَنَا اَجْوَدُ بَنِىْ اٰدَمَ وَاَجْوَدُهُمْ مِنْ بَعْدِىْ رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهٗ يَأْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَمِيْرًا وَحْدَهٗ اَوْ قَالَ اُمَّةً وَاحِدَةً۔

(২৪২) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, দান-খয়রাতের দিক হতে সর্বাপেক্ষা বড় দাতা কে তোমরা বলতে পার কি? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই তা সম্যক অবগত। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, দানের দিক দিয়ে আল্লাহ্ পাকই হলেন সর্বাপেক্ষা বড় (দানশীল), তারপর আদম সন্তানদের মধ্যে আমিই সর্বাপেক্ষা বড় দানশীল। আমার পর বড় দানশীল হল সেই ব্যক্তি, যে ইলম শিক্ষা করবে এবং তা ছড়িয়ে দিবে। রোজ কিয়ামতে সে একাই একজন আমীর অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) একটি উম্মতরূপে উত্থিত হবে।

٢٤٣- وَعَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْهُوْمَانِ لَا يَشْبَعَانِ: مَنْهُوْمٌ فِى الْعِلْمِ لَا يَشْبَعُ مِنْهُ وَمَنْهُوْمٌ فِى الدُّنْيَا لَا يَشْبَعُ مِنْهَا رَوَى الْبَيْهَقِىُّ الْاَحَادِيْثَ الثَّلَاثَةَ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ وَقَالَ: قَالَ الْاِمَامُ اَحْمَدُ فِىْ حَدِيْثِ اَبِى الدَّرْدَاءِ: هٰذَا مَتْنٌ مَشْهُوْرٌ فِيْمَا بَيْنَ النَّاسِ وَلَيْسَ لَهٗ اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ

(২৪৩) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, দুই পিপাসার্ত ব্যক্তি পরিতৃপ্ত হয় না। (১) ইলমের জন্য পিপাসার্ত। সে তা থেকে কখনও পরিতৃপ্ত হয় না। আর (২) দুনিয়ার জন্য পিপাসার্ত। সেও কখনও দুনিয়া লাভের ক্ষেত্রে পরিতৃপ্ত হয় না।

—উপর্যুক্ত তিনটি হাদীসই বায়হাকী শুআবুল ঈমান-এ উল্লেখ করেছেন।

٢٤٤- عَنْ عَوْنٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَنْهُوْمَانِ لَا يَشْبَعَانِ صَاحِبُ الْعِلْمِ وَصَاحِبُ الدُّنْيَا وَلَا يَسْتَوِيَانِ اَمَّا صَاحِبُ الْعِلْمِ فَيَزْدَادُ رِضًى لِلرَّحْمٰنِ وَاَمَّا صَاحِبُ الدُّنْيَا فَيَتَمَادٰى فِى الطُّغْيَانِ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى قَالَ وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا۔ (رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ)

(২৪৪) হযরত আওন (রহ) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, দুই পিপাসার্ত ব্যক্তি পরিতৃপ্ত হয় না। একজন আলিম এবং অন্যজন দুনিয়াদার। তবে এই দুই ব্যক্তি একইরূপ নয়। আলিম যে, তার প্রতি তো আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর দুনিয়াদার যে, সে আল্লাহ্র অবাধ্যতার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। এরপর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) দুনিয়াদারের ব্যাপারে কুরআনে পাকের একটি আয়াত পাঠ করলেন : اِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا কখনও না, মানুষ তো সীমালঙ্ঘন করেই থাকে। কারণ সে নিজকে অভাবমুক্ত মনে করে। রাবী আওন (রহ) বলেন, এবং অপর ব্যক্তি সম্পর্কে তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন : "আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে আলিমগণই কেবল আল্লাহ্কে ভয় করে।" —দারেমী

٢٤٥- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم قَالَ اِنَّ اُنَاسًا مِنْ اُمَّتِيْ سَيَتَفَقَّهُوْنَ فِي الدِّيْنِ وَيَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ يَقُوْلُوْنَ نَأْتِي الْاُمَرَآءَ فَنُصِيْبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِيْنِنَا وَلَا يَكُوْنُ ذٰلِكَ كَمَا لَا يُجْتَنٰى مِنَ الْقَتَادِ اِلَّا الشَّوْكُ كَذٰلِكَ لَا يُجْتَنٰى مِنْ قُرْبِهِمْ اِلَّا - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: كَاَنَّهُ يَعْنِيْ- الْخَطَايَا .(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

(২৪৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, সেই সময় খুব দূরে নয়, যখন আমার উম্মতের কিছু লোক দীনের জ্ঞান লাভ এবং কুরআন শিক্ষা করবে। তারা বলবে যে, আমরা আমীর উমারাদের নিকট গিয়ে তাদের দুনিয়ার কিছু অংশ গ্রহণ করি। আবার আমাদের দীন নিয়ে তাদের নিকট হতে সরে পড়ব। কিন্তু তা কখনও সম্ভব নয়। যেমন কাটাওয়ালা কাতাদ বৃক্ষ। তা হতে যেমন কাটা ছাড়া কোন ফল আহরণ করা যায় না, তেমনই ঐ শ্রেণীর লোকদের নিকট হতেও কোন ফল লাভ করা যায় না। পরবর্তী বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবনে সাব্বাহ (রহ) বলেছেন, কিন্তু শব্দটি দ্বারা মনে হয় রাসূলুল্লাহ (সা) গুনাহ্র প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। (অর্থাৎ আমীর উমারাদের সান্নিধ্য দ্বারা গুনাহ ছাড়া আর কিছু লাভ হবে না)। –ইবনে মাজাহ

٢٤٦- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوا الْعِلْمَ وَوَضَعُوْهُ عِنْدَ اَهْلِهٖ لَسَادُوْا بِهٖ اَهْلَ زَمَانِهِمْ وَلٰكِنَّهُمْ بَذَلُوْهُ لِاَهْلِ الدُّنْيَا لِيَنَالُوْا بِهٖ مِنْ دُنْيَاهُمْ فَهَانُوْا عَلَيْهِمْ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ جَعَلَ الْهُمُوْمَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ اٰخِرَتِهٖ كَفَاهُ اللهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُوْمُ فِيْ اَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللهُ فِيْ اَيِّ اَوْدِيَتِهَا هَلَكَ .رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهٖ: مَنْ جَعَلَ الْهُمُوْمَ اِلٰى اٰخِرِهٖ

(২৪৬) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আলিমগণ ইলমের মর্যাদা রক্ষা করলে এবং যোগ্য লোকদের হাতে তা সোপর্দ করলে নিশ্চয়ই তাঁরা তাদ্বারা নিজেদের যমানার লোকদের নেতৃত্ব দিতে পারবে; কিন্তু তারা তা দুনিয়াবী লোকদেরকে বিতরণ করেছেন। এই উদ্দেশ্যে যে, তাদের নিকট হতে কিছু পার্থিব স্বার্থ অর্জন করতে পারেন। যে কারণে তারা দুনিয়াবী লোকদের নিকট মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছেন। আমি তোমাদের নবী করীম (সা)-কে এইরূপ বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তাঁর সকল চিন্তাকে এক চিন্তায় অর্থাৎ আখেরাতের চিন্তায় পরিণত করবে তাঁর পার্থিব চিন্তার জন্য আল্লাহ্ পাকই যথেষ্ট হবেন। পক্ষান্তরে যাকে পার্থিব চিন্তাসমূহ নানাদিকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে তার প্রতি আল্লাহ্ পাক কোন লক্ষ্যই করবেন না। সে দুনিয়ার যে কোন স্থানে ধ্বংস হয়ে যাক না কেন? –ইবনে মাজাহ

٢٤٧- وَعَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اٰفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ وَاِضَاعَتُهٗ اَنْ تُحَدِّثَ بِهٖ غَيْرَ اَهْلِهٖ.(رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ مُرْسَلًا)

(২৪৭) হযরত আ'মাশ (রহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, ইলমের জন্য (একটি) আপদ হলো ভুলে যাওয়া। আর ইলমকে নষ্ট করা হল তা অযোগ্য ব্যক্তিকে বলা। –দারেমী মুরসালরূপে

٢٤٨- وَعَنْ سُفْيَانَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لِكَعْبٍ: مَنْ اَرْبَابُ الْعِلْمِ؟ قَالَ: الَّذِيْ يَعْمَلُوْنَ بِمَا يَعْلَمُوْنَ قَالَ: فَمَا اَخْرَجَ الْعِلْمَ مِنْ قُلُوْبِ الْعُلَمَاءِ؟ قَالَ الطَّمَعُ.. (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

(২৪৮) হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) একদা কা'ব আহবারকে জিজ্ঞেস করলেন, (খাঁটি) আলিম কারা? তিনি বললেন, যারা ইলম অনুযায়ী আমল করেন, তারা। হযরত উমর (রা) আবার জিজ্ঞেস করলেন, আলিমদের অন্তর হতে ইলমকে বের করে দেয় কোন বস্তু? তিনি বললেন, (ধন-সম্পদ ও মান-সম্মানের) লালসা। –দারেমী

٢٤٩ - وَعَنِ الْاَحْوَصِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّرِّ فَقَالَ: لَا تَسْأَلُوْنِيْ عَنِ الشَّرِّ وَسَلُوْنِيْ عَنِ الْخَيْرِ يَقُوْلُهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: اَلَا اِنَّ شَرَّ الشَّرِّ شِرَارُ الْعُلَمَاءِ وَاِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعلمَاءِ-(رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

(২৪৯) হযরত আহওয়াস ইবনে হাকীম তাঁর পিতা হতে রেওয়ায়াত করেছেন, তিনি (তাঁর পিতা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, সর্বাপেক্ষা. মন্দলোক কে? তিনি বললেন, আমাকে খারাপ (লোক) সম্পর্কে জিজ্ঞেস না করে বরং উত্তম (লোক) সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। এই কথা তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন, জেনে রাখ, সর্বাপেক্ষা মন্দলোক হল আলিমদের মধ্যে যারা সর্বাপেক্ষা মন্দ। আর সর্বাপেক্ষা উত্তম লোক হলো আলিমদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম। –দারেমী

٢٥٠- وَعَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: اِنَّ مِنْ اَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَالِمٌ لَا يَنْتَفِعُ بِعِلْمِهِ -(رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

(২৫০) হযরত আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রোজ কিয়ামতে মর্যাদার ক্ষেত্রে আল্লাহ্র নিকট সর্বাপেক্ষা মন্দ ব্যক্তি সে-ই হবে, যে তার ইলম দ্বারা কোন উপকার লাভ করেনি। –দারেমী

٢٥١- وَعَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِيْ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الْاِسْلَامَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا قَالَ: يَهْدِمُهٗ زَلَّةُ الْعَالِمِ وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ وَحُكْمُ الْاَئِمَّةِ الْمُضِلِّيْنَ -(رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

(২৫১) হযরত যিয়াদ ইবনে হুদাইর (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত উমর (রা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বলতে পার কোন বস্তু ইসলাম ধ্বংস করবে? যিয়াদ বলেন, আমি বললাম, না। তখন তিনি বললেন, আলিমদের পদস্খলন, মুনাফিকদের আল্লাহ্র কিতাব নিয়ে বাগ-বিতণ্ডায় লিপ্ত হওয়া এবং পথভ্রষ্ট রাষ্ট্রপতিদের দেশ শাসনই ইসলামকে ধ্বংস করবে। –দারেমী

٢٥٢- وَعَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الْعِلْمُ عِلْمَانِ فَعِلْمٌ فِي الْقَلْبِ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَاكَ حُجَّةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ابْنِ آدَمَ - (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

(২৫২) হযরত হাসান বসরী (রহ) বলেন, ইলম দুই প্রকার। এক প্রকার হল অন্তরে। তাই কল্যাণকর ইলম। আর এক প্রকার ইলম হলো মুখে। যা মানুষের বিপক্ষে আল্লাহ্‌র পক্ষে দলীল। –দারেমী

٢٥٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَاءَيْنِ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ فِيْكُمْ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هٰذَا الْبُلْعُوْمُ يَعْنِيْ مَجْرَى الطَّعَامِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(২৫৩) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হতে দু'টি পাত্র (বাটি) ইলম আমি হিফ্‌জ (মুখস্থ) করেছি। তার মধ্যকার একপাত্র তোমাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছি; কিন্তু অপর পাত্রের ইলম যদি আমি প্রচার করি, তা হলে আমার এই গলদেশ কর্তিত হবে। (অর্থাৎ আমাকে হত্যা করা হবে) –বুখারী

٢٥٤- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَّقُوْلَ لِمَا لَا تَعْلَمُ اللهُ أَعْلَمُ قَالَ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهٖ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(২৫৪) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হে লোকগণ! তোমাদের মধ্যে যার যা জানা আছে সে যেন তা বলে, আর যার জানা নাই সে যেন বলে, (আমি জানি না) আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন। কারণ যে জানে না তার জন্য 'আল্লাহই ভালো জানেন' বলাই তার জ্ঞানের পরিচয়। আল্লাহ্ পাক তার নবীকে বলেছেন, قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ 'আপনি বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোন মজুরি চাই না। আর আমি তাকাল্লুফকারী (অর্থাৎ না জানা ব্যাপারে বানিয়ে বলা) দের অন্তর্ভুক্ত নই।' –বুখারী, মুসলিম

٢٥٥- وَعَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: إِنَّ هٰذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(২৫৫) হযরত ইবনে সিরীন (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় এই (কুরআন ও হাদীসের) ইলম হল দীন (অর্থাৎ দীনের বুনিয়াদ); সুতরাং লক্ষ্য রাখবে যে, তোমরা কার নিকট হতে তোমাদের দীন গ্রহণ করছ? –মুসলিম

٢٥٦- وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ اسْتَقِيْمُوْا فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيْدًا وَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِيْنًا وَشِمَالًا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيْدًا - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(২৫৬) হযরত হোযায়ফাহ ইবনে ইয়ামান (রা) (আপন যুগের সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে) বলেন, হে কুরআনে পাকের আলিমগণ! তোমরা সোজা-সরল পথে মজবুতভাবে চল। কেননা অগ্রযুগে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে পরবর্তীদের তুলনায়) তোমরা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছ। পক্ষান্তরে তোমরা ডান বামের পথ অবলম্বন করলে (আবার) গোমরাহীর দিকেও অনেক দূর এগিয়ে যাবে। −বুখারী

٢٥٧- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ جُبِّ الْحَزَنِ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا جُبُّ الْحَزَنِ؟ قَالَ: وَادٍ فِيْ جَهَنَّمَ تَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ اَرْبَعَمِائَةِ مَرَّةٍ. قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَنْ يَّدْخُلُهَا قَالَ: اَلْقُرَّاءُ الْمُرَاءُوْنَ بِاَعْمَالِهِمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَكَذَا اِبْنُ مَاجَةَ وَزَادَ فِيْهِ: وَاِنَّ مِنْ اَبْغَضِ الْقُرَّاءِ اِلَى اللهِ تَعَالَى الَّذِيْنَ يَزُوْرُوْنَ الْاُمَرَاءَ. قَالَ الْمُحَارِبِيُّ يَعْنِيْ الْجَوَرَةَ

(২৫৭) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করলেন, তোমরা 'জুব্বুল হুযন' হতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাও। সাহাবীগণ আরজ করলেন 'জুব্বুল হুযন' কি ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, তা দোযখের একটি গুহা, যা হতে খোদ দোযখও দৈনিক চারশবার আল্লাহ্‌র দরবারে আশ্রয় চায়। সাহাবীগণ আবার আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাতে যাবে কারা? তিনি বললেন, যে সকল কুরআন পাঠক মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে তা পাঠ করে থাকে। −তিরমিযী

ইবনে মাজাহও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তার রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত আছে যে, আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত কুরআন পাঠক সে যে শাসকদের সান্নিধ্যে যায়। আল-মুহারিবী (রহ) বলেন, অর্থাৎ অত্যাচারী শাসক।

٢٥٨- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُوْشِكُ اَنْ يَّاْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْاِسْلَامِ اِلَّا اسْمُهٗ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْاٰنِ اِلَّا رَسْمُهٗ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدٰى عُلَمَاؤُهُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ اَدِيْمِ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيْهِمْ تَعُوْدُ.

(رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

(২৫৮) হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, অচিরেই মানুষের জন্য এমন এক যুগ আসবে, যখন ইসলামের নাম ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। কুরআন পাকেরও অক্ষর ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তাদের মসজিদগুলি আবাদ থাকবে। অথচ তা হবে হেদায়াতশূন্য। তাদের আলিমরা হবে আসমানের নীচের সবচেয়ে খারাপ লোক। তাদের দ্বারাই ফেৎনা প্রকাশ পাবে। তারপর সেই ফেৎনা তাদের উপরই পতিত হবে। −বায়হাকী, শোআবুল ঈমান

٢٥٩- وَعَنْ زِيَادِ بْنِ لَبِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَقَالَ: ذَاكَ عِنْدَ اَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ وَنُقْرِئُهٗ اَبْنَائَنَا

وَيَقْرِئُهُ اَبْنَائُنَا اَبْنَاءَهُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ: ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ زِيَادُ اِنْ كُنْتُ لَاُرَاكَ مِنْ اَفْقَهِ رَجُلٍ بِالْمَدِيْنَةِ اَوَلَيْسَ هٰذِهِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى يَقْرَءُوْنَ التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ لَا يَعْمَلُوْنَ بِشَيْءٍ مِّمَّا فِيْهِمَا۔ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ نَحْوَهُ وَكَذَا الدَّارِمِيُّ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ)

(২৫৯) হযরত যিয়াদ ইবনে লাবীদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) একটি বিষয়ের কথা বললেন। তিনি বললেন, এটা ইলম উঠে যাওয়ার সময়েই ঘটবে। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইলম কিভাবে উঠে যাবে? অথচ আমরা নিজেরা কুরআন শিখছি এবং আমাদের সন্তান সন্ততিদেরকেও শিখাচ্ছি। তারপর আমাদের সন্তান-সন্ততিরা কিয়ামত পর্যন্ত (একইভাবে) তাদের সন্তানদেরকেও শিখাতে থাকবে। তখন তিনি বললেন, যিয়াদ, তোমার মাতা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক! তোমাকে তো এতদিন আমি মদীনার একজন যথেষ্ট জ্ঞানী লোক বলেই মনে করতাম। এই ইয়াহুদী নাছারারাও কি তাওরাত ও ইঞ্জিল পাঠ করছে না? কিন্তু তার বিষয়-বস্তুসমূহের উপর তারা আমল করছে না। –আহমদ, ইবনে মাজাহ

٢٦٠- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ فَاِنِّيْ امْرُؤٌ مَقْبُوْضٌ وَالْعِلْمُ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتّٰى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِيْ فَرِيْضَةٍ لَا يَجِدَانِ اَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا۔ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

(২৬০) হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন, তোমরা ইলম শিখ এবং তা মানুষকে শিখাতে থাক। তোমরা ফরায়েজ শিক্ষা কর এবং মানুষকে তা শিক্ষা দিতে থাক। তোমরা কুরআন শিখ এবং মানুষকে তা শিক্ষা দাও। কেননা আমি এরূপ এক ব্যক্তি, যাকে তুলে নেয়া হবে এবং ইলমকে শীঘ্রই তুলে নেয়া হবে এবং ফেৎনা ও দুর্যোগ দেখা দিবে। এমনকি ফরজ নিয়ে দুই ব্যক্তি পরস্পরে মতবিরোধ করবে। অথচ এমন কোন লোক তারা পাবে না, যে তাদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করে দিবে। –দারেমী, দারা কুতনী

٢٦١- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَثَلُ عِلْمٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ كَمَثَلِ كَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ۔ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

(২৬১) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ইলম দ্বারা কারো কোন উপকার হয় না তা এমন এক ধন-ভাণ্ডার সদৃশ, যা হতে আল্লাহ্‌র পথে কিছু ব্যয় করা হয় না। –দারেমী

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

অধ্যায় : পাক-পবিত্রতা

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٦٢- عَنْ اَبِىْ مَالِكِ الْاَشْعَرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَاٰنِ - اَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُوْرٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا اَوْ مُوْبِقُهَا- (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

وَفِىْ رِوَايَةٍ: لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ تَمْلَاٰنِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ. لَمْ اَجِدْ هٰذِهِ الرِّوَايَةَ فِى الصَّحِيحَيْنِ وَلَا فِىْ كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ وَلَا فِى الْجَامِعِ وَلٰكِنْ ذَكَرَهَا الدَّارِمِىُّ بَدَلَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ.

(২৬২) হযরত আবু মালেক আশআরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, পাক পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। "আলহামদুলিল্লাহ" শব্দটি পাল্লা পূর্ণ করে এবং "সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি" কালাম দু'টি (পুণ্যে) অথবা "আসমানসমূহ এবং যমিনের মধ্যকার সকল কিছু পূর্ণ করে দেয়। নামায হল আলো,.দান হল দলীল। ধৈর্য হল জ্যোতি। কুরআন হল তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ। প্রত্যেক মানুষ সকালে উঠে নিজ আত্মার ক্রয়-বিক্রয় করে। হয়তো তাকে মুক্ত করে, নতুবা তাকে ধ্বংস করে। –মুসলিম

٢٦٣- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ " قَالُوا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: اِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطٰى اِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ وَفِىْ حَدِيْثِ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ فَذٰلِكَ الرِّبَاطُ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ- رَدَّدَ مَرَّتَيْنِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِىْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِىِّ ثَلٰثًا

(২৬৩) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করলেন, আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব না যে, আল্লাহ্ পাক কিসের দ্বারা গুনাহ মোচন করে দেন এবং কিসের দ্বারা মর্যাদা বাড়িয়ে দেন? তারা বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, কষ্ট সত্ত্বেও পূর্ণভাবে অজুর পানি ঢেলে দেয়া, মসজিদের দিকে বেশী বেশী যাওয়া এবং এক নামায সম্পন্ন করার পর অপর নামাযের

অপেক্ষায় থাকা। আর একেই বলে প্রস্তুতি; কিন্তু মালেক ইবনে আনাস (রা)-এর রেওয়ায়াতে আছে, এটাই প্রস্তুতি, এটাই প্রস্তুতি-দু'বার। –মুসলিম, ইমাম তিরমিযীর রেওয়ায়াতে তিনবার।

٢٦٤- عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ.(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(২৬৪) হযরত উসমান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অজু করে এবং তা উত্তমরূপে করে, তাঁর গুনাহসমূহ তাঁর শরীর হতে দূর হয়ে যায়। এমনকি তার নখের নীচ হতেও দূর হয়ে যায়। –বুখারী, মুসলিম

٢٦٥- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتّٰى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوْبِ.(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(২৬৫) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যখন কোন মুসলিম কিংবা (তিনি বলেছেন) মু'মিন বান্দা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) অজু করে, অতঃপর সে তার মুখমণ্ডল ধৌত করে। তখন তার মুখমণ্ডল হতে পানির সাথে কিংবা (তিনি বলেছেন) পানির শেষ ফোঁটার সাথে (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) বের হয়ে যায়; তার সেই সকল গুনাহ, যার দিকে তার চক্ষুদ্বয় দৃষ্টিপাত করেছে। আর যখন সে হাত ধৌত করে তখন তার হাত হতে বের হয়ে যায় সেই সকল গুনাহ, যা তার হস্তদ্বয় সম্পাদন করেছে পানির সাথে কিংবা পানির শেষ ফোঁটার সাথে। এইভাবে যখন সে পা ধৌত করে তখন বের হয়ে যায় সেই সকল গুনাহ, যা সম্পাদন করার জন্য তার পা অগ্রসর হয়েছে পানির সাথে অথবা পানির শেষ ফোঁটার সাথে। যার ফলে সে সকল গুনাহ হতে পাক-পবিত্র হয়ে বের হয়। –মুসলিম

٢٦٦- وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهَا وَخُشُوْعَهَا وَرُكُوْعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوْبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذٰلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ.(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(২৬৬) হযরত উসমান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যখনই কোন মুসলমানের নিকট ফরজ নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হয়, আর সে উত্তমরূপে তার অজু সম্পন্ন করে। উত্তমরূপে তার বিনয় এবং তার রুকু (ও সিজদা) সম্পন্ন করে তার সেই নামায তার পূর্বেকার সকল গুনাহ্‌র জন্য প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়–যখন পর্যন্ত না সে কবীরাহ গুনাহ করে। আর এটা সর্বদাই হতে থাকে। –মুসলিম

Contents

٢٦٧- وَعَنْهُ اَنَّهٗ تَوَضَّأَ فَاَفْرَغَ عَلٰى يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهٗ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى اِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرٰى اِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهٖ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى ثَلَاثًا ثُمَّ الْيُسْرٰى ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِىْ هٰذَا ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوْئِىْ هٰذَا ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهٗ فِيْهِمَا بِشَىْءٍ اِلَّا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ -(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُهٗ لِلْبُخَارِىِّ)

(২৬৭) হযরত উসমান (রা) হতে বর্ণিত যে, একবার তিনি এইভাবে অজু করলেন, তিনবার তাঁর হাতের কব্জির উপর উত্তমরূপে পানি ঢাললেন, তারপর কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন, অতঃপর মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করলেন। তারপর তিনবার ডানহাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করলেন। তারপর তিনবার বামহাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করলেন। তারপর মাথা মাসেহ করলেন। তারপর তিনবার ডান পা ধৌত করলেন। এইভাবে তিনবার বাম পা ধৌত করলেন। অতঃপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমার এই অজুর ন্যায় অজু করতে দেখেছি। (এইরূপ অজু করে) তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যে ব্যক্তি আমার এই অজুর ন্যায় অজু করবে, তারপর আল্লাহ্‌র ধ্যানসহ দুই রাকাত নামায আদায় করবে। অপর কোন বিষয় মনে স্থান দিবে না। এতে তার পূর্বেকার গুনাহ মার্জনা করে দেয়া হবে। –বুখারী, মুসলিম

٢٦٨- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهٗ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلًا عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهٖ وَوَجْهِهٖ اِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ-(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(২৬৮) হযরত উকবাহ ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে মুসলিম ব্যক্তি অজু করে এবং তা উত্তমরূপে সম্পন্ন করে তারপর উঠে নিজ অন্তর ও চেহারাকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকিয়ে দুই রাকাত নামায পড়ে তার জন্য বেহেশত ওয়াজিব (অবধারিত) হয়ে যায়। –মুসলিম

٢٦٩- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ اَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ: اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَفِىْ رِوَايَةٍ: اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اِلَّا فُتِحَتْ لَهٗ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَاءَ هٰكَذَا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) فِىْ صَحِيْحِهٖ وَالْحُمَيْدِىُّ فِىْ اَفْرَادِ مُسْلِمٍ وَكَذَا ابْنُ الْاَثِيْرِ فِىْ جَامِعِ الْاُصُوْلِ وَذَكَرَ الشَّيْخُ مُحِىُّ الدِّيْنِ النَّوَوِىُّ فِىْ اٰخِرِ حَدِيْثِ مُسْلِمٍ عَلٰى

مَا رَوَيْنَاهُ وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ: اَللّٰهُ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَالْحَدِيْثُ الَّذِيْ رَوَاهُ مُحْيِي السُّنَّةِ فِي الصِّحَاحِ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ إِلٰى اٰخِرِهٖ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِيْ جَامِعِهٖ بِعَيْنِهٖ إِلَّا كَلِمَةَ أَشْهَدُ قَبْلَ أَنَّ مُحَمَّدًا.

(২৬৯) হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অজু করবে এবং উত্তমরূপে অথবা বলেছেন, পরিপূর্ণরূপে করবে। তারপর বলবে, "আশহাদু আললা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু" অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল। বর্ণনান্তরে রয়েছে, "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু" অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মাদ (সা) তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তাঁর জন্য বেহেশতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে। সেগুলোর যে কোন একটি দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে। ইমাম মুসলিম (রহ) তার ছহীহ কিতাবে এরূপ বর্ণনা করেছেন। আর হুমাইদী আফরাদে মুসলিম গ্রন্থে এবং ইবনুল আসীর জামেউল উছূল গ্রন্থে ঐরূপ বর্ণনা করেছেন এবং শায়খ মুহীউদ্দীন নববী মুসলিম-এর হাদীসের শেষে আমার বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম তিরমিযী (রহ) বাড়িয়ে বলেছেন, আল্লাহুম্মাজ 'আলনী মিনাত্তাওওয়াবীনা ওয়াজ আলনী মিনাল মুতাত্বাহহিরীন" অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাকে তাওবাহকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং আমাকে পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। মুহীউস সুন্নায় সেই হাদীস বর্ণনা করেছেন– 'যে ব্যক্তি অজু করল এবং তা উত্তমরূপে করল' শুরু হতে শেষ পর্যন্ত।

٢٧٠- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمَّتِيْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اٰثَارِ الْوُضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(২৭০) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতকে রোজ কিয়ামতে ডাকা হবে। কল্যাণকর নিদর্শনযুক্ত অশ্বের ন্যায় উজ্জ্বল অবস্থায়, অজুর চিহ্নের কারণে; সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার উজ্জ্বলতাকে দীর্ঘ করতে পারে সে যেন তা করে। –বুখারী, মুসলিম

٢٧١- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوْءُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(২৭১) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, মুমিনের অলংকার অজুর পানি পৌছানোর স্থান পর্যন্ত পৌছে যাবে। –মুসলিম

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٧٢- عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِسْتَقِيْمُوْا وَلَنْ تُحْصُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ خَيْرَ اَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوْءِ اِلَّا مُؤْمِنٌ ـ (رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

(২৭২) হযরত ছাওবান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমরা (কাজের ক্ষেত্রে) যথারীতি ঠিক থাকবে। অবশ্য তোমরা (সর্বক্ষেত্রে) তদ্রূপ ঠিক থাকতে পারবে না। তবে জেনে রেখো যে, তোমাদের সকল কাজের মধ্যে নামায হল সর্বোত্তম। (আর নামাযের জন্য প্রয়োজন উত্তম অজুর) কিন্তু পূর্ণ মু'মিন ব্যতীত কেউই অজুর যাবতীয় রীতিনীতি রক্ষা করে না।

—মালেক, আহমদ, ইবনে মাজাহ, দারেমী

٢٧٣- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

(২৭৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অজু থাকা সত্ত্বেও অজু করবে তার জন্য দশটি পুণ্য রয়েছে। —তিরমিযী

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٧٤ ـ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

(২৭৪) হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, বেহেশতের চাবি নামায আর নামাযের চাবি পাক-পবিত্রতা। —আহমদ

٢٧٥- وَعَنْ شَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ رَوْحٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَقَرَاَ الرُّوْمَ فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: مَا بَالُ اَقْوَامٍ يُصَلُّوْنَ مَعَنَا لَا يُحْسِنُوْنَ الطُّهُوْرَ فَاِنَّمَا يَلْبِسُ عَلَيْنَا الْقُرْاٰنَ اُولٰئِكَ ـ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

(২৭৫) হযরত শাবীব ইবনে আবু রাওহ (রহ) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলে পাক (সা) একদা ফজরের নামায পড়লেন এবং (তাতে) সূরা রুম পাঠ করলেন কিন্তু তা পাঠে কিছুটা গরমিল হল। নামায শেষ করে তিনি বললেন, কওমের কী হয়েছে যে, তারা আমাদের সাথে নামায পড়ে কিন্তু উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে না? তারাই আমাদের কুরআন পাঠে গরমিল ঘটায়। –নাসায়ী

٢٧٦- وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِىْ سُلَيْمٍ قَالَ: عَدَّهُنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ يَدِىْ اَوْ فِىْ يَدِهٖ قَالَ: التَّسْبِيْحُ نِصْفُ الْمِيزَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ يَمْلَؤُهٗ وَالتَّكْبِيْرُ يَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَالصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ وَالطُّهُوْرُ نِصْفُ الْاِيْمَانِ۔(رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ)

(২৭৬) বনী সুলাইম গোত্রের একজন সাহাবী হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) এই পাঁচটি বিষয় অথবা (তিনি বলেন) তাঁর নিজের হাতে (পরবর্তী রাবীর সন্দেহ) গুণে গুণে বললেন, (১) সুবহানাল্লাহ বলা পাল্লার অর্ধেক; (২) আলহামদুলিল্লাহ বলা তাকে পূর্ণ করে এবং (৩) আল্লাহু আকবার আসমান ও যমিনের মধ্যবর্তী স্থানে যা আছে তাকে পূর্ণ করে। (৪) রোযা হচ্ছে ধৈর্যের অর্ধেক এবং (৫) পাক-পবিত্রতা হচ্ছে ঈমান (তথা নামাযের) অর্ধেক। –তিরমিযী

٢٧٧- عَنْ عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِىِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم : اِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ وَاِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ اَنْفِهٖ فَاِذَا غَسَلَ وَجْهَهٗ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهٖ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَشْفَارِ عَيْنَيْهِ فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِ يَدَيْهِ فَاِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهٖ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهٖ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ اُذُنَيْهِ فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِ رِجْلَيْهِ ثُمَّ كَانَ مَشْيُهٗ اِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهٗ نَافِلَةً لَهٗ۔(رَوَاهُ مَالِكٌ وَالنَّسَائِىُّ)

(২৭৭) হযরত আব্দুল্লাহ ছুনাবেহী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, কোন মু'মিন বান্দা অজু করার সময়ে কুলি করলে তার মুখ হতে গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়। নাক ঝাড়লে তার নাক হতে গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়। অতঃপর মুখমণ্ডল ধৌত করলে মুখমণ্ডল হতে গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়। এমনকি তার দুই চক্ষুর পাতার নীচ হতেও গুনাহ বের হয়ে যায়। তারপর যখন সে তার দুই হাত ধৌত করে তখন তার দুইহাত হতে গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়। এমনকি তার দুই হাতের নখসমূহের নীচ হতেও গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়। তারপর যখন সে তার মস্তক মাসেহ করে তখন তার মস্তক হতে গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়। এমনকি তার দুই কান হতেও তা বের হয়ে যায়। অবশেষে যখন সে তার দুই পা ধৌত করে তখন তার দুই পা হতে গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়। এমনকি তার দুই পায়ের নখসমূহের নীচ হতেও গুনাহ বের হয়ে যায়। অতঃপর তার মসজিদে গমন এবং নামায (আদায়) হয় তার জন্য অতিরিক্ত (ছওয়াবের কারণ)। –মালেক, নাসায়ী

٢٧٨- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم اَتَى الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ وَدِدْتُ اَنَّا قَدْ رَاَيْنَا اِخْوَانَنَا قَالُوْا اَوَلَسْنَا اِخْوَانَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ اَنْتُمْ اَصْحَابِيْ وَاِخْوَانُنَا الَّذِيْنَ لَمْ يَأْتُوْا بَعْدُ فَقَالُوْا كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ اُمَّتِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ اَرَاَيْتَ لَوْ اَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَىْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ اَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ فَاِنَّهُمْ يَأْتُوْنَ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنَ الْوُضُوْءِ وَاَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ- (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(২৭৮) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলে পাক (সা) (জান্নাতুল বাকী নামক) কবরস্থানে গেলেন এবং বললেন[২০], আসসালামু আলাইকুম দারা ক্বাওমিম মু'মিনীন ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহিকূন। অর্থাৎ তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক হে মু'মিন অধিবাসীগণ! আমরাও আল্লাহ্র মর্জি তোমাদের সাথে এসে মিলিত হচ্ছি'। আমার আকাঙ্ক্ষা আমরা যেন আমাদের ভাইদেরকে দেখতে পাই। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বললেন, তোমরা আমার সঙ্গী সহচর। আমার ভাই তারাই যারা এখনও দুনিয়ায় আসে নি। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কিভাবে আপনার উম্মতের এইরূপ লোকদেরকে চিন্‌বেন, যারা এখনও (দুনিয়ায়) আগমন করে নাই? তিনি বললেন, বলতো যদি কারো একেবারে কালো এক রংয়ের ঘোড়াসমূহের মধ্যে কতকগুলি ধবধবে সাদা ললাট ও সাদা হাত পা বিশিষ্ট ঘোড়া থাকে, সে কি তার ঘোড়াসমূহ চিনতে পারে না? তারা বললেন, হ্যাঁ নিশ্চয়ই পারে ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তারাও অজুর কারণে ধবধবে সাদা ললাট ও সাদা হাত-পা অবস্থায় উপস্থিত হবে এবং আমি হাউজে কাওছারের নিকট তাদের অগ্রবর্তী হিসাবে উপস্থিত থাকব। —মুসলিম

٢٧٩- عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنَا اَوَّلُ مَنْ يُّؤْذَنُ لَهُ بِالسُّجُوْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ يُّؤْذَنُ لَهُ اَنْ يَّرْفَعَ رَاْسَهُ فَاَنْظُرُ اِلَى بَيْنَ يَدَىَّ فَاَعْرِفُ اُمَّتِيْ مِنْ بَيْنِ

---

২০. উপরোক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় নবী করীম (সা) কবরস্থানে এসে মৃতদেরকে সালাম দিয়েছেন। অথচ তারা মৃত এবং কিছুই শুনতে পায় না। কুরআন মজীদেও বলা হয়েছে :

فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى অর্থাৎ নিশ্চয়ই তুমি মৃত ব্যক্তিদের কিছুই শুনতে পারবে না।

হাদীস ও কুরআনের মধ্যে বিরোধ দেখা যাচ্ছে। এর সমাধান কল্পে হাদীস বিশারদগণ নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেছেন :

১. কুরআন মজীদের ভাষাটি রূপকভাবে কাফিরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ কাফিরদেরকে আপনি দ্বীনের কথা শুনাতে পারবেন না। কারণ, তারা মৃতদের ন্যায়।

২. এক হাদীসে পাওয়া যায়, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তারা (মৃতগণ) কি শুনতে পায়? হুজুর (সা) বললেন, তোমাদের ন্যায় তারাও শুনতে পায়, কিন্তু জবাব দিতে পারে না।

الْأُمَمِ وَمِنْ خَلْفِيْ مِثْلُ ذٰلِكَ وَعَنْ يَمِيْنِيْ مِثْلُ ذٰلِكَ وَعَنْ شِمَالِيْ مِثْلُ ذٰلِكَ ـ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَعْرِفُ أُمَّتَكَ مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ فِيْمَا بَيْنَ نُوْحٍ إِلَى أُمَّتِكَ؟ قَالَ: هُمْ غُرٌّ مُحَجَّلُوْنَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوْءِ لَيْسَ أَحَدٌ كَذٰلِكَ غَيْرَهُمْ وَأَعْرِفُهُمْ أَنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ وَأَعْرِفُهُمْ تَسْعٰى بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ ـ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

(২৭৯) হযরত আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আমিই প্রথম ব্যক্তি, যাকে রোজ কিয়ামতে সিজদাহ করার অনুমতি দেয়া হবে এবং আমিই প্রথম ব্যক্তি যাকে সিজদাহ হতে মস্তক তোলার জন্য অনুমতি দেয়া হবে। তারপর আমি আমার সামনে দৃষ্টিপাত করব এবং সমস্ত উম্মতের মধ্য হতে আমার উম্মতকে চিনে নেব। অতঃপর আমার পিছনেও সেরূপ; ডানেও সেরূপ এবং বামেও সেরূপ (চিনে নেব)। একব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কিভাবে নূহ হতে আপনার উম্মত পর্যন্ত এত উম্মতের মধ্যে আপনার উম্মতকে চিনতে পারবেন? রাসূলে পাক (সা) বললেন, আমার উম্মতের অজুর চিহ্নস্বরূপ ধবধবে সাদা ললাট এবং ধবধবে হাত পা বিশিষ্ট হবে। আর কেউ এরূপ হবে না। এছাড়া আমি তাদেরকে এভাবেও চিনব যে, তারা তাদের আমলনামা ডান হাতে পাবে। তাছাড়া তাদেরকে আমি এভাবেও চিনব যে, তাদের সন্তান-সন্ততিগণ তাদের সামনে ছুটাছুটি করবে। —আহমদ

بَابُ مَا يُوْجِبُ الْوُضُوْءَ

পরিচ্ছেদ ঃ যে যে কারণে অজু করার প্রয়োজন হয়

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٨٠- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ اَحْدَثَ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(২৮০) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তার নামায কবুল হয় না, যার অজু নষ্ট হয়েছে–যে পর্যন্ত না সে অজু করে। –বুখারী, মুসলিম

٢٨١- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ۔ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(২৮১) হযরত ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, পাক-পবিত্রতা ছাড়া নামায আর নিষিদ্ধ মালের দান কবুল হয় না। –মুসলিম

٢٨٢- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَكُنْتُ اَسْتَحْيِيْ اَنْ اَسْاَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَاَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَاَلَهُ فَقَالَ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(২৮২) হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এমন ব্যক্তি ছিলাম, যার অতিরিক্ত মযি নির্গত হত; কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কন্যা আমার গৃহে থাকার কারণে আমি তাঁর নিকট (এ সম্পর্কে কিছু) জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করতাম। এই কারণে আমি মিকদাদ (রা)-কে এটা জিজ্ঞেস করার জন্য বললাম। সে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, সে ব্যক্তি প্রথমে তার পুরুষাঙ্গ ধৌত করে তারপর অজু করবে। –বুখারী, মুসলিম

٢٨٣- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَوَضَّؤُوْا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ۔ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) قَالَ الشَّيْخُ الْاِمَامُ الْاَجَلُ مُحِيُّ السُّنَّةِ : هٰذَا مَنْسُوْخٌ بِحَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَالَ: اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(২৮৩) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, আগুনে রান্না করা খাদ্য আহারের পর তোমরা অজু করবে। –বুখারী, মুসলিম

শায়খ মুহীউস সুন্নাহ বাগাবী (রহ) বলেন, এই হাদীসের হুকুম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বকরীর কাঁধের গোশত ভক্ষণ করলেন। তারপর নামায পড়লেন কিন্তু অজু করলেন না। –বুখারী, মুসলিম

٢٨٤- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: اِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَاِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ ـ قَالَ اَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْاِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْاِبِلِ قَالَ: اُصَلِّيْ فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: اُصَلِّيْ فِيْ مَبَارِكِ الْاِبِلِ؟ قَالَ: لَا ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(২৮৪) হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করল, বকরীর গোশত খেয়ে কি আমরা অজু করব? তিনি বললেন, তোমার মন চাইলে করতে পার। আর মন না চাইলে নাও করতে পার। সে আবার জিজ্ঞেস করল, আমরা উটের গোশত খেয়ে কি অজু করব? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হ্যাঁ, উটের গোশত আহার করে অজু করবে। সে আবার জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি ভেড়ার পালের অবস্থানস্থলে নামায পড়তে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, পার। পুনরায় সে জিজ্ঞেস করল, আমরা কি উটের আস্তাবলে নামায পড়তে পারি? তিনি বললেন, না। –মুসলিম

٢٨٥- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ فِيْ بَطْنِهِ شَيْئًا فَاُشْكِلَ عَلَيْهِ اَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ اَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيْحًا ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(২৮৫) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ তার পেটের মধ্যে বায়ু অনুভব করে এবং পেটের মধ্য হতে কিছু বের হল নাকি এইরূপ সন্দেহ হয়, তখন সে যেন কোনরূপ শব্দ না শোনা পর্যন্ত বা কোনরূপ দুর্গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত মসজিদ হতে বের না হয়। –মুসলিম

٢٨٦ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ: اِنَّ لَهٗ دَسَمًا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(২৮৬) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) দুধ পান করতঃ কুলি করে বললেন, দুধের মধ্যে চর্বি থাকে (তাই কুলি করা উত্তম।) –বুখারী, মুসলিম

٢٨٧- وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ فَقَالَ: عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ- (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(২৮৭) হযরত বুরাইদাহ আসলামী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা বিজয়ের দিন এক অজু দ্বারা কয়েক ওয়াক্ত নামায পড়লেন এবং নিজ মোজার উপর মাসেহ করলেন। তা দেখে হযরত উমর (রা) তাঁকে বললেন, আজ আপনি এমন একটি কাজ করলেন যা পূর্বে কখনও করেন নি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, উমর! আমি তা ইচ্ছাকৃতই করেছি। –মুসলিম

٢٨٨- وَعَنْ سُوَيْدِ ابْنِ النُّعْمَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ اَدْنٰى خَيْبَرَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالْاَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ اِلَّا بِالسَّوِيْقِ فَاَمَرَ بِهٖ فَثُرِّيَ فَاَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَكَلْنَا ثُمَّ قَامَ اِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ- (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(২৮৮) হযরত সুওয়াইদ ইবনে নু'মান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি খায়বার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে গমন করেছিলেন। তারা যখন খায়বারের অতি নিকটবর্তী ছাহবা নামক স্থানে পৌছলেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা) (সকলকে নিয়ে) আছরের নামায আদায় করতঃ খাবার দ্রব্য চাইলেন; কিন্তু ছাতু ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তা পানি দ্বারা ভিজাতে আদেশ করলেন; সুতরাং তা পানি দ্বারা তরল করতঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আহার করলেন। আমরাও আহার করলাম। এর পর তিনি মাগরিবের নামায পড়তে দাঁড়ালেন। অতঃপর কুলি করলেন এবং আমরাও কুলি করলাম। এরপর তিনি নামায পড়লেন। কিন্তু অজু করলেন না। –বুখারী

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٨٩- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا وُضُوْءَ اِلَّا مِنْ صَوْتٍ اَوْ رِيْحٍ- (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

(২৮৯) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, (বায়ু নিঃসরণের শব্দ বা (তার) গন্ধ ব্যতীত (নতুন) অজুর প্রয়োজন নেই। –আহমদ, তিরমিযী

٢٩٠- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَاَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَذْيِ فَقَالَ: مِنَ الْمَذْيِ الْوُضُوْءُ وَمِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ- (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

(২৯০) হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মযির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন, মযির জন্য অজু এবং মনী (বা বীর্য) এর জন্য গোসল করতে হবে। –তিরমিযী

২৯১- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ۔ (رَوَاهُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْهُ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ)

(২৯১) হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, নামাযের চাবি পবিত্রতা, তার তাহরীম হল তাকবীর বলা এবং তার তাহলীল হল সালাম ফিরানো।

–আবু দাউদ, তিরমিযী, দারেমী

২৯২۔ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ۔ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ

(২৯২) হযরত আলী ইবনে তালক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ হাওয়া নিঃসরণ করলে সে যেন অজু করে এবং তোমরা স্ত্রীদের সাথে পিছনের পথ (মলদ্বার) দিয়ে সহবাস করবে না। –তিরমিযী, আবু দাউদ

২৯৩- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: إِنَّمَا الْعَيْنَانِ وِكَاءُ السَّهِ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ۔ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

(২৯৩) হযরত মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, চক্ষুদ্বয় পশ্চাদ্বার (মলদার)-এর আবরণ। সুতরাং চক্ষু নিদ্রা গেলে আবরণ খুলে যায়। –দারেমী

২৯٤۔ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وِكَاءُ السَّهِ [২১] الْعَيْنَانِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ۔ (رَوَاهُ وَأَبُوْ دَاوُدَ) قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحْيِيُّ السُّنَّةِ: هٰذَا فِيْ غَيْرِ الْقَاعِدِ لِمَا صَحَّ: عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ أَصَابَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُوْنَ الْعِشَاءِ حَتّٰى تَخْفِقَ رُؤُوْسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّوْنَ وَلَا يَتَوَضَّؤُوْنَ رَوَاهُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ فِيْهِ: يَنَامُوْنَ بَدَلَ: يَنْتَظِرُوْنَ الْعِشَاءَ حَتّٰى تَخْفِقَ رُؤُوْسُهُمْ

২১. বর্ণিত এ বিষয়কে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, চিৎ, কাত বা কোনো কিছুতে হেলান দিয়ে না ঘুমালে, নিছক বসে বসে ঝিমানোর কারণে অজু ভঙ্গ হবে না। কেননা বসা অবস্থা ব্যতীত অন্যান্য অবস্থায় নিদ্রার কারণে শরীর অচেতন হয়ে গুহ্যদ্বার ঢিলা হয়ে যায় ফলে গুহ্যদ্বার দিয়ে বায়ু বের হলে টের পাওয়া যায় না। তবে কেউ বসে বসে হেলান দিয়ে ঘুমালেও তার অজু বিনষ্ট হয়ে যাবে। সাহাবীগণ মসজিদে কোনো কিছুর সাথে হেলান না দিয়ে বসে ঝিমাতেন, ঘুমাতেন না। তাই তাদের অজু নষ্ট হতো না।

(২৯৪) হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, পশ্চাদ্বারের ঢাকনা হল চক্ষুদ্বয়; সুতরাং যে ব্যক্তি নিদ্রা যাবে সে যেন (জেগে) অজু করে। –আবু দাউদ

শায়খ মুহীউস সুন্নাহ বাগাবী (রহ) বলেছেন, বসে বসে ঘুমানো ব্যক্তির উপর এই নির্দেশ প্রযোজ্য নয়। কেননা হযরত আনাস (রা) হতে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণ এশার নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকতেন এমন কি নিদ্রার আবেশে তাদের মস্তক নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ত। অথচ তারপর তারা নতুন অজু না করেই নামায পড়তেন কিন্তু অজু করতেন না। –আবু দাউদ, তিরমিযী

অবশ্য তিরমিযী (রহ) "এশার নামাযের জন্য বসে বসে অপেক্ষা করতেন। এমন কি তাদের মস্তক নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ত" এর স্থলে "নিদ্রা যেতেন" কথাটি উল্লেখ করেছেন।

٢٩٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْوُضُوْءَ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَاِنَّهُ اِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

(২৯৫) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই অজু তার উপর ওয়াজিব, যে শুয়ে কাত হয়ে ঘুমিয়েছে। কারণ কেউ কাত হয়ে ঘুমালে তার শরীরের বন্ধন ঢিলা হয়ে যায়। –তিরমিযী, আবু দাউদ

٢٩٦ - وَعَنْ بُسْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا مَسَّ اَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ـ (رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

(২৯৬) সাহাবী হযরত বুসরা বিনতে ছাফওয়ান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন,[22] তোমাদের কেউ যখন পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করবে তখন সে যেন অজু করে।

–মালেক, আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, দারেমী

٢٩٧ - وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ: وَهَلْ هُوَ اِلَّا بَضْعَةٌ مِّنْهُ ـ (رَوَاهُ وَاَبُوْ دَاوُدَ) وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهُ قَالَ الشَّيْخُ الْاِمَامُ مُحْيِيُ السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللّٰهُ: هٰذَا مَنْسُوْخٌ لِاَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَسْلَمَ بَعْدَ

---

২২. পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করায় অজু ভঙ্গ হওয়াব ব্যাপাবে উলামায়ে কিরামেব মতভেদ বয়েছে।

(১) ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (রহ) এর এক মতে কোনো আবরণ ছাড়া পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হযে যাবে। তাদেব দলীল উল্লিখিত হাদীস।

(২) ইমাম আজম আবু হানিফা (বহ) এর মতে কোনো অবস্থাতেই পুরুষাঙ্গ স্পর্শ কবলে অজু বিনষ্ট হবে না। দলীল : হযরত তালাক্ব বিন আলী হতে বর্ণিত হাদীস যা নিম্নে পেশ করা হল :

عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ وَهَلْ هُوَ اِلَّا بَضْعَةٌ مِّنْهُ ـ

অর্থাৎ হযরত তালাক্ব ইবন আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করা হলো, অজু করার পর পুরুষাঙ্গ স্পর্শ কবা সম্পর্কে। বাসূল (সা) উত্তরে বললেন– ওটাতো তার একটি টুকবো। হযরত ইমাম তাহাবী (রহ) বলেন, হযবত তালক্ব (রা)-এব হাদীস বুসরাব হাদীস হতে অধিকতব নির্ভরযোগ্য।

قُدُوْمِ طَلْقٍ وَقَدْ رَوٰى اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِذَا اَفْضٰى اَحَدُكُمْ بِيَدِهٖ اِلٰى ذَكَرِهٖ لَيْسَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَهَا شَىْءٌ فَلْيَتَوَضَّأْ۔ رَوَاهُ الشَّافِعِىُّ وَالدَّارَقُطْنِىُّ وَرَوَاهُ النَّسَائِىُّ عَنْ بُسْرَةَ اِلَّا اَنَّهٗ لَمْ يَذْكُرْ: لَيْسَ بَيْنَهٗ بَيْنَهَا شَىْءٌ۔

(২৯৭) হযরত তালক ইবনে আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন ব্যক্তির অজু করার পর পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা সম্পর্কে (হুকুম কি)? তিনি বললেন, তা তো তারই একটি টুকরো? (অর্থাৎ তা স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হবে না)। –আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী

শায়খ মুহীউস সুন্নাহ বলেন যে, তালকের হাদীসটি মনসুখ (রহিতকৃত)। কেননা হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) তালকের মদীনা আসার প পরেই মুসলমান হয়েছেন। আর আবু হুরায়রাহ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ তার পুরুষাঙ্গের দিকে হাত বাড়াবে এবং হাত ও পুরুষাঙ্গের মাঝে কাপড় বা অন্যকিছু থাকবে না, তখন সে যেন অজু করে। –শাফেয়ী, দারা কুতনী

٢٩٨۔ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ بَعْضَ اَزْوَاجِهٖ ثُمَّ يُصَلِّىْ وَلَا يَتَوَضَّأُ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ: لَا يَصِحُّ عِنْدَ اَصْحَابِنَا بِحَالٍ اِسْنَادُ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَاَيْضًا اِسْنَادُ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ عَنْهَا وَقَالَ وَاَبُوْ دَاوُدَ : هٰذَا مُرْسَلٌ وَاِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِىُّ لَمْ يَسْمَعْ عَنْ عَائِشَةَ

(২৯৮) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কোন স্ত্রীকে (আয়েশা রাঃ) চুম্বন করে নামায পড়তেন অথচ অজু করতেন না। –আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ

ইমাম তিরমিযী (রহ) বলেন, আমাদের হাদীস শাস্ত্র বিশারদদের মতে হযরত আয়েশা (রা) হতে ওরওয়ার অথবা ইবরাহীম তাইমীর বর্ণনা কোনো অবস্থাতেই বিশুদ্ধ হতে পারে না। আর ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেছেন, এটা মুরসাল হাদীস, আর হযরত ইবরাহীম তাইমী হযরত আয়েশা (রা) হতে শুনেননি।

٢٩٩۔ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اَكَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِفًا ثُمَّ مَسَحَ يَدَهٗ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهٗ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى۔ (رَوَاهُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

(২৯৯) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) (ছাগলের) কাঁধের গোশত আহার করলেন। অতঃপর তাঁর হাত তাঁর পায়ের তলায় মুছে নিয়ে নামাযে দাঁড়ালেন এবং নামায পড়ালেন। –আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

٣٠٠۔ وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ: قَرَّبْتُ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنْبًا مَشْوِيًّا فَاَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ۔ (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

(৩০০) উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে পাঁজরের ভুনা গোশত পেশ করলাম। তিনি তার কিছু খেয়ে নামায পড়তে দাঁড়িয়ে গেলেন। অথচ (নতুন) অজু করলেন না। –আহমদ

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٠١ـ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ قَالَ: اَشْهَدُ لَقَدْ كُنْتُ اَشْوِيْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطْنَ الشَّاةِ ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৩০১) হযরত আবু রাফে' (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য বকরীর পেটের গোশত ভুনা করে দিতাম এবং তিনি তা খেয়ে নামায পড়তেন অথচ অজু করতেন না। –মুসলিম

٣٠٢ـ وَعَنْهُ قَالَ: اُهْدِيَتْ لَهٗ شَاةٌ فَجَعَلَهَا فِي الْقِدْرِ فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا اَبَا رَافِعٍ فَقَالَ شَاةٌ اُهْدِيَتْ لَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَطَبَخْتُهَا فِي الْقِدْرِ قَالَ نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ يَا اَبَا رَافِعٍ فَنَاوَلْتُهُ الذِّرَاعَ ثُمَّ قَالَ نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ الْاٰخَرَ فَنَاوَلْتُهُ الذِّرَاعَ الْاٰخَرَ ثُمَّ قَالَ نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ الْاٰخَرَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا لِلشَّاةِ ذِرَاعَانِ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا اِنَّكَ لَوْ سَكَتَّ لَنَاوَلْتَنِيْ ذِرَاعًا فَذِرَاعًا مَا سَكَتُّ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ فَاهُ وَغَسَلَ اَطْرَافَ اَصَابِعِهٖ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى ثُمَّ عَادَ اِلَيْهِمْ فَوَجَدَ عِنْدَهُمْ لَحْمًا بَارِدًا فَاَكَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً رَوَاهُ اَحْمَدُ وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدٍ اِلَّا اَنَّهٗ لَمْ يَذْكُرْ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ اِلٰى اٰخِرِهٖ.

(৩০২) হযরত আবু রাফে' (রা) বলেন, একদা তাকে বকরী হাদিয়া দেওয়া হল। তিনি তা (পাক করে) ডেকচিতে রাখলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সা) এসে বললেন, ডেকচিতে আবু রাফে' এগুলো কি? তিনি বললেন, একটি বকরী আমাদেরকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমাকে তার একটি বাহু দাও হে আবু রাফে! তখন আমি তাঁকে একটি বাহু দিলাম। এর পর তিনি আবার বললেন, আমাকে আর একটি বাহু দাও। তখন আমি তাঁকে আর একটি বাহু দিলাম। এর পর তিনি পুনরায় বললেন, আমাকে আরও একটি বাহু দাও! তখন আবু রাফে' বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একটি বকরীর বাহুতো মাত্র দুটিই হয়। রাসূলে পাক (সা) বললেন, আহা! তুমি যদি চুপ থাকতে তাহলে আমাকে একটার পর একটা বাহু দিতে পারতে যখন পর্যন্ত তুমি চুপ থাকতে। এর পর রাসূলুল্লাহ (সা) পানি চেয়ে কুলি করলেন এবং তার অঙ্গুলিসমূহের মাথা ধুয়ে ফেললেন। এর পর নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলেন। (অথচ অজু

করলেন না) এর পর তিনি তাদের নিকট পুনরায় ফিরে এলেন। (তখন) তিনি তাদের কাছে ঠাণ্ডা গোশত পেলেন। তিনি তা ভক্ষণ করলেন। তারপর মসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়লেন কিন্তু পানি স্পর্শ করলেন না। –আহমদ, দারেমী

٣٠٣ـ وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ اَنَا وَاُبَيٌّ وَاَبُوْ طَلْحَةَ جُلُوْسًا فَاَكَلْنَا لَحْمًا وَخُبْزًا ثُمَّ دَعَوْتُ بِوَضُوْءٍ فَقَالَا لِمَ تَتَوَضَّأُ فَقُلْتُ لِهٰذَا الطَّعَامِ الَّذِيْ اَكَلْنَا فَقَالَا اَتَتَوَضَّأُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

(৩০৩) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি, উবাই ইবনে কা'ব ও আবু তালহা একস্থানে বসে গোশত ও রুটি ভক্ষণ করলাম। তারপর আমি অজুর পানি চাইলাম। তাতে তারা দু'জন বললেন, অজু করবে কেন? আমি বললাম, এই খানার জন্য, যা আমরা খেলাম। তারা বললেন, পাক-পবিত্র বস্তু খেয়েও কি অজু করবে? অথচ তোমার তুলনায় বহুগুণে উত্তম ব্যক্তিও তো (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) খানা খেয়ে অজু করেন নি। –আহমদ

٣٠٤ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يَقُوْلُ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَاَتَهٗ وَجَسُّهَا بِيَدِهٖ مِنَ الْمُلَامَسَةِ وَمَنْ قَبَّلَ امْرَاَتَهٗ اَوْ جَسَّهَا بِيَدِهٖ فَعَلَيْهِ الْوُضُوْءُ رَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ كَانَ يَقُوْلُ: مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَاَتَهٗ وَجَسِّهَا بِيَدِهٖ فَعَلَيْهِ الْوُضُوْءُ ـ (رَوَاهُ مَالِكٌ)

(৩০৪) হযরত ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলতেন, কারো তার স্ত্রীকে চুম্বন করা বা হাত দ্বারা স্পর্শ করা "লমস" (সহবাসের অন্তর্ভুক্ত); সুতরাং যে তার স্ত্রীকে চুম্বন করবে বা হাত দ্বারা স্পর্শ করবে তার প্রতি অজু করা ওয়াজিব। –মালেক, শাফেয়ী

٣٠٥ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يَقُوْلُ: مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَاَتَهُ الْوُضُوْءُ ـ (رَوَاهُ مَالِك)

(৩০৫) হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলতেন, নিশ্চয়ই স্ত্রীকে চুম্বন করার কারণে তাকে অজু করতে হবে। –মালেক

٣٠٦ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: اِنَّ الْقُبْلَةَ مِنَ اللَّمْسِ فَتَوَضَّؤُوْا مِنْهَا ـ

(৩০৬) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) বলেছেন, চুম্বন করা লমস (সহবাস)-এরই শামিল। সুতরাং চুম্বন করে তোমরা অজু করবে।

٣٠٧۔ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْوُضُوْءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ۔ رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِىُّ وَقَالَ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ وَلَا رَاٰهُ وَيَزِيْدُ بْنُ خَالِدٍ وَيَزِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَجْهُوْلَانِ۔

(৩০৭) হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয হযরত তামীম দারী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক প্রবাহমান রক্তের কারণেই অজু করতে হবে।

দারা কুতনী হাদীস দুইটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, উমর ইবনে আব্দুল আযীয এটা তামীম দারী (রা) হতে শোনেননি এবং তার সাথে তার সাক্ষাতও হয়নি। অপর রাবী ইয়াযিদ ইবনে খালেদ ও ইয়াযিদ ইবনে মুহাম্মদ দুইজনই অজ্ঞাত।

بَابُ اٰدَابُ الْخَلَاءِ

পরিচ্ছেদ : পায়খানা প্রস্রাবের রীতিনীতি

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٠٨- عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوْهَا وَلٰكِنْ شَرِّقُوا اَوْ غَرِّبُوْا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : قَالَ الشَّيْخُ الْاِمَامُ مُحِيُ السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللّٰهُ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِي الصَّحْرَاءِ وَاَمَّا فِي الْبُنْيَانِ فَلَا بَاْسَ لِمَا رُوِىَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: ارْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِيْ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِيْ حَاجَتَهٗ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৩০৮) হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমরা পায়খানায় গিয়ে কিবলাকে সম্মুখে বা পিছনে রাখবে না। বরং পূর্বদিকে ফিরে বসবে অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে। –বুখারী, মুসলিম

শায়খ মুহীউস সুন্নাহ বাগাবী (রহ) বলেন যে, হাদীসটি উন্মুক্ত প্রান্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; কিন্তু প্রাচীর ঘেরা স্থানে বসলে দোষণীয় হবে না। কেননা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, আমি একবার কোন প্রয়োজনে হাফসা (রা)-এর গৃহের ছাদে উঠেছিলাম। তখন দেখলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) কিবলাকে পিছনে রেখে সিরিয়ার দিকে ফিরে তাঁর (প্রাকৃতিক) প্রয়োজন পূরণ করছেন। –বুখারী, মুসলিম

٣٠٩- وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَانَا يَعْنِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ اَوْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِيَ بِاَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ اَوْ بِعَظْمٍ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৩০৯) হযরত সালমান ফারেসী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে কিবলার দিকে ফিরে পায়খানা পেশাবে বসতে, ডান হাতে কুলুখ নিতে, কুলুখ তিনটির কম ব্যবহার করতে এবং শুষ্ক গোবর বা হাড় দ্বারা ইস্তেঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন। –মুসলিম

٣١٠- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ يَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৩১০) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) পায়খানায় যাবার সময়ে পাঠ করতেন, "اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ" অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট পুরুষ ও নারী শয়তানের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাচ্ছি। –বুখারী, মুসলিম

٣١١- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ - وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِيْ كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا.(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৩১১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) দু'টি কবরের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময়ে বললেন, এই কবর দুটির অধিবাসীদ্বয়কে শাস্তি দেয়া হচ্ছে; কিন্তু কোন গুরুতর পাপ কাজের কারণে নয়। এদের একজন প্রস্রাব করার কালে আড়াল করত না। মুসলিমের বর্ণনান্তরে রয়েছে যে, উত্তমরূপে পবিত্রতা লাভ করত না। আর দ্বিতীয়জন চোগলখুরী করে বেড়াত। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) একটি কাঁচা খেজুর শাখা নিয়ে তা দুইখণ্ড করতঃ একেকটি খণ্ড একেকটি কবরের উপর গেড়ে দিলেন। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এরূপ কেন করলেন? তিনি বললেন, শাখা দু'টি যতদিন না শুকাবে ততদিন পর্যন্ত হয়তো বা তাদের আযাব হাল্কা করা হবে। –বুখারী, মুসলিম

٣١٢- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ قَالُوْا: وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: الَّذِيْ يَتَخَلّٰى فِيْ طَرِيْقِ النَّاسِ أَوْ فِيْ ظِلِّهِمْ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৩১২) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমরা দু'টি অভিশাপের কারণ হতে বেঁচে থাকবে। সাহাবীগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে দু'টি অভিশাপের কারণ কি? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি মানুষের চলার পথে বা ছায়ায় পায়খানা করে। –মুসলিম

٣١٣- وَعَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِيْنِهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৩১৩) হযরত আবু কাতাদাহ আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ পানি পান করার সময় যেন পানির পাত্রে নিঃশ্বাস না ছাড়ে, আর পায়খানায় গিয়ে কেউ যেন নিজ ডান হাতে স্বীয় পুরুষাঙ্গ স্পর্শ না করে। আর নিজের ডান হাতদ্বারা ইস্তেঞ্জা না করে।

٣١٤- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৩১৪) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে কেউ অজু করে, সে যেন নাক ঝাড়ে। আর যে কুলুখ ব্যবহার করে সে যেন বেজোড় সংখ্যক (তিনটি) ঢিলা দ্বারা কুলুখ করে। –বুখারী, মুসলিম

٣١٥- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَاَحْمِلُ اَنَا وَغُلَامٌ اِدَاوَةً مِنْ مَّاءٍ وَعَنَزَةً يَّسْتَنْجِىْ بِالْمَاءِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৩১৫) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন পায়খানায় যেতেন। তখন আমি ও অপর একটি বালক পানির পাত্র এবং মাথায় ফলাওয়ালা একটি লাঠি নিয়ে (তাঁর সাথে) যেতাম। সেই পানি দ্বারা তিনি ইস্তেঞ্জা সম্পন্ন করতেন। –বুখারী, মুসলিম

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣١٦- عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ نَزَعَ خَاتَمَهٗ رَوَاهُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ وَقَالَ وَاَبُوْ دَاوُدَ : هٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ وَفِىْ رِوَايَتِهٖ وَضَعَ بَدَلَ نَزَعَ ـ

(৩১৬) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) পায়খানায় যাবার সময় নিজের আংটিটি খুলে রাখতেন। –আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী

٣١٧- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَادَ الْبَرَازَ انْطَلَقَ حَتّٰى لَا يَرَاهُ اَحَدٌ ـ (رَوَاهُ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

(৩১৭) হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তখন মাঠে পায়খানায় যেতে মনস্থ করতেন তখন তিনি এত বেশী দূর গিয়ে পৌঁছতেন যে কেউই তাঁকে দেখতে পেত না।

٣١٨- وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَاَرَادَ اَنْ يَّبُوْلَ فَاَتٰى دَمِثًا فِىْ اَصْلِ جِدَارٍ فَبَالَ ثُمَّ قَالَ: اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّبُوْلَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهٖ ـ (رَوَاهُ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

(৩১৮) হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। প্রস্রাব করার প্রয়োজন দেখা দেয়ায় তিনি একটি প্রাচীরের পাদদেশে গিয়ে একটি নরম

জায়গায় প্রস্রাব করলেন। অতঃপর বললেন, তোমাদের কেউ প্রস্রাব করার ইচ্ছা করলে এইরূপ নরম স্থান খুঁজে নিও। (যাতে প্রস্রাবের ছিটা শরীরে না লাগে)। –আবু দাউদ

٣١٩- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهٗ حَتّٰى يَدْنُوَ مِنَ الْاَرْضِ- (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ)

(৩১৯) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনে, রাসূলুল্লাহ (সা) পায়খানায় বসার সময় যমিনের একেবারে নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত কাপড় উঠাতেন না। –তিরমিযী, আবু দাউদ, দারেমী

٣٢٠- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ[٢٣] مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهٖ اُعَلِّمُكُمْ اِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوْهَا وَاَمَرَ بِثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ وَنَهٰى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ وَنَهٰى اَنْ يَّسْتَطِيْبَ الرَّجُلُ بِيَمِيْنِهٖ- (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

(৩২০) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আমি তোমাদের জন্য পুত্রের প্রতি পিতার ন্যায়। আমি তোমাদেরকে শিক্ষা দান করি তোমরা পায়খানায় গিয়ে কিবলাকে সামনেও রাখবে না, পিছনেও রাখবে না। এছাড়া তিনি তিনটি ঢিলা ব্যবহার করতে বললেন এবং শুকনা গোবর মাটিতে খাওয়া হাড় ইস্তেঞ্জায় ব্যবহার করতে নিষেধ করলেন। ডান হাতে ইস্তেঞ্জা করতেও বারণ করলেন। –ইবনে মাজাহ, দারেমী

٣٢١- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُمْنٰى لِطُهُوْرِهٖ وَطَعَامِهٖ وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرٰى لِخَلَائِهٖ وَمَا كَانَ مِنْ اَذًى- (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(৩২১) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ডানহাত ছিল তাঁর পবিত্রতা অর্জন এবং পানাহারের জন্য। আর বামহাত ছিল তাঁর ইস্তেঞ্জা এবং অন্যান্য নিকৃষ্ট ধরনের কাজের জন্য। –আবু দাউদ

٣٢٢- وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِذَا ذَهَبَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهٗ بِثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ يَسْتَطِيْبُ بِهِنَّ فَاِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ- (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

---

২৩. আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) নিজেকে মুমিনের জন্য পিতার সমতুল্য ঘোষণা দিয়েছেন। একথা সর্বজন স্বীকৃত যে পিতা সদাসর্বদা সন্তানের সার্বিক কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা করেন। সন্তানের সকল প্রকার সাফল্য, মর্যাদা, সুস্বাস্থ্য ইত্যাদি সব ধরনের উন্নতির জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকেন এটা সন্তানের প্রতি পিতার অগাধ স্নেহ ও ভালবাসার কারণেই হয়ে থাকে। পিতা সন্তানের জন্য যতটুকু স্নেহশীল থাকেন দয়ালু নবী (সা) তারচেয়ে শত শত গুণ স্নেহপরায়ণ ছিলেন মু'মিনদের উপর। মহানবী (সা) দয়াপরবশ হয়ে মু'মিনদের জীবন চলার পথে প্রতিটি পদক্ষেপের সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করে গেছেন দয়ালু পিতার ন্যায়। তাই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে, নবী হলেন মু'মিনদের নিকট তাদের জীবনের চেয়ে অধিক প্রিয়।

(৩২৯) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, দুইজন লোক একসাথে যেন তাদের লজ্জাস্থান অনাবৃত করে পরস্পরে কথাবার্তা বলতে বলতে পায়খানা না করে। কারণ এতে আল্লাহ্ পাক রাগান্বিত হন। –আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

٣٣٠- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ هٰذِهِ الْحُشُوْشَ مُحْتَضَرَةٌ فَاِذَا اَتٰى اَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ: اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ- (رَوَاهُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

(৩৩০) হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, পায়খানার স্থানসমূহই হল (জিন শয়তানদের) ঘাঁটি; সুতরাং তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় যাবে তখন সে যেন পাঠ করে, "اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَ الْخَبَائِثِ-" অর্থ হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট পুরুষ ও নারী শয়তান হতে আশ্রয় চাচ্ছি। –আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

٣٣١- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَتْرُ مَا بَيْنَ اَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِيْ اٰدَمَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُهُمُ الْخَلَاءَ اَنْ يَّقُوْلَ بِسْمِ اللّٰهِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَاِسْنَادُهُ لَيْسَ بِقَوِيٍّ)

(৩৩১) হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, শয়তানের চক্ষু এবং মানুষের গুপ্তাঙ্গের মধ্যে পর্দা হল তোমাদের কারো পায়খানায় যাবার সময় বিসমিল্লাহ বলা। –তিরমিযী

٣٣٢- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ غُفْرَانَكَ- (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

(৩৩২) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) পায়খানা হতে বের হওয়ার সময় বলতেন, "গুফরানাকা" অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

–তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী

٣٣٣- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَتَى الْخَلَاءَ اَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِيْ تَوْرٍ اَوْ رَكْوَةٍ فَاسْتَنْجٰى ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْاَرْضِ ثُمَّ اَتَيْتُهُ بِاِنَاءٍ اٰخَرَ فَتَوَضَّأَ - (رَوَاهُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَى الدَّارِمِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مَعْنَاهُ)

(৩৩৩) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) পায়খানায় যাওয়ার সময় আমি তাঁর জন্য কখনও তাওরে করে আবার কখনও বা রাকওয়ায় করে পানি নিয়ে যেতাম। তিনি তাদ্বারা

ইস্তেঞ্জা করতঃ মাটিতে হাত মুছতেন। তারপর আমি আর একপাত্র পানি আনতাম। তাদ্বারা তিনি অজু করতেন। –আবু দাউদ

٣٣٤ - وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَالَ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ - (رَوَاهُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

(৩৩৪) হযরত হাকাম ইবনে সুফিয়ান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন প্রস্রাব করে অজু করতেন তখন স্বীয় গুপ্তাংগে পানি ছিটিয়ে দিতেন। –আবু দাউদ, নাসায়ী

٣٣٥ وَعَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَحٌ مِنْ عِيْدَانٍ تَحْتَ سَرِيْرِهٖ يَبُوْلُ فِيْهِ[২৫] بِاللَّيْلِ - (رَوَاهُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

(৩৩৫) হযরত উমাইমাহ বিনতে রুকাইকাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খাটের নীচে একটি কাঠের পেয়ালা থাকত, যাতে (বিশেষ ওজরের সময়) তিনি রাত্রে প্রস্রাব করতেন।

–আবু দাউদ, নাসায়ী

٣٣٦- وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: رَاٰنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا اَبُوْلُ قَائِمًا فَقَالَ: يَا عُمَرُ لَا تَبُلْ قَائِمًا فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحْيِي السُّنَّةِ: قَدْ صَحَّ: عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: اَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا قِيْلَ: كَانَ ذٰلِكَ لِعُذْرٍ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৩৩৬) হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে দেখলেন। তখন তিনি বললেন, হে উমর! দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করবে না। তারপর আমি আর কখনও দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করিনি। –তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

শায়খ মুহিউস-সুন্নাহ বলেন, হযরত হুযায়ফা (রা) বর্ণিত এ হাদীসটি সহীহ; নবী করীম (সা) একদা কওমের ময়লা ফেলার স্থানে এলেন। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, এটা ছিল ওযরবশত। –বুখারী, মুসলিম

২৫ ১। রাতের বেলায় অসুস্থতাজনিত কারণে মহানবী (সা) কাঠের পেয়ালায় প্রস্রাব করতেন।
২। রাতের বেলায় বাইরে বের হতে কষ্ট হতো বিধায় সাবধানতার স্বার্থে তাতে পেশাব করতেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٣٧ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكُمْ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُوْلُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوْهُ مَا كَانَ يَبُوْلُ اِلَّا قَاعِدًا. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

(৩৩৭) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি বলে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতেন, তোমরা তার কথা সমর্থন করো না। কেননা তিনি সর্বদা বসেই প্রস্রাব করতেন।
—আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী

٣٣٨— وَعَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنَّ جِبْرِيْلَ اَتَاهُ فِيْ اَوَّلِ مَا اُوْحِيَ اِلَيْهِ فَعَلَّمَهُ الْوُضُوْءَ وَالصَّلَاةَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْوُضُوْءِ اَخَذَ غُرْفَةً مِنَ الْمَاءِ فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهُ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

(৩৩৮) হযরত যায়েদ ইবনে হারেছাহ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, প্রথম যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি অহী অবতীর্ণ হচ্ছিল, তখন একবার জিব্রাইল তাঁর নিকট এসে তাঁকে অজু এবং নামায শিখিয়েছিলেন। যখন তিনি (হুযুরে পাক সা) অজু শেষ করলেন, তখন এক কোষ পানি নিয়ে তা স্বীয় গুপ্তাঙ্গের উপর ছিটিয়ে দিলেন। —আহমদ, দারা কুতনী

٣٣٩ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَنِيْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ يَقُوْلُ: اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْهَاشِمِيِّ الرَّاوِي مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ.

(৩৩৯) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, একবার আমার নিকট জিব্রাইল এসে বললেন, হে মুহাম্মদ! যখন আপনি অজু করবেন তখন পুরুষাঙ্গের উপর পানি ছিটিয়ে দিবেন। —তিরমিযী

٣٤٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: بَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوْزٍ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ: مَا هٰذَا يَا عُمَرُ؟ قَالَ: مَاءٌ تَتَوَضَّأُ بِهِ قَالَ: مَا اُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ اَنْ اَتَوَضَّأَ وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً. (رَوَاهُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

(৩৪০) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) প্রস্রাব করলেন এবং হযরত ওমর (রা) তাঁর পিছনে একটি পানির পাত্র নিয়ে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, উমর! এটা কি? উমর (রা) বললেন, আপনার অজুর জন্য পানি। তিনি বললেন, আমি প্রত্যেকবারই প্রস্রাব করার পর অজু করার জন্য আদিষ্ট হইনি। আমি সর্বদা এরূপ করলে তা অবশ্যই সুন্নত হয়ে যাবে। —আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

٣٤١- وَعَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ وَجَابِرٍ وَاَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ: اَنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ لَمَّا نَزَلَتْ (فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَثْنٰى عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُوْرِ فَمَا طُهُوْرُكُمْ قَالُوْا نَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَنَسْتَنْجِيْ بِالْمَاءِ قَالَ فَهُوَ ذَاكَ فَعَلَيْكُمُوْهُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

(৩৪১) হযরত আবু আইয়্যুব আনছারী (রা), হযরত জাবের (রা) ও হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন এ আয়াতটি নাযিল হলো : "فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ" তথায় (মসজিদে কুবায়) এরূপ লোকগণ রয়েছে, যারা পবিত্রতা অর্জন করা ভালবাসে এবং আল্লাহ্ পাক পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন।" তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে আনসারগণ! আল্লাহ্ পাক তোমাদের পবিত্রতা অর্জনের গুণ বর্ণনা করেছেন। তোমাদের পবিত্রতা কি? তারা বললেন, আমরা নামাযের জন্য অজু করি। অপবিত্রতা হতে গোসল করি এবং পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা করি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এ কারণেই আল্লাহ্ পাক তোমাদের প্রশংসা করেছেন। অতএব তোমরা সর্বদা এই রীতি বজায় রাখবে। –ইবনে মাজাহ

٣٤٢- وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَهُ بَعْضُ الْمُشْرِكِيْنَ وَهُوَ يَسْتَهْزِئُ اِنِّيْ لَاَرٰى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتّٰى الْخِرَاءَةَ قَالَ اَجَلْ اَمَرَنَا اَنْ لَا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِاَيْمَانِنَا وَلَا نَكْتَفِيَ بِدُوْنِ ثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ لَيْسَ فِيْهَا رَجِيْعٌ وَلَا عَظْمٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاَحْمَدُ وَاللَّفْظُ لَهُ)

(৩৪২) হযরত সালমান ফারসী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক মুশরিক ব্যক্তি আমাকে বিদ্রূপ করে বলল; আমি দেখছি তোমাদের প্রিয় ব্যক্তি তোমাদেরকে সব বিষয়ই শিক্ষা দিচ্ছেন এমন কি পায়খানায় বসার রীতিনীতি পর্যন্ত! আমি বললাম, হ্যাঁ, তিনি আমাদেরকে বলেছেন, আমরা যেন (পায়খানার সময়) কিবলার দিকে ফিরে না বসি। ডান হাতে শৌচক্রিয়া না করি এবং ইস্তেঞ্জার সময় তিনটি ঢিলার কম ব্যবহার না করি। আর তাতে যেন গোবর ও হাড় না থাকে। –মুসলিম, আহমদ

٣٤٣- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَسَنَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْ يَدِهٖ كَهَيْئَةِ الدَّرَقَةِ فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ فَبَالَ اِلَيْهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اُنْظُرُوْا اِلَيْهِ يَبُوْلُ كَمَا تَبُوْلُ الْمَرْاَةُ فَسَمِعَهٗ فَقَالَ اَوَ مَا عَلِمْتَ مَا اَصَابَ صَاحِبَ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ كَانُوْا اِذَا اَصَابَهُمْ شَيْءٌ مِنَ الْبَوْلِ قَرَضُوْهُ بِالْمَقَارِيْضِ فَنَهَاهُمْ فَعُذِّبَ فِيْ قَبْرِهٖ - (رَوَاهُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْهُ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى)

(৩৪৩) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে হাসানাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের সামনে এলেন। তখন তাঁর হাতে একটি চামড়ার ঢাল ছিল। তিনি তা (পর্দাস্বরূপ) মাটির উপর খাড়া করে রাখলেন। অতঃপর বসে ঢালটির দিকে ফিরে প্রস্রাব করলেন। তখন তাদের একজন বলল,

তোমরা দেখ এই লোকটি নারীদের ন্যায় প্রস্রাব[২৬] করছে। রাসূলুল্লাহ (সা) এটা শুনে বললেন, তুমি কি জান না যে, এক বনী ইস্রাইল ব্যক্তির কি দশা হয়েছিল? তাদের শরীরে বা কাপড়ে প্রস্রাব লাগলে তারা শরীরের বা কাপড়ের সেই অংশ কাচি দ্বারা কেটে ফেলত। ঐ ব্যক্তি তাদেরকে ঐরূপ করা হতে নিষেধ করল; যার কারণে তার কবরে সাজা দেয়া হল। –আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ। নাসায়ী তা হতে এবং আবু মূসা প্রমুখ হতে বর্ণনা করেছেন।

٣٤٤- عَنْ مَرْوَانَ الْاَصْغَرِ قَالَ: رَاَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُوْلُ اِلَيْهَا فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هٰذَا قَالَ بَلٰى اِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذٰلِكَ فِي الْفَضَاءِ فَاِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ- (رَوَاهُ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

(৩৪৪) হযরত মারওয়ান আছগার (রহ) বলেছেন, আমি হযরত ইবনে উমর (রা)-কে দেখলাম, তিনি কিবলার দিকে তার বাহন উটকে বসালেন, তারপর বসে তার দিকে প্রস্রাব করলেন। তখন আমি বললাম, হে আবু আব্দুর রহমান! এরূপ করতে কি নিষেধ করা হয় নি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অবশ্য তা নিষেধ করা হয়েছে উন্মুক্ত প্রান্তরের ক্ষেত্রে; কিন্তু যখন তোমার ও কিবলার মধ্যে আড়স্বরূপ কোন বস্তু থাকবে, তখন এতে কোন দোষ নেই। –আবু দাউদ

٣٤٥- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّي الْاَذٰى وَعَافَانِيْ- (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

(৩৪৫) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) পায়খানা হতে বের হওয়ার সময় পাঠ করতেন, "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّي الْاَذٰى وَعَافَانِيْ" অর্থাৎ সেই আল্লাহ্ পাকের যাবতীয় প্রশংসা যিনি আমা হতে ক্লেশকর বস্তু দূর করলেন এবং আমাকে নিরাপদ করলেন। –ইবনে মাজাহ

٣٤٦- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ الْجِنِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْهَ اُمَّتَكَ اَنْ يَّسْتَنْجُوْا بِعَظْمٍ اَوْ رَوْثَةٍ اَوْ حُمَمَةٍ فَاِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ لَنَا فِيْهَا رِزْقًا فَنَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ - (رَوَاهُ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

(৩৪৬) হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিনের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে যখন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উম্মতকে বলে দিন তারা যেন হাড়, শুষ্ক গোবর ও কয়লার দ্বারা ইস্তেঞ্জা না করে। কেননা আল্লাহ্ পাক তা আমাদের খাদ্যদ্রব্যস্বরূপ নির্দিষ্ট করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর উম্মতদেরকে ঐ কাজ হতে নিষেধ করে দিলেন। –আবু দাউদ

২৬. ঘটনাস্থলে উপস্থিত কোনো কাফির বা মুনাফিক মুসলমানদেরকে হেয় করার উদ্দেশ্যে এ উক্তিটি করেছিল। তদানীন্তনকালে কাফের মুশরিকদের পুরুষেরা দাঁড়িয়ে এবং মহিলারা বসে প্রস্রাব করতো এবং মহিলারা সাধারণত আড়াল করে প্রস্রাব করতো।

بَابُ السِّوَاكِ

পরিচ্ছেদ ঃ মেসওয়াক করা

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٤٧- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِيْ لَاَمَرْتُهُمْ بِتَاْخِيْرِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ۔(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৩৪৭) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যদি না আমি আমার উম্মতের উপর কষ্টকর বলে মনে করতাম তাহলে আমি তাদেরকে নির্দেশ দিতাম, এশার নামায দেরি করে আদায় করতে এবং প্রত্যেক নামাযের সময় মেসওয়াক করতে। –বুখারী, মুসলিম

٣٤٨- وَعَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَاَلْتُ عَائِشَةَ: بِاَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَاُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ ۔(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৩৪৮) হযরত শুরাইহ ইবনে হানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার আমি (উম্মুল মু'মিনীন) হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন ঘরে প্রবেশ করতেন, তখন প্রথমে তিনি কোন্ কাজ করতেন? তিনি বললেন, মেসওয়াক (করতেন)। –মুসলিম

٣٤٩- وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ۔(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৩৪৯) হযরত হুযায়ফাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন রাত্রে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন তখন মেসওয়াক দ্বারা তাঁর মুখ পরিষ্কার করতেন। –বুখারী, মুসলিম

٣٥٠- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ وَاِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْاَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِيْ اَلْاِسْتِنْجَاءَ- قَالَ الرَّاوِى: وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةَ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ الْخِتَانُ بَدَلَ اِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ لَمْ اَجِدْ هٰذِهِ الرِّوَايَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَا فِيْ كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ وَلٰكِنْ ذَكَرَهَا صَاحِبُ الْجَامِعِ وَكَذَا الْخَطَابِيُّ فِيْ مَعَالِمِ السُّنَنِ عَنْ اَبِيْ دَاوُدَ بِرِوَايَةِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ

(৩৫০) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, দশটি বিষয় স্বভাবজাত। যথা ঃ (১) গোফ খাট করা; (২) দাড়ি লম্বা করা; (৩) মেসওয়াক করা; (৪) পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা; (৫) নখ কর্তন করা; (৬) আঙ্গুলের গিরাগুলি ধৌত করা; (৭) বগলের পশম উপড়ে ফেলা; (৮) গুপ্তস্থানের পশম কর্তন করা এবং (৯) শৌচক্রিয়া করা। বর্ণনাকারী বলেন, দশম বিষয়টি আমি ভুলে গিয়েছি। তবে মনে হয় তা কুলি করা হবে। –মুসলিম

অপর এক বর্ণনায় দাঁড়ি লম্বা করার স্থানে খতনা করার কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু গ্রন্থকার বলেন, আমি হাদীসটি বুখারী, মুসলিম ও হুমাইদীর কিতাবে খুঁজে পাইনি। অবশ্য জামেউল উসূলের গ্রন্থকার হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এমনিভাবে খাত্তাবীও মা'আলিমুস সুনানে আবূ দাউদ হতে সাহাবী হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা)-এর সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٥١- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ- (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَاَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ بِلَا اِسْنَادٍ)

(৩৫১) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, মেসওয়াক হল মুখ পরিষ্কারকারক এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের পন্থা। –শাফেয়ী, আহমদ, দারেমী ও নাসায়ী আর সনদ ব্যতিরেকে বুখারী

٣٥٢- وَعَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ: اَلْحَيَاءُ وَيُرْوَى الْخِتَانُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

(৩৫২) হযরত আবু আইয়্যুব আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, চারিটি বিষয় নবী রাসূলগণের সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। যথা ঃ (১) লজ্জা করা বর্ণনান্তরে এর স্থানে রয়েছে খাতনা করা। (২) সুগন্ধি ব্যবহার করা। (৩) মেসওয়াক করা এবং (৪) বিবাহ করা। –তিরমিযী

٣٥٣- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ اِلَّا يَتَسَوَّكُ قَبْلَ اَنْ يَتَوَضَّأَ- (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

(৩৫৩) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) দিনে বা রাতে যখনই নিদ্রা যেতেন, তখনই জাগ্রত হওয়ার পর অজু করার পূর্বে মেসওয়াক করতেন। –আহমদ, আবু দাউদ

٣٥٤- وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ فَيُعْطِيْنِى السِّوَاكَ لِاَغْسِلَهُ فَاَبْدَأُ بِهٖ فَاَسْتَاكُ ثُمَّ اَغْسِلُهُ وَاَدْفَعُهُ اِلَيْهِ- (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(৩৫৪) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মেসওয়াক করে (মেসওয়াকটি) ধোয়ার জন্য আমাকে দিতেন। আমি ধুইবার পূর্বেই তা দিয়ে নিজে মেসওয়াক করতাম। তারপর ধুয়ে তা তাঁকে দিতাম। –আবু দাউদ

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٠٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَرَانِيْ فِي الْمَنَامِ اَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَجَاءَنِيْ رَجُلَانِ اَحَدُهُمَا اَكْبَرُ مِنَ الْاٰخَرِ فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْاَصْغَرَ مِنْهُمَا فَقِيْلَ لِيْ: كَبِّرْ فَدَفَعْتُهُ اِلَى الْاَكْبَرِ مِنْهُمَا۔(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৩৫৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, একবার আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি একটি দাঁতন দ্বারা মেসওয়াক করছি। এমন সময় আমার নিকট দুইজন লোক উপস্থিত হল। তাদের একজন অপরজনের তুলনায় জ্যেষ্ঠ। আমি কনিষ্ঠজনকেই আমার মেসওয়াক দিতে গেলাম। তখন আমাকে বলা হল, জ্যেষ্ঠজনকেই দিন। তখন আমি তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকেই দিলাম। –বুখারী, মুসলিম

٣٠٦- وَعَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا جَاءَنِيْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطُّ اِلَّا اَمَرَنِيْ بِالسِّوَاكِ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ اُحْفِيَ مُقَدَّمَ فِيَّ۔ (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

(৩৫৬) হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, জিব্রাইল (আ) যখনই আমার নিকট আগমন করতেন, আমাকে মেসওয়াক করার জন্য বলতেন। যাতে আমার এরূপ আশংকা হতে লাগল যে, না জানি (মেসওয়াক করতে করতে) আমার মুখের সম্মুখভাগ আমি ক্ষয় করে ফেলি। –আহমদ

٣٠٧- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ اَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ۔(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(৩৫৭) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, মেসওয়াক সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে এর অধিক গুরুত্বের কারণেই এরূপ তাকীদ করলাম। –বুখারী

٣٠٨- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنُّ وَعِنْدَهُ رَجُلَانِ اَحَدُهُمَا اَكْبَرُ مِنَ الْاٰخَرِ فَاُوْحِيَ اِلَيْهِ فِيْ فَضْلِ السِّوَاكِ اَنْ كَبِّرْ اَعْطِ السِّوَاكَ اَكْبَرَهُمَا ۔ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(৩৫৮) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) মেসওয়াক করছিলেন। ঐ সময় দুইজন লোক (তথায়) উপস্থিত ছিল। যাদের এক ব্যক্তি ছিল অপর ব্যক্তি হতে বড়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি মেসওয়াকের মাহাত্ম্য সম্পর্কে অহী নাযিল হল যে, মেসওয়াকটি তাদের বড় লোকটিকে দিন। —আবু দাউদ

٣٥٩- وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَفْضُلُ الصَّلٰوةُ الَّتِيْ يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِيْ لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِيْنَ ضِعْفًا-(رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

(৩৫৯) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, মেসওয়াক করে আদায় করা নামাযের ফজীলত সেই নামাযের তুলনায় সত্তর গুণ বেশী, যে নামাযের পূর্বে মেসওয়াক করা হয় নি। —বায়হাকী ফী শুআবিল ঈমান

٣٦٠- وَعَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِيْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَاَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ اِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ قَالَ فَكَانَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ يَشْهَدُ الصَّلَوَاتِ فِي الْمَسْجِدِ وَسِوَاكُهُ عَلَى اُذُنِهٖ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ اُذُنِ الْكَاتِبِ لَا يَقُوْمُ اِلَى الصَّلَاةِ اِلَّا اسْتَنَّ ثُمَّ رَدَّهُ اِلَى مَوْضِعِهٖ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْدَاوُدَ اِلَّا اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ: وَلَاَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ اِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ-وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

(৩৬০) হযরত আবু সালামাহ (রা) হযরত যায়েদ বিন খালেদ জুহানী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, যদি না আমি আমার উম্মতের উপর কষ্টকর বলে মনে করতাম তাহলে তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে মেসওয়াক করতে আদেশ দিতাম এবং এশার নামায রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত পিছিয়ে দিতাম।

আবু সালামাহ (রা) বলেন, অতঃপর হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ (রা) নামাযে আসতেন। আর তখন মেসওয়াক তার কানে থাকত। লেখকের কলম যেভাবে তাদের কানে থাকে। তিনি যখনই নামাযের জন্য প্রস্তুত হতেন, তখনই মেসওয়াক করে নিতেন। তারপর পুনরায় তা যথাস্থানে রেখে দিতেন।

—তিরমিযী, আবু দাউদ

তবে ইমাম আবূ দাউদ (রহ) "আমি ইশার নামাযকে রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত পিছিয়ে দিতাম" উল্লেখ করেন নি। তিরমিযী (রহ) বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান, সহীহ।

بَابُ سُنَنِ الْوُضُوْءِ

প্রাসঙ্গিক বিষয় ঃ অজুর নিয়ম-কানুন এবং সুন্নতসমূহ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম পরিচ্ছেদ

সর্বোচ্চ পর্যায়ের হাদীসসমূহ

٣٦١- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهٖ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهٗ فِي الْاِنَاءِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا فَاِنَّهٗ لَا يَدْرِيْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهٗ۔(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৩৬১) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউই নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে যেন তার হাত (পানির) পাত্রে প্রবেশ না করায়–যে পর্যন্ত না হাত তিনবার ধৌত করে নেয়। কেননা সে জানে না যে, তার হাত রাতে (নিদ্রার মধ্যে) কোথায় কোথায় ছিল।

–বুখারী, মুসলিম

٣٦٢- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهٖ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلٰثًا فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيْتُ عَلٰى خَيْشُوْمِهٖ۔(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৩৬২) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ নিদ্রা হতে উঠে অজু করবে, তখন সে যেন নাসিকা ছিদ্রে পানি দিয়ে ঝেড়ে ফেলে। কেননা শয়তান তার নাসিকা[২৭] ছিদ্রে রাত্রি যাপন করে। –বুখারী, মুসলিম

٣٦٣- وَقِيْلَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ : كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ؟ فَدَعَا بِوَضُوْءٍ فَاَفْرَغَ عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهٗ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَاْسَهٗ بِيَدَيْهِ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ بَدَاَ بِمُقَدَّمِ رَاْسِهٖ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا اِلٰى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِيْ بَدَاَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ رَوَاهُ مَالِكٌ وَالنَّسَائِيُّ وَلِاَبِيْ دَاوُدَ نَحْوَهٗ ذَكَرَهٗ صَاحِبُ الْجَامِعِ وَفِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: قِيْلَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ

---

২৭. মানুষ যখন ঘুমন্ত থাকে তখন শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দেয়াব সুযোগ পায় না। ফলে সে নাকের বাঁশিতে আশ্রয় নিয়ে নানাবিধ দুঃস্বপ্ন দেখায় যার প্রভাব সে জাগ্রত হওয়ার পরও অনুভব করে। সুতরাং কেউ যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে পানি দ্বারা নাক পরিষ্কার করে নেয় তখন শয়তান দূর হয়ে যায় এবং তার প্রভাব কেটে যায়। এজন্য মহানবী (সা) ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পর অজু করা ও নাকে পানি দেয়ার আদেশ করেছেন। –মিরকাত

بْنِ عَاصِمٍ: تَوَضَّأْ لَنَا وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَأَكْفَأَ مِنْهُ عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهٗ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذٰلِكَ ثَلَاثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهٗ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهٗ ثَلَاثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهٗ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ يَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهٗ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهٖ فَاَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَاَدْبَرَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا كَانَ وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِىْ رِوَايَةٍ: فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهٖ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا اِلٰى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتّٰى رَجَعَ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِىْ بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ: فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا بِثَلَاثِ غُرَفَاتٍ مِنْ مَّاءٍ وَفِىْ رِوَايَةٍ اُخْرٰى: فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذٰلِكَ ثَلَاثًا وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِىِّ: فَمَسَحَ رَأْسَهٗ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ وَفِىْ اُخْرٰى لَهٗ: فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ.

(৩৬৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবন যায়দ ইবন আছেমকে জিজ্ঞেস করা হল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) অজু কিভাবে করতেন? (এ কথা শুনে) তিনি অজুর পানি এনে দুই হাতের উপর তা ঢাললেন এবং দু'হাত (কব্জি পর্যন্ত) দু' দু'বার করে ধৌত করলেন। তারপর তিনবার কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন। তারপর তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। অতঃপর দু'বার করে দুইহাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করলেন। তারপর দু'হাত দ্বারা মাথা মাসেহ করলেন সম্মুখের দিক হতে এবং পিছনের দিক হতে। (এইরূপে) মাথার সম্মুখদিক দিয়ে শুরু করে হস্তদ্বয় ঘাড়ের দিকে নিলেন। তারপর দুই হাতকে পুনরায় সম্মুখের দিকে এনে যে স্থান হতে শুরু করেছিলেন সেই স্থানে পৌঁছালেন। তারপর পদদ্বয় ধৌত করলেন। মালেক, নাসায়ী এবং আবু দাউদও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। জামেউল উছূল গ্রন্থকারও এটা রেওয়ায়াত করেছেন।

কিন্তু বুখারী এবং মুসলিমে রয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবন যায়দ ইবন আছেমকে বলা হল আপনি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অজুর ন্যায় অজু করে দেখান। তখন তিনি একটি পানির পাত্র এনে তা কাত করতঃ তা হতে কিছু পানি হস্তদ্বয়ের উপর ঢাললেন এবং কব্জি পর্যন্ত তা তিনবার করে ধৌত করলেন। তারপর হাত পাত্রে ঢুকিয়ে পানি নিয়ে তা আবার বের করলেন এবং সেই এক অঞ্জলি পানি দ্বারাই কুলি করলেন এবং নাক ঝাড়লেন আর এরূপ তিনবার করলেন। তারপর তিনি হাত পাত্রে ঢুকালেন এবং পানি নিয়ে বের করলেন এবং তিনবার করে মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। (এর পর) আবার তিনি হাত (পাত্রে) ঢুকালেন এবং পানি নিয়ে বের করে দু'হাত কনুই পর্যন্ত দু' দু'বার করে ধৌত করলেন। (এর পর) আবার তিনি (পাত্রে) হাত ঢুকালেন এবং বের করে এইরূপে মাথা মাসেহ করলেন। সম্মুখের দিক দিয়ে শুরু করতঃ হাত পিছনের দিকে টেনে আবার পিছন দিক হতে শুরু করে সামনের দিকে আনলেন। তারপর দুই পা গিরা পর্যন্ত ধৌত করলেন।

অতঃপর বললেন, এরূপই ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অজু (করার নিয়ম)। বর্ণনান্তরে রয়েছে, হস্তদ্বয় সম্মুখ দিক হতে পিছন দিকে এবং পিছন দিক হতে সম্মুখ দিকে টানলেন। (অর্থাৎ) সামনের দিক হতে

শুরু করলেন এবং পিছনের দিকে ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। আবার দু' হাতকে সম্মুখ দিকে টেনে এনে যেস্থান হতে শুরু করেছিলেন, সেই স্থানেই পৌছালেন। তারপর পদদ্বয় ধৌত করলেন।

আর একটি বর্ণনায় আছে, তিনি কুলি করলেন, নাকের ছিদ্রে পানি দিলেন এবং ঝাড়লেন তিনবার তিন অঞ্জলি পানি দ্বারা। আর এক বর্ণনায় আছে কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন সেই এক অঞ্জলি পানি দ্বারা এইরূপ তিনবার করলেন।

বুখারীর এক বর্ণনায় আছে মাথা মাসেহ করলেন। (এইরূপে) দুই হাতকে সম্মুখ দিক হতে পিছনের দিকে এবং পিছনের দিক হতে সম্মুখ দিকে টানলেন একবার। তারপর দুই পা ছোট গিরা পর্যন্ত ধৌত করলেন। বুখারীর আর এক বর্ণনায় আছে, কুলি করলেন এবং নাক ঝাড়লেন তিনবার করে। (প্রত্যেকবার) এক অঞ্জলি পানি দ্বারাই।

٣٦٤- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً لَمْ يَزِدْ عَلَى هٰذَا۔(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(৩৬৪) হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ (সা) অজু করলেন (এবং অজুর স্থানসমূহ ধৌত করলেন) শুধু এক একবার করে। একবারের বেশী ধৌত করলেন না। -বুখারী

٣٦٥- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ۔ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(৩৬৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইবন যায়েদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ (সা) অজু করলেন দুই দুইবার করে। -বুখারী

٣٦٦- وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ فَقَالَ: اَلَا اُرِيْكُمْ وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا۔(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৩৬৬) হযরত ওছমান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা তিনি মাকায়েদ নামক স্থানে অজু করতে বসে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অজু দেখাব না? অতঃপর তিনি তিনবার করে অজু করলেন। -মুসলিম

٣٦٧- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: رَجَعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيْقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ فَتَوَضَّؤُوْا وَهُمْ عِجَالٌ فَانْتَهَيْنَا اِلَيْهِمْ وَاَعْقَابُهُمْ تَلُوْحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَيْلٌ لِّلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ اَسْبِغُوْا الْوُضُوْءَ۔ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৩৬৭) হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলে পাক (সা)-এর সাথে মক্কা হতে মদীনায় ফেরার সময় পথে যখন একটি পানির কূপের নিকট পৌছলাম, তখন আমাদের মধ্যকার কিছু লোক আছরের ওয়াক্তে তাড়াতাড়ি অজু করতে গেলেন এবং তাড়াহুড়ার সাথে অজু করলেন। এর পর আমরা তাদের নিকট পৌছলাম। দেখা গেল তাদের পায়ের গোড়ালী শুকনো, তথায় পানি পৌঁছেনি। তা দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সর্বনাশ! এই গোড়ালীসমূহের এই লোকগুলো দোযখে যাবে। অজু করতে হবে পরিপূর্ণভাবে।

٣٦٨- وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৩৬৮) হযরত মুগীরাহ ইবন শো'বা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) অজু করলেন এবং মাসেহ করলেন মাথার অগ্রভাগে। আর পাগড়ীর উপর এবং মোজার উপর। –মুসলিম

٣٦٩- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِيْ شَأْنِهِ كُلِّهِ: فِيْ طُهُوْرِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৩৬৯) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যতদূর সম্ভব তাঁর প্রত্যেক কাজই ডানদিক হতে শুরু করা পছন্দ করতেন– পবিত্রতা অর্জন, চুল আঁচড়ানো এবং জুতা পরিধান সর্বক্ষেত্রে। –বুখারী, মুসলিম

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উচ্চপর্যায়ের হাদীসসমূহ

٣٧٠- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا لَبِسْتُمْ وَاِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤُوْا بِأَيَامِنِكُمْ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

(৩৭০) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যখন তোমরা কিছু পরিধান করবে এবং যখন অজু করবে ডানদিক হতে শুরু করবে। –আহমদ, আবু দাউদ

٣٧١- وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا وُضُوْءَ لِمَنْ لَّمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَابْنُ مَاجَةَ وَ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَالدَّارِمِيُّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ وَزَادُوْا فِيْ اَوَّلِهِ لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَا وُضُوْءَ لَهُ ـ

(৩৭১) হযরত সাঈদ ইবন যায়দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, অজু শুরু করার কালে যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহ বলেনি তার অজু হয়নি। –তিরমিযী এবং ইবনে মাজাহ

٣٧٢- وَعَنْ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِيْ عَنِ الْوُضُوْءِ قَالَ: اَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْاَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا - (رَوَاهُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ اِلَى قَوْلِهِ: بَيْنَ الْاَصَابِعِ

(৩৭২) হযরত লাকীত ইবন ছাবেরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অজুর বিষয় বলুন। তিনি বললেন, অজুতে স্থানসমূহ পূর্ণভাবে ধৌত করবে। আঙ্গুলগুলোর মধ্যে খেলাল করবে এবং নাসিকা ছিদ্রে উত্তমরূপে পানি পৌছাব–রোযা না রাখা অবস্থায়। –আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী

٣٧٣- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ اَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

(৩৭৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, অজু করার সময় তুমি তোমার দুই হাতের ও দুই পায়ের আঙ্গুলগুলো খেলাল করবে। –তিরমিযী

٣٧٤- وَعَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَوَضَّأَ يَدْلُكُ اَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

(৩৭৪) হযরত মুসতাওরিদ ইবন শাদ্দাদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ (সা) অজু করার সময় (বাম হাতের) কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা দুইপায়ের অঙ্গুলিগুলোকে ঘষতেন।

–তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবন মাজাহ

٣٧٥- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَوَضَّأَ اَخَذَ كَفًّا مِّنْ مَّاءٍ فَاَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ: هٰكَذَا اَمَرَنِيْ رَبِّيْ - (رَوَاهُ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

(৩৭৫) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) অজু করার সময় এক কোষ পানি নিয়ে তা চিবুকের নীচ দিয়ে দাঁড়িতে ঢুকিয়ে দিতেন এবং তাদ্বারা দাঁড়িতে খেলাল করতেন। আর বলতেন, আমার প্রতিপালক আমাকে এরূপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। –আবু দাউদ

٣٧٦- وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

(৩৭৬) হযরত ওছমান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর দাঁড়ি খেলাল করতেন। –তিরমিযী, দারেমী

٣٧٧ - وَعَنْ اَبِيْ حَيَّةَ قَالَ رَاَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حَتّٰى اَنْقَاهُمَا ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهٗ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهٖ مَرَّةً ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَاَخَذَ فَضْلَ طَهُوْرِهٖ فَشَرِبَهٗ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ اَحْبَبْتُ اَنْ اُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ طُهُوْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

(৩৭৭) হযরত আবু হাইয়্যাহ (রহ) বলেছেন, আমি হযরত আলী (রা)-কে অজু করতে দেখেছি। তিনি প্রথমে দুই কব্জি ধৌত করলেন এবং কব্জিদ্বয়কে পরিষ্কার করে নিলেন, তারপর তিনবার কুলি করলেন এবং তিনবার নাকে পানি দিলেন। তারপর তিনবার মুখমণ্ডল এবং তিনবার করে দুইহাত (কনুই পর্যন্ত) ধৌত করলেন। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে অবশিষ্ট পানি নিয়ে তা দাঁড়ানো অবস্থায়ই পান করলেন। তারপর বললেন, আমি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রকৃত অজুর নমুনা দেখানোই পছন্দ করলাম। –তিরমিযী, নাসায়ী

٣٧٨- وَعَنْ عَبْدِ خَيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: نَحْنُ جُلُوْسٌ نَنْظُرُ اِلٰى عَلِيٍّ حِيْنَ تَوَضَّأَ فَاَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى فَمَلَأَ فَمَهٗ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرٰى فَعَلَ هٰذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى طُهُوْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهٰذَا طُهُوْرُهٗ - (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

(৩৭৮) হযরত আবদে খায়ের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা উপবিষ্ট অবস্থায় হযরত আলী (রা)-এর দিকে (তাকিয়ে) দেখতে ছিলাম যখন তিনি অজু করছিলেন (দেখলাম) তিনি ডানহাত পানির মধ্যে ঢুকালেন এবং পানি দ্বারা মুখ ভরে কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন। অতঃপর বামহাত দ্বারা নাক ঝাড়লেন। এরূপ তিনি তিনবার করলেন। তারপর বললেন, কেউ যদি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অজু দেখে আনন্দিত হতে চায় তা হলে দেখে নিক, এটাই তাঁর অজু। –দারেমী

٣٧٩- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلَاثًا - (رَوَاهُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

(৩৭৯) হযরত আব্দুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একই কোষ পানি দ্বারা কুলি করতে এবং নাকে পানি দিতে দেখেছি। তিনি এরূপ তিনবার করেছেন।

–আবু দাউদ, তিরমিযী

٣٨٠- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهٖ وَاُذُنَيْهِ: بَاطِنَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ وَظَاهِرَهُمَا بِاِبْهَامَيْهِ - (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

(৩৮০) হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) অজুতে মস্তক এবং দুইকান মাসেহ করেছেন, দুইকানের অভ্যন্তর দিক মাসেহ করেছেন দুই শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা। আর বাইরের দিক দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা। –নাসায়ী

٣٨١- وَعَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا: لَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ قَالَتْ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَا اَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا اَدْبَرَ وَصُدْغَيْهِ وَاُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَفِيْ رِوَايَةٍ اَنَّهُ تَوَضَّأَ فَاَدْخَلَ اِصْبَعَيْهِ فِيْ جُحْرَيْ اُذُنَيْهِ۔ (رَوَاهُ وَاَبُو دَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ الرِّوَايَةَ الْاُوْلٰى وَاَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ الثَّانِيَةَ)

(৩৮১) হযরত রুবাই' বিনতে মুআব্বিয (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অজু করতে দেখেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মস্তক মাসেহ করলেন তার সম্মুখ দিক এবং পিছন দিক সর্বস্থান এবং দুই কানপট্টি ও কানের লতি একবার করে। বর্ণনান্তরে আছে, তিনি অজু করলেন এবং দুই অঙ্গুলি দুই কানের ছিদ্রে প্রবেশ করালেন। –আবু দাউদ

٣٨٢- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: اَنَّهُ رَاَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَاَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ۔ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مَعَ زَوَائِدَ)

(৩৮২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী পাক (সা)-কে অজু করতে দেখেছেন এবং এও দেখেছেন যে, তিনি (সা) মস্তক এমন পানি দ্বারা মাসেহ করলেন, যা তাঁর হস্তদ্বয়ের পানির অবশিষ্টাংশ নয়। (অর্থাৎ নতুন পানি দ্বারা)। তিরমিযী এবং মুসলিম তাদের বর্ণনায় কিছু কথা যুক্ত করেছেন।

٣٨٣- وَعَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ذَكَرَ وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَكَانَ يَمْسَحُ الْمَاقَيْنِ وَقَالَ: الْاُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَاَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَذَكَرَا: قَالَ حَمَّادٌ: لَا اَدْرِيْ: اَلْاُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ مِنْ قَوْلِ اَبِيْ اُمَامَةَ اَمْ مِنْ قَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(৩৮৪) হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রা) একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অজুর কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, অজুতে তিনি দুই চক্ষুর কোণা মর্দন করতেন এবং বলতেন, কর্ণদ্বয় মাথারই অংশ।

–ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ, তিরমিযী

তারা দু'জনে উল্লেখ করেছেন যে, হাম্মাদ (রহ) বলেছেন, "দু'কান মাতার অংশ" এটি কি আর উমামার বক্তব্য নাকি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বক্তব্য তা আমি জানি না।

٣٨٤- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ: جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوْءِ فَاَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: هٰكَذَا الْوُضُوْءُ فَمَنْ زَادَ عَلٰى هٰذَا فَقَدْ اَسَاءَ وَتَعَدّٰى وَظَلَمَ۔

(رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَرَوَى وَاَبُو دَاوُدَ مَعْنَاهُ)

(৩৮৫) হযরত আমর ইবন শোআইব তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা হতে রেওয়ায়াত করেছেন যে, তার দাদা বলেছেন, একদা নবী পাক (সা)-এর নিকট জনৈক বেদুইন এসে তাঁকে অজু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি তাকে তিন তিনবার করে (প্রত্যেক অঙ্গ ধুয়ে) দেখালেন। তারপর বললেন, অজু এমন-ই, এরপর যে ব্যক্তি এতে কিছু বাড়াবে সে অন্যায় করবে, সীমাতিক্রম করবে এবং জুলুম করবে। –নাসায়ী, ইবন মাজাহ এবং অনুরূপ অর্থে আবু দাউদ

٣٨٥- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ اِبْنَهُ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْاَبْيَضَ عَنْ يَمِيْنِ الْجَنَّةِ قَالَ: اَيْ بُنَيَّ سَلِ اللهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذْ بِهٖ مِنَ النَّارِ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِيْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُوْنَ فِي الطُّهُوْرِ وَالدُّعَاءِ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

(৩৮৬) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি তার পুত্রকে এরূপ বলতে শুনলেন, হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট বেহেশতের ডানদিকের শ্বেতপ্রাসাদটি প্রার্থনা করছি। এটা শুনে তিনি বললেন বৎস! আল্লাহ্‌র নিকট শুধু বেহেশত প্রার্থনা কর এবং দোযখ হতে আশ্রয় চাও। আমি রাসূলে পাক (সা)-কে বলতে শুনেছি, সহসাই এই উম্মতের মধ্যে এমন লোক দেখা যাবে, যারা অজু এবং দোয়ার ক্ষেত্রে সীমাতিক্রম করবে। –আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

٣٨٦- وَعَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّ لِلْوُضُوْءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ الْوَلَهَانُ فَاتَّقُوْا وَسْوَاسَ الْمَاءِ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَلَيْسَ اِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ اَهْلِ الْحَدِيْثِ لِاَنَّا لَا نَعْلَمُ اَحَدًا اَسْنَدَهُ غَيْرَ خَارِجَةٍ وَهُوَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ اَصْحَابِنَا ـ

(৩৮৭) হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা) নবী পাক (সা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাঃ) ইরশাদ করেছেন, অজুর (মধ্যে হতে ওয়াসওয়াসা দিবার জন্য) ওলাহান নামক একটি শয়তান রয়েছে: সুতরাং পানির ওয়াসওয়াসা হতে সাবধান থাকবে। –তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

٣٨٧- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرْفِ ثَوْبِهٖ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

(৩৮৭) হযরত মুআয ইবন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি দেখেছি, রাসূলে পাক (সা) অজু করার সময় তার কাপড়ের আঁচল দ্বারা স্বীয় মুখমণ্ডল মুছে ফেলতেন। –তিরমিযী

٣٨٨- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِرْقَةٌ يُّنَشِّفُ بِهَا اَعْضَاءَهُ بَعْدَ الْوُضُوْءِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ بِالْقَائِمِ وَاَبُو مُعَاذٍ الرَّاوِيُّ ضَعِيْفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ.

(৩৮৮) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি কাপড়ের টুকরো ছিল। এটি দ্বারা তিনি অজুর পরে তাঁর অজুর স্থানসমূহ মুছে নিতেন। –তিরমিযী

তিরমিযী (রহ) বলেছেন, এই হাদীসটি সবল নয়। এর বর্ণনাকারী আবু মুআয মুহাদ্দিসগণের নিকট সবল নয়।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথমোক্ত পর্যায়দ্বয়ের হাদীসসহ অন্যান্য হাদীসসমূহ

٣٨٩- عَنْ ثَابِتِ بْنِ اَبِيْ صَفِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِاَبِيْ جَعْفَرٍ هُوَ مُحَمَّدٌ الْبَاقِرُ حَدَّثَكَ جَابِرٌ: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا ثَلَاثًا قَالَ: نَعَمْ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

(৩৮৯) হযরত ছাবেত ইবন আবু ছাফিয়াহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ বাকের (ইবনে যয়নুল আবেদীন)কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার নিকট কি হযরত জাবের (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) অজু করেছেন কখনও একেকবার কখনও দুই দুইবার আবার কখনও তিন তিনবার করে (অর্থাৎ অজুর অঙ্গসমূহ ধুয়েছেন ঐভাবে) তিনি বললেন, হ্যাঁ। –তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

٣٩٠- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ: هُوَ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ.

(৩৯০) হযরত আব্দুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদা অজু করলেন (অঙ্গসমূহ ধৌত করলে) দুই দুইবার করে এবং বললেন, এটা এক জ্যোতির উপর আর এক জ্যোতি।

٣٩١- وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ: هٰذَا وُضُوْئِيْ وَوُضُوْءُ الْاَنْبِيَاءِ قَبْلِيْ وَوُضُوْءُ اِبْرَاهِيْمَ - (رَوَاهُمَا رَزِيْنٌ وَالنَّوَوِيُّ ضَعَّفَ الثَّانِيْ فِيْ شَرْحِ مُسْلِمٍ)

(৩৯১) হযরত ওছমান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদা অজু করলেন তিন তিনবার করে এবং বললেন, এটা আমার অজু এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের অজু। বিশেষতঃ হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর অজু। রাযীন হাদীস দুটো বর্ণনা করেছেন। ইমাম নববী (রহ) মুসলিম শরীফের ভাষ্যগ্রন্থে দ্বিতীয়টিকে দুর্বল মন্তব্য করেছেন।

٣٩٢۔وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَكَانَ اَحَدُنَا يَكْفِيهِ الْوُضُوْءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ۔(رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

(৩৯২) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের জন্যই নতুন অজু করতেন এবং আমাদের প্রত্যেকের জন্য এক অজুই যথেষ্ট যদি না তার অজু ভঙ্গ হয়। –দারেমী

٣٩٣- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى بْنِ حَبَّانَ قَالَ قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَرَاَيْتَ وُضُوْءَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا كَانَ اَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ عَمَّنْ اَخَذَهٗ؟ فَقَالَ: حَدَّثَتْهُ اَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ اَبِيْ عَامِرِ ابْنِ الْغَسِيْلِ حَدَّثَهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اُمِرَ بِالْوُضُوْءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا كَانَ اَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ فَلَمَّا شَقَّ ذٰلِكَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمِرَ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَوُضِعَ عَنْهُ الْوُضُوْءُ اِلَّا مِنْ حَدَثٍ قَالَ فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَرٰى اَنَّ بِهٖ قُوَّةً عَلٰى ذٰلِكَ كَانَ فَفَعَلَهٗ حَتّٰى مَاتَ۔(رَوَاهُ اَحْمَدُ)

(৩৯৩) মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন হাব্বান (রহ) বলেছেন, একদা আমি ওবায়দুল্লাহ ইবন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরকে জিজ্ঞেস করলাম, বলুন, আপনার পিতা আব্দুল্লাহ ইবন ওমর প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের জন্য যে নতুন অজু করতেন অজু ভঙ্গ হলেও ভঙ্গ না হলেও? তা তিনি কার নিকট হতে গ্রহণ করেছিলেন? ওবায়দুল্লাহ বললেন, আসমা বিনত যায়দ ইবন খাত্তাব তার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবন হানযালা আলগাসীল তার নিকট (আসমার নিকট) বর্ণনা করেছেন, প্রথমে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের জন্যই নতুন অজু করতে আদেশ করা হয়েছিল, তাঁর অজু থাকুক কি না থাকুক। (তারপর) যখন এটা তাঁর উপর কঠিন হয়ে পড়ল, তখন প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য মেসওয়াক করতে বলা হল এবং অজু ভঙ্গ হওয়া ব্যতীত অজু করার নির্দেশ প্রত্যাহার করা হল। আব্দুল্লাহ (রা) দেখলেন যে, তিনি প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য অজু করার সামর্থ রাখেন। তাই তিনি আমৃত্যু তেমনটি করেছেন। –আহমাদ

٣٩٤- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ: مَا هٰذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ۔ قَالَ: اَفِي الْوُضُوْءِ سَرَفٌ؟ قَالَ: نَعَمْ وَاِنْ كُنْتَ عَلٰى نَهْرٍ جَارٍ۔ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ)

(৩৯৪) হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবন আছ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা নবী পাক (সা) সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাছ (রা)-এর নিকট গেলেন। তিনি তখন অজু করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এরূপ অপচয় কেন করছ সা'দ? হযরত সা'দ (রা) বললেন, অজুতেও কি অপচয় আছে ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন নিশ্চয় আছে। প্রবাহমান নদীর তীরে বসে অজু করলেও (অপচয় আছে)। –আহমদ, ইবনে মাজাহ

٣٩٥- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ فَإِنَّهُ يُطَهِّرُ جَسَدَهُ كُلَّهُ وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ لَمْ يُطَهِّرْ اِلَّا مَوْضِعَ الْوُضُوْءِ-

(৩৯৫) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা), ইবন মাসউদ (রা) এবং ইবন উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অজু করল এবং (তাতে) বিসমিল্লাহ বলল, সে তার সর্বশরীরকে পবিত্র করল। আর যে বিসমিল্লাহ না বলে অজু করল, সে শুধু তার অজুর স্থানগুলোকেই পবিত্র করল।

٣٩٦- وَعَنْ اَبِيْ رَافِعٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا تَوَضَّأَ وُضُوْءَ الصَّلَاةِ حَرَّكَ خَاتَمَهُ فِيْ اِصْبَعِهِ-(رَوَاهُمَا الدَّارُقُطْنِيّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ الْاَخِيْرَ)

(৩৯৬) হযরত আবু রাফে' (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামাজের জন্য অজু করার সময় তাঁর আঙ্গুলে পরিহিত আংটি নেড়ে দিতেন। দারে কুতনী উপরোক্ত দু'টো হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে মাজাহ শুধু শেষটি বর্ণনা করেছেন।

بَابُ الْغُسْلِ

প্রাসঙ্গিক বিষয় ঃ গোসল

সর্বোচ্চ পর্যায়ের হাদীসসমূহ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম পরিচ্ছেদ

٣٩٧- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَاِنْ لَّمْ يُنْزِلْ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৩৯৭) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন স্ত্রীলোকের চারি শাখার (দুইহাত, দুইপার) সামনে বসে (সঙ্গমরত হয়ে) শুক্রস্খলনের প্রয়াস পায়, তখন নিশ্চিতরূপে গোসল ফরজ হয় (শুক্রস্খলন হোক বা না হোক)। –বুখারী, মুসলিম

٣٩٨- وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ـ قَالَ الشَّيْخُ الْاِمَامُ مُحْيِيُ السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللهُ هٰذَا مَنْسُوْخٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي الْاِحْتِلَامِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَلَمْ اَجِدْهُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ)

(৩৯৮) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, গোসল ফরজ হয় বীর্যপাত দ্বারা। –মুসলিম

ইমাম মুহিউস সুন্নাহ (রহ) বলেছেন যে, এই বিধান রহিত হয়ে গেছে। ইবন আব্বাস (সা) বলেছেন, বীর্যপাতে গোসল ফরজ হবার বিষয়টি স্বপ্নদোষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। –তিরমিযী, বুখারী ও মুসলিমে আমি এটি পাইনি।

٣٩٩- وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: اِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي الْاِحْتِلَامِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَلَمْ اَجِدْهُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِيْ مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْاَةِ مِنْ غُسْلٍ اِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَاَتِ الْمَاءَ فَغَطَّتْ اُمُّ سَلَمَةَ وَجْهَهَا وَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَوَتَحْتَلِمُ الْمَرْاَةُ قَالَ: نَعَمْ تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَزَادَ مُسْلِمٌ بِرِوَايَةِ اُمِّ سُلَيْمٍ: اَنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيْظٌ اَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْاَةِ رَقِيْقٌ اَصْفَرُ فَمِنْ اَيِّهِمَا عَلَا اَوْ سَبَقَ يَكُوْنُ مِنْهُ الشَّبَهُ ـ

(৩৯৯) উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা (আনাসের মাতা) উম্মে সুলাইম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্ পাক ন্যায্য কথা বলতে লজ্জা করেন না। (সুতরাং আমিও করি না) স্ত্রীলোকদের স্বপ্নদোষ হলে তাদের উপর কি গোসল ফরজ হয়? নবী পাক (সা) বললেন, হ্যাঁ, যখন সে (জাগ্রত হয়ে) শুক্র দেখে। এটা শুনে হযরত উম্মে সালামাহ (রা) (লজ্জায়) তাঁর মুখ ঢেকে ফেলে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! স্ত্রীলোকেরও কি স্বপ্নদোষ হয়? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হ্যাঁ, ধুত্তুরী। (তা না হলে) তার সন্তান তার সদৃশ হয় কি করে? —বুখারী, মুসলিম

উম্মু সুলায়মের বরাতে ইমাম মুসলিম উদ্ধৃত করেছেণ যে, পুরুষের বীর্য হয় ঘন-সাদা আর মহিলাদের বীর্য হয় পাতলা-হলুদ। অতঃপর যেটি জরায়ুতে আগে প্রবেশ করে বাচ্চা সেটির সদৃশ হয়।

٤٠٠- وَعَن عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ اَصَابِعَهُ فِى الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا اُصُوْلَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ اَنْ يُّدْخِلَهُمَا الْاِنَاءَ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৪০০) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) বীর্যপাতজনিত গোসল করার সময় এইভাবে শুরু করতেন : প্রথমে দুইহাত (কব্জি পর্যন্ত) ধৌত করতেন। তারপর নামাযের অজুর ন্যায় অজু করতেন, তারপর অঙ্গুলিসমূহ পানিতে ঢুকিয়ে তদ্বারা চুলের গোড়া খেলাল করতেন, তারপর দুইহাত দ্বারা মাথার উপর তিন কোষ পানি ঢালতেন। তারপর শরীরের সকল স্থানে পানি ঢেলে দিতেন। মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে যে, পাত্রে হাত দেয়ার আগে দুহাত ধুয়ে নিতেন। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি ঢালতেন এবং যৌনাঙ্গ ধুয়ে নিতেন। এরপর অজু করতেন। —বুখারী, মুসলিম

٤٠١- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَتْ مَيْمُوْنَةُ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ صَبَّ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْاَرْضَ فَمَسَحَهَا ثُمَّ غَسَلَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَاَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ)

(৪০১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হযরত মায়মুনা (রা) বলেছেন, একদা আমি নবী পাক (সা)-এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম। তারপর একটি কাপড় দ্বারা তাঁর

জন্য পর্দা করে দিলাম। তিনি প্রথমে তাঁর দুই হাতের উপর পানি ঢেলে (কব্জি পর্যন্ত) ধৌত করলেন। তারপর ডানহাত দ্বারা বামহাতের উপর পানি ঢাললেন এবং (তদ্বারা) লজ্জাস্থান ধৌত করলেন। তারপর হাত মাটিতে ঘষে নিলেন। পুনরায় হাত (যথানিয়মে) ধুয়ে নিয়ে কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং মুখমণ্ডল ও হাত (কনুই পর্যন্ত) ধৌত করলেন, তারপর মাথার উপর পানি ঢাললেন এবং সর্বাঙ্গে পানি প্রবাহিত করলেন। এর পর তিনি ওই স্থান হতে সামান্য সরে গিয়ে দুই পা ধৌত করলেন। অতঃপর আমি (পানি মুছে ফেলতে) তাঁকে কাপড় দিলাম; কিন্তু তা নিলেন না; হস্তদ্বয় ঝাড়তে ঝাড়তে চলে গেলেন। –বুখারী, মুসলিম, শব্দগুলো বুখারীর উদ্ধৃতি

٤٠٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: اِنَّ امْرَأَةً مِّنَ الْاَنْصَارِ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيْضِ فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ قَالَ: خُذِيْ فُرْصَةً مِنْ مَّسْكٍ فَتَطَهَّرِيْ بِهَا قَالَتْ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ قَالَ تَطَهَّرِيْ بِهَا قَالَت كَيْفَ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ تَطَهَّرِيْ بِهَا فَاجْتَذَبْتُهَا اِلَيَّ فَقُلْتُ تَبْتَغِيْ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৪০২) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (একদা) এক আনছারী মহিলা নবী পাক (সা)-কে হায়েজের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি তাকে গোসল করার রীতি বলে দিলেন। তিনি বললেন, মেশকের ঘ্রাণযুক্ত একটি কাপড়ের টুকরো নিয়ে তা দিয়ে উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করবে। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করব? রাসূলুল্লাহ (সা) পুনরায় বললেন, পবিত্রতা অর্জন করবে। সে পুনরায় বলল, আমি তা দিয়ে কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করব? তিনি তখন বললেন, সুবহানাল্লাহ! (একটু বুদ্ধি খাটিয়ে) তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তখন আমি তাকে আমার কাছে টেনে এনে বললাম, ঐ কাপড় দ্বারা রক্তের চিহ্ন মুছে নেবে। –বুখারী, মুসলিম

٤٠٣ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اِمْرَأَةٌ اَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِيْ اَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ لَا اِنَّمَا يَكْفِيْكِ اَنْ تَحْثِيْ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِيْنَ۔ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৪০৩) হযরত উম্মে সালামাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার মাথার চুলে শক্ত করে বেনী বাঁধি। ফরজ গোসল করার সময় কি তা খুলে ফেলতে হবে? তিনি বললেন, না; বরং তুমি তোমার মাথার উপর তিনকোষ পানি ঢালবে, এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। এরপর তুমি তোমার সর্বাঙ্গে পানি ঢেলে দিবে এবং পবিত্রতা লাভ করবে। –মুসলিম

٤٠٤ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ اِلَى خَمْسَةِ اَمْدَادٍ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৪০৪) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) প্রায় একসের পরিমাণ পানি দ্বারা অজু করতেন এবং চার হতে পাঁচ সের পর্যন্ত পানি দ্বারা গোসল করতেন। –বুখারী, মুসলিম

٤٠٥- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ فَيُبَادِرُنِيْ حَتّٰى اَقُوْلَ دَعْ لِيْ دَعْ لِيْ قَالَتْ وَهُمَا جُنُبَانِ -(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৪০৫) হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ (সা) আমার এবং তাঁর মাঝখানে রাখা পাত্র হতে একসাথে গোসল করতাম। তিনি তাড়াতাড়ি করে আমার আগেই পানি নিতেন। আর আমি বলতাম যে, আমার জন্যও রাখুন, আমার জন্যও রাখুন। বর্ণনাকারিণী বলেন, তাঁদের বীর্যপাতকেন্দ্রিক গোসল করা অবস্থায় এরূপ হত। –বুখারী, মুসলিম

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
উচ্চপর্যায়ের হাদীসসমূহ

٤٠٦- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ يَرٰى اَنَّهُ قَدْ اِحْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا قَالَ: لَا غُسْلَ عَلَيْهِ قَالَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ عَلَى الْمَرْاَةِ تَرٰى ذٰلِكَ غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ اِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ-(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَى الدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ اِلٰى قَوْلِهِ: لَا غُسْلَ عَلَيْهِ)

(৪০৬) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন পুরুষ (জাগ্রত হয়ে শুক্রের) আর্দ্রতা অনুভব করল; কিন্তু স্বপ্নদোষের কথা তার মনে পড়ল না। এমতাবস্থায় সে কি করবে? তিনি বললেন, সে গোসল করবে। পক্ষান্তরে কোন পুরুষের স্মরণ হচ্ছে যে, তার স্বপ্নদোষ হয়েছে; কিন্তু কোনরূপ আর্দ্রতা অনুভব করছে না। সে কি-করবে? তিনি বললেন, তার উপর গোসল ফরজ নয়। তখন উম্মে সুলাইম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে স্ত্রীলোক ঐরূপ দেখবে তার উপরও কি গোসল ফরজ হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, স্ত্রীলোকেরা পুরুষদেরই অনুরূপ। –তিরমিযী, আবু দাউদ

٤٠٧- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْنَا -(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

(৪০৭) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যখন (পুরুষের) খাৎনার স্থল (স্ত্রীর) খাৎনার স্থলে প্রবেশ করবে তখন উভয়ের উপর গোসল ফরজ হবে। (আয়েশা (রা) বলেন) আমার ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এরূপ হলে আমরা উভয়ে গোসল করতাম।

–তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

٤٠٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ۔ (رَوَاهُ وَأَبُوْ دَاوُدَ) وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَالْحَارِثُ بْنُ وَجِيهِ الرَّاوِي وَهُوَ شَيْخٌ لَيْسَ بِذٰلِكَ

(৪০৮) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক চুলের নীচেই নাপাকী রয়েছে; সুতরাং চুলরাজিকে উত্তমরূপে ধৌত করবে। চর্মকে ভালভাবে (ঘষে) পরিষ্কার করবে। –আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

٤٠٩- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ۔ قَالَ عَلِيٌّ ثُمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي ثَلَاثًا فَمِنْ ثُمَّ عَادَيْتُ رَأْسِيْ ثَلَاثًا فَمِنْ ثُمَّ عَادَيْتُ رَأْسِيْ ثَلَاثًا۔ (رَوَاهُ وَأَبُوْ دَاوُدَ) وَاَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ إِلَّا أَنَّهُمَا لَمْ يُكَرِّرَا: فَمِنْ ثُمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي

(৪০৯) হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নাপাকীর একচুল পরিমাণ স্থানও বাদ রেখে দিবে এবং তা ধৌত করবে না, তাকে আগুন দ্বারা এরূপ এরূপ সাজা দেয়া হবে। হযরত আলী (রা) বলেন, সেদিন হতেই আমি আমার মাথার সাথে শত্রুতা করেছি। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। –আবু দাউদ, আহমদ, দারেমী

٤١٠- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ۔ (رَوَاهُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

(৪১০) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) গোসল করার পর (নামায আদায় প্রভৃতি কাজের জন্য পুনরায়) অজু করতেন না। –তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ

٤١١- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ وَهُوَ جُنُبٌ يَجْتَزِئُ بِذٰلِكَ وَلَا يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ۔ (رَوَاهُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

(৪১১) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) খিতমি দ্বারা তাঁর মাথা ধৌত করতেন। অথচ তিনি নাপাক অবস্থায় এরূপ করতেন। আর একে তিনি যথেষ্ট মনে করতেন এবং মাথায় পুনরায় পানি ঢালতেন না। –আবু দাউদ

٤١٢- وَعَنْ يَعْلَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ:قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَيِيٌّ سِتِّيْرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالتَّسَتُّرَ فَاِذَا اغْتَسَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ ـ (رَوَاهُ وَاَبُوْدَاوُدَ) وَالنَّسَائِيُّ وَفِيْ رِوَايَتِهِ قَالَ: اِنَّ اللّٰهَ سِتِّيْرٌ فَاِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّغْتَسِلَ فَلْيَتَوَارَ بِشَيْءٍ۔

(৪১২) হযরত ইয়ালা ইবনে মুররাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তিকে (বিবস্ত্রভাবে) উন্মুক্ত স্থানে গোসল করতে দেখে রাগান্বিতভাবে গিয়ে মসজিদের মিম্বরে দাঁড়ালেন, অতঃপর প্রথমে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে বললেন, আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত লজ্জাশীল এবং পর্দা পছন্দকারী। তিনি লজ্জাশীলতা এবং পর্দা করাকে ভালবাসেন। অতএব তোমরা গোসল করার সময় পর্দা রক্ষা কর।

–আবু দাউদ, নাসায়ী

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথমোক্ত পর্যায়দ্বয়ের হাদীসসহ অন্যান্য হাদীসসমূহ

٤١٣- عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: اِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِيْ اَوَّلِ الْاِسْلَامِ ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْدَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ)

(৪১৩) হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলে পাক (সা) যে বলেছেন, গোসল ফরজ হয় বীর্যপাতের দরুনই। এই হুকুমটি ইসলামের প্রাথমিক যুগেই ছিল। তারপর তা রদ করে বলা হয়েছে যে, সঙ্গমে রত হলেই গোসল করতে হবে। চাই বীর্যপাত হোক বা না হোক।

–তিরমিযী, আবু দাউদ, দারেমী

٤١٤- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّيْ اِغْتَسَلْتُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَصَلَّيْتُ الْفَجْرَ فَرَاَيْتُ قَدْرَ مَوْضَعِ الظُّفُرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْتَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ بِيَدِكَ اَجْزَاكَ۔(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

(৪১৪) হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (একদা) একব্যক্তি নবী পাক (সা)-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি নাপাকীর গোসল করে ফজরের নামায আদায় করার পর দেখলাম যে,

এক নখ পরিমাণ জায়গায় পানি পৌঁছে নি। (আমার নামায আদায় হয়েছে কি?) তিনি বললেন, যদি ঐ সময় তুমি ঐ স্থানটির উপর তোমার ভেজা হাত মুছে নিতে তবে তাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট হতো। –ইবনে মাজাহ

٤١٥- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتِ الصَّلاَةُ خَمْسِيْنَ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ حَتّٰى جُعِلَتِ الصَّلاَةُ خَمْسًا وَالْغَسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّةً وَغُسْلُ الثَّوْبِ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً ـ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

(৪১৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নামায ছিল পঞ্চাশ ওয়াক্ত। নাপাকীর গোসল ছিল সাতবার এবং কাপড় হতে প্রস্রাব ধৌত করা ছিল সাতবার। রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহ্‌র দরবারে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করার ফলে নামায করা হয়েছে পাঁচ ওয়াক্ত। নাপাকীর গোসল করা হয়েছে একবার এবং প্রস্রাব হতে কাপড় ধৌত করা হয়েছে একবার। –আবু দাউদ

بَابُ مُخَالَطَةِ الْجُنُبِ وَمَا يُبَاحُ لَهُ

প্রাসঙ্গিক বিষয় ঃ নাপাক ব্যক্তির সাথে মেলামেশা এবং তার জন্য বৈধ বিষয়সমূহ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম পরিচ্ছেদ

সর্বোচ্চ পর্যায়ের হাদীসসমূহ

٤١٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : لَقِيَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا جُنُبٌ فَاَخَذَ بِيَدِىْ فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتّٰى قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ فَاَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ: اَيْنَ كُنْتَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجَسُ ـ هٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِىِّ وَلِمُسْلِمٍ مَعْنَاهُ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهٖ: فَقُلْتُ لَهُ: لَقَدْ لَقِيتَنِىْ وَاَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ اَنْ اُجَالِسَكَ حَتّٰى اَغْتَسِلَ وَكَذَا الْبُخَارِىُّ فِىْ رِوَايَةٍ اُخْرٰى

(৪১৬) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার আমার সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাক্ষাত ঘটল। তখন আমি (শুক্র স্খলনজনিত কারণে) অপবিত্র ছিলাম। (এমতাবস্থায়) তিনি আমার হাত ধরলেন এবং আমি তাঁর সাথে চলতে থাকলাম, যে পর্যন্ত না তিনি বসে গেলেন। এরপর সঙ্কুচিতভাবে (তাঁর নিকট হতে) সরে পড়লাম এবং যথাস্থানে গোসল করলাম। তারপর আবার আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি তখনও সেখানে বসে বসা ছিলেন। (আমাকে দেখে) বললেন, হে আবু হুরায়রাহ! তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তখন আমি তাঁকে আমার ব্যাপারটি বললাম। তা শুনে তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! (কি বলছ?) মু'মিন ব্যক্তি কখনও অপবিত্র হয়ে যায় না– এটা বুখারীর রেওয়ায়াত। এর ভাবার্থ মুসলিমও বর্ণনা করেছেন এবং সেই বর্ণনায় "আমি তাঁকে বললাম" এরপর এটি অতিরিক্ত রয়েছে, যখন আমার সাথে আপনার দেখা হল, তখন আমি অপবিত্র। অতএব আপনার কাছে আমার বসে থাকা অপছন্দ করলাম– যে পর্যন্ত না আমি গোসল করে আসি। বুখারীর অপর এক রেওয়ায়াতেও এরূপ রয়েছে।

٤١٧- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ تُصِيْبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ ـ(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৪১৭) হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা [আমার পিতা] ওমর ইবনুল খাত্তাব রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বললেন যে, রাতে তাঁর গোসল ফরজ হয়, [তখন তিনি কি করবেন]

রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বললেন, তখন তুমি অজু করবে এবং তোমার পুরুষাঙ্গ ধৌত করবে, অতঃপর ঘুমাবে। –বুখারী, মুসলিম

٤١٨- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلٰوةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৪১৮) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যখন গোসল ফরজ হওয়ার অবস্থা হত এবং তিনি কিছু খেতে বা ঘুমাতে ইচ্ছা করতেন তখন তিনি অজু করতেন, আর তা হতো নামাজের অজুর ন্যায়। –বুখারী, মুসলিম

٤١٩- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوْءًا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৪১৯) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে একবার সহবাস করতঃ পুনরায় সহবাস করতে চাইলে সে যেন মাঝখানে অজু করে। –মুসলিম

٤٢٠- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوْفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৪২০) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা)[২৮] তাঁর বিভিন্ন স্ত্রীর নিকট যেতেন একই গোসলে। মাঝখানে গোসল করতেন না। (শুধু) অজু করতেন। –মুসলিম

---

২৮. একাধিক স্ত্রী থাকলে সেক্ষেত্রে পালাক্রমে প্রত্যেক স্ত্রীর কাছে ন্যূনতম একরাত করে অবস্থান করা ওয়াজিব। কিন্তু নবী করীম (সা) পালা নির্ধারণ না করে কীভাবে একই রাতে সমস্ত স্ত্রীর সাথে সহবাস করলেন। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো :

(১) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, পালা নির্ধারণ করা হুজুর (সা)-এর উপর ওয়াজিব ছিল না। তবে তিনি স্বেচ্ছায় নিজের তরফ হতে তাদের মধ্যে সমান ব্যবহার করতেন।

(২) আল্লামা শাওবানি (রহ) বলেন, সম্ভবত হুজুর (সা) কোনো সফরে যাওয়ার আগে বা সফর হতে আগমন করে কারো জন্য পালা বা দিন তারিখ নির্ধারণ করার পূর্বেই একরাতে স্ত্রীদের সাথে সহবাস করেছেন। এটা ছাড়া অন্য কোনো কারণও হতে পারে।

(৩) অধিকাংশ ওলামার মতে তার উপর পালা নির্ধারণ করা ওয়াজিব ছিল বটে। তবে তিনি তাদের (স্ত্রীদের) অনুমতি ক্রমেই এরূপ করতেন।

মহানবী (সা)-এর পবিত্রতমা স্ত্রীগণের মুবারক নামসমূহ :

১। হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা), ২। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা), ৩। হযরত হাফসা (রা), ৪। হযরত উম্মে হাবীবা (রা), ৫। । উম্মে সালমা (রা), ৬। সাওদা (রা), ৭। জয়নাব (রা), ৮। মায়মুনা, ৯। উম্মুল মাসাকীন জয়নাব (রা), ১০। জুওয়ায়রিয়া, ১১। সফিয়্যা (রা)। (মেরকাত)

٤٢١- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ سَنَذْكُرُهُ فِي كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

(৪২১) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করতেন। –মুসলিম

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উচ্চপর্যায়ের হাদীসসমূহ

٤٢٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ جَفْنَةٍ فَأَرَادَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَرَوَى الدَّارِمِيُّ نَحْوَهُ وَفِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ عَنْهُ عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِلَفْظِ الْمَصَابِيْحِ)

(৪২২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অন্যতমা সহধর্মিনী (হযরত মায়মুনা) একটি গামলায় গোসল করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) তা হতে অজু করার মনস্থ করলেন। স্ত্রী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অপবিত্র ছিলাম। তিনি বললেন, (অপবিত্র লোকের স্পর্শে) পানি অপবিত্র হয় না, (যদি তার হাতে অপবিত্র বস্তু না থাকে)। –তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

٤٢٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَسْتَدْفِئُ بِيْ قَبْلَ أَنْ أَغْتَسِلَ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ)

(৪২৩) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) গোসল করার পর আমাকে জড়িয়ে ধরে তার শরীর উষ্ণ করতেন আমার গোসল করার পূর্বেই। –ইবনে মাজাহ

٤٢٤- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ أَوْ يَحْجُزُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهُ)

(৪২৪) হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বাইতুলখালা অর্থাৎ শৌচাগার হতে বের হয়ে আমাদেরকে কুরআন পাঠ করাতেন এবং আমাদের সাথে গোশত ভক্ষণ করতেন। তাঁকে নাপাকী ব্যতীত কুরআন হতে কোনকিছুই বাধা দিতে পারত না। –আবু দাউদ, নাসায়ী

ইবনে মাজাহও এর অনুরূপ রেওয়ায়াত করেছেন।

٤٢٥- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْاٰنِ۔ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

(৪২৫) হযরত ইবন উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (আমার পিতা) হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বললেন যে, রাত্রে তিনি অপবিত্র হয়ে গেলে তখন তার কি করা উচিত? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তখন তুমি অজু করবে এবং তোমার গুপ্তাঙ্গ ধৌত করবে। তারপর ঘুমিয়ে পড়বে। –বুখারী, মুসলিম

٤٢٦- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَجِّهُوْا هٰذِهِ الْبُيُوْتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّيْ لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ۔ (رَوَاهُ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

(৪২৬) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন অপবিত্র হয়ে যেতেন, আর তদবস্থায় কিছু খাবার বা ঘুমাবার মনস্থ করতেন, তখন তিনি নামাযের অজুর ন্যায় অজু করে নিতেন। –বুখারী, মুসলিম

٤٢٧- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ۔ (رَوَاهُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

(৪২৭) হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, (রহমতের) ফেরেশতা সেই ঘরে প্রবেশ করে না, যাতে কোন ছবি রয়েছে অথবা কুকুর বা অপবিত্র ব্যক্তি রয়েছে। –আবু দাউদ, নাসায়ী

٤٢٨- وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ لَّا تَقْرَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ جِيفَةُ الْكَافِرِ وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوْقِ وَالْجُنُبُ إِلَّا أَنْ يَّتَوَضَّأَ۔ (رَوَاهُ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

(৪২৮) হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তিন ব্যক্তি এইরূপ যাদের নিকট (রহমতের) ফেরেশতা আসে না। যথা ঃ কাফিরের মৃতদেহ, খালুক ব্যবহারকারী এবং অপবিত্র লোক। কিন্তু অজু করলে আসতে বাধা থাকে না। –আবু দাউদ

٤٢٩- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: اَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِيْ كَتَبَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: اَنْ لَّا يَمَسَّ الْقُرْاٰنَ اِلَّا طَاهِرٌ. (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

(৪২৯) হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আবুবকর ইবনে মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন হাযম হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) আমর ইবন হাযমের নিকট যে পত্র লিখেছেন, তাতে এটাও ছিল যে, পবিত্র লোক ছাড়া যেন কেউ কুরআন স্পর্শ না করে। –মালেক, দারা কুত্নী

٤٣٠- وَعَنْ نَافِعٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِيْ حَاجَةٍ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَضَى ابْنُ عُمَرَ حَاجَتَهُ وَكَانَ مِنْ حَدِيْثِهِ يَوْمَئِذٍ اَنْ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ فِيْ سِكَّةٍ مِنَ السِّكَكِ فَلَقِيَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتّٰى كَادَ الرَّجُلُ اَنْ يَّتَوَارٰى فِي السِّكَّةِ ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْحَائِطِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً اُخْرٰى فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ وَقَالَ: اِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِيْ اَنْ اَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ اِلَّا اَنِّيْ لَمْ اَكُنْ عَلٰى طُهْرٍ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(৪৩০) হযরত নাফে' (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর সাথে তাঁরই কোন কাজে ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট গিয়েছিলাম। অতঃপর তিনি তাঁর কাজ সমাধা করলেন। সেইদিন তার কথার মধ্যে এই কথাটি ছিল ঃ তিনি বললেন যে, এক ব্যক্তি কোন এক গলিতে হাঁটছিল এবং তথায় তার সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাক্ষাত হল। তিনি তখন পায়খানা বা প্রস্রাবখানা হতে বের হয়েছিলেন। সে তাকে সালাম করল; কিন্তু তিনি জবাব দিলেন না। এক পর্যায়ে লোকটি গলির মধ্যে চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় হস্তদ্বয় দেয়ালের উপর রেখে তা দ্বারা মুখমণ্ডল মাসেহ করলেন। তারপর আবার হাত রেখে তা দ্বারা দুইহাত মাসেহ করলেন। (অর্থাৎ তাইয়াম্মুম করলেন)। তারপর লোকটির সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, আমি অজুবিশিষ্ট ছিলাম না, যা তোমার সালামের জবাব দিতে আমাকে বাধা দিয়েছিল। –আবু দাউদ

٤٣١- وَعَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: اَنَّهُ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُوْلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتّٰى تَوَضَّأَ ثُمَّ اعْتَذَرَ اِلَيْهِ فَقَالَ: اِنِّيْ كَرِهْتُ اَنْ اَذْكُرَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اِلَّا عَلٰى طُهْرٍ اَوْ قَالَ عَلٰى طَهَارَةٍ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَى النَّسَائِيُّ اِلٰى قَوْلِهِ: حَتّٰى تَوَضَّأَ وَقَالَ: فَلَمَّا تَوَضَّأَ رَدَّ عَلَيْهِ)

(৪৩১) হযরত মুহাজির ইবনে কুনফুয (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, একবার তিনি নবী পাক (সা)-এর নিকট আগমন করলেন। নবী পাক (সা) তখন প্রস্রাব করছিলেন। তিনি তাকে সালাম করলেন; কিন্তু নবী পাক (সা) তার জবাব দিলেন না– যে পর্যন্ত না অজু করলেন। অতঃপর তিনি ওজর পেশ করে বললেন পবিত্রতা ব্যতীত আমি আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা পছন্দ করি নি। –আবু দাউদ

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথমোক্ত পর্যায়দ্বয়ের হাদীসসহ অন্যান্য হাদীসসমূহ

٤٣٢- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ ثُمَّ يَنْتَبِهُ ثُمَّ يَنَامُ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

(৪৩২) উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার বিছানায় বীর্যপাত অবস্থায় নিদ্রা যেতেন। আবার জাগ্রত হতেন। আবার নিদ্রা যেতেন, অর্থাৎ গোসলের জন্য খুব বেশী তাড়াহুড়া করতেন না। –আহমদ

٤٣٣- وَعَنْ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يُفْرِغُ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرٰى سَبْعَ مِرَارٍ ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ فَنَسِيَ مَرَّةً كَمْ أَفْرَغَ فَسَأَلَنِيْ فَقُلْتُ لَا أَدْرِيْ فَقَالَ لَا أُمَّ لَكَ وَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْرِيَ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُفِيْضُ عَلَى جِلْدِهِ الْمَاءَ ثُمَّ يَقُوْلُ هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَطَهَّرُ - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

(৪৩৩) হযরত শো'বা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) নাপাকীর গোসল করার সময় ডানহাত দ্বারা বামহাতের উপর সাতবার পানি ঢালতেন। তারপর তাঁর যৌনাঙ্গ ধৌত করতেন। একবার তিনি ভুলে গিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, পানি কতবার ঢেলেছেন? আমি বললাম, তা আমি বলতে পারি না। তিনি বললেন, তুমি মাতৃহারা হও। কিসে তোমাকে এটা জানতে বাধা দিল? এরপর তিনি নামাযের অজুর ন্যায় অজু করলেন। তারপর নিজের চামড়ার উপর পানি ঢাললেন। একদা এইরূপ গোসল করে বললেন, এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) পবিত্রতা অর্জন করতেন। –আবু দাউদ

٤٣٤- وَعَنْ أَبِيْ رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هٰذِهِ وَعِنْدَ هٰذِهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا آخِرًا قَالَ: هٰذَا أَزْكٰى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

(৪৩৪) হযরত আবু রাফে' (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সকল স্ত্রীর নিকট ঘুরে বেড়ালেন যৌন সঙ্গম সহকারে। তিনি একজনের নিকট একবার এবং আর একজনের নিকট একবার গোসল করলেন। আবু রাফে' বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সবশেষে একবার মাত্রই কেন গোসল করলেন না? তিনি বললেন, এটা হল অধিক পবিত্র, অধিক আনন্দদায়ক এবং অধিক পরিচ্ছন্ন কাজ।

–আহমদ, আবু দাউদ

٤٣٥- وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُوْرِ الْمَرْأَةِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ: وَزَادَ: اَوْ قَالَ: بِسُؤْرِهَا وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

(৪৩৫) হযরত হাকাম ইবন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) স্ত্রীলোকের অজুর অবশিষ্ট পানি দ্বারা পুরুষ লোককে অজু করতে নিষেধ করেছেন। –আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী

তিরমিযী اَوْ قَالَ بِسُؤْرِهَا কথাটি অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, এটি হাসান-সহীহ হাদীছ।

٤٣٦- وَعَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ لَقِيْتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعَ سِنِيْنَ كَمَا صَحِبَهُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ اَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ زَادَ مُسَدَّدٌ : وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيْعًا رَوَاهُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ اَحْمَدُ فِيْ اَوَّلِهِ : نَهٰى اَنْ يَّمْتَشِطَ اَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ اَوْ يَبُوْلَ فِيْ مُغْتَسَلِهِ ـ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسٍ

(৪৩৬) হযরত হুমাইদ হিমইয়ারী বলেছেন, আমার এমন এক ব্যক্তির সাথে দেখা হল, যিনি চার বছর যাবত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহচর্যে ছিলেন; যেভাবে হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) চার বছর তাঁর সাহচর্য লাভ করেছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) পুরুষের অবশিষ্ট পানি দ্বারা স্ত্রীলোককে গোসল করতে এবং স্ত্রীলোকের অবশিষ্ট পানি দ্বারা পুরুষকে গোসল করতে নিষেধ করেছেন। পরবর্তী বর্ণনাকারী মুসাদ্দাদ এই কথা বর্ধিত করেছেন, "বরং উভয় যেন একই সাথে হাতের অঞ্জলি পানি ভর্তি করে।" –আবু দাউদ, নাসায়ী

হাদীছের শুরু অংশে আহমদ (রহ) উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) প্রতিদিন চুল আঁচড়াতে এবং গোসলখানায় পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। ইবন মাজাহ (রহ) এটি আবদুল্লাহ ইবনে আরজিখ (রহ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

كِتَابُ اَحْكَامِ الْمِيَاهِ

প্রাসঙ্গিক বিষয় ঃ পানি সংক্রান্ত বিধি-বিধান

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম পরিচ্ছেদ

সর্বোচ্চ পর্যায়ের হাদীসসমূহ

٤٣٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِىْ لَا يَجْرِىْ ثُمَّ يغْتَسِلُ فِيْهِ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ قَالَ: لَا يَغْتَسِلُ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ۔ قَالُوْا: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا۔

(৪৩৭) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যেন স্রোতবিহীন বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব না করে যে সে-ই তাতে গোসল করে। –বুখারী, মুসলিম

ইমাম মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন অপবিত্র অবস্থায় স্থির ও বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে।

٤٣٨- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّبَالَ فِى الْمَاءِ الرَّاكِدِ۔ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৪৩৮) হযরত জাবের ইবন আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন। –মুসলিম

٤٣٩- وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: ذَهَبَتْ بِىْ خَالَتِىْ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ ابْنَ اُخْتِىْ وَجِعٌ فَمَسَحَ رَأْسِىْ وَدَعَا لِىْ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوْئِهٖ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهٖ فَنَظَرْتُ اِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلِ زِرِّ الْحَجْلَةِ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৪৩৯) হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযিদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার খালা আমাকে (একদা) নবী পাক (সা)-এর নিকট নিয়ে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এই ভাগ্নেটি অসুস্থ। (এটা শুনে) তিনি (সা) আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং আমার জন্য কল্যাণ কামনা করলেন। তারপর তিনি অজু করলেন। আমি তাঁর অজুর পানি হতে কিছুটা পান করলাম। তারপর তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম এবং তাঁর দুই কাঁধের মাঝখানে মশারীর পর্দার ঘুটির অনুরূপ মোহরে নুবয়াত দেখে ফেললাম। –বুখারী, মুসলিম

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উচ্চপর্যায়ের হাদীসসমূহ

٤٤٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ يَكُوْنُ فِي الْفَلَاةِ مِنَ الْاَرْضِ وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخُبَثَ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَوَاَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَفِي أُخْرٰى لِاَبِيْ دَاوُدَ: فَاِنَّهٗ لَا يَنْجِسُ)

(৪৪০) হযরত ইবন উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, সেই পানি সম্পর্কে, যা মাঠে ময়দানে জমে থাকে। আর তাতে নানা ধরনের বন্য জীব-জন্তু এমনকি কীট-পতঙ্গ এসে পানি উচ্ছিষ্ট করে। তিনি জবাবে বললেন, পানি যখন দুই কুল্লা পরিমাণ হয়, তখন তা নাপাক হয় না। –আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, দারেমী, ইবনে মাজাহ

٤٤١- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقٰى فِيْهَا الْحِيَضُ وَلُحُوْمُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَوَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

(৪৪১) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলে পাক (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি বুযাআ কূয়ার পানি দ্বারা অজু করতে পারি? তা তো এমন একটি কূপ যাতে হায়েজের নেকড়া, কুকুরের গোশত এবং দুর্গন্ধময় আবর্জনা ইত্যাদি নিক্ষেপ করা হয়। তিনি (সা) বললেন, পানি পাক। কোন কিছুই তাকে নাপাক করতে পারে না।

–আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী

٤٤٢- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ فَاِنْ تَوَضَّأْنَا بِهٖ عَطِشْنَا اَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَّاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهٗ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهٗ ـ (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

(৪৪২) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সমুদ্র ভ্রমণে নৌকায় আরোহণ করার সময় সাথে কিছু পরিমাণ মিঠা পানি নিয়ে থাকি। তা দ্বারা অজু করলে পিপাসার শিকার হই। এমতাবস্থায় আমরা সাগরের লবণাক্ত পানি দ্বারা অজু করতে পারব কি-না? তিনি বললেন, সমুদ্রের পানি পাক এবং তার মৃত জীব হালাল।

–মালেক, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, দারেমী

٤٤٣- وَعَنْ اَبِيْ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ: مَا فِيْ اِدَاوَتِكَ قَالَ: قُلْتُ: نَبِيْذٌ فَقَالَ: تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُوْرٌ ـ (رَوَاهُ وَاَبُوْ دَاوُدَ) وَزَادَ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ: فَتَوَضَّاَ مِنْهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: اَبُوْ زَيْدٍ مَجْهُوْلٌ وَصَحَّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: لَمْ اَكُنْ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৪৪৩) আবু যায়েদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, জিন্নদের সাথে সাক্ষাতের রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মশকে কি বস্তু রয়েছে? তিনি বলেন, আমি বললাম, তাতে খেজুর ভেজানো পানি আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, খেজুর পবিত্র এবং পানি পবিত্রকারী (সুতরাং এই পানিতে অজু করতে বাধা কোথায়?) –আবু দাউদ

আর আহমদ ও তিরমিযী উক্ত হাদীসে এ অংশটুকু বৃদ্ধি করেছেন যে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তা দ্বারা অজু করলেন। তিরমিযী আরো বলেন, আবু যায়েদ একজন অপরিচিত ব্যক্তি, (সুতরাং তার মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ) সহীহ সূত্রে ইবনে মাসউদের অপর শাগরেদ আলকামা হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি জিনের রাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ছিলাম না। (মুসলিম)

٤٤٤- وَعَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ: اَنَّ اَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوْءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ مِنْهُ فَاَصْغٰى لَهَا الْاِنَاءَ حَتّٰى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَآنِيْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ فَقَالَ اَتَعْجَبِيْنَ يَا ابْنَةَ اَخِيْ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ اِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ ـ (رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

(৪৪৪) কাবশা বিনতে কা'ব ইবন মালেক যিনি আবু কাতাদাহর পুত্রবধূ তিনি বর্ণনা করেছেন, একদা (তাঁর শ্বশুর) আবু কাতাদাহ তাঁর নিকট গেলে তিনি তার জন্য অজুর পানি ঢাললেন। ঐ সময় একটি বিড়াল এসে ঐ পানি পান করতে শুরু করল। আর তিনি (আবু কাতাদাহ) বিড়ালটির পানি পান করা পর্যন্ত পানির পাত্রটি কাত করে ধরলেন। কাবশা বলেন, আমি তার দিকে চেয়ে থাকায় তিনি বললেন, ভাতিজি! তুমি অবাক হচ্ছ? আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, বিড়াল নাপাক নয়। তা তোমাদের নিকট প্রায় সার্বক্ষণিক বিচরণকারী অথবা বিচরণকারিণী।

–মালেক, আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, দারেমী

٤٤٥- وَعَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ دِيْنَارِ التَّمَارِ عَنْ أُمِّهِ اَنَّ مَوْلاَتَهَا اَرْسَلَتْهَا بِهَرِيسَةٍ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: فَوَجَدْتُهَا تُصَلِّيْ فَأَشَارَتْ اِلَيَّ اَنْ ضَعِيْهَا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَأَكَلَتْ مِنْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَتْ عَائِشَةُ مِنْ صَلاَتِهَا اَكَلَتْ مِنْ حَيْثُ اَكَلَتِ الْهِرَّةُ فَقَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسٍ اِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ. وَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(৪৪৫) দাউদ ইবনে ছালেহ ইবনে দীনার তার মাতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তার (মাতার) আযাদকারিণীগণ একদা তাকে (মাতাকে) কিছু হারীসাসহ হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট পাঠালেন। তার মাতা বলেন, আমি গিয়ে তাঁকে নামায পাঠরত অবস্থায় পেলাম। তিনি হাতের ইশারায় তা আমাকে রেখে দিতে বললেন। এ সময় একটি বিড়াল এসে তা হতে কিছু খেল। অতঃপর যখন হযরত আয়েশা (রা) নামায হতে অবসর হলেন, তখন বিড়াল যে স্থান হতে খেয়েছে তিনিও সেখান থেকে খেলেন। আর বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, বিড়াল নাপাক নয়, তা তোমাদের কাছে বারবার গমনকারী সেবকের মতো। তিনি আরো বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে দেখেছি যে, তিনি বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পানি দিয়ে অজু করতেন। –আবু দাউদ

٤٤٦- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَتَوَضَّأُ بِمَا اَفْضَلَتِ الْحُمُرُ؟ قَالَ: نَعَمْ وَبِمَا اَفْضَلَتِ السِّبَاعُ كُلُّهَا. (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

(৪৪৬) হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, আমরা কি গাধার উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা অজু করতে পারি? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ; বরং সকল হিংস্র জন্তুর উচ্ছিষ্ট দ্বারাই (পার)। –শরহে সুন্নাহ

٤٤٧- وَعَنْ اُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: اِغْتَسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَمَيْمُوْنَةُ فِيْ قَصْعَةٍ فِيْهَا اَثَرُ الْعَجِيْنِ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

(৪৪৭) হযরত উম্মে হানী হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এবং হযরত মায়মুনা (রা) খামিরকৃত আটার চিহ্ন থাকা একটি গামলায় গোসল করেছেন। –নাসায়ী, ইবনে মাজাহ

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথমোক্ত পর্যায়দ্বয়ের হাদীসসহ অন্যান্য হাদীসসমূহ

٤٤٨- عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ: اِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ خَرَجَ فِيْ رَكْبٍ فِيْهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ حَتّٰى وَرَدُوْا حَوْضًا فَقَالَ عَمْرُو: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لَا تُخْبِرْنَا فَاِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ وَتَرِدُ عَلَيْنَا رَوَاهُ مَالِكٌ وَزَادَ رَزِيْنٌ قَالَ: زَادَ بَعْضُ الرُّوَاةِ فِيْ قَوْلِ عُمَرَ: وَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لَهَا مَا اَخَذَتْ فِيْ بُطُوْنِهَا وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَنَا طَهُوْرٌ وَشَرَابٌ-

(৪৪৮) হযরত ইয়াহয়া ইবন আব্দুর রহমান হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা হযরত ওমর ইবন খাত্তাব (রা) একটি কাফেলার সাথে বের হলেন। হযরত আমর ইবনে আছ (রা)ও ঐ কাফেলায় ছিলেন। সামনে অগ্রসর হয়ে তারা একটি কূপের নিকট পৌছলেন। আমর ইবনে আছ (কূপের মালিককে লক্ষ্য করে বললেন)। তোমার এই কূপে কি হিংস্র জন্তুরাও পানি পান করে? তখন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) বললেন, হে কূপের মালিক! তুমি আমাদেরকে এই বিষয় কিছু বলো না। এখানে পানির নিকট কখনও আমরা আসি, আবার কখনও জীব-জন্তুরা আসে (তাতে কোন ক্ষতির কারণ নেই)। -মালেক

রাযীন উল্লেখ করেছেন যে, জনৈক বর্ণনাকারী হযরত উমার (রা)-এর বক্তব্যে এটি অতিরিক্ত যোগ করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনেছি তিনি বলছিলেন সেগুলো (বন্যপ্রাণীগুলো) যা পেটে করে নিয়ে গিয়েছে তা সেগুলোর আর যা অবশিষ্ট থাকে তা আমাদের জন্য পবিত্রকারী ও পানীয়।

٤٤٩- وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِيْ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَالْكِلَابُ وَالْحُمُرُ وَعَنِ الطُّهْرِ مِنْهَا فَقَالَ لَهَا مَا حَمَلَتْ فِيْ بُطُوْنِهَا وَلَنَا مَا غَبَرَ طُهُوْرٌ-(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

(৪৪৯) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা নবী পাক (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, মক্কা ও মদীনার মাঝে যে কূপসমূহে হিংস্র জন্তু, কুকুর ও গাধা পানি পান করতে আসে সেই কূপগুলোর পানি কি পাক? জবাবে তিনি বললেন, তারা যা পান করে ফেলেছে তা তাদের জন্য। আর যা অবশিষ্ট রয়েছে তা আমাদের জন্য পাক। -ইবনে মাজাহ

٤٥٠- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: لَا تَغْتَسِلُوْا بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ فَاِنَّهُ يُوْرِثُ الْبَرَصَ- (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

(৪৫০) হযরত ওমর ইবন খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রৌদ্রে গরমকৃত পানি দ্বারা গোসল করবে না। কারণ তাতে কুষ্ঠ রোগ দেখা দেয়। -দারে কুতনী

بَابُ تَطْهِيْرِ النَّجَاسَاتِ

প্রাসঙ্গিক বিষয় ঃ অপবিত্র বস্তু পবিত্রকরণ

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম পরিচ্ছেদ

সর্বোচ্চ পর্যায়ের হাদীসসমূহ

٤٥١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِيْ اِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ: طَهُوْرُ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ اِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ اَنْ يَّغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُوْلَاهُنَّ بِالتُّرَابِ-(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৪৫১) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কারোও কোন পাত্রে কুকুর পানাহার করলে তা সাতবার ধৌত করবে। ইমাম মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে যে, তোমাদের কোন পাত্রে কুকুর মুখ দিলে তার পবিত্রকরণ হল প্রথমবার মাটি দ্বারা ধৌত করাসহ মোট সাতবার ধৌত করতে হবে। –বুখারী, মুসলিম

٤٥٢- وَعَنْهُ قَالَ: قَامَ اَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوْهُ وَاهْرِيْقُوْا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَّاءٍ اَوْ ذَنُوْبًا مِنْ مَّاءٍ فَاِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ-(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(৪৫২) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা এক বেদুইন মসজিদে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে দিল। তখন লোকগণ তাকে চারদিক হতে ঘিরে ফেলল। (তা দেখে) রাসূলুল্লাহ (সা) লোকদেরকে বললেন, তাকে ছেড়ে দাও এবং তার প্রস্রাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কেননা তোমাদেরকে (মানুষের জন্য) সহজ উপায় অবলম্বনকারী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে, জটিলতা সৃষ্টিকারীরূপে নয়। –বুখারী

٤٥٣- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُوْلُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْ مَهْ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُزْرِمُوْهُ دَعُوْهُ فَتَرَكُوْهُ حَتّٰى بَالَ ثُمَّ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: اِنَّ هٰذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هٰذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ اِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ

وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ اَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَّاءٍ فَسَنَّهُ عَلَيْهِ۔(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৪৫৩) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে মসজিদে থাকাকালে এক বেদুইন এসে মসজিদে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণ বলে উঠলেন, থাম থাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তাকে বাধা দিও না, বরং তাকে তার অবস্থায়ই ছেড়ে দাও। এই কথায় তারা তাকে প্রস্রাব শেষ করা পর্যন্ত আর কোনরূপ বাধা দিল না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) লোকটিকে ডেকে বললেন, দেখ, এই মসজিদ গৃহে এইভাবে প্রস্রাব করা বা অন্য কোনভাবে তা অপবিত্র করা সঙ্গত নয়। এতে শুধু আল্লাহ্‌র যিকির-আযকার, নামায এবং কুরআন তিলাওয়াত করা হয়। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) অবিকল এই বাক্য বলেছেন অথবা এর অনুরূপ অপর কোন বাক্য। হযরত আনাস (রা) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তিকে আদেশ করলে সে এক বালতি পানি এনে ঐ প্রস্রাবের উপর ঢেলে দিল। –বুখারী, মুসলিম

٤٥٤- وَعَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ ثُمَّ لِتُصَلِّيْ فِيْهِ۔(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৪৫৪) হযরত আসমা বিনতে আবুবকর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা এক স্ত্রীলোক রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বলুন, আমাদের কারো কাপড়ে যদি হায়েজের রক্ত লেগে যায় তবে সে কি করবে? জবাবে তিনি বললেন, তোমাদের কারো কাপড়ে হায়েজের রক্ত লেগে গেলে প্রথমে সে আঙ্গুল দ্বারা তা বিশেষভাবে মর্দন করবে। তারপর পানি ঢেলে ধুয়ে ফেলবে। তারপর সেই কাপড় পরে নামায পড়বে। –বুখারী, মুসলিম

٤٥٥- وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيْبُ الثَّوْبَ فَقَالَتْ كُنْتُ اَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِيْ ثَوْبِهِ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৪৫৫) হযরত সোলায়মান ইবনে ইয়াসার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে কাপড়ে লেগে থাকা শুক্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাপড় হতে তা ধুয়ে ফেলতাম। তারপর তিনি নামাযের জন্য চলে যেতেন। অথচ তার কাপড়ে ধৌত করার চিহ্ন থেকে যেত। –বুখারী, মুসলিম

٤٥٦- وَعَنِ الْاَسْوَدِ وَهَمَّام عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ اَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَبِرِوَايَةِ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ وَفِيْهِ: ثُمَّ يُصَلِّيْ فِيْهِ۔

(৪৫৬) হযরত আসওয়াদ এবং হাম্মাম (দুই তাবেয়ী) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাপড় হতে শুক্র খুঁটে উঠিয়ে ফেলতাম। –মুসলিম

٤٥٧- وَعَنْ اُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مُحْصَنٍ: اَنَّهَا اَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيْرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَجْلَسَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حِجْرِهٖ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهٖ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ۔(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৪৫৭) হযরত উম্মে কায়স বিনতে মিহছান হতে বর্ণিত রয়েছে। তিনি তার একটি ছোট শিশু নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট হাজির হলেন। শিশুটি তখনও খাবার খেতে শুরু করেনি। তিনি তাকে নিজ কোলে নিয়ে বসালেন। অমনি শিশুটি তার কাপড়ে প্রস্রাব করে দিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) পানি এনে তাতে ঢেলে দিলেন কিন্তু ধৌত করলেন না। –বুখারী, মুসলিম

٤٥٨- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اِذَا دُبِغَ الْاِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ۔(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৪৫৮) হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) হতে শুনেছি। তিনি ইরশাদ করেছেন, কাঁচা চামড়া দাবাগাত করলে অর্থাৎ পরিশোধিত করলে তা পাক হয়ে যায়। –মুসলিম

٤٥٩- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُوْنَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَّا اَخَذْتُمْ اِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوْهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهٖ فَقَالُوْا: اِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ: اِنَّمَا حُرِّمَ اَكْلُهَا۔(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৪৫৯) হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মুনার মুক্তকৃত দাসীকে একটি বকরী দান করা হল, বকরীটি মরে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা) বকরীটির নিকট দিয়ে যাবার সময় বললেন, তোমরা বকরীটির চামড়া নিয়ে পাক করলে না কেন? তাদ্বারা তো উপকৃত হতে পারতে? লোকগণ বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বকরীটি যে মৃত। তিনি বললেন, তাতে তো তার মাংস খাওয়াই মাত্র নিষিদ্ধ হয়েছে। –বুখারী, মুসলিম

٤٦٠- وَعَنْ سَوْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيْهِ حَتّٰى صَارَ شَنًّا۔(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(৪৬০) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহধর্মিণী হযরত সাওদাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (এক সময়) আমাদের একটি বকরী মরে গেলে আমরা তার চামড়া পাক করলাম। তারপর হতে সর্বদা আমরা তাতে নবীয বানিয়ে থাকি। এইভাবে তা আমাদের একটি পুরাতন মশকে পরিণত হল। –বুখারী

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উচ্চপর্যায়ের হাদীসসমূহ

٤٦١- عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ: كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِيْ حِجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَالَ عَلٰى ثَوْبِهٖ فَقُلْتُ الْبَسْ ثَوْبًا وَاَعْطِنِيْ إِزَارَكَ حَتّٰى اَغْسِلَهٗ قَالَ: إِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْاُنْثٰى وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِاَبِيْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ اَبِي السَّمْحِ قَالَ: يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ

(৪৬১) হযরত লুবাবাহ বিনতে হারেছ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক সময় হোসায়ন ইবন আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কোলে থাকা অবস্থায় তাঁর কোলে প্রস্রাব করে দিলেন। তখন আমি রাসূলে পাক (সা)-কে বললাম, অন্য কাপড় পরিধান করুন এবং আপনার ঐ কাপড়টি দিন, আমি তা ধৌত করে দেই। তিনি বললেন, ধৌত করতে হয় মেয়েদের প্রস্রাব, ছেলেদের প্রস্রাবে পানি ঢেলে দিলেই হয়।

–আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

٤٦٢- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا وَطِئَ اَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْاَذٰى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهٗ طَهُوْرٌ ـ (رَوَاهُ وَاَبُوْ دَاوُدَ) وَلِابْنِ مَاجَةَ مَعْنَاهُ

(৪৬২) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ জুতা দ্বারা নাপাক বস্তু মাড়ালে মাটি তার জন্য পবিত্রকারী। –আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

٤٦٣- وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَهَا امْرَاَةٌ: إِنِّيْ اُطِيْلُ ذَيْلِيْ وَاَمْشِيْ فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُطَهِّرُهٗ مَا بَعْدَهٗ ـ رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَا: اَلْمَرْاَةُ اُمُّ وَلَدٍ لِاِبْرَاهِيْمَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ

(৪৬৩) হযরত উম্মে সালামাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তাকে একটি স্ত্রীলোক বলল, আমি আমার কাপড়ের আঁচল ঝুলিয়ে দেই আর নাপাক স্থানে চলাফেরা করি। (এমতাবস্থায় আমার) কি করতে হবে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, পরবর্তী পবিত্র স্থানের মাটি তাকে পাক করে দিবে।

–মালেক, আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, দারেমী

٤٦٤- وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْ كَرِبَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ جُلُوْدِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا۔ (رَوَاهُ وَاَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

(৪৬৪) হযরত মেকদাম ইবনে মা'দীকারাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হিংস্র জন্তুর চামড়া পরতে এবং তার উপর আরোহণ করতে নিষেধ করেছেন। –আবু দাউদ, নাসায়ী

٤٦٥- وَعَنْ اَبِي الْمَلِيْحِ بْنِ اُسَامَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهٰى عَنْ جُلُوْدِ السِّبَاعِ ۔ (رَوَاهُ اَحْمَدُ) وَوَاَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ: اَنْ تُفْتَرَشَ۔

(৪৬৫) হযরত আবুল মালীহ ইবনে উসামাহ তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। নবী পাক (সা) হিংস্র জন্তুর চামড়া ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। –আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী

٤٦٦- وَعَنْ اَبِي الْمَلِيْحِ: اَنَّهُ كَرِهَ ثَمَنَ جُلُوْدِ السِّبَاعِ ۔ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

(৪৬৬) হযরত আবুল মালীহ হতে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি হিংস্র জন্তুর চামড়ার মূল্য মাকরূহ জানতেন। –তিরমিযী

٤٦٧- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: اَتَانَا كِتَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنْ لَّا تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِاِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ ۔ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَوَاَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

(৪৬৭) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উকাইম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাদের নিকট এই মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর (একটি) পত্র পৌছেছিল যে, মৃতের চামড়া বা রগ কোন কাজে ব্যবহার করবে না। (তা পাক করার পূর্বে) –তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ

٤٦٨- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمَرَ اَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُوْدِ الْمَيْتَةِ اِذَا دُبِغَتْ ۔ (رَوَاهُ مَالِكٌ وَوَاَبُو دَاوُدَ)

(৪৬৮) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) মৃতের চামড়াসমূহ শোধন করার পর তা দ্বারা ফায়দা গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। –মালেক, আবু দাউদ

٤٦٩ ۔ وَعَنْ مَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا مَرَّ عَلَى النَّبِي اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالٌ مِّنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّوْنَ شَاةً لَّهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ اَخَذْتُمْ اِهَابَهَا قَالُوْا اِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ ۔ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَوَاَبُو دَاوُدَ)

(৪৬৯) হযরত মায়মুনাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (একদা) কতিপয় কুরাইশ তাদের একটি গাধাসদৃশ (বিরাট) মৃত বকরী টানতে টানতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা এর চামড়াটি রেখে দিলে ভাল করতে। তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বকরীটি তো মৃত। তিনি বললেন, পানি আর সলম বৃক্ষের পাতা দ্বারা একে পাক করা যায়। –আহমদ, আবু দাউদ

٤٧٠- وَعَنْ سَلَمَةَ ابْنِ الْمُحَبِّقِ : قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ عَلَى اَهْلِ بَيْتٍ فَاِذَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَسَأَلَ الْمَاءَ فَقَالُوْا لَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّهَا مَيْتَةٌ : فَقَالَ دِبَاغُهَا طُهُوْرُهَا.

(رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

(৪৭০) হযরত সালামাহ ইবন মুহাব্বিক (রা) হতে বর্ণিত। তবুকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) একটি পরিবারের নিকট উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে, সেখানে একটি মশক ঝুলানো রয়েছে। তিনি (তা হতে) কিছু পানি চাইলেন। তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা একটি মৃত জন্তুর চামড়া। তিনি বললেন, তাকে শোধন করে নেয়াই হল তার পবিত্রতা। (তা তো করাই হয়েছে) –আহমদ, আবু দাউদ

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথমোক্ত পর্যায়দ্বয়ের হাদীসসহ অন্যান্য হাদীসসমূহ

٤٧١- وَعَنِ امْرَأَةٍ مِّنْ بَنِىْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ قَالَتْ: قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ لَنَا طَرِيْقًا اِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً فَكَيْفَ نَفْعَلُ اِذَا مُطِرْنَا قَالَتْ قَالَ : اَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيْقٌ هِىَ اَطْيَبُ مِنْهَا قَالَتْ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَهٰذِهٖ بِهٰذِهٖ. (رَوَاهُ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

(৪৭১) আব্দুল আশহাল বংশের জনৈকা মহিলা হতে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেছেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মসজিদের দিকে আমাদের (যাওয়ার জন্য) একটি দুর্গন্ধময় পথ রয়েছে। আমরা বৃষ্টির সময় তা হতে কিভাবে সতর্ক থাকব? তিনি বললেন, ঐ পথের পরে এমন কি কোন পথ নাই যা তার চেয়ে উত্তম? আমি বললাম হ্যাঁ, আছে। তখন তিনি বললেন, ঐ পথই পূর্বোক্ত পথের প্রতিষেধক। (অর্থাৎ তার পাক মাটি দ্বারা পূর্বোক্ত পথের নাপাক মাটি দূর হয়ে যাবে।) –আবু দাউদ

٤٧٢- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّىْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَتَوَضَّأُ مِنَ الْمَوْطِئِ.(رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

(৪৭২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে নামায পড়তাম। অথচ রাস্তায় চলার কারণে অজু করতাম না। (অর্থাৎ পুনরায় পা ধুইতাম না)।

–তিরমিযী

٤٧٣ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتِ الْكِلَابُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِيْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرُشُّوْنَ شَيْئًا من ذٰلِكَ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(৪৭৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আমলে মসজিদে (নববীতে) কুকুর গমনাগমন করত; কিন্তু সাহাবীগণ এজন্য পানিও ছিটিয়ে দিতেন না। (ধৌত তো করতেনই না)। –বুখারী

٤٧٤- وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :: لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَفِيْ رِوَايَةِ جَابِرٍ قَالَ: مَا اُكِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ ـ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

(৪৭৪) হযরত বারা' ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যার গোশত খাওয়া বৈধ, তার প্রস্রাব লাগলে কোন ক্ষতির কারণ নেই। হযরত জাবের ইবন আব্দুল্লাহ (রা)-এর এক রেওয়ায়াতেও শব্দের পূর্বাপর এই কথাই রয়েছে। –আহমদ, দারে কুতনী

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

প্রাসঙ্গিক বিষয় ঃ মোজার উপর মাসেহ করা

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম পরিচ্ছেদ

সর্বোচ্চ পর্যায়ের হাদীসসমূহ

٤٧٥- عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: جَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৪৭৫) হযরত শুরাইহ ইবন হানী বলেছেন, আমি হযরত আলী ইবন আবু তালিব (রা)-কে মোজার উপর মাসেহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তা মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত্র এবং মুকীমের জন্য একদিন একরাত্র নির্ধারণ করে দিয়েছেন। -মুসলিম

٤٧٦- وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: اِنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوْكَ قَالَ الْمُغِيْرَةُ: فَتَبَرَّزَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ الْغَائِطِ فَحَمَلْتُ مَعَهُ اِدَاوَةً قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَمَّا رَجَعَ اَخَذْتُ اُهْرِيْقُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْاِدَاوَةِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوْفٍ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُ الْجُبَّةِ فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ وَاَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ فَانْتَهَيْنَا اِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوْا فِي الصَّلَاةِ يُصَلِّيْ بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً فَلَمَّا اَحَسَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَاَوْمَأَ اِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْتُ فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِيْ سَبَقَتْنَا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৪৭৬) হযরত মুগীরাহ ইবনে শো'বা (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে তাবুক যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। তিনি বলেন একদা রাসূলুল্লাহ (সা) প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য বের হলেন। আর আমি তাঁর সাথে একটি পানির পাত্র নিয়ে গেলাম। সময়টি ছিল ফজরের কিছু পূর্বে। তিনি প্রত্যাবর্তন করলে আমি পাত্র হতে তাঁর দু'হাতে পানি ঢালতে থাকলাম এবং তিনি তাঁর হস্তদ্বয় ও মুখমণ্ডল ধৌত

করলেন। তখন তাঁর গায়ে একটি পশমের জুব্বা ছিল। তিনি তাঁর হস্তদ্বয় আস্তিন হতে খুলতে চাইলেন। কিন্তু আস্তিন অত্যন্ত সংকীর্ণ হওয়ার কারণে জুব্বার নীচ হতেই হস্তদ্বয় বের করলেন। আর জুব্বাটিকে তাঁর কাঁধের উপর রেখে দিলেন। অতঃপর হস্তদ্বয় (কনুই পর্যন্ত) ধৌত করলেন। তারপর মাথার সম্মুখভাগ এবং পাগড়ীর উপর মাসেহ করলেন। অতঃপর আমি তার মোজা খুলতে চাইলে তিনি বললেন, এটা এভাবেই থাকতে দাও। আমি এটা পরিধান করেছি পা দু'টো পবিত্র থাকা অবস্থায়। এটা বলে তিনি সেই মোজার উপরই মাসেহ করলেন। তারপর তিনি বাহনে সওয়ার হলেন এবং আমিও সওয়ার হলাম। তারপর আমরা আমাদের কাফেলার নিকট পৌছলাম। তারা তখন নামাযে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। আব্দুর রহমান ইবন আওফ তাদের ইমামতি করছিলেন এবং তাদেরকে নিয়ে এক রাকাত আদায়ও করে ফেলেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আগমনের ব্যাপারটি টের পেয়ে তিনি পিছনে সরে আসতে চাইলেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) ইশারায় তাকে যথাস্থানেই থাকতে বললেন; সুতরাং রাসূলে পাক (সা) তার সাথে দুই রাকাতের মধ্যে এক রাকাতই পেলেন। আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা) সালাম ফিরালে রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আমিও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং আমাদের যে রাকাত ছুটে গিয়েছিল তা আমরা আদায় করলাম।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
উচ্চ পর্যায়ের হাদীসসমূহ

٤٧٧ - عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً اِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ اَنْ يَّمْسَحَ عَلَيْهِمَا رَوَاهُ الْاَثْرَمُ فِيْ سُنَنِهٖ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ صَحِيْحُ الْاِسْنَادِ هٰكَذَا فِي الْمُنْتَقٰى

(৪৭৭) হযরত আবু বাকরাহ (রা) নবী পাক (সা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (নবী পাক (সা) মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত্র এবং মুকীমের জন্য একদিন একরাত্র মোজার উপর মাসেহ করতে অনুমতি দিয়েছেন– যদি তারা অজু করে মোজা পরে থাকে। আল আহরাম, ইবন খুযায়মাহ, দারা কুতনী।

٤٧٨ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا اِذَا كُنَّا سَفَرًا اَنْ لَّا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ اِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلٰكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

(৪৭৮) হযরত ছাফওয়ান ইবনে আসসাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে বলতেন, যখন আমরা মুসাফির হতাম যেন আমরা আমাদের মোজাসমূহ নাপাকীর গোসল ব্যতীত তিনদিন তিনরাত্রি পর্যন্ত না খুলি। এমনকি পায়খানা প্রস্রাব এবং নিদ্রার পর অজু করার কালেও নয়। –তিরমিযী, নাসায়ী

٤٧٩ ـ وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَمَسَحَ اَعْلَى الْخُفِّ وَاَسْفَلَهُ ـ (رَوَاهُ وَاَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ مَعْلُوْلٌ وَسَاَلْتُ اَبَا زُرْعَةَ وَمُحَمَّدًا يَعْنِى الْبُخَارِيَّ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَا : لَيْسَ بِصَحِيْحٍ وَكَذَا ضَعَّفَهُ اَبُوْ دَاوُدَ

(৪৭৯) হযরত মুগীরাহ ইবনে শো'বা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি তাবুক যুদ্ধে নবী পাক (সা)-কে অজু করিয়েছি। তিনি মোজার উপর দিক এবং নীচের দিক উভয়ই মাসেহ করেছেন।

—আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

তিরমিযী বলেছেন হাদীছটি মা'লূল। আমি আবু যুর'আকে এবং ইমাম বুখারীকে এটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তাঁরা বলেছেন যে, এটি সহীহ-শুদ্ধ হাদীস নয়। অনুরূপভাবে আবূ দাউদ (রহ.) ও এটিকে দুর্বল বলেছেন।

٤٨٠ ـ وَعَنْهُ اَنَّهُ قَالَ : رَاَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلٰى ظَاهِرِهِمَا ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَوَاَبُوْ دَاوُدَ)

(৪৮০) হযরত মুগীরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী পাক (সা)-কে মোজাদ্বয়ের উপরের দিকে মাসেহ করতে দেখেছি। —তিরমিযী, আবু দাউদ

٤٨١ ـ وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَوَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

(৪৮১) হযরত মুগীরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) অজু করলেন এবং জুতাদ্বয় ও মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করলেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথমোক্ত পর্যায়দ্বয়ের হাদীসসহ অন্যান্য হাদীসসমূহ

٤٨٢ ـ وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بن شُعْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: مَسَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَسِيْتَ؟ قَالَ: بَلْ اَنْتَ نَسِيْتَ بِهٰذَا اَمَرَنِيْ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَوَاَبُوْ دَاوُدَ)

(৪৮২) হযরত মুগীরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আপনি (পা ধুতে) ভুলে গিয়েছেন। তিনি বললেন, ভুল করেছ বরং তুমিই। এইরূপ করার জন্যই আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন, যিনি মহান এবং মহাপরাক্রম। –আহমদ, আবু দাউদ

٤٨٣ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّيْنُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ اَسْفَلُ الْخُفِّ اَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ اَعْلَاهُ وَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ ـ (رَوَاهُ وَاَبُوْ دَاوُدَ لِلدَّارِمِيُّ مَعْنَاهُ)

(৪৮৩) হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যদি ধর্ম মানুষের বিবেকানুসারে হত তা হলে মোজার উপর দিকের তুলনায় নীচের দিক মাসেহ করাই উত্তম হত। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মোজাদ্বয়ের উপর দিকই মাসেহ করতে দেখেছি। –আবু দাউদ, দারেমী

بَابُ التَّيَمُّمِ

প্রাসঙ্গিক বিষয় ঃ তায়াম্মুম

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম পরিচ্ছেদ

সর্বোচ্চ পর্যায়ের হাদীসসমূহ

٤٨٤ ـ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جُعِلَتْ صُفُوْفُنَا كَصُفُوْفِ الْمَلَائِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الْاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرًا اِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৪৮৪) হযরত হোযায়ফাহ ইবন ইয়ামান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, গোটা মানব জাতির উপর তিনটি বিষয়ে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে। আমাদের সারি বা কাতারকে ফেরেশতাদের সারির ন্যায় করা হয়েছে। সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকে আমাদের জন্য নামাযের স্থান এবং তার মাটিকে আমাদের জন্য পবিত্রকারী করা হয়েছে। যদি আমরা পানি না পাই। –মুসলিম

٤٨٥ ـ وَعَنْ عِمْرَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا فِيْ سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلٰوتِهٖ اِذْهُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ اَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ اَصَابَتْنِيْ جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ فَاِنَّهٗ يَكْفِيْكَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৪৮৫) হযরত ইমরান ইবনে হোছায়েন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা (একবার) কোন এক সফরে নবী পাক (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি লোকদের নামায পড়ালেন। নামায শেষে দেখলেন একটি লোক পৃথকভাবে বসে রয়েছে। সে লোকদের সাথে নামায পড়ে নি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, লোকদের সাথে নামায পড়তে তোমার প্রতিবন্ধকতা কি ছিল? সে বলল, আমি অপবিত্র হয়েছি। অথচ পানি নেই। নবী পাক (সা) বললেন, (তা হলে) তোমার মাটি ব্যবহার করা আবশ্যক। কেননা উহাই তোমার জন্য (পাকী অর্জনে) যথেষ্ট। –বুখারী, মুসলিম

٤٨٦ ـ وَعَنْ عَمَّارٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: اِنِّيْ اَجْنَبْتُ فَلَمْ اُصِبِ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَمَا تَذْكُرُ اَنَّا كُنَّا فِيْ سَفَرٍ اَنَا وَاَنْتَ فَاَمَّا اَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَاَمَّا اَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسلم

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هٰكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهُ وَفِيهِ قَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُخُ ثُمَّ تَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ.

(৪৮৬) হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি (একদা হযরত উমর (রা)-এর নিকট এসে বলল, আমি অপবিত্র হয়েছি; কিন্তু পানি পাওয়া যাচ্ছে না। তখন হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির হযরত উমর (রা)-কে (মনে করিয়ে দিয়ে) বললেন, আপনার কি স্মরণ নেই যে, এক সফরে আমি এবং আপনি উভয়ে ছিলাম এবং উভয়েই অপবিত্র হয়েছিলাম; কিন্তু আপনি (পানি না পওয়ায় নামায পড়লেন না, আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে তারপর নামায পড়লাম। এর পর এক সময় এই ঘটনা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বললাম। তিনি বললেন, তোমার জন্যে ঐরূপ করাই যথেষ্ট ছিল। এই কথা বলে তিনি তাঁর হাতের তলা যমিনের উপর স্থাপন করলেন। অতঃপর তাতে ফুঁ দিয়ে ধুলাবালি দূর করলেন। তারপর উভয় হাত দ্বারা তার মুখমণ্ডল এবং হস্তদ্বয় মাসেহ করলেন। –বুখারী

মুসলিম (রহ)-ও এইরূপ বর্ণনা করেছেন; কিন্তু তাতে রয়েছে, " নবী পাক (সা) ইরশাদ করেছেন,, তোমার জন্য যথেষ্ট হবে, তুমি তোমার দুইহাত যমিনে রাখবে। তারপর উহাতে ফুঁক দিবে। অতঃপর উভয় হাত দ্বারা তোমার মুখমণ্ডল এবং উভয় কব্জি মাসেহ করবে।"

٤٨٧ـ وَعَنْ أَبِي الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُوْلُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتّٰى قَامَ إِلَى جِدَارٍ فَحَتَّهُ بِعَصًى كَانَتْ مَعَهُ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيَّ. وَلَمْ أَجِدْ هٰذِهِ الرِّوَايَةَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَلَا فِيْ كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ وَلٰكِنْ ذَكَرَهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ

(৪৮৭) হযরত আবু জুহাইম ইবনে হারেছ ইবনে ছিম্মাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি তখন প্রস্রাব করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি তার জবাব দিলেন না। অবশেষে তিনি একটি প্রাচীরের নিকট গিয়ে উহাতে তাঁর লাঠি দিয়ে খোঁচা দিলেন। তারপর তাঁর হস্তদ্বয় ঐ প্রাচীরের উপর স্থাপন করলেন এবং তাঁর চেহারা ও হস্তদ্বয় মাসেহ করলেন। এর পর আমার সালামের জবাব দিলেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উচ্চপর্যায়ের হাদীসসমূহ

٤٨٨ - عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ وَاِنْ لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشَرَ سِنِيْنَ فَاِذَا وُجِدَ الْمَاءُ فَلْيَمَسَّهُ بَشَرَهُ فَاِنَّ ذٰلِكَ خَيْرٌ۔ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَوَاَبُوْ دَاوُدَ) وَرَوَى النَّسَائِيُّ نَحْوَهُ اِلٰى قَوْلِهِ: عَشَرَ سِنِيْنَ۔

(৪৮৮) হযরত আবু যর গিফারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, পবিত্র মৃত্তিকা মুসলমানের জন্য পবিত্রকারক। যদিও সে দশ বছরেও পানি না পায়। যখন পানি পাবে তখন সে যেন তার চর্মে পানি স্পর্শ করায়। এটাই তার জন্য উত্তম। –আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ

নাসায়ী ঐরূপ দশ বছর পানি না পায় কথাটি পর্যন্ত রেওয়ায়াত করেছেন।

٤٨٩ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا فِيْ سَفَرٍ فَاَصَابَ رَجُلًا مِّنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِيْ رَأْسِهِ ثُمَّ فَاحْتَلَمَ فَسَأَلَ اَصْحَابَهُ هَلْ تَجِدُوْنَ لِيْ رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ فَقَالُوْا مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَاَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُخْبِرَ بِذٰلِكَ فَقَالَ قَتَلُوْهُ قَتَلَهُمُ اللهُ اَلَّا سَاَلُوْا اِذَا لَمْ يَعْلَمُوْا فَاِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السُّؤَالُ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ اَنْ يَّتَيَمَّمَ وَيُعَصِّرَ اَوْ يُعَصِّبَ شَكَّ مُوْسٰى عَلٰى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهٖ۔ (رَوَاهُ وَاَبُوْ دَاوُدَ) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

(৪৮৯) হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমরা (কিছু লোক) এক সফরে বের হলাম। হঠাৎ আমাদের একজনের (মস্তকে) একটি পাথরের আঘাত লাগল এবং তাঁর মস্তক যখম হয়ে গেল। তারপর তার (ঘটনাক্রমে) স্বপ্নদোষ হল। সে তার সহচরদেরকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কি এই অবস্থায় আমার জন্য তায়াম্মুমের অনুমতি আছে বলে মনে কর? তারা বলল, অনুমতি আছে বলে আমরা মনে করি না। কেননা তোমার নিকট পানি রয়েছে। এই কথা শুনে সে গোসল করল। ফলে সে মৃত্যুবরণ করল। এরপর আমরা যখন নবী পাক (সা)-এর নিকট এসে তাকে এই ঘটনা জানালাম, তিনি বললেন, তারাই তাকে হত্যা করেছে। আল্লাহ্ তাদেরকে হত্যা করুন। তারা যখন বিষয়টি জানে না অপর লোকদের নিকট জিজ্ঞেস করল না কেন? কেননা অজানিত রোগের চিকিৎসা হল জিজ্ঞেস করা। অথচ ঐ লোকটির জন্য যথেষ্ট ছিল, সে তায়াম্মুম করে এবং তার যখমের উপর একটি পট্টি বেঁধে রাখে, তারপর তার উপর মাসেহ করে। আর শরীরের বাকী অংশকে ধৌত করে। –আবু দাউদ

কিন্তু ইবনে মাজাহ এ কে আতা ইবনে আবু রাবাহের সূত্রে ইবনে আব্বাস হতে রেওয়ায়াত করেছেন।

২৬—

٤٩٠ ـ وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِيْ سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوْءَ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ ثُمَّ أَتَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِيْ لَمْ يُعِدْ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ وَقَالَ لِلَّذِيْ تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ ـ (رَوَاهُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ) وَرَوَى النَّسَائِيُّ نَحْوَهُ وَقَدْ رَوَى هُوَ وَأَبُوْ دَاوُدَ أَيْضًا عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا ـ

(৪৯০) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার দুই ব্যক্তি সফরে রওয়ানা করল। অতঃপর নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হল; কিন্তু তাদের সাথে পানি ছিল না। তখন তারা উভয়ে পবিত্র মাটিতে তায়াম্মুম করে নামায পড়ল। অতঃপর তারা নামাযের ওয়াক্তের মধ্যেই পানি পেয়ে গেল। তাদের একজন অজু করে পুনরায় নামায পড়ল এবং অপরজন আর দ্বিতীয়বার নামায পড়ল না। এরপর তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এই ঘটনা তাঁর নিকট ব্যক্ত করল। তিনি শুনে যে ব্যক্তি পুনরায় নামায পড়ে নি তাকে বললেন, তুমি সঠিক পন্থা অনুসরণ করেছ। তোমার ঐ নামাযই তোমার জন্য যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি পুনরায় নামায পড়েছিল তাকে বললেন, তোমার জন্য দ্বিগুণ ছাওয়াব রয়েছে।

—আবু দাউদ, দারেমী

ইমাম নাসায়ীও ঐরূপ রেওয়ায়াত করেছেন। আবার আবু দাউদ এবং ইমাম নাসায়ী একে হযরত আতা ইবনে ইয়াসার হতেও মুরসালরূপে রেওয়ায়াত করেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথমোক্ত পর্যায়দ্বয়ের হাদীসসহ অন্যান্য হাদীসসমূহ

٤٩١ ـ عَنْ أَبِي الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهٖ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৪৯১) হযরত আবু জুহাইম ইবন হারেছ ইবন ছাম্মাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) জামাল নামক কূপের দিক দিয়ে আগমন করলেন। ঐ সময় এক ব্যক্তি তাঁর সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে সালাম করল; কিন্তু তিনি জবাব দিলেন না—যে পর্যন্ত না তিনি একটি দেওয়ালের নিকট এসে মুখমণ্ডল এবং হস্তদ্বয় মাসেহ করলেন। এই কাজ শেষ করে তিনি লোকটির সালামের জবাব দিলেন। —বুখারী, মুসলিম

٤٩٢ ـ وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: اَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّهُمْ تَمَسَّحُوْا وَهُمْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّعِيدِ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَضَرَبُوْا بِاَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ ثُمَّ مَسَحُوْا وُجُوْهِهِمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً ثُمَّ عَادُوْا فَضَرَبُوْا بِاَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً اُخْرٰى فَمَسَحُوْا بِاَيْدِيهِمْ كُلِّهَا اِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْاٰبَاطِ مِنْ بُطُوْنِ اَيْدِيْهِمْ ـ (رَوَاهُ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

(৪৯২) হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ছিলেন, তখন তাঁরা ফজরের নামাযের জন্য পাক মাটি দ্বারা মাসেহ করলেন। তাঁরা তাঁদের হাত মাটিতে মারলেন, অতঃপর নিজেদের মুখমণ্ডল একবার করে মাসেহ করলেন। এরপর তাঁরা তাঁদের হাতগুলো পাক মাটিতে দ্বিতীয়বার মারলেন এবং সকলে উভয় হাতের বাহুমূল পর্যন্ত সম্পূর্ণ হাত মাসেহ করলেন এবং তাঁদের হাতের ভিতর দিকটা বগল পর্যন্ত মাসেহ করলেন। –আবু দাউদ

بَابُ الْغُسْلِ الْمَسْنُوْنِ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম পরিচ্ছেদ

٤٩٣ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৪৯৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ জুমু'আর নামায পড়তে গেলে, সে যেন গোসল করে নেয়। –বুখারী, মুসলিম

٤٩٤ ـ وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৪৯৪) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর জুম'আর দিনের গোসল করা ওয়াজিব। –বুখারী, মুসলিম

٤٩٥ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ اَنْ يَّغْتَسِلَ فِىْ كُلِّ سَبْعَةِ اَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيْهِ رَاْسَهُ وَجَسَدَهُ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৪৯৫) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একান্ত আবশ্যক যেন সে প্রতি সপ্তাহে (অন্ততঃ) একদিন গোসল করে। যাতে সে তার মস্তক ও শরীর ধৌত করে নেয়। –বুখারী, মুসলিম

اَلْفَصْلُ الثَّانِي : তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথমোক্ত পর্যায়দ্বয়ের হাদীসসহ অন্যান্য হাদীসসমূহ

٤٩٦ - عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ اَفْضَلُ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

(৪৯৬) হযরত সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে (শুধু) অজু করল, তা তার জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম। আর যে ব্যক্তি গোসল করল তা হল তার জন্য অতি উত্তম। –আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, দারেমী

٤٩٧ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ) وَزَادَ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ : وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

(৪৯৭) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মৃত লোককে গোসল করাবে সে যেন নিজেও গোসল করে। –ইবনে মাজাহ। আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ অতিরিক্ত এটি যোগ করেছেন, যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে বহন করবে সে যেন অজু করে নেয়।

٤٩٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ اَرْبَعٍ : مِنَ الْجَنَابَةِ وَمِنَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَمِنَ الْحِجَامِ وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(৪৯৮) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) চারটি কারণে গোসল করতেন। নাপাক হওয়ার কারণে, জুম'আর দিনে, শিংগা নেয়ার কারণে এবং মৃত লাশকে গোসল করাবার কারণে। –আবু দাউদ

٤٩٩ - وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: اَنَّهُ اَسْلَمَ فَاَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

(৪৯৯) হযরত কায়স ইবনে আছেম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর নবী পাক (সা) তাকে বললেন, বরই পাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল কর। –তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী

٥٠٠ - عَنْ عِكْرِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: اِنَّ نَاسًا مِنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ جَاءُوْا فَقَالُوْا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ اَتَرَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبًا قَالَ لَا وَلٰكِنَّهُ اَطْهَرُ وَخَيْرٌ لِّمَنِ اغْتَسَلَ وَمَنْ لَّمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ وَسَاُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدْءُ الْغُسْلِ: كَانَ النَّاسُ مَجْهُوْدِيْنَ يَلْبَسُوْنَ الصُّوْفَ وَيَعْمَلُوْنَ عَلٰى

ظُهُوْرِهِمْ وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيِّقًا مُّقَارِبَ السَّقْفِ اِنَّمَا هُوَ عَرِيْشٌ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ يَوْمٍ حَارٍّ وَعَرِقَ النَّاسُ فِيْ ذٰلِكَ الصُّوْفِ حَتّٰى ثَارَتْ مِنْهُمْ رِيَاحٌ آذٰى بِذٰلِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمَّا وَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الرِّيَاحَ قَالَ: اَيُّهَا النَّاسُ اِذَا كَانَ هٰذَا الْيَوْمُ فَاغْتَسِلُوْا وَلْيَمَسَّ اَحَدُكُمْ اَفْضَلَ مَا يَجِدُ مِنْ دُهْنِهٖ وَطِيْبِهٖ۔ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ثُمَّ جَاءَ اللّٰهُ بِالْخَيْرِ وَلَبِسُوْا غَيْرَ الصُّوْفِ وَكُفُوا الْعَمَلَ وَوُسِّعَ مَسْجِدُهُمْ وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِيْ كَانَ يُؤْذِيْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِّنَ الْعُرُوْقِ۔

(رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(৫০০) হযরত ইকরিমাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (একবার) ইরাকের কিছুলোক এসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করল, হে ইবন আব্বাস! আপনি কি জুমু'আর দিনের গোসলকে ওয়াজিব মনে করেন? তিনি বললেন, না। তবে যে গোসল করবে তা তার জন্য অধিক পবিত্রতার কারণ এবং অতি উত্তম কাজ হবে। মূলতঃ তা ওয়াজিব নয়। আমি তোমাদেরকে বলছি শোন, কিভাবে জুমু'আর দিনের গোসল শুরু হয়েছিল। লোকগণ অভাবগ্রস্ত ছিল। পশমের মোটা কাপড় পরত। তদুপরি পিঠে বোঝা বহনের পরিশ্রম করত। অথচ তখন মসজিদ ছিল ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট। ছাদ ছিল নীচু এবং খেজুর পাতায় তৈরী। এমতাবস্থায় একদিন গ্রীষ্মের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে এলেন। তখন লোকগণ পশমের বস্ত্র পরা অবস্থায় ঘর্মাক্ত হয়ে পড়েছিল, যাতে তাদের শরীর হতে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) এই কারণে বললেন, হে লোকগণ! জুমু'আর দিনে তোমরা প্রত্যেকে গোসল করে আসবে এবং প্রত্যেকেই সুঘ্রাণযুক্ত তৈল এবং সুগন্ধি ব্যবহার করবে।

ইবন আব্বাস (রা) বললেন, অতঃপর আল্লাহ্ পাক মুসলমানদেরকে ধন-সম্পদ দান করলেন। তারা পশম ছাড়া অন্যান্য বস্ত্রও পরতে লাগলেন। পূর্বের ন্যায় পরিশ্রমজনিত কাজ হতেও তারা মুক্ত হলেন। মসজিদও আকারে বড় ও সম্প্রসারিত হতে লাগল। এই অবস্থায় তাদের পূর্বের ঘর্মজনিত দুর্গন্ধের কষ্ট দূর হয়ে গেল। (সুতরাং) তখন আর মুসলমানদের জুম'আর দিনের গোসলের পূর্বানুরূপ আবশ্যকতা থাকল না। —আবু দাউদ

بَابُ الْحَيْضِ

প্রাসঙ্গিক বিষয় ঃ হায়েজ অর্থাৎ নারীদের মাসিক রজস্রাব

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম পরিচ্ছেদ

সর্বোচ্চ পর্যায়ের হাদীসসমূহ

٥٠١ - وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ الْيَهُوْدَ كَانُوا اِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ فَسَأَلَ اَصْحَابُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ الْاٰيَةَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ الْيَهُوْدَ فَقَالُوْا: مَا يُرِيْدُ هٰذَا الرَّجُلُ اَنْ يَّدَعَ مِنْ اَمْرِنَا شَيْئًا اِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ فَجَاءَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالَا يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ الْيَهُوْدَ تَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا اَفَلَا نُجَامِعُهُنَّ؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِّنْ لَبَنٍ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَرْسَلَ فِيْ اٰثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا اَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا۔ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৫০১) হযরত আনাস ইবন মালেক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইয়াহুদীদের মধ্যে যখন কোন মহিলার হায়েজাক্রান্ত হতো তখন তারা তার সাথে একত্রে খাওয়া-দাওয়া ও চলাফেরা করত না। তাদেরকে ঘরে রাখত না। একবার নবী পাক (সা)-এর সাহাবীগণ তাঁর নিকট এই ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন। তখন আল্লাহ্‌র তরফ হতে নাযিল হল ঃ "আর তারা আপনাকে হায়েজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে–শেষ পর্যন্ত। (–সূরা বাকারা : ২২২) এই কথা ইয়াহুদীরা জানতে পেরে বলল, এই ব্যক্তি আমাদের কোন ব্যাপারে বিরুদ্ধাচরণ না করে ছাড়ে না। এরপর উসাইদ ইবনে হুযাইর এবং আব্বাদ ইবনে বিশর (রা) এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয়াহুদীরা এই ধরনের কথা বলে, তবে কি আমরা এ সময়টাতে স্ত্রীদের সঙ্গ ত্যাগ করতে পারি না? এতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখমণ্ডল বিরূপ আকার ধারণ করল। আমরা মনে করলাম যে, তিনি তাদের উপর রাগান্বিত হয়েছেন। অতঃপর তারা বের হয়ে গেল। তারপরেই তাদের সম্মুখ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট কিছু পরিমাণ দুধের হাদিয়া উপস্থিত হল। এরপর তিনি তাদের পিছনে লোক পাঠালেন এবং তাদেরকে তা পান করালেন। যাতে তারা বুঝতে পারল যে, তিনি তাদের উপর রাগান্বিত হন নি। –মুসলিম

Contents

٥٠٢- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَكِلَانَا جُنُبٌ وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৫০২) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি এবং নবী পাক (সা) একই পাত্র হতে গোসল করতাম। অথচ তখন আমরা উভয়েই অপবিত্র এবং তিনি আমাকে নির্দেশ দিতেন। যাতে আমি শক্ত করে ইজার (কাপড়) পরতাম। আর তিনি আমার শরীর স্পর্শ করতেন। (অথবা আমার সাথে এক শয্যায় শায়িত হতেন) অথচ তখন আমি হায়েজাক্রান্ত। এভাবে তিনি তাঁর মস্তক আমার দিকে বাড়িয়ে দিতেন। অথচ তখন তিনি থাকতেন ই'তেকাফে লিপ্ত। আর আমি তাঁর মস্তক ধুয়ে দিতাম। অথচ তখন আমি থাকতাম হায়েজাক্রান্ত। –বুখারী, মুসলিম

٥٠٣- وَعَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ۔ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৫০৩) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি হায়েজাক্রান্ত অবস্থায় পানীয় পান করতাম। তারপর তা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দিতাম। তিনি আমার মুখ লাগানো স্থানেই মুখ রেখে পান করতেন। আর কখনও আমি হাড়ের মাংস ভক্ষণ করতাম অথচ আমি তখন হায়েজাক্রান্ত। তারপর আমি তা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দিয়ে দিতাম। তিনি আমার মুখলাগা স্থানে মুখ রেখে ভক্ষণ করতেন। –মুসলিম

٥٠٤- وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّكِئُ عَلَى حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৫০৪) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন অথচ আমি তখন হায়েজাক্রান্ত। –বুখারী, মুসলিম

٥٠٥- وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ۔ فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ: إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ۔ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৫০৫) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার নবী পাক (সা) আমাকে বললেন, মসজিদ হতে আমাকে মাদুরটি দাও। আমি বললাম, আমি যে হায়েজাক্রান্ত। (তা শুনে) তিনি বললেন, তোমার হায়েজ তো তোমার হাতে নয়। –মুসলিম

٥٠٦ - وَعَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ فِيْ مِرْطٍ بَعْضُهُ عَلَيَّ وَبَعْضُهُ عَلَيْهِ وَاَنَا حَائِضٌ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৫০৬) হযরত মায়মুনাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একটি চাদরে নামায পড়তেন। যার একাংশ থাকত আমার শরীরের উপর আর অপর অংশ থাকত তাঁর শরীরে। অথচ তখন আমি হায়েজাক্রান্ত। –বুখারী, মুসলিম

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উচ্চপর্যায়ের হাদীসসমূহ

٥٠٧ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اَتٰى حَائِضًا اَوِ امْرَأَةً فِيْ دُبُرِهَا اَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ) وَفِيْ رِوَايَتِهِمَا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا نَعْرِفُ هٰذَا الْحَدِيْثَ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ حَكِيْمٍ الْاَثْرَمِ عَنْ أَبِيْ تَمِيْمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ

(৫০৭) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি হায়েজওয়ালীর সাথে সঙ্গম করে অথবা স্ত্রীর পশ্চাদ্বারে সঙ্গম করে অথবা গণকের নিকট (রেখা গণনা করার জন্য) গমন করে, সে ব্যক্তি মুহাম্মাদের (সা) প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি অবিশ্বাস করে।

–তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী

٥٠٨ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا تَحِلُّ لِيْ مِنِ امْرَأَتِيْ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: مَا فَوْقَ الْاِزَارِ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذٰلِكَ اَفْضَلُ - (رَوَاهُ رَزِيْنَ) وَقَالَ مُحْيِيُ السُّنَّةِ: اِسْنَادُهُ لَيْسَ بِقَوِيٍّ -

(৫০৮) হযরত মুআয ইবন জাবাল (রা) বলেন যে, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্ত্রীর হায়েজ অবস্থায় তার সাথে আমার কি কি কাজ বৈধ? তিনি বললেন, কাপড়ের উপরে (যাই করতে চাও, তা বৈধ) তবে তা হতেও বেঁচে থাকা উত্তম। –রাযীন

কিন্তু মুহীউস্ সুন্নাহ বলেন, এর সনদ মজবুত নয়।

٥٠٩- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْدَاوُدَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

(৫০৯) হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, কোন ব্যক্তি তার হায়েজওয়ালী স্ত্রীর সাথে সঙ্গমলিপ্ত হলে সে যেন অর্ধ দীনার সদকা করে দেয়। –তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবন মাজাহ

٥١٠- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِيْنَارٌ وَإِذَا كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِيْنَارٍ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

(৫১০) হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) হতে বর্ণনা করেছেন, নবী পাক (সা) ইরশাদ করেছেন, রক্ত লাল থাকলে এক দীনার আর তা পীত বর্ণ ধারণ করলে অর্ধ দীনার (ছদকাহ করবে)। –তিরমিযী

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথমোক্ত পর্যায়দ্বয়ের হাদীসসহ অন্যান্য হাদীসসমূহ

٥١١ - عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لِيْ مِنَ امْرَأَتِيْ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَشُدُّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلَاهَا- (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالدَّارِمِيُّ مُرْسَلًا)

(৫১১) হযরত যায়দ ইবন আসলাম (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করল, আমার স্ত্রীর হায়েজ অবস্থায় তার সাথে আমার কি কি কাজ করা বৈধ? তিনি বললেন, তার কাপড় শক্তভাবে বেঁধে তার উপরে যা ইচ্ছা করবে। –মালেক, দারেমী মুরসালরূপে

٥١٢- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ إِذَا حِضْتُ نَزَلْتُ عَنِ الْمِثَالِ عَلَى الْحَصِيْرِ فَلَمْ يَقْرُبْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ نَدْنُ مِنْهُ حَتّٰى نَطْهُرَ - (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ)

(৫১২) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি হায়েজগ্রস্তা হয়ে পড়লে শয্যা হতে মাদুরে নেমে আসতাম। এই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নিকটবর্তী হতেন না এবং আমরাও তাঁর নিকটবর্তী হতাম না–যখন পর্যন্ত না আমরা (রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্ত্রীগণ) হায়েজ হতে পবিত্র হতাম। –আবু দাউদ

بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ

প্রাসঙ্গিক বিষয় ঃ ইস্তেহাজা রোগাক্রান্ত নারী

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম পরিচ্ছেদ

সর্বোচ্চ পর্যায়ের হাদীসসমূহ

٥١٣- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِيْ حُبَيْشٍ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ امْرَاَةٌ اُسْتَحَاضُ فَلَا اَطْهُرُ اَفَاَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا اِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَاِذَا اَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِيْ عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّيْ۔(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৫১৩) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ফাতিমা বিনত আবু হুবাইশ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সর্বদা ইস্তেহাজা রোগে আক্রান্ত থাকি। কখনও পবিত্র হই না। এমতাবস্থায় আমি কি আমার নামায আদায় পরিত্যাগ করব? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, না, তা একটি শিরার রক্ত। হায়েজের রক্ত নয়। তোমার হায়েজ শুরু হলে নামায আদায় বন্ধ করবে। আর হায়েজের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে তুমি তোমার শরীর হতে রক্ত ধুয়ে ফেলবে (অর্থাৎ গোসল করবে) এবং নামায পড়তে শুরু করবে। −বুখারী, মুসলিম

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উচ্চপর্যায়ের হাদীসসমূহ

٥١٤- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ اَبِيْ حُبَيْشٍ: اَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَاِنَّهٗ دَمٌ اَسْوَدُ يُعْرَفُ فَاَمْسِكِيْ عَنِ الصَّلَاةِ فَاِذَا كَانَ الْاٰخَرُ فَتَوَضَّئِيْ وَصَلِّيْ فَاِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ۔ (رَوَاهُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

(৫১৪) হযরত ওরওয়াহ ইবন যুবাইর (রা) ফাতিমা বিনত আবু হুবাইশ হতে বর্ণনা করেছেন যে, ফাতিমা সকল সময়ে ইস্তেহাজায় আক্রান্ত থাকতেন। অতএব তাকে নবী (সা) বলেছিলেন, (জেনে রাখ) হায়েজের রক্ত হলে তা কাল দেখা যাবে এটা সহজেই চেনা যায়। তদ্রূপ রক্ত হলে নামায পরিত্যাগ করবে। আর রক্ত অন্যরূপ হলে প্রত্যেক ওয়াক্তে অজু করে নামায পড়তে থাকবে। কেননা তা হল বিশেষ এক শিরার রক্ত। −আবু দাউদ, নাসায়ী

٥١٥- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: اِنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْاَيَّامِ الَّتِيْ كَانَتْ تَحِيْضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ اَنْ يُّصِيْبَهَا الَّذِيْ اَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذٰلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَاِذَا خَلَّفَتْ ذٰلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ. (رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَرَوَى النَّسَائِيُّ مَعْنَاهُ)

(৫১৫) হযরত উম্মে সালামাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যমানায় এক মহিলার হায়েজের রক্ত নির্গত হত। তার জন্য হযরত উম্মে সালামাহ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে তিনি বললেন, তার দেখতে হবে, এরূপ অবস্থা ঘটার পূর্বে কয়দিন তার হায়েজ হয়েছিল, এই মাসেও সে সেই কয়দিন পরিমাণ নামায ছাড়বে। সেই পরির্মাণ দিন শেষ হয়ে গেলে সে গোসল করবে। তারপর কাপড়ের টুকরা দ্বারা পট্টি বাঁধবে। তারপর নামায পড়বে। –মালেক, আবু দাউদ, দারেমী এবং নাসায়ীও এই অর্থানুরূপ।

٥١٦- وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ- قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ: جَدُّ عَدِيٍّ اسْمُهُ دِيْنَارٌ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: تَدَعُ الصَّلَاةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا الَّتِيْ كَانَتْ تَحِيْضُ فِيْهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتَصُوْمُ وَتُصَلِّيْ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

(৫১৬) হযরত আদী ইবনে ছাবেত (রা) তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা হতে–ইয়াহয়ে ইবনে মঈন বলেন, আদী(রা)-এর দাদার নাম দীনার। তিনি নবী পাক (সা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (নবী পাক সাঃ) ইস্তে হাজাওয়ালী মহিলা সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন, সে নামায ছেড়ে দিবে সেই সকল দিনে, যে সকল দিনে সে হায়েজাক্রান্ত থাকত। তারপর গোসল করবে এবং প্রত্যেক নামাযের সময় অজু করবে। আর রোযা রাখবে এবং নামায আদায় করবে। –তিরমিযী, আবু দাউদ

٥١٧- وَعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ اُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيْرَةً شَدِيْدَةً فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْتَفْتِيْهِ وَاُخْبِرُهُ فَوَجَدْتُهُ فِيْ بَيْتِ اُخْتِيْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّيْ اُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيْرَةً شَدِيْدَةً فَمَا تَأْمُرُنِيْ فِيْهَا؟ قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ قَالَ: اَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَاِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ. قَالَتْ: هُوَ اَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ: فَتَلَجَّمِيْ قَالَتْ هُوَ اَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ: فَاتَّخِذِيْ ثَوْبًا قَالَتْ هُوَ اَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ اِنَّمَا اَثُجُّ ثَجًّا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَآمُرُكِ بِاَمْرَيْنِ اَيُّهُمَا صَنَعْتِ اَجْزَاَ عَنْكِ مِنَ الْاٰخَرِ وَاِنْ قَوِيْتِ عَلَيْهِمَا فَاَنْتِ اَعْلَمُ فَقَالَ لَهَا اِنَّمَا هٰذِهٖ رَكْضَةٌ

مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحِيْضِيْ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِيْ عِلْمِ اللهِ ثُمَّ اغْتَسِلِيْ حَتّٰى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّيْ ثَلَاثًا وَّعِشْرِيْنَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُوْمِيْ وَصَلِّيْ فَإِنَّ ذٰلِكِ يُجْزِئُكِ وَكَذٰلِكِ فَافْعَلِيْ كَمَا تَحِيْضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ مِيْقَاتَ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ وَإِنْ قَوِيْتِ عَلٰى أَنْ تُؤَخِّرِيْنَ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِيْنَ الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِيْنَ وَتَجْمَعِيْنَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرِ وَتُؤَخِّرِيْنَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِيْنَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِيْنَ وَتَجْمَعِيْنَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِيْ وَتَغْتَسِلِيْنَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِيْ وَصُوْمِيْ إِنْ قَدَرْتِ عَلٰى ذٰلِكَ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَهٰذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ .

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

(৫১৭) হযরত হামনাহ বিনতে জাহশ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি অত্যন্ত গুরুতরভাবে ইস্তেহাজায় আক্রান্ত হয়ে পড়লাম এবং এই অবস্থা বলতে ও মাসয়ালা জিজ্ঞেস করতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এলাম। এসে আমি তাঁকে আমার বোন যয়নব বিনতে জাহশের গৃহে পেলাম। আমি তাকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অত্যন্ত গুরুতরভাবে ইস্তেহাজায় আক্রান্ত হয়েছি। এ ব্যাপারে আপনি আমাকে কি করতে বলেন? এতে আমি নামায ও রোযায় বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ছি। জবাবে তিনি বললেন, আমি তোমাকে যথাস্থানে তুলা ব্যবহার করার উপদেশ দিচ্ছি। তাতে রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে। হামনাহ বললেন, সেটি তুলা দ্বারা বন্ধ হওয়ার মতো নয়। নবী পাক (সা) বললেন, তবে তুমি তুলার উপর কাপড় বেঁধে দিবে। তা যেন তুলা অপেক্ষা অধিক হয়। রাবী বলেন, আমি বললাম, রক্ত খুব বেশী নির্গত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তা হলে তুমি বেশি কাপড় বেঁধে দিবে। হামনাহ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রক্ত ধারণাতীত। এমন কি পানির স্রোতের অনুরূপ। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তা হলে আমি তোমাকে দু'টো নির্দেশ দিচ্ছি। তার যেটিই তুমি কর, তোমার পক্ষে যথেষ্ট হবে। আর যদি দু'টিই করতে পার, তা হলে সেটি তুমি ভাল বুঝবে। অতঃপর তিনি তাকে বললেন, (চিন্তার কারণ নেই) এ রক্ত প্রবাহ মূলতঃ শয়তানের একটি আঘাত।

তুমি ছয়দিন অথবা সাতদিনকে হায়েজ ধরবে। আসলটি আল্লাহ্ পাক জানেন। তারপর গোসল করবে। যখন তুমি মনে করবে যে, তুমি পাক ও পবিত্র হয়ে গিয়েছ, তখন তুমি (মাসের বাকী) তেইশ রাত্র-দিন অথবা চব্বিশ রাত্র-দিন নামায পড়বে, রোযা রাখবে। এটা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। আর তুমি প্রত্যেক মাসেই এরূপ করবে। যেভাবে অপর স্ত্রীলোকরা হায়েজ গণ্য করে এবং যেভাবে তোহর (পবিত্রতার দিন) গণ্য করে তাদের হায়েজের সময় ও তাদের তোহরের সময়কে।

আর যদি তুমি জোহরকে বিলম্বিত করে আছরকে এগিয়ে আনতে পার এবং গোসল করে জোহর ও আছরকে একত্রে পড়তে পার। এভাবে মাগরিবকে বিলম্বিত করে এশাকে এগিয়ে আনতে পার এবং গোসল করে উভয় নামাযকে একসাথে পড়তে পার তবে তাই করবে এবং রোযাও রাখবে। (হামনাহ বলেন) অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আর এই শেষটিই হল উভয় নির্দেশের মধ্যে আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। –আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথমোক্ত পর্যায়দ্বয়ের হাদীসসহ অন্যান্য হাদীসসমূহ

٥١٨- عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِيْ حُبَيْشٍ اسْتُحِيْضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سُبْحَانَ اللّٰهِ إِنَّ هٰذَا مِنَ الشَّيْطَانِ لِتَجْلِسْ فِيْ مِرْكَنٍ فَإِذَا رَأَتْ صُفَارَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا وَتَوَضَّأُ فِيْمَا بَيْنَ ذٰلِكَ - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ) وَقَالَ رَوَى مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

(৫১৮) হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ এতদিন ধরে ইস্তেহাজায় আক্রান্ত রয়েছে এবং নামায পড়েনি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সুবহানাল্লাহ! (কি আশ্চর্যের কথা) এতো শয়তানের তরফ হতে (সংঘটিত ঘটনা)। সে যেন একটি গামলার মধ্যে বসে। তারপর যদি সে পীতবর্ণের রক্ত দেখে তখন যেন সে গোসল করে। জোহর এবং আছরের জন্য একটি গোসল, মাগরিব ও এশার জন্য করে আর একটি গোসল আর ফজরের জন্য একটি গোসল এবং এদের মধ্যস্থলে অজু করে নেয়। –আবু দাউদ

আবু দাউদ এটাও বলেছেন যে, মুজাহিদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, যখন ফাতিমার জন্য প্রত্যেক নামাযের জন্য পৃথক পৃথক গোসল করা কঠিন হয়ে পড়েছিল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে দুই দুই নামায একসাথে পড়তে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

كِتَابُ الصَّلَاةِ
নামায প্রসঙ্গ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রাসঙ্গিক বিষয় ঃ নামাযের মাহাত্ম্য
সর্বোচ্চ হাদীসসমূহ

٥١٩- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ اِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِّمَا بَيْنَهُنَّ اِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৫১৯) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, পাঁচ ওয়াক্তের নামায, এক জুমআ হতে অপর জুম'আ পর্যন্ত এবং এক রমজান হতে অপর রমজান পর্যন্ত এর মধ্যবর্তী সকল ছগীরাহ গুনাহের কাফ্ফারাস্বরূপ, যদি কবীরাহ গুনাহসমূহ হতে বেঁচে থাকা যায়। –মুসলিম

٥٢٠- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَاَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ: فَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৫২০) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, বল দেখি, যদি তোমাদের কারও (গৃহের) দরজায় একটি নদী থাকে, যাতে সে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে। তবে তার শরীরে কি কোনরূপ ময়লা থাকতে পারে? তাঁরা বললেন, না, কোন ময়লা থাকতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদাহরণ এরূপই। এই নামাযের দ্বারা মহান আল্লাহ্ (নামাযীর) অন্যায় অপরাধসমূহ মোচন করে দেন। –বুখারী, মুসলিম

٥٢١- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اِنَّ رَجُلًا اَصَابَ مِنِ امْرَاَةٍ قُبْلَةً فَاَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَهُ فَاَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: (وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اَلِيْ هٰذَا؟ قَالَ: لِجَمِيعِ اُمَّتِيْ كُلِّهِمْ - وَفِيْ رِوَايَةٍ: لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ اُمَّتِيْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৫২১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)[২৯] হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি এক মহিলাকে অবৈধভাবে চুম্বন করল। তারপর সে নবী পাক (সা)-এর নিকট এসে তাঁর নিকট এই ঘটনা ব্যক্ত করল। তখন মহান আল্লাহ্ নাযিল করলেন, যার অর্থ এই ঃ "নামায কায়েম কর দিনের দুই অংশে এবং রাত্রের কিছু অংশে। নিশ্চিতরূপে পুণ্যসমূহ পাপসমূহকে দূর করে দেয়।"(–সূরা হূদ : ১১৪) (এই আয়াত শুনে) ঐ ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি শুধু আমার জন্যই? তিনি বললেন, আমার সকল উম্মতের জন্যই। বর্ণনান্তরে রয়েছে, আমার উম্মতের যে কেউ এরূপ আমল করবে তার জন্য এটি প্রযোজ্য হবে। –বুখারী, মুসলিম

٥٢٢- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ قَالَ وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ قَالَ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ قَالَ أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ اللّٰهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ أَوْ قَالَ حَدَّكَ- (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৫২২) হযরত আনাস (রা)[৩০] হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি দণ্ডযোগ্য অপরাধ করেছি; সুতরাং আমার প্রতি তা প্রয়োগ করুন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে তার সেই কাজ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। ইতোমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেলে লোকটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে নামায আদায় করল। নামায শেষে লোকটি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি দণ্ডযোগ্য অপরাধ করেছি। আমার প্রতি আল্লাহ্র কিতাবে নির্ধারিত দণ্ড প্রদান করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি কি আমাদের সাথে নামায আদায় করনি? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আল্লাহ্ পাক তোমার জন্য তোমার গুনাহ বা দণ্ড ক্ষমা করে দিয়েছেন। –বুখারী, মুসলিম

٥٢٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ قَالَ: الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ: الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِيْ- (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৫২৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী পাক (সা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন কাজ আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয়? তিনি বললেন, যথাসময়ে নামায পড়া। আমি বললাম, তারপর কোন্ কাজ? তিনি বললেন, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি আবার বললাম,

---

২৯. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এব নাম আব্দুল্লাহ, উপনাম–আবু আব্দুর রহমান আল-হুজালী, দাদাব নাম–জাকির ইবনের হাবীব। তিনি মহানবী (সা) দারুল আরকামে প্রবেশের পূর্বেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি বলতেন, আমি ৬ষ্ঠ মুসলিম হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। ইকবাল ফী আসমাইর রিজাল
তিনি ৩২/৩৩ হিজরীতে ৯/৮-ই রমজান ৬০ বছরেব কিছু বেশি বয়সে মদীনায় ইন্তেকাল কবেন।

৩০. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) এর নাম–আনাস, উপনাম–আবু হামযা, আবু উমাইয়া, আবু উসামা, আবু উসায়মা। উপাধি–খাদিমু রাসূলিল্লাহ, পিতার নাম মালেক ইবনে নযর, মাতার নাম উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহান।
হযরত আনাস (রা) সর্বমোট ১২৮৬ খানা হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ৯০/৯২/৯৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। –প্রাগুক্ত

তারপর কোন কাজ? তিনি বললেন, আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে এই কাজগুলোর কথা বললেন। আমি বেশী জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে আরও বেশী বলতেন।
–বুখারী, মুসলিম

٥٢٣- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ۔ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৫২৪) হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, বান্দা এবং কুফরীর মধ্যে যোগসূত্র হল নামায ছেড়ে দেয়া। –মুসলিম

اَلْفَصْلُ الثَّانِي : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উচ্চপর্যায়ের হাদীসসমূহ

٥٢٤ ـ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللّٰهُ تَعَالَى مَنْ اَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَاَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ اَنْ يَّغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ اِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ۔ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَرَوٰى مَالِكٌ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ)

(৫২৫) হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, পাঁচটি নামায–আল্লাহ্ পাক তা ফরজ করেছেন। যে ব্যক্তি তার অজু উত্তমরূপে করবে এবং যথাসময় তা আদায় করবে, আর তার রুকূসমূহ এবং বিনয়-নম্রতাকে পরিপূর্ণ করবে তার জন্য আল্লাহ্ পাকের অঙ্গীকার রয়েছে–তিনি তাকে মাফ করে দিবেন। আর যে তা না করবে তার জন্য আল্লাহ্র কোন প্রতিশ্রুতি নেই। চাইলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। আর চাইলে শাস্তিও দিতে পারেন। –আহমদ, আবু দাউদ মালিক এবং নাসাঈও অনুরূপ উদ্ধৃত করেছেন।

٥٢٥ ـ وَعَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَاَدُّوْا زَكَاةَ اَمْوَالِكُمْ وَاَطِيْعُوْا ذَا اَمْرِكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ۔ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

(৫২৬) হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমরা তোমাদের প্রতি নির্ধারিত পাঁচটি নামায আদায় কর। তোমাদের জন্য নির্ধারিত মাসটিতে রোযা রাখ। তোমাদের ধন-সম্পদের যাকাত দান কর এবং তোমাদের প্রভু মালিকের অনুগত থাক। এতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের বেহেশতে প্রবেশ করবে। –আহমদ, তিরমিযী

٥٢٦ ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرُوْا اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ ـ (رَوَاهُ وَاَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ عَنْهُ)

(৫২৬) হযরত আমর ইবনে শোয়ায়েব তার পিতার সূত্রে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে নামাযের জন্য আদেশ করবে, যখন তারা সাত বৎসর বয়সে পৌছবে। দশ বৎসর বয়স হতে প্রহার করবে এবং তাদের জন্য ভিন্ন শয্যায় শয়নের ব্যবস্থা করবে। —আবু দাউদ

٥٢٧ ـ وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْعَهْدُ الَّذِىْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

(৫২৭) হযরত বুরাইদাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আমাদের এবং তাদের (মুনাফিকদের) মধ্যে যে অঙ্গীকার রয়েছে তা হল নামায। সুতরাং যে নামায ছেড়ে দিবে সে (প্রকাশ্যে) কাফির হয়ে যাবে। —আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথমোক্ত পর্যায়দ্বয়ের হাদীসসহ অন্যান্য হাদীসসমূহ

٥٢٨ ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ عَالَجْتُ امْرَأَةً فِىْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَاِنِّىْ اَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُوْنَ اَنْ اَمَسَّهَا فَاَنَا هٰذَا فَاقْضِ فِىَّ مَا شِئْتَ فَقَالَ عُمَرُ لَقَدْ سَتَرَكَ اللّٰهُ لَوْ سَتَرْتَ نَفْسَكَ قَالَ وَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ شَيْئًا فَقَامَ الرَّجُلُ فَانْطَلَقَ فَاَتْبَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَدَعَاهُ وَتَلَا عَلَيْهِ هٰذِهِ الْاٰيَةَ اَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذَّاكِرِيْنَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ هٰذَا لَهُ خَاصَّةً قَالَ: بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৫২৮) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মদীনার সীমান্ত এলাকার জনৈকা নারীর সাথে আলিঙ্গন করেছি এবং আমি চূড়ান্তে পৌছা ব্যতীত সকল কাজই করেছি। আমি (আপনার সামনে) উপস্থিত আছি। আপনি আমার প্রতি যা ইচ্ছে হুকুম করুন। তখন হযরত উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্ পাক তোমার অপরাধ গোপন রেখেছেন। তুমি নিজেও যদি তা গোপন রেখে দিতে (এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করতে তবেই তো উত্তম হতো), আব্দুল্লাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) লোকটির কথার কোন জবাব দিলেন না। এক পর্যায়ে লোকটি

উঠে দাঁড়াল এবং চলে যেতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) লোকটির পিছনে এক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনলেন এবং তার নিকট একটি আয়াত পাঠ করলেন। যার অর্থ এই ঃ "নামায কায়েম কর দিনের দুই অংশে এবং রাত্রের কিছু অংশে। নিশ্চিতরূপে পুণ্যসমূহ দূর করে দেয় গুনাহসমূহকে, এটি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশস্বরূপ।" (-সূরা হূদ : ১১৪) ঐ সময় উপস্থিত লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটি কি বিশেষভাবে শুধু তার জন্যই? তিনি বললেন, এটি সমস্ত মানুষের জন্যই। -মুসলিম

٥٢٩ - وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَرَجَ زَمَنَ الشِّتَاءِ وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ فَاَخَذَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ فَجَعَلَ ذٰلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ قَالَ فَقَالَ: يَا اَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ: اِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّ الصَّلَاةَ يُرِيْدُ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ فَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوْبُهٗ كَمَا تَهَافَتُ هٰذَا الْوَرَقُ عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

(৫২৯) হযরত আবু যর গিফারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) একদা শীতকালে বাইরে বের হলেন। আর তখন বৃক্ষ হতে পাতা ঝরে পড়ছিল। তিনি একটি বৃক্ষের দু'টি ডাল ধরে নাড়া দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাতে বৃক্ষের পাতা আরও (বেশী) ঝরতে লাগলো। আবুজর (রা) বলেন, তখন তিনি আমাকে ডাকলেন, হে আবু যর! আমি সাড়া দিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি উপস্থিত। তিনি বললেন, নিশ্চয় মুসলমানগণ যখন নামায পড়ে এবং তাদ্বারা উদ্দেশ্য হয় শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন, তখন তার গুনাহসমূহ ঝরে যেতে থাকে, যেভাবে বৃক্ষ হতে পাতাগুলো ঝরে পড়ছে। -আহমদ

٥٣٠ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ لَا يَسْهُوْ فِيْهِمَا غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

(৫৩০) হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনরূপ ভুল না করে দুই রাকাত নামায পড়ে। আল্লাহ্ পাক তার পূর্বকৃত (ছগীরাহ) গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন।

٥٣١ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنَّهٗ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهٗ نُوْرًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهٗ نُوْرًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَاُبَىِّ بْنِ خَلَفٍ -

(رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالدَّارِمِىُّ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

(৫৩১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আছ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) একদিন নামায সম্পর্কে আলোচনায় বললেন, যে ব্যক্তি নামাযের হেফাজাত করবে, তা তার জন্য কিয়ামত দিবসে আলো, প্রমাণ এবং মুক্তির উপায় হবে। আর যে তার হেফাজত করবে না, তার জন্য তা আলো,

প্রমাণ এবং মুক্তি হবে না; বরং কিয়ামত দিবসে সে কারূন, ফিরআওন, হামান এবং উবাই ইবনে খালাফের সাথে থাকবে। -আহমদ, দারেমী, বায়হাকী

٥٣٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْاَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

(৫৩২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক (রহ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণ আমলসমূহের মধ্যে কোন আমল ছেড়ে দেয়াকে কুফরী মনে করতেন না শুধু নামায ব্যতীত। অর্থাৎ নামায ছেড়ে দেয়াকে তারা কুফরীর প্রায় নিকটবর্তী কাজ মনে করতেন। -তিরমিযী

٥٣٣ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ اَنْ لَّا تُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا وَاِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَاِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ ـ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

(৫৩৩) হযরত আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার বন্ধু (রাসূলুল্লাহ সাঃ) আমাকে উপদেশ দিয়েছেন যে, তুমি আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে বা কাউকেও অংশীদার বানাবে না। যদিও বা তোমাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয় বা আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আর স্বেচ্ছায় কোন ফরজ নামায পরিত্যাগ করবে না। যে তা করবে তার উপর হতে (ইসলাম প্রদত্ত) নিরাপত্তা উঠে যাবে। আর মদ পান করবে না। কেননা তাই হল যাবতীয় মন্দের চাবিকাঠি। -ইবনে মাযা

بَابُ الْمَوَاقِيْتِ

প্রাসঙ্গিক বিষয় ঃ নামাযের ওয়াক্তসমূহ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম পরিচ্ছেদ

সর্বোচ্চ পর্যায়ের হাদীসসমূহ

٥٣٤ - عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَقْتُ الظُّهْرِ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُوْلِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ اِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْاَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَاِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فَاِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৫৩৪) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, জোহরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় সূর্য ঢলে পড়লে এবং যখন মানুষের ছায়া তার দৈর্ঘের সমান হয়। যখন পর্যন্ত না আছরের সময় উপস্থিত হয়। আছরের ওয়াক্ত হল (এর পর হতে) যখন পর্যন্ত না সূর্য হলুদ বর্ণের হয় এবং মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত হল (সূর্যাস্তের পর হতে) যখন পর্যন্ত না লালিমা অদৃশ্য হয়। আর এশার নামাযের ওয়াক্ত হল (তার পর হতে) ঠিক মাঝরাত পর্যন্ত। আর ফজরের ওয়াক্ত হল উষা (সুবহে সাদেক) হতে যখন পর্যন্ত না সূর্যোদয় শুরু হয়। সূর্যোদয় শুরু হলে নামায হতে বিরত থাকবে। কেননা তা উদয় হয় শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্যে। –মুসলিম

٥٣٥ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ: صَلِّ مَعَنَا هٰذَيْنِ يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ اَمَرَ بِلَالًا فَاَذَّنَ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الظُّهْرَ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا اَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي اَمَرَهُ فَاَبْرَدَ بِالظُّهْرِ فَاَبْرَدَ بِهَا فَاَنْعَمَ اَنْ يُّبْرِدَ بِهَا وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ اَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِيْ كَانَ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ اَنْ يَّغِيْبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ

وَصَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৫৩৫) হযরত বুরাইদাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমাদের সাথে দু'দিন নামায পড়। (প্রথম দিন) যখন সূর্য ঢলে পড়ল। তিনি (সা) বেলালকে নির্দেশ দিলেন এবং বেলাল আযান দিলেন। তারপর তিনি নির্দেশ দিলেন এবং বেলাল জোহরের একামত দিলেন। অতঃপর তাকে নির্দেশ দিলেন। তিনি আছরের একামত দিলেন, অথচ তখন সূর্য উচ্চে অবস্থিত এবং পরিষ্কার সাদা। এরপর তাকে নির্দেশ দিলেন। তিনি মাগরিবের একামত দিলেন। যখন অস্তমিত হল। তারপর তাকে নির্দেশ দিলেন। তিনি এশার একামত বললেন। তখন কেবল আকাশের লালবর্ণ অদৃশ্য হল। তারপর তাকে নির্দেশ দিলেন। তিনি ফজরের একামত বললেন, যখন ছোবহে ছাদেক উদয় হল। (দ্বিতীয় দিন) রাসূলুল্লাহ (সা) বেলালকে নির্দেশ দিলেন, জোহরকে ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করতে। তিনি তাতে বিলম্ব করলেন এবং তাপ যথেষ্ট শীতল হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করলেন। তারপর আছর পড়লেন। সূর্য তখন উচ্চে বিরাজমান। তাতে বিলম্ব করলেন পূর্বদিন অপেক্ষা বেশী এবং মাগরিব পড়লেন লাল রং অদৃশ্য হওয়ার কিছু পূর্বে। আর এশা পড়লেন রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর। তারপর ফজর পড়লেন এবং তা ছোবহে ছাদেক খুব পরিষ্কার হওয়ার পর। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেসকারী লোকটি কোথায়? লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এই যে (উপস্থিত)। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমাদের নামাযের ওয়াক্ত তোমরা যা (অর্থাৎ যে দুই সীমা) প্রত্যক্ষ করলে তার মাঝখানে। —মুসলিম

اَلْفَصْلُ الثَّانِي : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উচ্চপর্যায়ের হাদীসসমূহ

٥٣٦۔عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّنِيْ جِبْرِيْلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِيْ يَعْنِي الْمَغْرِبَ حِيْنَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِيْنَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ وَصَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هٰذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

(৫৩৬) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, হযরত জিব্রাইল (আ) বাইতুল্লাহ এর নিকট দু'বার আমার ইমামতি করেছেন। (প্রথমবার) তিনি আমাকে জোহর পড়ালেন যখনই সূর্য ঢলে পড়ল। আর তা ছিল জুতার ফিতার পরিমাণ এবং আছর পড়ালেন যখনই প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার একগুণ হল। আর মাগরিব পড়ালেন, যখন রোযাদার রোযার ইফতার করে এবং এশা পড়ালেন যখন লালিমা অদৃশ্য হল। আর ফজর পড়ালেন, যখন রোযাদারের উপর পানাহার করা হারাম হয়। (অর্থাৎ ছোবহে ছাদেক শুরু হয়ে যায়)। যখন দ্বিতীয় দিন এল, তিনি আমাকে জোহর পড়ালেন যখন কোন বস্তুর ছায়া তার একগুণ হল। আর আছর পড়ালেন যখন তার ছায়া দ্বিগুণ হল। আর মাগরিব পড়ালেন পূর্বের ন্যায়। যখন রোযাদার রোযার ইফতার করে এবং এশা পড়ালেন যখন রাত্রের এক-তৃতীয়াংশ পূর্ণ হল। অবশেষে ফজর পড়ালেন এবং খুব পরিষ্কার ছোবহে ছাদেকে পড়ালেন। তারপর আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, হে মুহম্মদ (সা)! এটা আপনার পূর্বেকার নবী রাসূলদের নামাযের ওয়াক্ত। নামাযের সময় এই দুই সময়ের মাঝখানে। –আবু দাউদ, তিরমিযী

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথমোক্ত পর্যায়দ্বয়ের হাদীসসহ অন্যান্য হাদীসসমূহ

٥٣٧ ـ وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهٗ عُرْوَةُ: اَمَا اَنَّ جِبْرِيْلَ قَدْ نَزَلَ فَصَلّٰى اَمَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهٗ عُمَرُ: اِعْلَمْ مَا تَقُوْلُ يَا عُرْوَةُ فَقَالَ: سَمِعْتُ بَشِيْرَ بْنَ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: نَزَلَ جِبْرِيْلُ فَاَمَّنِىْ فَصَلَّيْتُ مَعَهٗ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهٗ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهٗ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهٗ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهٗ يَحْسَبُ بِاَصَابِعِهٖ خَمْسَ صَلَوَاتٍ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৫৩৭) হযরত ইবনে শিহাব যুহরী (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, খলীফা হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ) একদা আছরের নামাযে দেরী করলেন। হযরত ওরওয়াহ ইবনে যুবাইর (রা) তাঁকে বললেন, সাবধান! জিব্রাইল এসেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে নামায পড়েছিলেন। উমর (রা) বললেন, হে ওরওয়াহ! (সনদ ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামোল্লেখ করে) কি বলছে? ওরওয়াহ বললেন, আমি বশীর ইবনে আবু মাসউদ হতে শুনেছি) তিনি বলেছেন, আমি আবু মাসউদ হতে শুনেছি। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, জিব্রাইল এসে আমার ইমামতি করলেন, আর আমি তাঁর সাথে নামায পড়লাম (জোহর)। তারপর তাঁর সাথে (আছর) নামায পড়লাম, তারপর তাঁর সাথে (মাগরিব) নামায পড়লাম। তারপর তাঁর সাথে (এশা) নামায পড়লাম। তারপর তাঁর সাথে (ফজর) নামায পড়লাম। এ সময় তিনি (সা) নিজ অঙ্গুলিসমূহ দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের হিসাব করছিলেন। –বুখারী, মুসলিম

٥٣٨ ـ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ: اَنَّهٗ كَتَبَ اِلٰى عُمَّالِهٖ اَنَّ اَهَمَّ اُمُوْرِكُمْ عِنْدِىْ الصَّلَاةُ فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِيْنَهٗ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا اَضْيَعُ ثُمَّ كَتَبَ اَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ اِذَا

كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعًا إِلَى أَنْ يَّكُوْنَ ظِلُّ أَحَدِكُمْ مِثْلَهُ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَدْرَ مَا يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً قَبْلَ مَغِيْبِ الشَّمْسِ وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ وَالصُّبْحَ وَالنُّجُوْمُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ ـ (رَوَاهُ مَالِكٌ)

(৫৩৮) হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত রয়েছে। তিনি তাঁর প্রশাসকদের নিকট লিখলেন, আমার নিকট আপনাদের যাবতীয় কাজের মধ্যে নামাযই হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। যে ব্যক্তি তার হেফাজত করে এবং যথোচিতভাবে তা রক্ষা করে, সে তার দ্বীনকে রক্ষা করে। আর যে ব্যক্তি তাকে বিনষ্ট করেছে, সে তা ব্যতীত অপরগুলোর জন্য আরও বেশী বিনষ্টকারী সাব্যস্ত হবে। তারপর তিনি লিখলেন, জোহর পড়বে যখন ছায়া এক হাত হতে তোমাদের প্রত্যেকের সমান হয়। আছর পড়বে যখন সূর্য উচ্চে পরিষ্কার সাদা থাকে। যাতে একজন উষ্ট্রারোহী সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই দুই বা তিন ফর্সখ (পথ) অতিক্রম করতে পারে[৩১] এবং মাগরিব পড়বে যখনই সূর্য অদৃশ্য হয়। এশা পড়বে যখন লালিমা অদৃশ্য হয়, রাত্রের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত। যে এর পূর্বে নিদ্রা যাবে, তার চক্ষু যেন নিদ্রা না যায়। যে নিদ্রা যাবে তার চক্ষু যেন নিদ্রা না যায়। যে নিদ্রা যাবে তার চক্ষু যেন নিদ্রা না যায় এবং ফজর পড়বে যখন তারকাসমূহ পরিষ্কার থাকে ও দৃশ্যমান থাকে। –মালেক

٥٣٩ ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ قَدْرُ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فِي الصَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَقْدَامٍ إِلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ وَفِي الشِّتَاءِ خَمْسَةَ أَقْدَامٍ إِلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ ـ (رَوَاهُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

(৫৩৯) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, গ্রীষ্মকালে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জোহরের নামাযের পরিমাণ (অর্থাৎ ছায়ার পরিমাণ) ছিল তিন হতে পাঁচ পা পর্যন্ত এবং শীতকালে ছিল, পাঁচ হতে সাত পা পর্যন্ত। –আবু দাউদ, নাসায়ী

---

৩১. ০৩ মাইলে = ১ ফারসাখ। –আল মু'জামুল ওয়াসীত, পৃ. ৬৮১।
প্রায় ১৬০৯ মিটার = ০১ মাইল। –আল মু'জামুল ওয়াসীত পৃ. ৮৯৪ (সম্পাদক)

بَابُ تَعْجِيْلِ الصَّلَوَاتِ

প্রাসঙ্গিক বিষয় ঃ অবিলম্বে নামায আদায় করা

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম পরিচ্ছেদ

সর্বোচ্চ পর্যায়ের হাদীসসমূহ

٥٤٠ - عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ: دَخَلْتُ اَنَا وَاَبِيْ عَلٰى اَبِيْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهٗ اَبِيْ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَكْتُوْبَةَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيْرَ الَّتِيْ تَدْعُوْنَهَا الْاُوْلٰى حِيْنَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ اَحَدُنَا اِلٰى رَحْلِهٖ فِيْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيْتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ اَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِيْ تَدْعُوْنَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِيْنَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيْسَهٗ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّيْنَ اِلَى الْمِائَةِ وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَلَا يُبَالِيْ بِتَأْخِيْرِ الْعِشَاءِ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৫৪০) হযরত সাইয়ার ইবনে সালামাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি এবং আমার পিতা হযরত আবু বারযা আসলামী (রা)-এর নিকট গেলাম। আমার পিতা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরজ নামায কিভাবে পড়তেন? তিনি বললেন, জোহর যাকে প্রথম নামায বল, যখন সূর্য ঢলে পড়ত তখনই পড়তেন। আর আছর পড়তেন, যার পর আমাদের কেউ মদীনার শেষ প্রান্তে তার বাড়িতে ফিরত অথচ সূর্য তখনও পরিষ্কার থাকত। (বর্ণনাকারী বলেন,) মাগরিব সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য আমি ভুলে গিয়েছি। আর এশা যাকে তোমরা আতামাহ বল, তা বিলম্ব করে পড়তেই তিনি ভালবাসতেন এবং তা পড়ার আগে নিদ্রা যাওয়া এবং পরে কথা বলা অপছন্দ করতেন। তিনি ফজরের নামায যখন শেষ করতেন তখন নামাযী ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে বসা ব্যক্তিকে চিনতে পারত এবং তাতে ষাট হতে একশত আয়াত পর্যন্ত পাঠ করতেন। বর্ণনান্তরে রয়েছে, এশাকে রাত্রের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্বিত করতেও তিনি দ্বিধা করতেন না এবং তার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া ও পরে কথা বলা পছন্দ করতেন না। −বুখারী, মুসলিম

٥٤١ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو هُوَ ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ اِذَا وَجَبَتْ وَالْعِشَاءَ اِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وَاِذَا قَلُّوْا اَخَّرَ وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৫৪১) হযরত মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাসান ইবনে আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা সাহাবী হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) জোহর পড়তেন দ্বিপ্রহরে (সূর্য) ঢলে পড়লে এবং আছর পড়তেন তখনও সূর্য উজ্জ্বল থাকত এবং মাগরিব পড়তেন যখনই সূর্য অস্তমিত হতো এবং এশা পড়তেন, লোক বেশী হলে তাড়াতাড়ি লোক কম হলে বিলম্বে, ফজর পড়তেন যখন কিছুটা অন্ধকার থাকত। –বুখারী, মুসলিম

٥٤٢ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالظَّهَائِرِ سَجَدْنَا عَلٰى ثِيَابِنَا اتِّقَاءَ الْحَرِّ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৫৪২) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা যখন নবী পাক (সা)-এর পিছনে জোহর পড়তাম, আমরা গরম হতে বাঁচার জন্য আমাদের কাপড়ের উপর সিজদাহ করতাম। –বুখারী, মুসলিম

٥٤٣ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوْا بِالصَّلٰوةِ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَاشْتَكَتِ النَّارُ إِلٰى رَبِّهَا فَقَالَتْ رَبِّ أَكَلَ بَعْضِيْ بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ أَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الزَّمْهَرِيْرِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ فَأَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْحَرِّ فَمِنْ سُمُوْمِهَا وَأَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْبَرْدِ فَمِنْ زَمْهَرِيْرِهَا -

(৫৪৩) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, সূর্যতাপ প্রখর হলে নামাযকে শীতল করবে। আবু সাঈদ হতে বুখারীর অপর এক বর্ণনায় রয়েছে নামাযের স্থলে জোহরকে। কেননা উত্তাপের আধিক্য দোযখের তাপ বিশেষ। দোযখ তার প্রতিপালকের নিকট অভিযোগ করেছিল, হে প্রতিপালক! (উত্তাপের তীব্রতায়) আমার একাংশ অপরাংশকে খেয়ে ফেলছে। তখন তিনি তাকে দু'টো নিঃশ্বাসের অনুমতি দিলেন। একটি শীতে এবং অপরটি গ্রীষ্মে। এই কারণেই তোমরা গ্রীষ্মে তাপের আধিক্য অনুভব কর এবং শীতে ঠাণ্ডার আধিক্য অনুভব কর। –বুখারী, মুসলিম

বুখারীর বর্ণনান্তরে রয়েছে, তোমরা যে গরমের আধিক্য অনুভব কর তা দোযখের উত্তপ্ত নিঃশ্বাসের কারণেই এবং তোমরা যে ঠাণ্ডার আধিক্য অনুভব কর তা তার শীতল নিঃশ্বাসের কারণেই হয়ে থাকে।

٥٤٤ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِيْ فَيَأْتِيْهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَبَعْضُ الْعَوَالِيْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَلٰى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهٖ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৫৪৪) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আছরের নামায পড়ার সময় সূর্য উচ্চে অবস্থিত এবং উজ্জ্বল থাকত। তারপর কেউ পাহাড়ী অধিবাসীদের নিকট গিয়ে পৌঁছত। তখনও সূর্য উপরে থাকত। অথচ ঐ স্থানগুলোর কোন কোনটির দূরত্ব মদীনা হতে চার মাইলের মত। –বুখারী, মুসলিম

٥٤٥ ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ صَلٰوةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتّٰى اِذَا اصْفَرَّتْ وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ اَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيْهَا اِلَّا قَلِيْلًا ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৫৪৫) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, এটা মুনাফিকের নামায, যে বসে সূর্যের অপেক্ষা করে যে কখন তা হলুদ বর্ণ হয় এবং শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখানে আসে, তখন সে উঠে দাঁড়ায় এবং কপাল ঠোকরায়, তাতে সে আল্লাহ্‌কে খুব কমই স্মরণ করে। –মুসলিম

٥٤٦ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِىْ تَفُوْتُهُ صَلٰوةُ الْعَصْرِ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلُهُ وَمَالُهُ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৫৪৬) হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যার আছরের নামায বাদ পড়ল, তার সমগ্র পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ যেন লুণ্ঠিত হল। –বুখারী, মুসলিম

٥٤٧ ـ وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

(৫৪৭) হযরত বুরাইদাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আছরের নামায ছেড়ে দেয় তার সকল আমল নষ্ট হয়ে যায়। –বুখারী

٥٤٨ ـ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْصَرِفُ اَحَدُنَا وَاِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৫৪৮) হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে মাগরিবের নামায পড়তাম। তারপর আমাদের কেউ কেউ ফিরে আসত যে, তারা তাদের তীরের লক্ষ্যস্থল দেখতে পেত।

٥٤٩ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ الْعَتَمَةَ فِيْمَا بَيْنَ اَنْ يَّغِيْبَ الشَّفَقُ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْاَوَّلِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৫৪৯) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, সাহাবীগণ এশার নামায পড়তেন আকাশের লালিমা অদৃশ্য হওয়ার পর হতে রাত্রের প্রথম তৃতীয়াংশ পর্যন্ত। –বুখারী, মুসলিম

٥٥٠ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَتَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৫৫০) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের নামায (এমন সময়) পড়তেন যে, তখন মহিলা (নামাযী)গণ চাদর জড়িয়ে গৃহে ফিরতেন কিন্তু অন্ধকারবশতঃ তাদেরকে চেনা যেতো না। –বুখারী, মুসলিম

٥٥١ـ وَعَنْ قَتَادَةَ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُوْرِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلٰوةِ فَصَلَّى قُلْنَا لِأَنَسٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُوْرِهِمَا وَدُخُوْلِهِمَا فِي الصَّلٰوةِ قَالَ قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِيْنَ آيَةً ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(৫৫১) হযরত কাতাদাহ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) ও হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা) সেহরী খেলেন। তাঁরা উভয়ে সেহরী খাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের নামায পড়তে দাঁড়ালেন এবং নামায পড়লেন। আমরা আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তাদের সেহরী খাওয়া শেষ করা এবং নামাযে লিপ্ত হওয়ার মধ্যে কতটুকু সময় ছিল? তিনি বললেন, কারো পঞ্চাশটি আয়াত পড়তে পারার সময় পরিমাণ। –বুখারী

٥٥٢ ـ وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُمِيْتُوْنَ الصَّلٰوةَ أَوْ يُؤَخِّرُوْنَ عَنْ وَقْتِهَا؟ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِيْ؟ قَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৫৫২) হযরত আবু যর গিফারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে আবু যর! তখন তোমার কি অবস্থা হবে যখন তোমার উপর এরূপ শাসক হবে যারা নামাযের প্রতি উদাসীন হবে, অথবা নামাযকে নামাযের সময় হতে পিছিয়ে দিবে? আমি বললাম, আপনি তখন আমাকে কি করতে বলেন? তিনি বললেন, নামায যথাসময়ে পড়বে। তারপর যদি সেই নামায আবার তাদের সাথে পাও, তবে পুনরায় পড়বে। তা তোমার জন্য নফল হবে। –মুসলিম

٥٥٣ ـ وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৫৫৩) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামাযের এক রাকাত পায়, সে ফজরের নামায পায়। আর যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আছরের নামাযের এক রাকাত পায়, সে আছরের নামায পায়। –বুখারী, মুসলিম

٥٥٤ ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَدْرَكَ اَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِّنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ وَاِذَا اَدْرَكَ سَجْدَةً مِّنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ۔(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(৫৫৪) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ সূর্য অদৃশ্য হওয়ার পূর্বে আছরের নামাযের এক সিজদাহ (রাকাত) পেলে সে তার নামায পূর্ণ করে নিবে। এভাবে ফজরের নামাযের এক সিজদাহ (রাকাত) পেলে সে যেন তার নামায পূর্ণ করে নিবে। –বুখারী

٥٥٥ ـ وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً اَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهُ اَنْ يُّصَلِّيَهَا اِذَا ذَكَرَهَا۔ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَا كَفَّارَةَ لَهَا اِلَّا ذٰلِكَ۔(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৫৫৫) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, কেউ কোন নামায ভুলে গেলে অথবা তা না পড়ে ঘুমিয়ে পড়লে তার দায়মোচন ও কাফফারা স্মরণ হওয়া মাত্র পড়ে নেয়া। বর্ণনান্তরে রয়েছে, এটা ব্যতীত কাফফারা ও দায়মোচনের অন্য কোন ব্যবস্থা নেই। -বুখারী, মুসলিম

٥٥٦ ـ وَعَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ اِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِي الْيَقْظَةِ فَاِذَا نَسِيَ اَحَدُكُمْ صَلَاةً اَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا فَاِنَّ اللهَ تَعَالٰى قَالَ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ۔(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৫৫৬) হযরত আবু কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, নিদ্রায় কোন দোষারোপ হয় না, দোষারোপ হয় সজাগ থাকার ক্ষেত্রে; সুতরাং যখন তোমাদের কেউ কোন নামায ভুলে যায় কিংবা তা না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে। তাহলে স্মরণ হওয়া মাত্র তা আদায় করে নেবে। কেননা আল্লাহ্ পাক বলেছেন, নামায কায়েম কর, আমার স্মরণে। (সূরা তাহা : ১৪) –মুসলিম

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٥٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا الصَّلَاةُ اِذَا اَتَتْ وَالْجَنَازَةُ اِذَا حَضَرَتْ وَالْاَيِّمُ اِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفُؤًا - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

(৫৫৭) হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) ইরশাদ করেছেন, হে আলী! তিনটি ব্যাপারে দেরী করবে না। যথা ঃ নামায–যখন তার সময় আসে, জানাযা–যখন তা হাজির হয়, স্বামীবিহীন নারীর বিবাহ–যখন তুমি সম-গোত্র এবং সম-পাত্র পাও। –তিরমিযী

٥٥٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَقْتُ الْاَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ رِضْوَانُ اللّٰهِ وَالْوَقْتُ الْاٰخِرُ عَفْوُ اللّٰهِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

(৫৫৮) হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, নামাযের প্রথম সময় হল, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। আর শেষ সময় হল, আল্লাহ্‌র ক্ষমা। –তিরমিযী

٥٥٩ - وَعَنْ اُمِّ فَرْوَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِاَوَّلِ وَقْتِهَا - (رَوَاهُ اَحْمَدُ) وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا يُرْوَى الْحَدِيْثُ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ وَهُوَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ -

(৫৫৯) হযরত উম্মে ফারওয়াহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা)-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হল, কোন কাজ অধিক উত্তম? তিনি বললেন, প্রথম সময় আদায় করা নামায।–আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ

তিরমিযী (রহ) বলেন, এই হাদীস আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর আল ওমারী ছাড়া আর কারো দ্বারা বর্ণিত নয়। আর তিনি হাদীস বিশারদদের নিকট সবল নন।

٥٦٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً لِوَقْتِهَا الْاٰخِرِ مَرَّتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

(৫৬০) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কোন নামায দু'বার সেটির শেষ সময়ে পড়েন নি মহান আল্লাহ তাঁকে উঠিয়ে নেয়া পর্যন্ত। –তিরমিযী

٥٦١ ـ وَعَنْ اَبِىْ اَيُّوْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ اُمَّتِىْ بِخَيْرٍ اَوْ قَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ اِلٰى اَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُوْمُ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ الدَّارِمِىُّ عَنِ الْعَبَّاسِ)

(৫৬১) হযরত আবু আইয়্যুব আনছারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মত কল্যাণযুক্ত থাকবে। অথবা বলেছেন, ফেতরাত এর উপর থাকবে– যতক্ষণ না তারা মাগরিবের নামাযে তারকাসমূহ ঘন নিবিড় হয়ে উঠা পর্যন্ত বিলম্বিত না করবে। আবু দাউদ আর দারেমী আব্বাস হতে।

٥٦٢ ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ اَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ اَوْ نِصْفِهٖ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

(৫৬২) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আমি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হবে বলে মনে না করলে তাদেরকে এশার নামায রাত্রের এক-তৃতীয়াংশ কিংবা অর্ধরাত পর্যন্ত পিছিয়ে দিতে নির্দেশ দিতাম। –আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

٥٦٣ ـ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْتِمُوْا بِهٰذِهِ الصَّلٰوةِ فَاِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلٰى سَائِرِ الْاُمَمِ وَلَمْ تُصَلِّهَا اُمَّةٌ قَبْلَكُمْ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(৫৬৩) হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমরা এই নামায (এশা)-কে বিলম্ব করে পড়বে। কেননা এই নামায দ্বারা তোমাদেরকে অন্যান্য উম্মতের উপর সম্মান হয়েছে। তোমাদের পূর্বে কোন উম্মত কখনও এই নামায পড়ে নি। –আবু দাউদ

٥٦٤ ـ وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَنَا اَعْلَمُ بِوَقْتِ هٰذِهِ الصَّلٰوةِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْهَا لِسُقُوْطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِىُّ)

(৫৬৪) হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি উত্তমরূপে জানি, তোমাদের এই ইশার নামাযের সময় সম্পর্কে। রাসূলুল্লাহ (সা) এটা তৃতীয়ার চন্দ্র অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত সময়ে আদায় করতেন। –আবু দাউদ, দারেমী

٥٦٥ ـ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَاِنَّهُ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَلَيْسَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ فَاِنَّهُ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ)

(৫৬৫) হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমরা ফজরের নামায ভোর ফর্সা হলে পড়বে। সওয়াবের জন্য এটাই অধিক উত্তম।

–তিরমিযী, আবু দাউদ, দারেমী

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٦٦ ـ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُوْرُ فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ ثُمَّ تُطْبَخُ فَنَاْكُلُ لَحْمًا نَضِيْجًا قَبْلَ مَغِيْبِ الشَّمْسِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৫৬৬) হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে আছরের নামায পড়তাম। তারপর উট যবাই করে তা কেটে দশভাগে ভাগ করা হত। তারপর তা রান্না করা হত। আর আমরা সেই গোশত আহার করতাম, সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে। –বুখারী, মুসলিম

٥٦٧ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ فَخَرَجَ اِلَيْنَا حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ اَوْ بَعْدَهُ فَلَا نَدْرِىْ اَشَيْءٌ شَغَلَهُ فِيْ اَهْلِهِ اَوْ غَيْرُ ذٰلِكَ فَقَالَ حِيْنَ خَرَجَ اِنَّكُمْ لَتَنْتَظِرُوْنَ صَلَاةً مَا يَنْتَظِرُهَا اَهْلُ دِيْنٍ غَيْرُكُمْ وَلَوْلَا اَنْ يَّثْقُلَ عَلٰى اُمَّتِيْ لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هٰذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ اَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَصَلّٰى ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৫৬৭) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা একরাত্রে শেষ ইশার নামাযের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অপেক্ষায় ছিলাম। রাত্রের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হলে তিনি বের হয়ে এলেন। কিংবা তারও কিছু পরে, আমরা বলতে পারি না যে, কোন পারিবারিক কাজে তিনি আবদ্ধ ছিলেন, না অন্য কোন কাজে? তিনি এসে বললেন, তোমরা এমন একটি নামাযের প্রতিক্ষায় রয়েছ, যার প্রতিক্ষা অন্য কোন ধর্মের লোকেরা করে না। আমি আমার উম্মতের জন্য কঠিন হবে বলে মনে না করলে তাদেরকে নিয়ে আমি (সর্বদা) এই সময়েই পড়তাম। তারপর তিনি মুযাযযিনকে আদেশ করলে একামত বলল, আর তিনি নামায পড়ালেন। –মুসলিম

٥٦٨ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ نَحْوًا مِنْ صَلَاتِكُمْ وَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَتَمَةَ بَعْدَ صَلَاتِكُمْ شَيْئًا وَكَانَ يُخَفِّفُ الصَّلٰوةَ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৫৬৮) হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়তেন প্রায় তোমাদের নামাযের মতই; কিন্তু তিনি এশার নামাযকে তোমাদের নামায হতে কিছু বিলম্বে পড়তেন এবং তা সহজ সংক্ষেপ করতেন। –মুসলিম

٥٦٩ ـ وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الْعَتَمَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتّٰى مَضٰى نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَقَالَ خُذُوْا مَقَاعِدَكُمْ فَأَخَذْنَا مَقَاعِدَنَا فَقَالَ اِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوْا وَاَخَذُوْا مَضَاجِعَهُمْ وَاِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوْا فِيْ صَلٰوةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ وَلَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيْفِ وَسَقَمُ السَّقِيْمِ لَاَخَّرْتُ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ اِلٰى شَطْرِ اللَّيْلِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

(৫৬৯) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একরাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) ইশার নামাযে তিনি বের হলেন না। এভাবে আমাদেরকে নিয়ে ইমামতি করলেন যে, প্রথমে প্রায় অর্ধরাত্র অতীত হয়ে গেল। তারপর বের হয়ে বললেন, তোমরা যে যার স্থানে বস। আমরা বসলাম। তিনি বললেন, অন্যান্য লোকজন নামায সম্পন্ন করেছে এবং শয্যাও গ্রহণ করেছে। আর তোমরা নিশ্চয় নামাযেই রয়েছ, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নামাযের অপেক্ষায় আছ। দুর্বলদের দুর্বলতা এবং পীড়িত ব্যক্তির পীড়ার আশংকা না থাকলে আমি এই নামাযকে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত বিলম্বিত করে পড়তাম। –আবু দাউদ, নাসায়ী

٥٧٠ ـ وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشَدَّ تَعْجِيْلًا لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ وَاَنْتُمْ اَشَدُّ تَعْجِيْلًا لِلْعَصْرِ مِنْهُ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

(৫৭০) হযরত উম্মে সালামাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) জোহরের নামায তোমাদের চেয়ে তাড়াতাড়ি পড়তেন, আর তোমরা আছরের নামায তাঁর চেয়ে তাড়াতাড়ি পড়ে থাক। –আহমদ, তিরমিযী

٥٧١ ـ وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ الْحَرُّ اَبْرَدَ بِالصَّلٰوةِ وَاِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ ـ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

(৫৭১) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, গরমের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) নামায (একটু) ঠাণ্ডা সময়ে পড়তেন। (অর্থাৎ বিলম্বে পড়তেন)। আর ঠাণ্ডার সময় নামায তাড়াতাড়ি পড়তেন। –নাসায়ী

٥٧٢ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ عَلَيْكُمْ بَعْدِىْ اُمَرَاءُ يَشْغَلُهُمْ اَشْيَاءُ عَنِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا حَتّٰى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا - فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ اُصَلِّىْ مَعَهُمْ قَالَ نَعَمْ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(৫৭২) হযরত উবাদাহ ইবনে ছামেত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদা আমাকে বললেন, আমার পর তোমাদের উপর এমন শাসকগণ আসবে, যাদেরকে নানাবিধ (পার্থিব) কাজ যথাসময়ে নামায আদায় করা হতে বিরত রাখবে। এমনকি নামাযের সময় চলে যাবে। তখন তোমরা নামায ঠিক সময়েই পড়ে নেবে। একব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমরা কি তারপর আবার তাদের সাথে নামায পড়ব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। –আবু দাউদ

٥٧٣ - وَعَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوْنُ عَلَيْكُمْ اُمَرَاءُ مِنْ بَعْدِىْ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلٰوةَ فَهِيَ لَكُمْ وَهِيَ عَلَيْهِمْ فَصَلُّوْا مَعَهُمْ مَا صَلُّوْا الْقِبْلَةَ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(৫৭৩) হযরত কাবীছাহ ইবনে ওয়াককাছ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমার পর তোমাদের উপর এরূপ শাসক হবে, যারা নামাযকে বিলম্বিত করবে। যা তোমাদের পক্ষে হবে এবং তাদের বিপক্ষে যাবে; সুতরাং তোমরা তাদের পিছনে নামায পড়বে। যতদিন তারা কিবলামুখী হয়ে নামায পড়বে। (অর্থাৎ ইসলামকে ছেড়ে না দেয়।) –আবু দাউদ

٥٧٤ - وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُوْرٌ فَقَالَ اِنَّكَ اِمَامُ عَامَّةٍ وَنَزَلَ بِكَ مَا تَرٰى وَيُصَلِّىْ لَنَا اِمَامُ فِتْنَةٍ وَنَتَحَرَّجُ فَقَالَ الصَّلٰوةُ اَحْسَنَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ فَاِذَا اَحْسَنَ النَّاسُ فَاَحْسِنْ مَعَهُمْ وَاِذَا اَسَاؤُوْا فَاجْتَنِبْ اِسَاءَتَهُمْ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(৫৭৪) হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে খিয়ার (তাবেয়ী) হতে বর্ণিত আছে। তিনি খলীফা হযরত ওছমান (রা)-এর নিকট গেলেন, তখন তিনি তার গৃহে অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন। তিনি গিয়ে বললেন, আপনি সর্বসাধারণের ইমাম কিন্তু আপনার উপর এই কঠিন বিপদ উপস্থিত, যা আপনি দেখছেন। আর বিদ্রোহীদের নেতা (কেনানা ইবনে বিশর) আমাদের নামায পড়াচ্ছে। অথচ আমরা একে গুনাহ মনে করছি। তখন তিনি বললেন, মানুষের যাবতীয় কাজের মধ্যে নামায হল উত্তম কাজ। সুতরাং যখন তারা উত্তম কাজ করবে তাতে তাদের সাথে শরীক হবে। আর যখন খারাপ কাজ করবে, তা হতে দূরে সরে থাকবে। –বুখারী

بَابُ فَضَائِلِ الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ : নামাযের ফজীলত

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٧٥ ـ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَنْ يَّلِجَ النَّارَ اَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا يَعْنِى الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৫৭৫) হযরত উমারাহ ইবনে রুআইবাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, এমন কোন ব্যক্তি কখনও দোযখে যাবে না, যে সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে অর্থাৎ ফজর ও আছরের নামায পড়ে। –মুসলিম

٥٧٦ ـ وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৫৭৬) হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দুই ঠাণ্ডা সময়ের নামায পড়বে, সে বেহেশতী হবে। –বুখারী, মুসলিম

٥٧٧ ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَعَاقَبُوْنَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِىْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ فَيَسْاَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِىْ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَاَتَيْنٰهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৫৭৭) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে একদল ফিরিশতা এসে থাকে রাত্রে। আর একদল দিনে এবং উভয় দল মিলিত হয় ফজরের নামাযে এবং আছরের নামাযে। তাদের মধ্যে একদল এলে যে দল তোমাদের মধ্যে ছিল, সেই দল উঠে যায়। তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, অথচ প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত। তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় রেখে এলে? তারা বলে, আমরা তাদেরকে নামাযরত অবস্থায় রেখে এসেছি এবং আমরা যখন তাদের নিকট পৌঁছেছি তখনও তারা নামাযে লিপ্ত ছিল। –বুখারী, মুসলিম

٥٧٨ ـ وَعَنْ جُنْدُبِ الْقَسْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِيْ ذِمَّةِ اللّٰهِ فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللّٰهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ ثُمَّ يَكُبُّهُ عَلٰى وَجْهِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِيْ بَعْضِ نُسَخِ الْمَصَابِيْحِ الْقُشَيْرِيْ بَدَلَ الْقَسْرِيْ

(৫৭৮) হযরত জুনদুব কাসরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়ে, সে আল্লাহ্ পাকের দায়িত্বের আওতায় চলে যায়; সুতরাং (হে আল্লাহ্র বান্দারা!) আল্লাহ্ যেন তাঁর দায়িত্বের কোন ব্যাপারে তোমাদের বিপক্ষে বাদী না হন। কেননা তিনি যার বিপক্ষে নিজ দায়িত্বের কোন ব্যাপারে বাদী হবেন, তাকে অবশ্যই ধরতে পারবেন। তারপর তিনি তাকে উপুড় করে দোযখের আগুনে ফেলে দিবেন। –মুসলিম

٥٧٩ ـ وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلَّا أَنْ يَّسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوْا وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي التَّهْجِيْرِ لَاسْتَبَقُوْا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৫৭৯) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, মানুষ যদি আযান দেওয়া এবং নামাযে প্রথম সারিতে দাঁড়ানোর সওয়াব সম্পর্কে জানত, তারপর লটারী ব্যতীত ঐ কাজের জন্য কোন উপায় না থাকত, তা হলে অবশ্যই তারা তার জন্য লটারীর ব্যবস্থা করত। আর যদি তারা জানত যে, নামাযের জন্য আগেভাগে যাওয়ার মধ্যে কি সওয়াব নিহিত, তা হলে তারা প্রত্যেকেই একে অপরের আগে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করত। আর যদি তারা জানত যে, এশা এবং ফজরের মধ্যে কি সওয়াব নিহিত, তা হলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও ঐ নামাযে আসত। –বুখারী, মুসলিম

٥٨٠ ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ صَلٰوةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৫৮০) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, মুনাফিকদের নিকট ফজর এবং এশার তুলনায় বেশী কঠিন নামায নেই, যদি তারা তার সওয়াবের বিষয় জানত তা হলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও ঐ নামাযের জন্য আসত। –বুখারী, মুসলিম

٥٨١ ـ وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৫৮১) হযরত ওছমান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এশার নামায জামাতে পড়ে, সে যেন অর্ধরাত্র পর্যন্ত নামায পড়ে। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাতে পড়ে, সে যেন সারারাত্রি নামায পড়ল। –মুসলিম

٥٨٢ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْاَعْرَابُ عَلٰى اِسْمِ صَلَاتِكُمُ الْمَغْرِبَ قَالَ وَتَقُوْلُ الْاَعْرَابُ هِيَ الْعِشَاءُ وَقَالَ لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْاَعْرَابُ عَلٰى اِسْمِ صَلٰوتِكُمُ الْعِشَاءِ فَاِنَّهَا فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ الْعِشَاءُ فَاِنَّهَا تُعْتَمُ بِحِلَابِ الْاِبِلِ۔(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৫৮২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, বেদুইনরা যেন তোমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। তোমাদের মাগরিবের নামাযের নামকরণে। বর্ণনাকারী বলেন, বেদুইনরা তাকে এশা বলত এবং রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বললেন, বেদুইনরা যেন তোমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে তোমাদের এশার নামকরণেও। তার নাম আল্লাহ্‌র কিতাবে এশা। তা পড়া হয় আতামায় অর্থাৎ তাদের দুধ দোহনের সময়ে। –মুসলিম

٥٨٣۔ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَبَسُوْنَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطٰى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَاَ اللّٰهُ بُيُوْتَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৫৮৩) হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) পরিখার যুদ্ধের তারিখে বলেছিলেন, কাফিররা আমাদেরকে মধ্যম নামায তথা আছরের নামায হতে বিরত রাখল। আল্লাহ্ তাদের গৃহ ও কবরকে আগুনে পূর্ণ করুন। –বুখারী, মুসলিম

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٨٤ - عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةُ الْوُسْطٰى صَلٰوةُ الْعَصْرِ۔(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

(৫৮৪) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এবং হযরত সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মধ্যম নামায হল আছরের নামায। –তিরমিযী

٥٨٥۔ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا قَالَ تَشْهَدُهٗ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ۔(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

(৫৮৫) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) নবী পাক (সা) হতে আল্লাহ্ পাকের বাণী, "ফজরের কিরাতে (নামাযে) হাজির হয়"। (সূরা বনী ইসরাঈল : ৭৮) এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছেন যে, তাতে হাজির হয় রাত্রের ফিরিশতাগণ এবং দিনের ফিরিশতাগণ। –তিরমিযী

Contents

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٨٦ ـ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَا الصَّلَاةُ الْوُسْطٰى صَلَاةُ الظُّهْرِ ـ (رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ زَيْدٍ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْهُمَا تَعْلِيْقًا)

(৫৮৬) হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা) এবং হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন যে, মধ্যম নামায হল জোহরের নামায। –মালিক

٥٨٧ ـ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّيْ صَلَاةً اَشَدَّ عَلٰى اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا فَنَزَلَتْ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطٰى وَقَالَ اِنَّ قَبْلَهَا صَلَاتَيْنِ وَبَعْدَهَا صَلَاتَيْنِ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

(৫৮৭) হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) জোহরের নামায মধ্যাহ্নের পর পরই আদায় করতেন। তিনি এমন কোন নামায আদায় করতেন না, যা রাসূলে পাক (সা)-এর সাহাবীদের জন্য তদপেক্ষা বেশী কষ্টকর ছিল। তখন কুরআনে পাকে নাযিল হল, যার অর্থ এই ঃ "নামাযসমূহের হেফাজাত কর। বিশেষতঃ উসতা নামাযের।" (সূরা বাকারা : ২৩৮) যায়েদ (রা) বলেন, এর পূর্বেও দু'টো নামায রয়েছে, (যথা ঃ এশা ও ফজর) এবং পরেও দু'টো নামায রয়েছে (যথা ঃ আছর ও মাগরিব) –আহমদ, আবু দাউদ

٥٨٨ ـ وَعَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بَلَغَهُ اَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَا يَقُوْلَانِ الصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى صَلٰوةُ الصُّبْحِ ـ (رَوَاهُ فِي الْمُوَطَّأ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ تَعْلِيْقًا)

(৫৮৮) ইমাম মালেকের নিকট ছহীহ সূত্রে পৌঁছেছে যে, হযরত আলী (রা) এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন, উসতা নামায হল ফজরের নামায। মুআত্তা' এবং তিরমিযী ইবনে আব্বাস (রা) এবং ইবনে ওমর (রা) হতে মুআল্লাকরূপে রেওয়ায়াত করেছেন।

٥٨٩ ـ وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ غَدَا اِلٰى صَلَاةِ الصُّبْحِ غَدَا بِرَايَةِ الْاِيْمَانِ وَمَنْ غَدَا اِلَى السُّوْقِ غَدَا بِرَايَةِ اِبْلِيْسَ ـ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

(৫৮৯) হযরত সালমান ফারেসী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ভোর বেলা ফজরের নামাযের দিকে রওয়ানা হয়, সে ঈমানের ঝাণ্ডা নিয়ে অগ্রসর হয়। আর যে ব্যক্তি ভোর বেলা (নামায না পড়ে) বাজারের দিকে রওয়ানা হয়, সে শয়তানের ঝাণ্ডা নিয়ে অগ্রসর হয়। –ইবনে মাজাহ

بَابُ الْاَذَانِ

পরিচ্ছেদ : আযান

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٩٠- عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرُوْا النَّارَ وَالنَّاقُوْسَ فَذَكَرُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى فَاُمِرَ بِلَالٌ اَنْ يَّشْفَعَ الْاَذَانَ وَاَنْ يُّوْتِرَ الْاِقَامَةَ قَالَ اِسْمَاعِيْلُ فَذَكَرْتُهُ لِاَيُّوْبَ فَقَالَ اِلَّا الْاِقَامَةَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৫৯০) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (নামাযের আহ্বানের জন্য) সাহাবীগণ আগুন জ্বালানো এবং শিংগার শব্দ করার প্রস্তাব দিলেন। (কিন্তু) একে কেউ কেউ ইয়াহুদী ও নাছারাদের প্রথা বললেন। তারপর হযরত বেলাল (রা)-কে আদেশ করা হল। আযান জোড় জোড় শব্দ বাক্যে এবং একামত বেজোড়ভাবে দিতে।

বর্ণনাকারী ইসমাইল বলেন, আমি আইয়্যুবকে (একামত বেজোড় দেয়া সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, ক্বাদক্বামাতিছ ছালাহ ছাড়া (অর্থাৎ ঐ শব্দটি জোড় বলতে হবে।) –বুখারী, মুসলিম

٥٩١- وَعَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اَلْقٰى عَلَىَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّاْذِيْنَ هُوَ بِنَفْسِهٖ فَقَالَ قُلِ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ ثُمَّ تَعُوْدُ فَتَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ اَللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৫৯১) হযরত আবু মাহযুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে আমাকে আযান শিক্ষা দিলেন এবং বললেন, তুমি বল, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। এরপর পুনরায় বলবে, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়্যা আলাছ ছালাহ, হাইয়্যা আলাছ ছালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। –মুসলিম

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٩٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الْاَذَانُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالْاِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَالدَّارِمِىُّ)

(৫৯২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যমানায় আযান দু'বার এবং একামত এক একবার ছিল; কিন্তু মুআযযিন ক্বাদক্বামাতিছ ছালাহকে দু'বার বলতেন। —আবু দাউদ, নাসায়ী, দারেমী

٥٩٣ - وَعَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْاَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالْاِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَالدَّارِمِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

(৫৯৩) হযরত আবু মাহযুরাহ (রা) হতে বর্ণিত রয়েছে, নবী পাক (সা) তাকে আযান শিখিয়েছেন উনিশটি বাক্যে এবং একামত (শিখিয়েছেন) সতেরটি বাক্যে।

—আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, দারেমী, ইবনে মাজাহ

٥٩٤ - وَعَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ سُنَّةَ الْاَذَانِ قَالَ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَقَالَ وَتَقُوْلُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ تَرْفَعُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ تَخْفِضُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ بِالشَّهَادَةِ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَاِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(৫৯৪) হযরত আবু মাহযুরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমাকে আযানের নিয়ম শিখিয়ে দিন। আবু মাহযুরাহ বলেন, তখন তিনি আমার মাথার সম্মুখ ভাগের উপর হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি উচ্চস্বরে বলবে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। এরপর নিম্নস্বরে বলবে, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। এরপর উচ্চস্বরে ঘোষণা করবে, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়্যা আলাছ ছালাহ, হাইয়্যা আলাছ ছালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ। ফজরের

নামাযে বলবে আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম, আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। –আবু দাউদ

٥٩٥ - وَعَنْ بِلَالٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُثَوِّبَنَّ فِيْ شَيْءٍ مِّنَ الصَّلَوَاتِ اِلَّا فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ اَبُوْ اِسْرَائِيْلَ الرَّاوِىْ لَيْسَ هُوَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ عِنْدَ اَهْلِ الْحَدِيْثِ

(৫৯৫) হযরত বেলাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলেছেন, ফজরের নামায ব্যতীত কোন নামাযেই তাসবীব করবে না আলাদা ঘোষণা দিবে না। –তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

তিরমিযী বলেছেন, এর এক বর্ণনাকারী আবু ইস্রাইল মুহাদ্দিছগণের নিকট ততটা নির্ভরযোগ্য নয়।

٥٩٦ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ اِذَا اَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ وَاِذَا اَقَمْتَ فَاحْدُرْ وَاجْعَلْ بَيْنَ اَذَانِكَ وَاِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْاٰكِلُ مِنْ اَكْلِهٖ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهٖ وَالْمُعْتَصِرُ اِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهٖ وَلَا تَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِيْ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ لَا نَعْرِفُهٗ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ وَهُوَ اِسْنَادٌ مَجْهُوْلٌ)

(৫৯৬) হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বেলাল (রা)-কে বললেন, আযান দিবার সময় খুব ধীরে ধীরে (কণ্ঠস্বর দীর্ঘ করে) দিবে। আর একামত বলার সময় দ্রুত (কিছুটা নিম্নস্বরে) বলবে এবং আযান ও একামতের মধ্যে এই পরিমাণ সময় রাখবে যেন পানাহারে রত লোকেরা পানাহার হতে এবং যাদের পায়খানা প্রস্রাবের প্রয়োজন রয়েছে তারা তা সেরে আসতে পারে এবং তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে না, যখন পর্যন্ত না আমাকে দেখ। –তিরমিযী

٥٩٧ - وَعَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اُذِّنَ فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَاَذَّنْتُ فَاَرَادَ بِلَالٌ اَنْ يُّقِيْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَخَا صُدَاءٍ قَدْ اَذَّنَ وَمَنْ اَذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

(৫৯৭) হযরত যিয়াদ ইবনে হারেছ সুদায়ী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন, আযান দাও ফজরের নামাযের জন্য; সুতরাং আমি আযান দিলাম। তারপর বেলাল (রা) একামত বলতে চাইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সুদায়ী আযান দিয়েছে। যে আযান দিবে সে একামতও *বলবে। –তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ*

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٩٨ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ يَجْتَمِعُوْنَ فَيَتَحَيَّنُوْنَ لِلصَّلٰوةِ لَيْسَ يُنَادِيْ بِهَا اَحَدٌ فَتَكَلَّمُوْا يَوْمًا فِيْ ذٰلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اتَّخِذُوْا مِثْلَ نَاقُوْسِ النَّصَارٰى وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُوْدِ فَقَالَ عُمَرُ اَوَلَا تَبْعَثُوْنَ رَجُلًا يُنَادِيْ بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৫৯৮) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মুসলমানগণ যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন তারা আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে নামাযের জন্য একটি সময় ঠিক করে নিতেন এবং সেই সময় সকলে সমবেত হতেন। নামাযের জন্য কোনরূপ আযান ও আহ্বানের ব্যবস্থা ছিল না। একদিন তাঁরা এই ব্যাপারে আলোচনায় বসলেন। কেউ বললেন, নাছারাদের অনুরূপ একটি ঘন্টা তৈরী করা হোক। আর কেউ বললেন, ইয়াহুদীদের ন্যায় একটি শিংগা বানানো হোক। তখন হযরত ওমর (রা) বললেন, তোমরা কি মানুষকে আহ্বান করার জন্য একজন লোক পাঠাতে পার না? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে বেলাল! তুমি উঠে নামাযের জন্য লোকদেরকে আহ্বান কর। –বুখারী, মুসলিম

٥٩٩ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهٖ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاقُوْسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهٖ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلَاةِ طَافَ بِيْ وَاَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوْسًا فِيْ يَدِهٖ فَقُلْتُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اَتَبِيْعُ النَّاقُوْسَ قَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهٖ فَقُلْتُ نَدْعُوْ بِهٖ اِلَى الصَّلَاةِ قَالَ اَفَلَا اَدُلُّكَ عَلٰى مَا هُوَ خَيْرٌ مِّنْ ذٰلِكَ فَقُلْتُ لَهٗ بَلٰى قَالَ فَقَالَ تَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اِلٰى اٰخِرِهٖ وَكَذَا الْاِقَامَةُ فَلَمَّا اَصْبَحْتُ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرْتُهٗ بِمَا رَاَيْتُ فَقَالَ اِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَاَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَاَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهٖ فَاِنَّهٗ اَنْدٰى صَوْتًا مِنْكَ فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ اُلْقِيْهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهٖ قَالَ فَسَمِعَ بِذٰلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِيْ بَيْتِهٖ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهٗ وَيَقُوْلُ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَاَيْتُ مِثْلَ مَا اُرِيَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ اِلَّا اَنَّهٗ لَمْ يَذْكُرِ الْاِقَامَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ لٰكِنَّهٗ لَمْ يُصَرِّحْ قِصَّةَ النَّاقُوْسِ

(৫৯৯) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আবদে রাব্বিহি (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) একটি ঘন্টা তৈরীর জন্য আদেশ করলেন, যা মানুষকে আহ্বান করার জন্য বাজানো হবে। তখন স্বপ্নে আমার নিকট এক ব্যক্তি উপস্থিত হল। তার হাতে একটি ঘন্টা দেখা গেল। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র বান্দা! এটা কি তুমি বিক্রয় করবে? সে বলল, এদ্বারা তুমি কি করবে? আমি বললাম, এদ্বারা আমরা

নামাযের জন্য লোক ডাকব। সে বলল, এটা হতে যা উত্তম তা কি আমি তোমাকে বলে দিব? আমি বললাম, হ্যাঁ (অবশ্যই বলবে)। আব্দুল্লাহ বলেন, তখন সেই ব্যক্তি আল্লাহু আকবার হতে শুরু করে আযানের শেষ পর্যন্ত শব্দসমূহ উচ্চারণ করল। এইভাবে একামতের শব্দসমূহও। অতঃপর আমি ভোরে জাগ্রত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গমন করলাম এবং তাঁকে আমার স্বপ্নের কথা বললাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তোমার কল্যাণ করুন। এটা নিশ্চয়ই সত্যস্বপ্ন। যাও তুমি গিয়ে এটা বেলালকে শিখিয়ে দাও। এই শব্দ দ্বারা সে যেন আযান দিবে। কারণ সে তোমার তুলনায় অধিক উচ্চ কণ্ঠস্বরধারী; সুতরাং আমি বেলাল (রা)-এর নিকট গিয়ে তাকে তা শিখিয়ে দিতে লাগলাম। আর তিনি তাদ্বারা আযান দিতে শুরু করলেন।

আব্দুল্লাহ বলেন, হযরত ওমর (রা) এই ঘটনা শুনলেন। তিনি তখন তাঁর গৃহে ছিলেন। এটা শুনে চাদর টানতে টানতে বের হয়ে এলেন এবং বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আপনাকে যিনি সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম। নিশ্চয় আমিও ঐরূপ স্বপ্ন দেখেছি যা তাকে দেখানো হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আল্লাহ্র জন্যই যাবতীয় প্রশংসা। –আবু দাউদ, দারেমী, ইবনে মাজাহ

٦٠٠ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَكَانَ لَا يَمُرُّ بِرَجُلٍ إِلَّا نَادَاهُ بِالصَّلَاةِ أَوْ حَرَّكَهُ بِرِجْلِهِ - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

(৬০০) হযরত আবু বাকরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমি নবী পাক (সা)-এর সাথে ফজরের নামায পড়তে বের হলাম। তখন তিনি যার নিকট দিয়েই যেতেন, তাকেই নামাযের জন্য আহ্বান করতেন অথবা নিজ পায়ের দ্বারা তাকে নাড়া দিতেন। –আবু দাউদ

٦٠١ - وَعَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ جَاءَ عُمَرَ يُؤْذِنُهُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَوَجَدَهُ نَائِمًا فَقَالَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي نِدَاءِ الصُّبْحِ - (رَوَاهُ فِي الْمُوَطَّأِ)

(৬০১) ইমাম মালেক (রহ)-এর নিকট নির্ভরযোগ্য সূত্রে এই হাদীস পৌঁছেছে যে, একজন মুয়াযযিন হযরত ওমর (রা)-এর নিকট তাঁকে ফজরের নামাযের জন্য জাগাতে এল। (এসে সে) তাকে নিদ্রিত অবস্থায় পেয়ে বলল, "আচ্ছালাতু খাইরুম মিনান্নাওম" অর্থাৎ নিদ্রা হতে নামায উত্তম। তখন হযরত ওমর (রা) তা ফজরের নামাযের আযানেই যুক্ত করতে বললেন। –বুখারী, মুসলিম

٦٠٢ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَّجْعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِيْ أُذُنَيْهِ وَقَالَ إِنَّهُ أَرْفَعُ لِصَوْتِكَ - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

(৬০২) হযরত আব্দুর রহমান সা'দ ইবনে আম্মার ইবনে সা'দ–রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুআযযিন। তিনি বলেছেন, আমার পিতা তার পিতার সূত্রে তার দাদা সা'দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বেলালকে নির্দেশ দিলেন, তার দুই আঙ্গুলকে দুইকানের মধ্যে সংস্থাপন করতে এবং বললেন, এটা তোমার কণ্ঠস্বরকে বাড়িয়ে দিবে। –ইবনে মাজাহ

بَابُ فَضْلِ الْاَذَانِ وَاِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ

পরিচ্ছেদ : আযানের মাহাত্ম্য এবং মুয়াযযিনের জবাব দান

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٦٠٣ - عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُوْنَ اَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৬০৩) হযরত মুআবিয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, রোজ কিয়ামতে মুয়াযযিনগণ সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ ঘাড়বিশিষ্ট হবেন। –মুসলিম

٦٠٤ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتّٰى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِيْنَ فَاِذَا قُضِىَ النِّدَاءُ اَقْبَلَ حَتّٰى اِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ اَدْبَرَ حَتّٰى اِذَا قُضِىَ التَّثْوِيْبُ اَقْبَلَ حَتّٰى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهٖ يَقُوْلُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتّٰى يَظِلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৬০৪) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যখন নামাযের জন্য আযান দেয়া হয় শয়তান তখন পিঠ ফিরিয়ে হাওয়া ছাড়তে ছাড়তে পালাতে থাকে। যাতে আযান তার কানে না যায়। অতঃপর আযান শেষ হয়ে গেলে সে ফিরে আসে। এরপর যখন একামত বলা হয় তখন সে আবার পিঠ ফিরিয়ে পালাতে থাকে। একামত শেষ হয়ে গেলে সে পুনরায় ফিরে এসে মানুষের অন্তরে খটকা সৃষ্টি করতে থাকে। সে বলতে থাকে, অমুক বিষয়টি স্মরণ কর, অমুক বিষয়টি স্মরণ কর, যা তার অন্তরে ছিল না। ফলে অবস্থা এমন হয় যে, নামাযী কত রাকাত নামায পড়েছে তা ভুলে যায়। –বুখারী, মুসলিম

٦٠٥ - وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْمَعُ مَدٰى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا اِنْسٌ وَلَا شَىْءٌ اِلَّا شَهِدَ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

(৬০৫) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে মানুষ, জ্বিন অথবা অন্যকিছু মুয়াযযিনের আযানের শব্দ শ্রবণ করবে, সে রোজ কিয়ামতে তার জন্য সাক্ষ্য প্রদান করবে। –বুখারী

٦٠٦ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللّٰهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৬০৬) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আছ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমরা মুয়াযযিনের আযান শুনলে তার বাক্যসমূহের অনুরূপ বাক্য দ্বারা আযানের জবাব দিবে। তারপর আমার উপর দরূদ পড়বে। কেননা আমার উপর একবার দরূদ পাঠকারীর প্রতি আল্লাহ্ পাক দশবার রহমত নাযিল করেন। তারপর আমার জন্য আল্লাহ্র নিকট উছীলা কামনা করবে। আর তা হল বেহেশতে একটি উচ্চ মর্যাদার স্থান। আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে মাত্র একজন বান্দা ব্যতীত কেউই তার উপযুক্ত নয়। আমি আশা করি, সেই বান্দা আমিই। আর যে ব্যক্তি আমার জন্য উছীলা চাইবে, তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব (অবধারিত) হয়ে যাবে। –মুসলিম

٦٠٧ ـ وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ قَالَ اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৬০৭) হযরত ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যখন মুয়াযযিন বলে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আর তখন কেউ (কোন শ্রোতা) আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বলে, তারপর যখন মুয়াযযিন বলে আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আর তখন শ্রোতা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, তারপর যখন মুয়াযযিন বলে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ আর তখন শ্রোতা আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলে, তারপর যখন মুয়াযযিন বলে হাইয়্যা আলাছ ছালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ তখন কেউ বলে লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ, তারপর যখন মুয়াযযিন বলে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, তখন কেউ তাই বলে। তারপর যখন মুয়াযযিন বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, তখন কেউ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু তার অন্তর হতে বলে, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। –মুসলিম

٦٠٨ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ حَلَّتْ لَهٗ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(৬০৮) হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে এই দোয়া পাঠ করবে ঃ "আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ্ দা'ওয়াতিত্ তাম্মাতি ওয়াছ্ ছালাতিল ক্বায়িমাতি আতি মুহাম্মাদানিল্ ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাজীলাতা ওয়াবআছহু মাক্বামাম মাহমূদানিল্লাযী ওয়াআদতাহ্" অর্থাৎ এই পূর্ণ আহ্বান এবং প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু! তুমি মুহাম্মাদ (সা)-কে দান কর উসীলা ও মর্যাদা এবং তাঁকে পৌঁছাও মাকামে মাহমূদে যার ওয়াদা তুমি করেছ, কিয়ামত দিবসে তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হবে। —বুখারী

٦٠٩ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغِيْرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ فَنَظَرُوْا فَإِذَا هُوَ رَاعِيْ مِعْزًى - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৬০৯) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিয়ম ছিল, তিনি প্রত্যুষে শত্রুর উপর আক্রমণ করতেন। আর আযান শোনার জন্য কান পেতে রাখতেন। আযান শুনলে আক্রমণ হতে বিরত থাকতেন অন্যথায় আক্রমণ করতেন। একদা তিনি এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। তখন তিনি বললেন, তুমি ইসলামের উপর আছ। তারপর লোকটি বলল, আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু তখন তিনি বললেন, তুমি দোযখ হতে রক্ষা পেলে। অতঃপর সাহাবীগণ সেই লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সে একজন বকরীর রাখাল। —মুসলিম

٦١٠ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا وَّبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا غُفِرَ لَهٗ ذَنْبُهٗ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৬১০) হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াককাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের আযান শুনে বলবে, "আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু রাদ্বীতু বিল্লাহি রাব্বাও ওয়া বিমুহাম্মাদি রাসূলান ওয়া বিল ইসলামী দীনান" অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি একক। তাঁর

কোন অংশীদার নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহ্কে প্রভু প্রতিপালকরূপে, মুহাম্মাদ (সা)-কে রাসূলরূপে এবং ইসলামকে ধর্মরূপে লাভ করে খুশী হয়েছি। তার গুনাহ মাফ করা হবে।
—মুসলিম

٦١١ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثُمَّ قَالَ فِى الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৬১১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক আযান এবং একামতের মধ্যে নামায রয়েছে, প্রত্যেক আযান এবং একামতের মধ্যে নামায রয়েছে। তারপর তৃতীয়বার বললেন, যে তা আদায় করতে চায়। —বুখারী, মুসলিম

اَلْفَصْلُ الثَّانِى : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٦١٢ ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمِنٌ اَللّٰهُمَّ اَرْشِدِ الْاَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالشَّافِعِىُّ وَفِىْ اُخْرَى لَهُ بِلَفْظِ الْمَصَابِيْحِ)

(৬১২) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, ইমাম নামাযের জামিনস্বরূপ। আর মুয়াযযিন হল আমানতদার। হে আল্লাহ্! আপনি ইমামদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন এবং মুয়াযযিনদেরকে মাফ করুন। —আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, শাফেয়ী

٦١٣ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِيْنَ مُحْتَسِبًا كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

(৬১৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সওয়াবের নিয়তে সাত বছর আযান দিবে তার জন্য দোযখের আগুন হতে মুক্তি লাভ সুনিশ্চিত। —তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

٦١٤ ـ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْجِبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِىْ غَنَمٍ فِىْ رَأْسِ شَظِيَّةٍ لِّلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّىْ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اُنْظُرُوْا اِلٰى عَبْدِىْ هٰذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ وَاَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ)

(৬১৪) হযরত ওকবাহ ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমার প্রভু সন্তুষ্ট হন সেই বকরীর রাখালের প্রতি, যে একাকী পর্বত চূড়ায় দাঁড়িয়ে নামাযের আযান দেয় এবং নামায পড়ে। তখন আল্লাহ্ পাক ফিরিশতাদেরকে বলেন, তোমরা আমার এই বান্দাকে দেখ সে আযান দিচ্ছে এবং নামায পড়ছে। আর আমাকে ভয় করছে। আমি আমার এই বান্দাকে মাফ করে দিলাম এবং বেহেশতে প্রবেশের যোগ্য করে দিলাম। –আবু দাউদ, নাসায়ী

٦١٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ اَدّٰى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوْلَاهُ وَرَجُلٌ اَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهٖ رَاضُوْنَ وَرَجُلٌ يُنَادِىْ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

(৬১৫) হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তিন ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে মেশকের স্তূপের উপর অবস্থান করবে। (১) যে ক্রীতদাস আল্লাহ্ পাকের এবং তার মনিবের হক দাবী যথাযথভাবে আদায় করে। (২) যে ব্যক্তি কোন জনসমষ্টির নামাযে ইমামতি করে এবং তারা তার উপর খুশী থাকে এবং (৩) যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য দিনে এবং রাতে আযান দেয়। –তিরমিযী

٦١٦ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهٗ مَدٰى صَوْتِهٖ وَيَشْهَدُ لَهٗ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَشَاهِدُ الصَّلٰوةِ يُكْتَبُ لَهٗ خَمْسٌ وَّعِشْرُوْنَ صَلٰوةً وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا - (رَوَاهُ اَحْمَدُ) وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَرَوَى النَّسَائِىُّ اِلٰى قَوْلِهٖ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ - وَقَالَ وَلَهٗ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ صَلّٰى

(৬১৬) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, মুয়াযযিনকে মাফ করে দেয়া হবে তার আযানের আওয়াজের শেষ সীমা পর্যন্ত (ব্যাপকভাবে) এবং তার জন্য প্রত্যেক সজীব ও নির্জীব ব্যক্তি ও বস্তু সাক্ষ্য দিবে। আর যে নামাযে উপস্থিত হবে তার জন্য (জামাতের নামাযে) পঁচিশ নামাযের সওয়াব লেখা হবে এবং তার দু' নামাযের মধ্যকার ছগীরাহ গুনাহসমূহ মাফ করা হবে। –আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

٦١٧ - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اجْعَلْنِىْ اِمَامَ قَوْمِىْ فَقَالَ اَنْتَ اِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِاَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَاْخُذُ عَلٰى اَذَانِهٖ اَجْرًا - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَالنَّسَائِىُّ)

(৬১৭) হযরত ওছমান ইবনে আবুল আছ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমাকে আমার সম্প্রদায়ের ইমাম নিযুক্ত করুন। তিনি বললেন, আচ্ছা তোমাকে তাদের

ইমাম করলাম। তবে ইমামতির ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সর্বাধিক দুর্বল ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং একজন মুয়াযযিন বানিয়ে নিবে। যে আযানের বদলে মজুরী গ্রহণ করবে না। –আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী

٦١٨ ـ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ عَلَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَقُوْلَ عِنْدَ اَذَانِ الْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ هٰذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَاِدْبَارُ نَهَارِكَ وَاَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ لِيْ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعْوَاتِ الْكَبِيْرِ)

(৬১৮) হযরত উম্মে সালামাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যেন আমি মাগরিবের আযানের সময় পাঠ করি, "আল্লাহুম্মা হাযা ইকবালু লায়লিকা ওয়া ইদবারু নাহারিকা ওয়া আছওয়াতু দুআয়িকা ফাগফিরলী" অর্থাৎ হে আল্লাহ্! এটা আপনার রাত্রের আগমন, আপনার দিনের প্রত্যাগমন এবং আপনার মুয়াযযিনদের আযানের সময়। আমাকে ক্ষমা করুন। –আবু দাউদ, বায়হাকী

٦١٩ ـ وَعَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَوْ بَعْضِ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ بِلَالًا اَخَذَ فِي الْاِقَامَةِ فَلَمَّا اَنْ قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقَامَهَا اللهُ وَاَدَامَهَا وَقَالَ فِيْ سَائِرِ الْاِقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيْثِ عُمَرَ فِي الْاَذَانِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(৬১৯) হযরত আবু উমামাহ অথবা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অপর এক সাহাবী বলেছেন, একদা হযরত বেলাল (রা) একামত বলতে শুরু করলেন, যখন তিনি ক্বাদ ক্বামাতিছ ছালাহ বললেন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আকামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা" অর্থাৎ আল্লাহ্ নামাযকে সুপ্রতিষ্ঠিত করুন এবং তাকে স্থায়ী করুন। আর বাকী সমস্ত একামতে হযরত ওমর (রা) বর্ণিত হাদীসে আযানের জবাবে যেরূপ উল্লেখ রয়েছে সেরূপই বললেন। –আবু দাউদ

٦٢٠ ـ وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

(৬২০) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আযান এবং একামতের মধ্যকার দোয়া কখনও আল্লাহ্র দরবার হতে প্রত্যাখ্যান করা হয় না। –আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

٦٢١ ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ اَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِيْنَ يَلْحَمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَفِيْ رِوَايَةٍ وَتَحْتَ الْمَطَرِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ اِلَّا اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَتَحْتَ الْمَطَرِ)

(৬২১) হযরত সহল ইবনে সা'দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, দু'টো সময়ের দোয়া কখনও ফিরিয়ে দেয়া হয় না। অথবা খুব কমই ফিরিয়ে দেয়া হয়, আযানের সময়ের দোয়া এবং যুদ্ধের সময়ের দোয়া যখন পরস্পরে কাটাকাটি শুরু হয়ে যায়। বর্ণনান্তরে রয়েছে, বৃষ্টির সময়কার দোয়া। –আবু দাউদ, দারেমী

কিন্তু দারেমী বৃষ্টির সময়কার দোয়া কথাটি উল্লেখ করেননি।

٦٢٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ الْمُؤَذِّنِيْنَ يَفْضُلُوْنَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ كَمَا يَقُوْلُوْنَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَ ـ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

(৬২২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! মুয়াযযিনগণতো আমাদের তুলনায় অধিক ফজীলতের অধিকারী হচ্ছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমিও বল, যেরূপ তারা বলে থাকে এবং ঐরূপ বলার পর আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করবে, তাতে ঐরূপ ফজীলত তোমাকেও দেওয়া হবে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٦٢٣ - عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلٰوةِ ذَهَبَ حَتّٰى يَكُوْنَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ قَالَ الرَّاوِيْ وَالرَّوْحَاءُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَلٰى سِتَّةٍ وَّثَلٰثِيْنَ مِيْلًا ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৬২৩) হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী পাক (সা)-কে বলতে শুনেছি, শয়তান যখন নামাযের আযান শুনে তখন সে দৌড়ে পালাতে থাকে–যে পর্যন্ত না সে রাওহায় পৌঁছে। রাবী বলেন, রাওহা মদীনা হতে ছত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। –মুসলিম

٦٢٤ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنِّيْ لَعِنْدَ مُعَاوِيَةَ إِذْ أَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كَمَا قَالَ مُؤَذِّنُهُ حَتّٰى إِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ فَلَمَّا قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَقَالَ بَعْدَ ذٰلِكَ مَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذٰلِكَ ـ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

(৬২৪) হযরত আলকামাহ ইবনে আবু ওয়াককাছ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (একবার) আমি হযরত মুআবিয়া (রা)-এর নিকট ছিলাম। যখন তার মুয়াযযিন আযান দিচ্ছিলেন তখন মুআবিয়া (রা) জবাবে তাই বললেন, যা মুয়াযযিন বলেছিলেন। তবে যখন মুয়াযযিন হাইয়্যা আলাছ ছালাহ এবং হাইয়্যা আলাল

ফালাহ বললেন, তখন হযরত মুআবিয়া (রা) বললেন, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম। এরপর মুয়াযযিন যা বললেন, তিনিও তাই বললেন। তারপর বললেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এভাবেই আযানের জবাব দিতে শুনেছি। –আহমদ

٦٢٥ ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ بِلَالٌ يُنَادِىْ فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ مِثْلَ هٰذَا يَقِيْنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ)

(৬২৫) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক সময় আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ছিলাম। তখন হযরত বেলাল (রা) দাঁড়িয়ে আযান দিতে শুরু করলেন। বেলাল (রা)-এর আযান শেষ হলে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যে আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে ঐ বাক্যসমূহ বলবে, সে বেহেশতে যাবে। –নাসায়ী

٦٢٦ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَتَشَهَّدُ قَالَ وَاَنَا وَاَنَا ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(৬২৬) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) যখন মুয়াযযিনকে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলতে শুনতেন, তিনি বলতেন, আর আমিও (সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আমি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রাসূল)

٦٢٧ ـ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَذَّنَ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَاْذِيْنِهِ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ سِتُّوْنَ حَسَنَةً وَلِكُلِّ اِقَامَةٍ ثَلَاثُوْنَ حَسَنَةً ـ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

(৬২৭) হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি বার বছর আযান দেয় তার জন্য বেহেশত সুনিশ্চিত হয়ে যায়। আর তার জন্য তার আযানের বিনিময়ে প্রত্যহ (প্রতি ওয়াক্তে) ষাটটি করে নেকী লিখিত হয় এবং প্রত্যেক ওয়াক্তের একামতের বিনিময়ে লিখিত হয় ত্রিশটি করে নেকী। –ইবনে মাজাহ

٦٢٨ ـ وَعَنْهُ قَالَ كُنَّا نُؤْمَرُ بِالدُّعَاءِ عِنْدَ اَذَانِ الْمَغْرِبِ ـ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِى الدَّعْوَاتِ الْكَبِيْرِ)

(৬২৮) হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাদেরকে মাগরিবের আযানের সময় দোয়া করতে বলা হত। –বায়হাকী

بَابٌ فِيْهِ فَصْلَانِ

পরিচ্ছেদ : আযান। এতে দু'টি অনুচ্ছেদ রয়েছে

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٦٢٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ بِلَالًا يُنَادِيْ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُنَادِيَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ قَالَ وَكَانَ رَجُلًا اَعْمٰى لَا يُنَادِيْ حَتّٰى يُقَالَ لَهٗ اَصْبَحْتَ اَصْبَحْتَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৬২৯) হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, বেলাল (কিছু) রাত থাকতে আযান দেয়; সুতরাং তখন তোমরা পানাহার করো–যে পর্যন্ত না ইবনে উম্মে মাকতুম আযান দেয়। ইবনে ওমর (রা) বলেন, ইবনে উম্মে মাকতুম জনৈক অন্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তাকে যে পর্যন্ত না বলা হত যে, ভোর হয়েছে ভোর হয়েছে, সে পর্যন্ত তিনি আযান দিতেন না। –বুখারী, মুসলিম

٦٣٠ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سُحُوْرِكُمْ اَذَانُ بِلَالٍ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيْلُ وَلٰكِنَّ الْفَجْرَ الْمُسْتَطِيْرَ فِي الْاُفُقِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلَفْظُهٗ لِلتِّرْمِذِيِّ)

(৬৩০) হযরত সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, বেলালের আযান যেন তোমাদেরকে সেহরী খাওয়া হতে বিরত না রাখে; খাড়া প্রভাও নয়। তবে ছোবহে ছাদেক যা দিগন্তে প্রসারিত হয়, (তা সেহরী খাওয়া হতে বিরত থাকার কারণ।) –মুসলিম

٦٣١ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِيْ فَقَالَ اِذَا سَافَرْتُمَا فَاَذِّنَا وَاَقِيْمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا اَكْبَرُكُمَا ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(৬৩১) হযরত মালেক ইবনে হুয়াইরিছ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি এবং আমার এক চাচাত ভাই নবী পাক (সা)-এর নিকট গেলে তিনি বললেন, তোমরা সফরে গিয়েও আযান দিবে এবং একামত বলবে। আর তোমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ইমামতি করবেন। –বুখারী

٦٣٢ ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ اَكْبَرُكُمْ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৬৩২) হযরত মালেক ইবনে হুয়াইরিছ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে বলেছেন, তোমরা নামায পড়বে ঠিক তেমন, যেমন আমাকে নামায পড়তে দেখেছ। নামাযের ওয়াক্ত হলে তোমাদের মধ্যে যেন কেউ আযান দেয়। তারপর তোমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি যেন ইমামতি করে। –বুখারী, মুসলিম

٦٣٣ ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ سَارَ لَيْلَةً حَتّٰى اِذَا اَدْرَكَهُ الْكَرٰى عَرَّسَ وَقَالَ لِبِلَالٍ اِكْلَأْ لَنَا اللَّيْلَ فَصَلّٰى بِلَالٌ مَا قُدِّرَ لَهُ وَنَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابُهُ فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اسْتَنَدَ بِلَالٌ اِلٰى رَاحِلَتِهٖ مُوَجِّهَ الْفَجْرِ فَغَلَبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ اِلٰى رَاحِلَتِهٖ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا بِلَالٌ وَلَا اَحَدٌ مِنْ اَصْحَابِهٖ حَتّٰى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلَهُمْ اسْتِيْقَاظًا فَفَزِعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَىْ بِلَالُ فَقَالَ بِلَالٌ اَخَذَ بِنَفْسِىْ الَّذِىْ اَخَذَ بِنَفْسِكَ قَالَ اقْتَادُوْا فَاقْتَادُوْا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَمَرَ بِلَالًا فَاَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلّٰى بِهِمُ الصُّبْحَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ مَنْ نَسِىَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا فَاِنَّ اللهَ تَعَالٰى قَالَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৬৩৩) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বার যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনকালে রাত্রে পথ চলছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেন এবং বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। তিনি বেলালকে বললেন, আমাদের নামাযের জন্য তুমি রাতের দিকে লক্ষ্য রেখ। অতঃপর বেলাল (রা) সাধ্যমত নামায পড়লেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ নিদ্রাচ্ছন্ন রইলেন। যখন ফজর ঘনিয়ে এল, বেলাল সূর্যোদয়ের প্রান্তের দিকে মুখ করে তাঁর উটের গায়ে হেলান দিয়ে থাকলেন। ফলে তাঁর চক্ষুদ্বয় তাঁকে পরাস্ত করে ফেলল। তিনি হেলান দেয়া অবস্থায়ই ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা), বেলাল (রা) সাহাবীদের মধ্যে কেউই জাগ্রত হতে পারলেন না যে পর্যন্ত না সূর্যের কিরণ তাদের গায়ে লাগল। এরপর সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (সা)-ই নিদ্রা হতে জেগে উঠলেন। তিনি ব্যস্তত্রস্ত হয়ে ডাকলেন, হে বেলাল! (তোমার কি হয়েছে?) বেলাল (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমাকে তাই পরাভূত করেছে যা আপনাকে পরাভূত করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, বাহনসমূহ নিয়ে অগ্রসর হও। তাঁরা তাঁদের উটগুলোসহ কিছুটা সামনে চলে গেলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) অজু করলেন। তারপর বেলাল (রা)-কে নির্দেশ দিলে তিনি নামাযের একামত দিলেন। তখন

রাসূলুল্লাহ (সা) সাথীদেরকে ফজরের নামায পড়ালেন এবং বললেন, কেউ নামাযের কথা ভুলে গেলে তা স্মরণ হওয়া মাত্র যেন সে তা পড়ে নেয়। কেননা আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন, নামায কায়েম কর আমার স্মরণে। —মুসলিম

٦٣٤ - وَعَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلَا تَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِيْ قَدْ خَرَجْتُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৬৩৪) হযরত আবু কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, একামত বলার সময় তোমরা আমাকে বের হতে না দেখা পর্যন্ত নামাযে দাঁড়াবে না। —বুখারী, মুসলিম

٦٣٥ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلَا تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوْهَا تَمْشُوْنَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا كَانَ يَعْمِدُ اِلَى الصَّلٰوةِ فَهُوَ فِيْ صَلٰوةٍ وَهٰذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ -

(৬৩৫) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, নামাযের জন্য একামত বলা শুরু হলে তোমরা নামাযে শরীক হতে দৌড়ে আসবে না; বরং (স্বাভাবিকভাবে) হেঁটে আসবে, যেন তোমাদের মধ্যে শান্তি ও ধীরস্থিরতা বজায় থাকে। তারপর তোমরা যা ইমামের সাথে পাবে পড়বে, আর যা ছুটে যাবে তা (নিজেরা) পূর্ণ করে নেবে। —বুখারী, মুসলিম

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٦٣٦ - عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ عَرَّسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً بِطَرِيْقِ مَكَّةَ وَوَكَّلَ بِلَالًا اَنْ يُوْقِظَهُمْ لِلصَّلَاةِ فَرَقَدَ بِلَالٌ وَرَقَدُوْا حَتّٰى اسْتَيْقَظُوْا وَقَدْ طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ فَاسْتَيْقَظَ الْقَوْمُ فَقَدْ فَزِعُوْا فَاَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّرْكَبُوْا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْ ذٰلِكَ الْوَادِيْ وَقَالَ اِنَّ هٰذَا وَادٍ بِهٖ شَيْطَانٌ - فَرَكِبُوْا حَتّٰى خَرَجُوْا مِنْ ذٰلِكَ الْوَادِيْ ثُمَّ اَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّنْزِلُوْا وَاَنْ يَتَوَضَّئُوْا وَاَمَرَ بِلَالًا اَنْ يُّنَادِيَ لِلصَّلَاةِ اَوْ يُقِيْمَ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ رَاٰى مِنْ فَزَعِهِمْ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ قَبَضَ اَرْوَاحَنَا وَلَوْ شَاءَ لَرَدَّهَا اِلَيْنَا فِيْ حِيْنٍ غَيْرِ هٰذَا فَاِذَا رَقَدَ اَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ اَوْ نَسِيَهَا ثُمَّ فَزِعَ اِلَيْهَا

فَلْيُصَلِّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِيْ وَقْتِهَا ثُمَّ الْتَفَتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ فَقَالَ اِنَّ الشَّيْطٰنَ اَتٰى بِلَالًا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّىْ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُهْدِئُهُ كَمَا يُهْدَءُ الصَّبِيُّ حَتّٰى نَامَ ثُمَّ دَعَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا فَاَخْبَرَ بِلَالٌ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ الَّذِيْ اَخْبَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبَا بَكْرٍ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ ـ (رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا)

(৬৩৬) হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মক্কার পথে এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) বাহন হতে নেমে বিশ্রাম নিলেন এবং বেলাল (রা)-কে তাঁদেরকে নামাযের জন্য জাগিয়ে দিতে বলে রাখলেন। অতঃপর তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লেন এবং বেলাল (রা)ও ঘুমিয়ে রইলেন। তারপর তাঁরা সূর্যোদয়ের পরে জেগে উঠলেন। তাঁরা জাগরিত হয়ে (সকলেই) ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদেরকে বাহনে সওয়ার হয়ে সামনে অগ্রসর হতে বললেন। তিনি আরও বললেন যে, এই ময়দানে শয়তান রয়েছে; সুতরাং তাঁরা বাহনে সওয়ার হয়ে চলতে লাগলেন। যে পর্যন্ত না তাঁরা ঐ ময়দান হতে বের হয়ে গেলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে অবতরণ করে অজু করতে বললেন এবং বেলাল (রা)-কে আযান দিতে অথবা একামত বলতে নির্দেশ দিলেন। তারপর তিনি লোকদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। নামায শেষে তিনি তাদের ভয়-বিহ্বলতা এবং ব্যতিব্যস্ততা লক্ষ্য করলেন। তখন তিনি বললেন, হে লোকগণ! আল্লাহ্ পাক আমাদের রূহগুলোকে কবজ করে নিয়েছিলেন। তিনি ইচ্ছা করলে আমাদেরকে তা কিছু আগেও ফিরিয়ে দিতে পারতেন; সুতরাং যখন তোমাদের কেউ নামায না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে অথবা নামাযের কথা ভুলে যায় তারপর জেগে উঠে ব্যক্তিব্যস্ত হয়ে পড়ে তখন সে যেন তা তদ্রূপ আদায় করে, যদ্রূপ নামাযের সঠিক ওয়াক্তে আদায় করত। এরপর তিনি হযরত আবুবকর (রা)-এর প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, বেলাল যখন দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিল, শয়তান এসে তাকে শুইয়ে দিল। তারপর তার শরীরে হাত বুলাতে লাগল, যেভাবে শিশু সন্তানের শরীরে হাত বুলিয়ে দেয়া হয়। এতে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। অতঃপর তিনি বেলাল (রা)-কে ডাকলেন। বেলাল (রা) এসে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ঠিক তাই বললেন, যা তিনি হযরত আবুবকর (রা)-কে বলেছিলেন। তখন হযরত আবুবকর (রা) বললেন, আমি ঘোষণা করছি যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল। —মালেক

٦٣٧ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصْلَتَانِ مُعَلَّقَتَانِ فِيْ اَعْنَاقِ الْمُؤَذِّنِيْنَ لِلْمُسْلِمِيْنَ صِيَامُهُمْ وَصَلَاتُهُمْ ـ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

(৬৩৭) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, মুসলমানের দু'টি বিষয় মুয়াযযিনদের দায়িত্বে রয়েছে, তাদের রোযা এবং তাদের নামায।

بَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعَ الصَّلٰوةِ

পরিচ্ছেদ : মসজিদ এবং নামাযের স্থানসমূহ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٦٣٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ دَعَا فِيْ نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ حَتّٰى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِيْ قِبَلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ هٰذِهِ الْقِبْلَةُ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ - وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْهُ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ)

(৬৩৮) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (মক্কাবিজয়ের দিন) নবী পাক (সা) কা'বাগৃহে প্রবেশ করে তার প্রত্যেক কোণায় (গিয়ে) দোয়া করলেন। কিন্তু তা হতে বের না হওয়া পর্যন্ত নামায পড়লেন না। বের হয়ে কা'বার সামনে দুই রাকাত নামায পড়লেন এবং বললেন, এটিই কিবলা। –বুখারী, মুসলিম

٦٣٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَاُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ فَاَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيْهَا فَسَاَلْتُ بِلَالًا حِيْنَ خَرَجَ مَاذَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ جَعَلَ عَمُوْدًا عَنْ يَسَارِهٖ وَعَمُوْدَيْنِ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَثَلَاثَةَ اَعْمِدَةٍ وَرَاءَهٗ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلٰى سِتَّةِ اَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلّٰى - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৬৩৯) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কা'বায় প্রবেশ করলেন। উসামাহ ইবনে যায়েদ, ওছমান ইবনে তালহা হাজাবী এবং বেলাল ইবনে রাবাহ তাঁর সাথে প্রবেশ করলেন। অতঃপর তাকে সহ কেউ দরজা বন্ধ করে দিল এবং তিনি কিছুক্ষণ তার ভেতরে রইলেন। পরে আমি তাঁর বের হওয়ার পর বেলালকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) ভিতরে কি করেছেন? বেলাল বললেন, তিনি একটি স্তম্ভকে বামে দুইটি ডানে এবং তিনটিকে পিছনে রেখে নামায পড়লেন। ঐ সময় কা'বা ছয়টি স্তম্ভের উপর অবস্থিত ছিল। –বুখারী; মুসলিম

٦٤٠ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ اِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৬৪০) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আমার এই মসজিদে এক নামায অপর মসজিদে এক হাজার নামায অপেক্ষাও উত্তম। শুধু মসজিদে হারাম ব্যতীত। –বুখারী, মুসলিম

٦٤١ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلٰى ثَلٰثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصٰى وَمَسْجِدِيْ هٰذَا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৬৪১) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, এই তিন মসজিদ ছাড়া অপর কোন দিকে সফর করা যায় না। (তা হল) মসজিদে হারাম, মসজিদে আকছা এবং আমার এই মসজিদ (মসজিদে নববী) –বুখারী, মুসলিম

٦٤٢ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَا بَيْنَ بَيْتِيْ وَمِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِيْ عَلٰى حَوْضِيْ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৬৪২) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আমার ঘর এবং আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটি বেহেশতের একটি বাগান।[৩২] আর আমার মিম্বর হল আমার হাওজে কাওছারের উপর। –বুখারী, মুসলিম

٦٤٣ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيْ مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا فَيُصَلِّيْ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৬৪৩) হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) প্রত্যেক শনিবার কোবার মসজিদে গমন করতেন, পায়ে হেঁটে অথবা সওয়ার অবস্থায় এবং তাতে দুই রাকাত নামায পড়তেন। –বুখারী, মুসলিম

٦٤٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللّٰهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللّٰهِ أَسْوَاقُهَا ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৬৪৪) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক প্রিয় স্থান হল মসজিদসমূহ এবং সর্বাধিক নিকৃষ্ট স্থান হল, বাজারসমূহ। –মুসলিম

٦٤٥ ـ وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَنٰى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

---

৩২. ইমাম মালিক (রহ) বলেছেন, হাদীছটি তার মর্মে সুস্পষ্ট। মসজিদ-ই নববী এর বেহেশতের বাগান নামক স্থানটি মূলত বেহেশত থেকে আসা বেহেশতেরই একটি অংশ। দুনিয়া ধ্বংসের পর এটি বেহেশতে ফিরে যাবে। –(মিরকাত)

(৬৪৫) হযরত ওছমান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করবে আল্লাহ্ তার জন্য বেহেশতে একটি গৃহ নির্মাণ করবেন। —বুখারী, মুসলিম

٦٤٦۔ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ اَوْ رَاحَ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا اَوْ رَاحَ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৬৪৬) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় মসজিদে যাবে, আল্লাহ্ পাক তার জন্য তার প্রত্যেকবারের বিনিময়ে একটি ভোজানুষ্ঠান প্রস্তুত করে রাখবেন বেহেশতের মধ্যে। —বুখারী, মুসলিম

٦٤٧۔ وَعَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْظَمُ النَّاسِ اَجْرًا فِي الصَّلٰوةِ اَبْعَدُهُمْ فَاَبْعَدُهُمْ مَمْشًى وَالَّذِيْ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتّٰى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْاِمَامِ اَعْظَمُ اَجْرًا مِّنَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ ثُمَّ يَنَامُ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৬৪৭) হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, নামাযের সওয়াবের ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তিই সকলের তুলনায় বেশী সওয়াবের অধিকারী, যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি দূর থেকে হেঁটে আসে এবং যে ব্যক্তি নামাযের জন্য অপেক্ষা করে ইমামের সাথে তা আদায় করার জন্য। ঐ ব্যক্তি সেই ব্যক্তির সওয়াব হতে বহুগুণ সওয়াবের অধিকারী, যে ব্যক্তি একাকী নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে। —বুখারী, মুসলিম

٦٤٨۔ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَاَرَادَ بَنُوْ سَلِمَةَ اَنْ يَّنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ بَلَغَنِيْ اَنَّكُمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ قَالُوْا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ اَرَدْنَا ذٰلِكَ فَقَالَ يَا بَنِيْ سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ اٰثَارُكُمْ دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ اٰثَارُكُمْ۔ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৬৪৮) হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (একবার) মসজিদে নববীর পাশে কিছু জায়গা খালি হলো। এতে বনু সালামাহ গোত্র মসজিদের নিকট এসে বসবাসের ইচ্ছা করল। এই সংবাদ রাসূলে পাক (সা) জানতে পেরে তাদেরকে বললেন, শুনলাম, তোমরা নাকি বাসস্থান পরিবর্তন করে মসজিদের নিকট আসতে মনস্থ করেছ? তারা বলল, হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! আমরা এরূপ ইচ্ছা করেছি। তখন রাসূলে পাক (সা) বললেন, হে বনু সালামাহ! তোমরা তোমাদের স্থানেই অবস্থান কর। তোমাদের পদচিহ্নের পরিমাণ অনুযায়ী তোমাদের জন্য সওয়াব লেখা হবে। —মুসলিম

٦٤٩ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ اِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَاَ فِيْ عِبَادَةِ اللّٰهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهٗ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتّٰى يَعُوْدَ اِلَيْهِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللّٰهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَاَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّيْ اَخَافُ اللّٰهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهٗ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهٗ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৬৪৯) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ পাক নিজের ছায়ায় আশ্রয় দান করবেন যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। ঐ সাত ব্যক্তি হল, (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক। (২) সেই যুবক, যে বড় হয়েছে আল্লাহ্র ইবাদাত করতে করতে। (৩) সেই ব্যক্তি, যার অন্তর মসজিদের প্রতি আকৃষ্ট থাকে। যখন সে তা হতে বের হয় এবং পুনরায় তাতে ফিরে আসে। (৪) সেই দুই ব্যক্তি, যারা পরস্পরকে ভালবাসে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে, তারা মিলিত হয় আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে এবং পৃথকও হয় আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে। (৫) সেই ব্যক্তি, যে নির্জনে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং তাতে চোখের অশ্রু ঝরতে থাকে। (৬) সেই ব্যক্তি, যাকে কোন অভিজাত রূপসী মহিলা নিজের দিকে আহ্বান করে আর সেই ব্যক্তি বলে যে, আমি আল্লাহ্ পাককে ভয় করি এবং (৭) সেই ব্যক্তি যে এভাবে গোপনে দান করে তার বাম হাতও টের পায় না ডানহাত কি করছে। –বুখারী, মুসলিম

٦٥٠ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلٰى صَلَاتِهٖ فِيْ بَيْتِهٖ وَفِيْ سُوْقِهٖ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ ضِعْفًا وَذٰلِكَ اَنَّهٗ اِذَا تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهٗ اِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً اِلَّا رُفِعَتْ لَهٗ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ فَاِذَا صَلّٰى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِيْ مُصَلَّاهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ وَلَا يَزَالُ اَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ ـ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ اِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهٗ ـ وَزَادَ فِيْ دُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ " اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيْهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيْهِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৬৫০) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, কোন ব্যক্তির মসজিদে জামাতে নামায সওয়াবের ক্ষেত্রে তার গৃহে বা বাজারে নামায অপেক্ষা পঁচিশ গুণ বেশী। আর এটা তখনই হয় যখন সে উত্তমরূপে অজু করে মসজিদের দিকে বের হয়। নামায ছাড়া সে অন্য কোন উদ্দেশ্যে বের হয় না। এমতাবস্থায় সে মসজিদে গমনে যত পদক্ষেপ করে তার প্রত্যেক পদক্ষেপে একটি করে মর্তবা বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং একটি করে গুনাহ মাফ করা হয়। অতঃপর যখন সে নামায পড়তে থাকে ফিরিশতাগণ তার জন্য অবিরাম দোয়া করতে থাকে, যখন পর্যন্ত সে নামাযের স্থানে স্থির থাকে। ফিরিশতাগণ এরূপ দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! তুমি তার প্রতি অনুগ্রহ কর, হে আল্লাহ্! তুমি তাকে

রহম কর। (এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন) তোমাদের কেউ যে পর্যন্ত নামাযের অপেক্ষায় থাকে, সে পর্যন্ত সে নামাযেই থাকে। বর্ণনান্তরে রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যখন সে মসজিদে প্রবেশ করে নামায তাকে আবদ্ধ রাখে। আর সেই বর্ণনায় ফিরিশতাদের দোয়ায় এটা বাড়িয়ে বলা হয়েছে, হে আল্লাহ্! তুমি তাকে মাফ কর, হে আল্লাহ! তুমি তার তাওবাহ কবুল কর– এরূপ দোয়া করতে থাকেন, যে পর্যন্ত না সে মসজিদে কাউকেও কোনরূপ কষ্ট দেয় এবং অজু ভঙ্গ করে। –বুখারী, মুসলিম

٦٥١ ـ وَعَنْ اَبِيْ اُسَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَاِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ـ

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৬৫১) হযরত আবু উসাইদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করার সময় যেন বলে, "আল্লাহুম্মাফ তাহ্লী আবওয়াবা রাহমাতিকা" অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আপনি আপনার রহমতের দরজা আমার জন্য উন্মুক্ত করে দিন। আর সে বের হবার সময় যেন বলে, "আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাদলিকা" অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমি আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। –মুসলিম

٦٥٢ ـ وَعَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَّجْلِسَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৬৫২) হযরত আবু কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে যেন দুই রাকাত নামায পড়ে নেয়। –বুখারী, মুসলিম

٦٥٣ ـ وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ اِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحٰى فَاِذَا قَدِمَ بَدَاَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلّٰى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৬৫৩) হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) দিবসের পূর্বাহ্ন ব্যতীত কখনও সফর হতে গৃহে ফিরতেন না। আর প্রবাস হতে ফিরে এসে প্রথমেই তিনি মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং তাতে দুই রাকাত নামায পড়তেন। তারপর তথায় (কিছুক্ষণ) বসতেন। –বুখারী, মুসলিম

٦٥٤ ـ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ فَاِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৬৫৪) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মসজিদে এসে কাউকেও কোন হারানো বস্তু তালাসের ঘোষণা দিতে শুনে সে যেন বলে, আল্লাহ্ পাক যেন তোমাকে তা ফিরিয়ে না দেন। কেননা মসজিদ এই কাজের জন্য বানানো হয় নি। –মুসলিম

٦٥٥ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذّٰى مِمَّا يَتَأَذّٰى مِنْهُ الْإِنْسُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৬৫৫) হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, কেউ যেন দুর্গন্ধযুক্ত বস্তুর (কাঁচা পেঁয়াজ রসুনের) কিছু ভক্ষণ করে আমাদের মসজিদের নিকটে না আসে। কেননা ফিরিশতাদের কষ্ট হয় যাতে মানুষের কষ্ট হয়। –বুখারী, মুসলিম

٦٥٦ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৬৫৬) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, মসজিদের মধ্যে থু থু নিক্ষেপ করা গুনাহের কাজ। এর প্রতিকার হল, এটা মাটিতে পুঁতে ফেলা। –বুখারী, মুসলিম

٦٥٧ - وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِيْ حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِيْ مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذٰى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيْقِ وَوَجَدْتُ فِيْ مَسَاوِيْ أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُوْنُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৬৫৭) হযরত আবু যর গিফারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের নেক-বদ আমলসমূহ আমার নিকট হাজির করা হল। তখন আমি দেখলাম, তাদের নেক আমলসমূহের মধ্যে রয়েছে পথের উপর হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা৷ এবং বদ আমলসমূহের মধ্যে কফ, সর্দি মসজিদে ফেলা এবং তা পুঁতে না ফেলা। –মুসলিম

٦٥٨ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللهَ مَا دَامَ فِيْ مُصَلَّاهُ وَلَا عَنْ يَمِيْنِهٖ فَإِنَّ عَنْ يَمِيْنِهٖ مَلَكًا وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهٖ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ فَيَدْفِنُهَا وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ سَعِيْدٍ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৬৫৮) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ নামাযে দাঁড়িয়ে যেন তার সামনের দিকে থু থু না ফেলে, কেননা সে আল্লাহ্‌র সাথে আলাপে থাকে যতক্ষণ তার জায়নামাযে থাকে। ডানদিকেও থু থু ফেলবে না। কেননা তার ডানদিকে থাকে ফিরিশতা; বরং সে যেন থু থু নিক্ষেপ করে তার বামদিকে অথবা তার পায়ের নীচে। তারপর তা মাটি দ্বারা ঢেকে ফেলে। –বুখারী, মুসলিম

٦٥٩۔ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৬৫৯) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর অন্তিম রোগে বলেছেন, আল্লাহ্র অভিসম্পাত হউক ইয়াহুদী ও নাছারাদের প্রতি, তারা তাদের নবী-রাসূলদের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে। –বুখারী, মুসলিম

٦٦٠۔ وَعَنْ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلَا وَاِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ اَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ اِنِّيْ اَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ۔ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৬৬০) হযরত জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী পাক (সা)-কে বলতে শুনেছি, খবরদার! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবীগণ এবং নেককার লোকগণের কবরসমূহকে মসজিদ বানাও। খবরদার! তোমরা কবরসমূহকে মসজিদ বানাবে না। আমি তোমাদেরকে ঐ কাজ হতে সুস্পষ্টরূপে নিষেধ করছি। –মুসলিম

٦٦١۔ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوْا فِيْ بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৬৬১) হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমরা তোমাদের ঘরেও কিছু কিছু নামায পড়বে এবং সেটিকে কবর বানাবে না। –বুখারী, মুসলিম

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٦٦٢۔ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

(৬৬২) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, পূর্বদিক ও পশ্চিমদিকের মাঝখানেই কিবলা (অবস্থিত)। –তিরমিযী

٦٦٣۔ وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا وَفْدًا اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَاَخْبَرْنَاهُ اَنَّ بِاَرْضِنَا بِيْعَةً لَنَا فَاسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ فَضْلِ طَهُوْرِهٖ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَتَمَضْمَضَ ثُمَّ صَبَّهُ فِيْ اِدَاوَةٍ وَاَمَرَنَا فَقَالَ اخْرُجُوْا فَاِذَا اَتَيْتُمْ اَرْضَكُمْ فَاكْسِرُوْا بِيْعَتَكُمْ وَانْضَحُوْا

مَكَانَهَا بِهٰذَا الْمَاءِ وَاتَّخِذُوْهَا مَسْجِدًا قُلْنَا اِنَّ الْبَلَدَ بَعِيْدٌ وَالْحَرَّ شَدِيْدٌ وَالْمَاءَ يُنْشَفُ فَقَالَ مُدُّوْهُ مِنَ الْمَاءِ فَاِنَّهُ لَا يَزِيْدُهُ اِلَّا طِيْبًا۔(رَوَاهُ النَّسَائِىُّ)

(৬৬৩) হযরত তালক ইবনে আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার আমরা গোত্রের প্রতিনিধি রূপে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে গেলাম। আমরা তাঁর হাতে বায়আত হয়ে তাঁর সাথে নামায পড়লাম। তারপর বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমাদের এলাকায় আমাদের একটি গির্জা রয়েছে। (সেইটিকে আমরা কি করব?) এর পর আমরা বরকতের বস্তু হিসাবে তাঁর অজুর পানি চাইলাম। তিনি পানি এনে অজু করতে শুরু করলেন এবং কুলি করলেন। তারপর তা আমাদের জন্য একটি পাত্রে ঢেলে আমাদেরকে বললেন, তোমরা (এখন) রওয়ানা হয়ে যাও। তোমরা তোমাদের এলাকায় পৌঁছে সেই গির্জাটিকে ভেঙ্গে ফেলবে তৎপর ঐ স্থানে এই পানি ঢেলে দিয়ে স্থানটিকে মসজিদে পরিণত করবে। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! (একে তো) অঞ্চল অনেক দূরে, (তার ওপর) যেমন অধিক গরম এ পানিতো শুকিয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আরও পানি মিলিয়ে তা বাড়িয়ে নিবে, তাতে এর বরকত ও পবিত্রতা বাড়বে ছাড়া কমবে না। –নাসায়ী

٦٦٤ ۔وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فِى الدُّوْرِ وَاَنْ يُنَظَّفَ وَيُطَيَّبَ۔(رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

(৬৬৪) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) প্রতি মহল্লায় মসজিদ বানাতে, তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং তাতে সুগন্ধি ইত্যাদি লাগাতে বলেছেন।

–আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

٦٦٥۔وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اُمِرْتُ بِتَشْيِيْدِ الْمَسَاجِدِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى۔(رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(৬৬৫) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, মসজিদসমূহকে অধিক উচ্চ এবং সুন্দর সুসজ্জিতরূপে নির্মাণ করতে আমি আদিষ্ট হই নি। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, (কিন্তু দুঃখের বিষয়) তোমরা তাকে (স্বর্ণ-রৌপ্য) খচিত চাকচিক্যময় করে নির্মাণ করবে, যেভাবে ইয়াহুদী-নাছারারা (তাদের গির্জাসমূহকে) করেছে। –আবু দাউদ

٦٦٦ ۔وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يَّتَبَاهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِدِ۔(رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَالدَّارِمِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

(৬৬৬) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের নিদর্শনগুলোর মধ্যে একটি হল, লোকগণ একে অপরের সাথে মসজিদ নিয়ে গর্ব করবে।

–আবু দাউদ, নাসায়ী, দারেমী, ইবনে মাজাহ

٦٦٧ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُوْرُ أُمَّتِيْ حَتَّى الْقَذَاةِ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوْبُ أُمَّتِيْ فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ أَوْ اٰيَةٍ أُوْتِيْهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

(৬৬৭) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আমার নিকট আমার উম্মতের সওয়াবসমূহ এমন কি মসজিদ হতে খড়কুটা বাইরে ফেলে দেবার সওয়াবও হাজির করা হয়েছে। এভাবে আমার নিকট আমার উম্মতের গুনাহসমূহও হাজির করা হয়েছে। তখন আমার নজরে এ গুনাহ হতে বড় কোন গুনাহ নজরে পড়েনি যে, কোন ব্যক্তিকে কুরআনের একটি সূরা অথবা একটি আয়াত দেয়া হয়েছে, তারপর সে তা ভুলে গিয়েছে। –তিরমিযী, আবু দাউদ

٦٦٨ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَأَنَسٍ)

(৬৬৮) হযরত বুরাইদাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তাদেরকে সুসংবাদ দাও যারা অন্ধকারের মধ্যে মসজিদে যায়। রোজ কিয়ামতে তারা পূর্ণ জ্যোতি লাভ করবে। –তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, সহল ইবনে সাদ এবং আনাস (রা) হতে।

٦٦٩ - عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوْا لَهُ بِالْإِيْمَانِ فَإِنَّ اللهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْن مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

(৬৬৯) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, কাউকেও তোমরা মসজিদে নিয়মিত যাতায়াত করতে এবং মসজিদ দেখাশোনা করতে দেখলে সে ঈমানদার বলে সাক্ষ্য দিবে। কেননা আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন, "ইন্নামা ইয়া'মুরু মাসাজিদাল্লাহি মান আমানা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি"। (সূরা তাওবা : ১৮) অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রতি এবং পরকালের প্রতি ঈমানদার ব্যক্তিই মসজিদসমূহকে আবাদ করে। –তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী

٦٧٠ - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ائْذَنْ لَنَا فِي الْاِخْتِصَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَصٰى وَلَا اخْتَصٰى إِنَّ خِصَاءَ أُمَّتِي الصِّيَامُ فَقَالَ ائْذَنْ

لَنَا فِي السِّيَاحَةِ فَقَالَ اِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَقَالَ ائْذَنْ لَنَا فِي التَّرَهُّبِ فَقَالَ اِنَّ تَرَهُّبَ أُمَّتِي الْجُلُوْسُ فِي الْمَسَاجِدِ اِنْتِظَارًا لِلصَّلٰوةِ۔ (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

(৬৭০) হযরত ওছমান ইবনে মাযউন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমাদেরকে খোজা (নপুংসক) হতে অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সে আমার তরীকায় নেই, যে কাউকেও খোজা করে কিংবা নিজে খোজা হয়। আমার উম্মতের খোজাত্ব গ্রহণ করা হল রোযা রাখা। তারপর হযরত ওছমান ইবনে মাযউন (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমাদেরকে সফর করতে অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমার উম্মতের সফর হল আল্লাহ্র পথে জিহাদে গমন করা। তারপর তিনি বললেন, আমাদেরকে বৈরাগ্য অবলম্বন করতে অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমার উম্মতের বৈরাগ্য হল মসজিদে নামাযের অপেক্ষায় থাকা। —শরহে সুন্নাহ

٦٧١۔ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَائِشٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ فِيْ أَحْسَنِ صُوْرَةٍ قَالَ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلٰى؟ قُلْتُ أَنْتَ أَعْلَمُ قَالَ فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَتَلَا وَكَذٰلِكَ نُرِيْ إِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ۔ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ مُرْسَلًا)

وَلِلتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ عَنْهُ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَزَادَ فِيْهِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِيْ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلٰى؟ قُلْتُ نَعَمْ فِي الْكَفَّارَاتِ وَالْكَفَّارَاتُ الْمُكْثُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَإِبْلَاغُ الْوُضُوْءِ فِي الْمَكَارِهِ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ خَطِيْئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِذَا صَلَّيْتَ فَقُلِ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِيْ إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ قَالَ وَالدَّرَجَاتُ إِفْشَاءُ السَّلَامِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ وَلَفْظُ هٰذَا الْحَدِيْثِ كَمَا فِي الْمَصَابِيْحِ لَمْ أَجِدْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِلَّا فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ۔

(৬৭১) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে 'আয়েশ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, একবার আমি আমার মহান প্রতিপালককে খুবই উত্তম অবস্থায় (স্বপ্নে) দেখলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, প্রধান প্রধান ফিরিশতাগণ কি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করে? আমি বললাম, আপনিই তা ভাল জানেন। তখন আল্লাহ্ পাক তাঁর কুদরতের হাত আমার দুই স্কন্ধের মধ্যস্থলে রাখলেন, যার শীতলতা আমি আমার বুকের মধ্যে অনুভব করলাম। তখন আমি আসমান যমিনের সকল কিছুই জানতে পারলাম।

(বর্ণনাকারী বলেন,) এর পর রাসূলুল্লাহ (সা) একটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন। "এরূপে আমি ইব্রাহীমকে আসমান ও যমিনের রাজ্যসমূহ দেখালাম। যাতে সে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। (সূরা আন'আম : ৭৫) দারেমী একে মুরসাল হিসেবে রেওয়ায়াত করেছেন। তিরমিযীও এইরূপ বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রহমান ইবনে আয়েশ থেকে ইবনে আব্বাস থেকে এবং মুআয ইবনে জাবাল থেকে এতে যুক্ত করেছেন, "তখন আল্লাহ্ পাক বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি জানেন, বড় বড় ফিরিশতাগণ কোন ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক করছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। কাফফারাত এর ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক করছে। আর কাফফারাত হল নামাযের পর মসজিদসমূহে অবস্থান করা, পায়ে হেঁটে জামাতে হাজির হওয়া এবং কষ্ট হলেও উত্তমরূপে পূর্ণাঙ্গ অজু করা। যে এটা করবে সে কল্যাণময় জীবন কাটাবে, কল্যাণময় মৃত্যুবরণ করবে এবং সে তার গুনাহ হতে মুক্ত হয়ে যাবে সেইদিনের ন্যায়, যেদিন তার মাতা তাকে প্রসব করেছিল। অতঃপর আল্লাহ্ পাক বললেন, হে মুহাম্মদ! নামায পড়ার কালে এই দোয়া করবে ঃ "হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট নেককাজ সম্পাদন, বদকাজ বর্জন এবং দরিদ্রের প্রতি দয়া প্রদর্শন করার জন্য তাওফীক চাচ্ছি। হে আল্লাহ্! যখন তুমি তোমার বান্দাদেরকে ফেৎনা ফাসাদে ফেলতে চাইবে, তখন আমাকে ফেৎনামুক্ত রেখে তোমার সান্নিধ্যে নিয়ে যাবে।" রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বললেন, উচ্চমর্যাদা লাভের পথ হল সালামের প্রচলন করা। গরীবদেরকে খাদ্য দান করা এবং রাত্রে নামায কায়েম করা যখন সকল লোক নিদ্রায় থাকে।

٦٧٢ - وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلٰثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ حَتّٰى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ وَرَجُلٌ رَاحَ اِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(৬৭২) হযরত আবু উমামাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তিন ব্যক্তি তারা সকলেই আল্লাহ্র দায়িত্বে থাকে ঃ (১) যে আল্লাহ্র পথে যুদ্ধে বের হয়েছে, সে আল্লাহ্র দায়িত্বে থাকে, যে পর্যন্ত না তাকে আল্লাহ্ উঠিয়ে নিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করান। অথবা তাকে ফিরিয়ে আনেন যুদ্ধের সওয়াব এবং যুদ্ধলব্ধ মালসহ। (২) যে ব্যক্তি মসজিদে গমন করে সে আল্লাহ্র দায়িত্বে থাকে এবং (৩) যে ব্যক্তি সালাম দিয়ে নিজ ঘরে প্রবেশ করে সেও আল্লাহ্র দায়িত্বে থাকে। —আবু দাউদ

٦٧٣ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا اِلٰى صَلٰوةٍ مَكْتُوْبَةٍ فَاَجْرُهُ كَاَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ اِلٰى تَسْبِيْحِ الضُّحٰى لَا يُنْصِبُهُ اِلَّا اِيَّاهُ فَاَجْرُهُ كَاَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلٰوةٌ عَلٰى اِثْرِ صَلٰوةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِىْ عِلِّيِّيْنَ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

(৬৭৩) হযরত আবু উমামাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার ঘর হতে অজু করে ফরজ নামাযের জন্য বের হয়, তার সওয়াব এহরামধারী হাজীর সওয়াবের সমান। আর যে চাশত নামাযের জন্য বের হয় তার সওয়াব ওমরাহকারীর সওয়াবের সমান। যখন সে ঐ

নামায ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে বের হয় না এবং এক নামাযের পর অপর নামায পড়া, যার মাঝখানে কোন অনর্থক কাজ করা হয় না, তার সওয়াব ইল্লিয়্যীনে লিখা হয়ে থাকে। –আহমদ, আবু দাউদ

٦٧٤ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ الْمَسَاجِدُ. قُلْتُ وَمَا الرَّتْعُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

(৬৭৪) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যখন তোমরা বেহেশতের বাগানসমূহের নিকট দিয়ে গমন করবে, তখন তার ফল সংগ্রহ করবে। আরজ করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! বেহেশতের বাগান কি? তিনি বললেন, তা হল মসজিদগুলো। পুনরায় আরজ করা হল, তাতে ফল সংগ্রহ করা কি? তিনি বললেন, তা হল এই কালামটি পাঠ করা ঃ "সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।" –তিরমিযী

٦٧٥ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِشَيْءٍ فَهُوَ حَظُّهُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

(৬৭৫) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মসজিদে যে কাজের জন্য আসবে তার ফলই হবে তার প্রাপ্য। –আবু দাউদ

٦٧٦ - وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَدَّتِهَا فَاطِمَةَ الْكُبْرٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلَّى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ فَضْلِكَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ) وَفِيْ رِوَايَتِهِمَا قَالَتْ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَكَذَا إِذَا خَرَجَ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ بَدَلَ صَلَّى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْحُسَيْنِ لَمْ تُدْرِكْ فَاطِمَةَ الْكُبْرٰى

(৬৭৬) হযরত ফাতিমা বিনতে হোসায়েন তাঁর দাদী হযরত ফাতিমায়ে কুবরা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ফাতিমায়ে কুবরা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মসজিদে ঢুকতেন তখন নিজের প্রতি দরূদ এবং সালাম পাঠ করতেন এবং বলতেন, হে প্রতিপালক! আমার গুনাহসমূহ মাফ করুন এবং আপনার রহমতের দরজাসমূহ আমার জন্য উন্মুক্ত করে দিন। আর যখন মসজিদ হতে বের হতেন (তখনও) নিজের উপর দরূদ এবং সালাম পাঠ করতেন আর বলতেন, হে প্রতিপালক! আমার গুনাহসমূহ মাফ করে দিন এবং

আমার জন্য আপনার অনুগ্রহের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দিন। (−তিরমিযী, আহমদ, ইবনে মাজাহ) আহমদ এবং ইবন মাজাহ (রহ) এর বর্ণনায় আছে, ফাতিমা (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং যখন সেখান থেকে বের হতেন তখন বলতেন, বিসমিল্লাহি ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ। অর্থাৎ এ বর্ণনায় পূর্ববর্তী বর্ণনার সাল্লা আলা মুহাম্মাদিন ওয়া সাল্লামা-এর স্থলে বিসমিল্লাহ... এসেছে। ইমাম তিরমিযী (রহ) বলেছেন, এটির সনদ অবিচ্ছিন্ন নয় এবং হুসায়ন (রা)-এর কন্যা ফাতিমা তাঁর দাদী হযরত ফাতিমা (রা) এর সাক্ষাত পাননি।

٦٧٧ ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَنَاشُدِ الْاَشْعَارِ فِى الْمَسْجِدِ وَعَنِ الْبَيْعِ وَالْاِشْتِرَاءِ فِيْهِ وَاَنْ يَّتَحَلَّقَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فِى الْمَسْجِدِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَالتِّرْمِذِىُّ)

(৬৭৭) হযরত আমর ইবনে শোআইব (রহ) তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে কবিতা পাঠ করতে, কোনকিছু ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং জুম'আর দিনে জুম'আর নামাযের পূর্বে মসজিদে বৃত্তাকারে উপবেশন করতে নিষেধ করেছেন। −আবু দাউদ, তিরমিযী

٦٧٨ ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اِذَا رَاَيْتُمْ مَنْ يَّبِيْعُ اَوْ يَبْتَاعُ فِى الْمَسْجِدِ فَقُوْلُوْا لَا اَرْبَحَ اللّٰهُ تِجَارَتَكَ وَاِذَا رَاَيْتُمْ مَنْ يَّنْشُدُ فِيْهِ ضَالَّةً فَقُوْلُوْا لَا رَدَّ اللّٰهُ عَلَيْكَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالدَّارِمِىُّ)

(৬৭৮) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমরা মসজিদে কাউকে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখলে বলবে যে, আল্লাহ্ পাক তোমার এই ব্যবসায়ে লাভবান না করুন। এরূপে কাউকে মসজিদে কোন বস্তুর সন্ধান, হারানো বিজ্ঞপ্তি দিতে দেখলে বলবে যে, আল্লাহ্ পাক যেন তোমাকে তা ফেরত না দেন। −তিরমিযী, দারেমী

٦٧٩ ـ وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّسْتَقَادَ فِى الْمَسْجِدِ وَاَنْ يُّنْشَدَ فِيْهِ الْاَشْعَارُ وَاَنْ تُقَامَ فِيْهِ الْحُدُوْدُ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ فِىْ سُنَنِهٖ وَصَاحِبُ جَامِعِ الْاُصُوْلِ فِيْهِ عَنْ حَكِيْمٍ وَفِى الْمَصَابِيْحِ عَنْ جَابِرٍ)

(৬৭৯) হযরত হাকীম ইবনে হেযাম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে, কবিতা আবৃত্তি করতে এবং অন্যান্য শাস্তি কার্যকর করতে নিষেধ করেছেন। −আবু দাউদ

٦٨٠ ـ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ يَعْنِي الْبَصَلَ وَالثُّوْمَ وَقَالَ مَنْ اَكَلَهُمَا فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا وَقَالَ اِنْ كُنْتُمْ لَابُدَّ اٰكِلِيْهِمَا فَأَمِيْتُوْهُمَا طَبْخًا ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(৬৮০) মুআবিয়া ইবনে কুররাহ (রহ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) দু'টো গাছ তথা পিঁয়াজ এবং রসুন ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, যে তা ভক্ষণ করবে সে যেন আমাদের মসজিদের নিকট আগমন না করে। তিনি আরও বলেছেন, তোমাদের একান্তই তা খেতে হলে রান্না করে দুর্গন্ধ বিনাশ করার পর খাবে। —আবু দাউদ

٦٨١ ـ وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ اِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

(৬৮১) হযরত আবু সাইদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, কবরস্থান এবং গোসলখানা ছাড়া যমিনের সকল স্থানই মসজিদ। (অর্থাৎ কোনরূপ নাপাকী না থাকলে সর্বত্রই নামায পড়া যায়।) —আবু দাউদ, তিরমিযী, দারেমী

٦٨٢ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّصَلِّيَ فِيْ سَبْعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ وَفِي الْحَمَّامِ وَفِي مَعَاطِنِ الْاِبِلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللّٰهِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

(৬৮২) হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সাতটি স্থানে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। যথা ঃ (১) আবর্জনা ফেলার স্থানে। (২) পশু জবাইয়ের স্থানে। (৩) কবরস্থানে, (৪) রাস্তার উপর, (৫) গোসলখানায়, (৬) উট, গরু ইত্যাদির আস্তাবলে এবং (৭) খানায়ে কা'বার ছাদের উপর। —তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

٦٨٣ ـ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوْا فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوْا فِيْ اَعْطَانِ الْاِبِلِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

(৬৮৩) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমরা বকরী বাঁধার স্থানে নামায পড়তে পার; কিন্তু উট বাঁধার স্থানে নামায পড়বে না। —তিরমিযী

٦٨٤ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

(৬৮৪) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) অভিসম্পাত করেছেন সেই সকল নারীদের প্রতি, যারা কবর যিয়ারত করতে যায় এবং সেই সকল লোকের প্রতি যারা কবরের উপর মসজিদ বানায় ও প্রদীপ জ্বালায়। –আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী

٦٨٥ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ حِبْرًا مِّنَ الْيَهُودِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْبِقَاعِ خَيْرٌ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ وَقَالَ أَسْكُتُ حَتَّى يَجِيْءَ جِبْرِيْلُ فَسَكَتَ وَجَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَأَلَ فَقَالَ مَا الْمَسْؤُوْلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلٰكِنْ أَسْأَلُ رَبِّيْ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى ثُمَّ قَالَ جِبْرِيْلُ يَا مُحَمَّدُ إِنِّيْ دَنَوْتُ مِنَ اللهِ دُنُوًّا مَا دَنَوْتُ مِنْهُ قَطُّ قَالَ وَكَيْفَ كَانَ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ كَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ سَبْعُوْنَ أَلْفَ حِجَابٍ مِّنْ نُوْرٍ فَقَالَ شَرُّ الْبِقَاعِ أَسْوَاقُهَا وَخَيْرُ الْبِقَاعِ مَسَاجِدُهَا. (رواه ابن حبان في صحيحه عن ابن عمر)

(৬৮৫) হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, জনৈক ইয়াহূদী পণ্ডিত রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করল যে, যমিনের মধ্যে উত্তম স্থান কোন্‌টি? রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন যে, তুমি নীরব থাক, জিব্রাইলের আগমন পর্যন্ত। এই বলে তিনি নিজেও নীরবে থাকলেন ঐ আলিমও নীরব থাকল। অতঃপর জিব্রাইল আগমন করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন বিষয়টি তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করলেন। জিব্রাইল বললেন, প্রশ্নকারী অপেক্ষা প্রশ্নকৃত ব্যক্তি অধিক জ্ঞাত নয়; কিন্তু আমি আমার প্রতিপালককে জিজ্ঞেস করব। অতঃপর জিব্রাইল বললেন, হে মুহাম্মাদ (সা)! আমি আল্লাহ্‌র এত নিকটবর্তী হয়েছিলাম, যতটা এর পূর্বে কখনও হইনি। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে এবং কত নিকটে গিয়েছিলেন? জিব্রাইল বললেন, আমার মধ্যে এবং তাঁর মধ্যে মাত্র সত্তর হাজার নূরের পর্দা বাকী ছিল। তখন আল্লাহ্ পাক বলে দিলেন, যমিনের নিকৃষ্টতম স্থান হলো বাজারসমূহ এবং উৎকৃষ্টতম স্থান হলো মসজিদসমূহ।

–ইবনে মাজাহ

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٦٨٦ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ جَاءَ مَسْجِدِيْ هٰذَا لَمْ يَأْتِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذٰلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ)

(৬৮৬) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে আমার এই মসজিদে আসে এবং শুধু নেক আমলের জন্যই আসে, যা সে শিক্ষা করে এবং শিক্ষা

দেয়, সে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারী সদৃশ। আর যে এছাড়া অন্য কাজের জন্য আসে সে সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে অন্যের জিনিসকে দেখে (কিন্তু ভোগ করতে পারে না) –ইবনে মাজাহ, বায়হাকী

٦٨٧ - وَعَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُوْنُ حَدِيْثُهُمْ فِيْ مَسَاجِدِهِمْ فِيْ اَمْرِ دُنْيَاهُمْ فَلَا تُجَالِسُوْهُمْ فَلَيْسَ لِلّٰهِ فِيْهِمْ حَاجَةٌ - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

(৬৮৭) হযরত হাসান বছরী (রহ) মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, মানুষের সামনে এমন এক যমানা আসবে যখন মসজিদে পার্থিব বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা হবে; সুতরাং তাদের সাথে বসো না। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্র কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। –বায়হাকী

٦٨٨ - وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِيْ رَجُلٌ فَنَظَرْتُ فَاِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ اذْهَبْ فَأْتِنِيْ بِهٰذَيْنِ فَجِئْتُهُ بِهِمَا فَقَالَ مِمَّنْ اَنْتُمَا اَوْ مِنْ اَيْنَ اَنْتُمَا قَالَا مِنْ اَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ لَوْ كُنْتُمَا مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَاَوْجَعْتُكُمَا تَرْفَعَانِ اَصْوَاتَكُمَا فِيْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(৬৮৮) হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযিদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমি মসজিদে শায়িত ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আমার শরীরে একটি কঙ্কর নিক্ষেপ করলে আমি জেগে দেখলাম, তিনি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা)। তিনি আমাকে বললেন, যাও তুমি গিয়ে এই দুই ব্যক্তিকে আমার নিকট নিয়ে আস। আমি তাদেরকে তাঁর নিকট নিয়ে এলাম। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন গোত্রের এবং কোন দেশের লোক? তারা বলল, আমরা তায়েফের লোক। তিনি বললেন, তোমরা মদীনার লোক হলে আমি তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি দিতাম। তোমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মসজিদের মধ্যে উচ্চস্বরে চেঁচামেচি করছ। –বুখারী

٦٨٩ - وَعَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَنٰى عُمَرُ رَحْبَةً فِيْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ تُسَمَّى الْبُطَيْحَاءَ وَقَالَ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ اَنْ يَلْغَطَ اَوْ يُنْشِدَ شِعْرًا اَوْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ فَلْيَخْرُجْ اِلٰى هٰذِهِ الرَّحْبَةِ - (رَوَاهُ فِي الْمُوَطَّا)

(৬৮৯) হযরত ইমাম মালেক (রহ) বলেছেন, হযরত ওমর (রা) মসজিদে নববীর পাশে একটি প্রশস্ত চত্বর বানিয়েছিলেন। যাকে বুতাইহা বলা হত। আর (ওমর রাঃ) বলেছিলেন, যদি কেউ বাজে কথা বলতে, কোন কবিতা আবৃত্তি করতে অথবা উচ্চস্বরে কথা বলতে চায়, তবে সে যেন ঐ স্থানে চলে যায়। –মুআত্তা

٦٩٠ - وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَاَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِ حَتّٰى رُئِيَ فِيْ وَجْهِهٖ فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهٖ فَقَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَامَ فِيْ صَلَاتِهٖ فَاِنَّمَا يُنَاجِيْ رَبَّهٗ اَوْ اَنَّ

رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلَا يَبْزُقَنَّ اَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهٖ وَلٰكِنْ عَنْ يَسَارِهٖ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهٖ ثُمَّ اَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهٖ فَبَصَقَ فِيْهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلٰى بَعْضٍ فَقَالَ اَوْ يَفْعَلُ هٰكَذَا۔(رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

(৬৯০) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদের সামনের দিকে কিছুটা নাকের সর্দি দেখতে পেলেন। তাতে তাঁর মনে খুবই কষ্ট হলো এবং তা তাঁর চেহারায় ফুটে উঠল। তিনি দাঁড়িয়ে তা নিজের হাতে খুঁটিয়ে উঠিয়ে ফেললেন। তারপর বললেন, তোমাদের কেউ নামাযে দাঁড়ালে সে তার প্রতিপালকের সাথে কথাবার্তায় লিপ্ত হয়। আর তার প্রতিপালক থাকেন তখন তার ও তার কিবলার মাঝখানে। অতএব কেউ যেন তার কিবলার দিকে থু থু নিক্ষেপ না করে; বরং তার বামদিকে অথবা পায়ের নীচে নিক্ষেপ করে। অতঃপর তিনি (সা) নিজের চাদরের একপার্শ্ব ধরে তাতে থু থু ফেললেন। তারপর তার একাংশকে অপরাংশ দ্বারা ঘষে দিলেন এবং বললেন, কিংবা সে যেন এরূপ করে। –বুখারী

٦٩١۔وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ رَجُلًا اَمَّ قَوْمًا فَبَصَقَ فِى الْقِبْلَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ فَرَغَ لَا يُصَلِّىْ لَكُمْ فَاَرَادَ بَعْدَ ذٰلِكَ اَنْ يُصَلِّىَ لَهُمْ فَمَنَعُوْهُ وَاَخْبَرُوْهُ بِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمْ وَحَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ اِنَّكَ اٰذَيْتَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ۔(رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(৬৯১) হযরত সায়েব ইবনে খাল্লাদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জনৈক সাহাবী একদল লোকের ইমামতি করছিল। সে কিবলার দিকে থু থু নিক্ষেপ করল এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তা দেখলেন। নামায শেষ হবার পর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর দলকে বললেন, এই ব্যক্তি যেন আর কখনও তোমাদের নামায না পড়ায়। এরপর একবার সে তাদের নামায পড়াতে চাইলে তারা তাকে নিষেধ করল এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশ তাকে জানিয়ে দিল। সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট তা উল্লেখ করল। তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধরণা যে, তিনি বলেছেন, তুমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছ। –আবু দাউদ

٦٩٢۔وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اُحْتُبِسَ عَنَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ عَنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ حَتّٰى كِدْنَا نَتَرَاءٰى عَيْنَ الشَّمْسِ فَخَرَجَ سَرِيْعًا فَثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَجَوَّزَ فِىْ صَلَاتِهٖ فَلَمَّا سَلَّمَ دَعَا بِصَوْتِهٖ فَقَالَ لَنَا عَلٰى مَصَافِّكُمْ كَمَا اَنْتُمْ ثُمَّ انْفَتَلَ اِلَيْنَا ثُمَّ قَالَ اَمَا اِنِّىْ سَاُحَدِّثُكُمْ مَا حَبَسَنِىْ عَنْكُمُ الْغَدَاةَ اِنِّىْ قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَوَضَّأْتُ وَصَلَّيْتُ

مَا قُدِّرَ لِيْ فَنَعَسْتُ فِيْ صَلَاتِيْ حَتّٰى اسْتَثْقَلْتُ فَاِذَا اَنَا بِرَبِّيْ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فِيْ اَحْسَنِ صُوْرَةٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّ قَالَ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْاَعْلٰى قُلْتُ لَا اَدْرِيْ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ فَرَاَيْتُهٗ وَضَعَ كَفَّهٗ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتّٰى وَجَدْتُ بَرْدَ اَنَامِلِهٖ بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَتَجَلّٰى لِيْ كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّ قَالَ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْاَعْلٰى قُلْتُ فِي الْكَفَّارَاتِ قَالَ مَا هُنَّ قُلْتُ مَشْيُ الْاَقْدَامِ اِلَى الْجَمَاعَاتِ وَالْجُلُوْسُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَاِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ حِيْنَ الْكَرِيْهَاتِ قَالَ ثُمَّ فِيْمَ؟ قُلْتُ فِي الدَّرَجَاتِ قَالَ وَمَا هُنَّ؟ اِطْعَامُ الطَّعَامِ وَلِيْنُ الْكَلَامِ وَالصَّلَاةُ وَالنَّاسُ نِيَامٌ قَالَ سَلْ قَالَ قُلْتُ اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ وَاَنْ تَغْفِرَ لِيْ وَتَرْحَمَنِيْ وَاِذَا اَرَدْتَ فِتْنَةً فِيْ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِيْ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ اَسْاَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِيْ اِلٰى حُبِّكَ ۔ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهَا حَقٌّ فَادْرُسُوْهَا ثُمَّ تَعَلَّمُوْهَا ۔ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ) وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَسَاَلْتُ مُحَمَّدَ ابْنَ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ

(৬৯২) হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের নামাযে আমাদের নিকট অনুপস্থিত রইলেন–যখন পর্যন্ত না আমরা সূর্যগোলক দেখতে পাওয়ার কাছাকাছি হলাম। একটু পরেই তিনি তাড়াতাড়ি বের হয়ে এলেন। সাথে সাথে নামাযের একামত বলা হল, তিনি (সা:) নামায পড়ালেন এবং তা (খুবই) সংক্ষেপ করলেন। যখন সালাম ফেরালেন, সকলকে ডেকে বললেন, তোমরা যে যেভাবে আছ সেভাবেই কাতারে বসে থাক। এরপর তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেন, শোন, আজ ভোরে তোমাদের নিকট আমার আসতে কি প্রতিবন্ধকতা ছিল, তা বলছি। আমি রাত্রে উঠে অযু করলাম। তারপর আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব হলো নামায পড়লাম; কিন্তু নামাযের মধ্যেই আমাকে তন্দ্রায় চেপে ধরল। আমি যেন অচল হয়ে পড়লাম। এই সময় আমি দেখলাম, আমার মহান প্রতিপালকের নিকট আমি পৌঁছে গিয়েছি এবং তিনি খুবই উত্তম অবস্থায় বিরাজ করছেন। তিনি আমাকে সম্বোধন করছেন, হে মুহাম্মাদ! আমি বললাম, হে আমার প্রতিপালক! আমি হাজির। তিনি বললেন, আমার শীর্ষ স্থানীয় ফিরিশতাগণ কি ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক করছে? আমি বললাম, তা আমি অবগত নই। তিনি আমাকে এরূপ তিনবার জিজ্ঞেস করলেন। তারপর তিনি তাঁর কুদরতের হাত আমার দুই স্কন্ধের মধ্যস্থলে রাখলেন। আমার মনে হল, তাঁর পবিত্র কুদরতি অঙ্গুলিসমূহের শীতলতা আমার বক্ষকেও শীতল করে দিয়েছে। তখন (আসমান-যমিনের) সকল কিছুই যেন আমার গোচরে এসে গেল এবং আমি সকল কিছুই অবগত হলাম। সকল বস্তু আমার নিকট পরিস্ফুট হয়ে উঠল। তারপর তিনি আমাকে পুনরায় সম্বোধন করলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি জবাবে বললাম, আমি উপস্থিত আছি, হে আমার প্রতিপালক! তখন তিনি বললেন, তুমি এখন বল, আমার বড় বড় ফিরিশতারা কি ব্যাপারে বিতর্ক করছে? আমি বললাম, কাফফারার ব্যাপারে। তিনি বললেন, সে সকল কি? আমি বললাম, পায়ে হেঁটে জামাতে যাওয়া আর নামাযের পর মসজিদে বসে থাকা, আর কষ্ট

হলেও পূর্ণভাবে আর উত্তমরূপে অজু করা। তিনি আবার বললেন, তাছাড়া তারা আর কি নিয়ে বিতর্ক করছে? আমি বললাম, মর্যাদার বিষয়সমূহ নিয়ে। তিনি বললেন, তা কি? আমি বললাম, অপরকে খাদ্য দান করা, নিজ কথাবার্তা ভদ্রতাসুলভ করা এবং রাত্রে নামায আদায় করা, লোকেরা যখন নিদ্রায় অচেতন থাকে। অতঃপর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমার নিকট কি প্রার্থনা কর? আমি বললাম, হে প্রতিপালক! আমি চাই তোমার নিকট নেক আমল করতে, বদ আমল বর্জন করতে এবং দীন-দুঃখীকে ভালবাসতে (আর চাই) তুমি আমাকে মাফ কর, আমার প্রতি রহম কর। আর যখন মানুষ ফেৎনায় লিপ্ত হয় তখন আমাকে ফেৎনামুক্ত অবস্থায় উঠিয়ে নাও। এছাড়া আরও চাই, আমি যেন তোমাকে ভালবাসি এবং তোমাকে যে ভালবাসে তাকে ভালবাসি। আর যে কাজ তোমার ভালবাসার দিকে আমাকে এগিয়ে নিবে যেন সেই কাজকেও ভালবাসি। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এই ঘটনাটি ধ্রুব সত্য। তোমরা এটা লিখে রাখ এবং অপরকেও জানিয়ে দাও। –আহমদ, তিরমিযী

তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীস হাসান ও ছহীহ এবং আমি এই হাদীস সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি এই হাদীসকে ছহীহ বলেছেন।

٦٩٣ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ قَالَ فَإِذَا قَالَ ذٰلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ حُفِظَ مِنِّيْ سَائِرَ الْيَوْمِ ـ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

(৬৯৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আছ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে প্রবেশের সময় বলতেন, "আউযুবিল্লাহিল আজীমি ওয়া বী ওয়াজহিহিল কারীমি ওয়া সুলত্বানিহিল ক্বাদীমি মিনাশ শাইত্বানির রাজীমি" অর্থাৎ আমি আশ্রয় চাচ্ছি মহান আল্লাহ্‌র, তাঁর সম্মানিত চেহারার এবং তাঁর অফুরন্ত ক্ষমতার উছিলায় বিতাড়িত শয়তান হতে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যখন কেউ এটা বলে, তখন শয়তান বলে থাকে, সে আমা হতে সারাদিনের জন্যই রক্ষা পেয়ে গেল। –আবু দাউদ

٦٩٤ ـ وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَثَنًا يُعْبَدُ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلٰى قَوْمٍ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ـ (رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا)

(৬৯৪) হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) এই দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! আমার কবরকে প্রতিমা বানিও না, যার পূজা হতে থাকবে। সেই কাওম আল্লাহ্‌র ভীষণ ক্রোধে পতিত হয়েছে, যারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে সিজদার স্থান বানিয়েছে। –মালেক মুরসালরূপে

٦٩٥ ـ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ الصَّلَاةَ فِي الْحِيْطَانِ قَالَ بَعْضُ رُوَاتِهِ يَعْنِي الْبَسَاتِيْنَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ الْحَسَنِ ابْنِ أَبِيْ جَعْفَرٍ قَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى ابْنُ سَعِيْدٍ وَغَيْرُهُ ـ

(৬৯৫) হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) হীতান-এ নামায পড়াকে পছন্দ করতেন। কোন কোন রাবী বলেছেন, হীতান অর্থ বাগান। -আহমদ, তিরমিযী

তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি এক ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত। তিনি আরও বলেছেন, আমরা এই হাদীসে হাসান ইবনে আবু জাফর ছাড়া অন্য কারো নিকট হতে অবগত নই। আর তাকে ইয়াহ্‌য়া ইবনে সাঈদ এবং অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ দুর্বল বলেছেন।

٦٩٦ ـ وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةُ الرَّجُلِ فِىْ بَيْتِهِ بِصَلٰوةٍ وَصَلٰوتُهُ فِىْ مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ صَلٰوةً وَصَلٰوتُهُ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِىْ يُجَمَّعُ فِيْهِ بِخَمْسِ مِائَةِ صَلٰوةٍ وَصَلَاتُهُ فِى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى بِخَمْسِيْنَ اَلْفِ صَلٰوةٍ وَصَلٰوتُهُ فِىْ مَسْجِدِىْ بِخَمْسِيْنَ اَلْفِ صَلٰوةٍ وَصَلٰوتُهُ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ اَلْفِ صَلٰوةٍ ـ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

(৬৯৬) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, কারো এক নামায নিজের ঘরে এক নামাযের সমান। আর পাঞ্জেগানা মসজিদে তার এক নামায পঁচিশ নামাযের সমান। আর তার এক নামায জুম'আর মসজিদে যা পড়া হয় পাঁচশত নামাযের সমান। আর তার এক নামায বাইতুল মুকাদ্দাস বা মসজিদে আকছায় পঞ্চাশ হাজার নামাযের সমান। আর তার এক নামায আমার এই মসজিদে পঞ্চাশ হাজার নামাযের সমান। আর তার এক নামায মসজিদে হারামে একলক্ষ নামাযের সমান। -ইবনে মাজাহ

٦٩٧ ـ وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِى الْاَرْضِ اَوَّلَ قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْاَقْصٰى قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ اَرْبَعُوْنَ عَامًا ثُمَّ الْاَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ فَحَيْثُمَا اَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৬৯৭) হযরত আবু যর গিফারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! যমিনে সর্বপ্রথম নির্মিত মসজিদ কোন্‌টি? তিনি বললেন, মসজিদে হারাম[৩৩]। আমি বললাম, তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, মসজিদে আকছা। আমি বললাম, এই দু'টো মসজিদ বানানোর সময়ের মধ্যে ব্যবধান কত? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। অতঃপর যমিনের সর্বত্রই তোমার জন্য মসজিদ। যেখানে নামাযের সময় হবে সেখানেই নামায পড়ে নেবে। -বুখারী, মুসলিম

৩৩. পবিত্র কা'বা ঘর নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ সর্বমোট দশবার হয়েছিল–

১. সর্বপ্রথম ফিরিশতাগণ (আদম সৃষ্টির পূর্বে)

২. আদম (আ), ৩. তাঁর পুত্র শীশ (আ), ৪. হযরত ইব্রাহীম ও তাঁর পুত্র ইসমাইল (আ), ৫. আমালিকা সম্প্রদায়, ৬. জুরহুম গোত্র, ৭. এরপর কুসাই সম্প্রদায়, ৮. কুরাইশ ৯. আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা) ১০. হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কা'বাকে ভেঙ্গে কুরায়েশদের ভিত্তির ন্যায় পুনরায় নির্মাণ করেন। অদ্যাবধি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নির্মাণই বিদ্যমান রয়েছে। (ইসলামী বিশ্বকোষ, ই.ফা.)

بَابُ السَّتْرِ

পরিচ্ছেদ : আচ্ছাদন

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٦٩٨ - عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فِيْ بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৬৯৮) হযরত ওমর ইবনে আবু সালামাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এক কাপড়ে নামায পড়তে দেখেছি, উম্মে সালামাহর গৃহে ইশতেমালের নিয়ম অনুযায়ী। অর্থাৎ কাপড়ের দুইদিককে দুই কাঁধের উপর স্থাপন করে। –বুখারী, মুসলিম

٦٩٩ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৬৯৯) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যেন এইভাবে এক কাপড়ে নামায না পড়ে, যার কোন অংশ তার কাঁধের উপর থাকে না। –বুখারী, মুসলিম

٧٠٠ - وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ صَلَّى فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(৭০০) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এক কাপড়ে নামায পড়বে সে যেন তার দুই আঁচলকে (কাঁধের উপর) বিপরীত দিক হতে জড়িয়ে নেয়। –বুখারী

٧٠١ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ خَمِيْصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اذْهَبُوْا بِخَمِيْصَتِيْ هٰذِهِ إِلَى أَبِيْ جَهْمٍ وَأْتُوْنِيْ بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِيْ جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِيْ آنِفًا عَنْ صَلَاتِيْ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قَالَ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا وَأَنَا فِي الصَّلٰوةِ فَأَخَافُ أَنْ يَفْتِنَنِيْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৭০১) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একটি নক্সাওয়ালা চাদরে নামায পড়লেন। (নামাযের মধ্যে) একবার তাঁর নক্সার দিকে নজর পড়ল। নামায শেষ করে তিনি বললেন, আমার এই চাদরটি (এর দাতা) আবু জাহমকে দিয়ে দাও এবং (আমার জন্য) অন্য চাদরটি নিয়ে আস। কেননা এটা আমাকে নামাযের একাগ্রতা হতে বিরত রেখেছিল। –বুখারী, মুসলিম

কিন্তু বুখারীর অপর এক রেওয়ায়াতে রয়েছে, আমি এর নক্সার দিকে তাকাচ্ছিলাম, অথচ আমি তখন নামাযরত; সুতরাং আমার ভয় হচ্ছে যে, এটা আমাকে ঝামেলায় ফেলবে।

٧٠٢ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمِيْطِيْ عَنَّا قِرَامَكِ هٰذَا فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ تَصَاوِيْرُهُ تَعْرِضُ لِيْ فِيْ صَلَاتِيْ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(৭০২) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হযরত আয়েশা (রা)-এর একটি পর্দা ছিল, যা তিনি তাঁর কক্ষের একদিকে টানিয়ে রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি তোমার এই পর্দাটি আমাদের নিকট হতে সরিয়ে ফেল। কেননা সেটির ছবিগুলো নামাযের মধ্যে আমার নজরে পড়তে থাকে। –বুখারী

٧٠٣ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أُهْدِيَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوْجُ حَرِيْرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيْدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ لَا يَنْبَغِيْ هٰذَا لِلْمُتَّقِيْنَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৭০৩) হযরত ওকবাহ ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একটি রেশমের আবা হাদিয়া দেয়া হলো। তিনি তা পরিধান করতঃ নামায পড়লেন। নামাযের পরে তা ব্যতিব্যস্তভাবে খুলে ফেললেন। (মনে হতেছিল) যেন তা তাঁর খুবই অপছন্দের বস্তু। তিনি বললেন, এটা খোদাভীরুদের জন্য নয়। –বুখারী, মুসলিম

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٧٠٤ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ رَجُلٌ اَصِيْدُ اَفَاُصَلِّيْ فِي الْقَمِيْصِ الْوَاحِدِ قَالَ نَعَمْ وَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَى النَّسَائِيُّ نَحْوَهُ)

(৭০৪) হযরত সালামাহ ইবনে আকওয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমি একজন শিকারী ব্যক্তি; সুতরাং আমি (লুঙ্গি ব্যতীত) এক জামায় নামায পড়তে পারি কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে তার বোতাম লাগিয়ে দিবে। বোতাম না থাকলে কাঁটা দ্বারা হলেও ফাঁকা বন্ধ করে দিবে। –আবু দাউদ

ইমাম নাসায়ী (রহ)ও এরূপ বর্ণনা করেছেন।

٧٠٥ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّيْ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْهَبْ فَتَوَضَّأْ فَذَهَبَ وَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا لَكَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ قَالَ إِنَّهُ كَانَ صَلَّى وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

(৭০৫) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা এক ব্যক্তি নামায পড়ছিল, তখন তার লুঙ্গি অধিক পরিমাণে ঝুলে পড়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন, যাও তুমি গিয়ে অজু করে আস। লোকটি গিয়ে অজু করে এল। তখন এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! তাকে অজু করতে বললেন কেন? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সে তার লুঙ্গি ঝুলিয়ে দিয়ে নামায পড়ছিল। অথচ যে এভাবে লুঙ্গি ঝুলিয়ে দেয়, আল্লাহ্ পাক তার নামায কবুল করেন না। –আবু দাউদ

٧٠٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

(৭০৬) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, মাথায় ওড়না ব্যবহার করা ছাড়া সাবালিকা মহিলাদের নামায কবুল হয় না। –আবু দাউদ, তিরমিযী

٧٠٧ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِيْ دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ قَالَ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّيْ ظُهُوْرَ قَدَمَيْهَا - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ وَقَفُوْهُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ)

(৭০৭) হযরত উম্মে সালামাহ (রা) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, (ইয়া রাসূলাল্লাহ সা)! মহিলারা কি শুধু জামা এবং ওড়না পরেই লুঙ্গি পরা ব্যতিরেকে নামায পড়তে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদি জামা এরূপ বড় হয় যে, পায়ের পাতা ঢেকে যায়। –আবু দাউদ

আবু দাউদ (রহ) বলেছেন যে, অনেক মুহাদ্দিছ এটাকে স্বয়ং উম্মে সালামাহ (রা)-এর উক্তি বলেই সাব্যস্ত করেছেন। এটা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উক্তি নয়।

٧٠٨ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلٰوةِ وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

(৭০৮) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়ার সময় কাড়প ঝুলিয়ে দিতে এবং মুখ ঢেকে রাখতে নিষেধ করেছেন। –আবু দাউদ, তিরমিযী

٧٠٩ - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِفُوا الْيَهُوْدَ فَاِنَّهُمْ لَا يُصَلُّوْنَ فِيْ نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(৭০৯) হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমরা ইয়াহুদীদের বিপরীত করবে। তারা তাদের জুতা এবং মোজা পরে নামায পড়ে না।
—আবু দাউদ

٧١٠ - وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ بِاَصْحَابِهٖ اِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهٖ فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ الْقَوْمُ اَلْقَوْا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوتَهٗ قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلٰى اِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ؟ قَالُوْا رَاَيْنَاكَ اَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَاَلْقَيْنَا نِعَالَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ جِبْرِيْلَ اَتَانِيْ فَاَخْبَرَنِيْ اَنَّ فِيْهِمَا قَذَرًا اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَاِنْ رَاٰى فِيْ نَعْلَيْهِ قَذَرًا اَوْ اَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ)

(৭১০) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে নামায পড়ছিলেন। এমন সময় তিনি তার জুতা জোড়া খুলে বামদিকে রাখলেন। এটা দেখে লোকজনও তাদের জুতাসমূহ খুলে রাখল। নামাযান্তে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমরা তোমাদের জুতাগুলো খুলে রাখলে কেন? তারা বলল, আপনাকে জুতা খুলে রাখতে দেখে আমরাও খুলে রেখেছি। তিনি বললেন, আমাকে জিব্রাইল এসে জানিয়ে দিয়েছিল যে, আপনার পাদুকায় ময়লা রয়েছে। তোমাদের কেউ যখন মসজিদে আসবে তখন দেখবে, যদি তার জুতায় ময়লা থাকে তাহলে যেন তা মুছে পরিষ্কার করে ফেলবে এবং জুতা পরেই নামায পড়বে। —আবু দাউদ, দারেমী

٧١١ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَلَا عَنْ يَسَارِهٖ فَتَكُوْنَ عَنْ يَمِيْنِ غَيْرِهٖ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ عَلٰى يَسَارِهٖ اَحَدٌ وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ اَوْ لِيُصَلِّ فِيْهِمَا - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ مَعْنَاهُ)

(৭১১) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ নামায পড়ার সময় যেন তার জুতা ডানদিকে না রাখে এবং বামদিকেও না রাখে, যাতে তা অন্যের ডানদিকে রাখা হয়ে যায়। অবশ্য বামদিকে কোন লোক না থাকলে তখন রাখা যায়; বরং তা নিজের দুই পায়ের মাঝখানে রাখতে পারে। বর্ণনান্তরে রয়েছে, অথবা তা পরিধান করেই নামায পড়বে। —আবু দাউদ

ইবনে মাজাহ (রহ)ও এইভাবে হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٧١٢ ـ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاَيْتُهُ يُصَلِّيْ عَلَى حَصِيْرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ قَالَ وَرَاَيْتُهُ يُصَلِّيْ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৭১২) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়ে দেখলাম, তিনি চাটাইয়ের উপর নামায পড়ছেন এবং তার উপরই সিজদাহ দিচ্ছেন। খুদরী (রা) বলেন, আমি তাঁকে এক কাপড়েই নামায পড়তে দেখলাম তা বিপরীত দিক হতে স্কন্ধের উপর রেখে দিয়ে। —মুসলিম

٧١٣ ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ حَافِيًا وَمُتَنَعِّلًا ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(৭১৩) হযরত আমর ইবনে শোআইব তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা হতে রেওয়ায়াত করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে খালি পায়ে এবং জুতাসহ (উভয় অবস্থায়ই) নামায পড়তে দেখেছি। —আবু দাউদ

٧١٤ ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ صَلَّى جَابِرٌ فِيْ اِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ وَثِيَابُهُ مَوْضُوْعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ قَالَ لَهُ قَائِلٌ تُصَلِّيْ فِيْ اِزَارٍ وَاحِدٍ فَقَالَ اِنَّمَا صَنَعْتُ ذٰلِكَ لِيَرَانِيْ اَحْمَقُ مِثْلُكَ وَاَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(৭১৪) হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির বলেছেন, একদা হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) আমাদের সাথে একটি মাত্র লুঙ্গি পরে নামায পড়লেন। যার গিঁট লাগানো ছিল পিছনে ঘাড়ের উপর। তখন তাঁর অন্যান্য কাপড়ও খুঁটির উপর রাখা ছিল। এতে এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি শুধু এক কাপড়েই নামায পড়লেন কেন? তিনি জবাবে বললেন, এটা আমি এজন্য করেছি, যাতে তোমার ন্যায় অজ্ঞ ব্যক্তি তা দেখে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যমানায় আমাদের কয়জনেরইবা দু'টো কাপড় ছিল? —বুখারী

٧١٥ ـ وَعَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ سُنَّةٌ كُنَّا نَفْعَلُهُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُعَابُ عَلَيْنَا فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ اِنَّمَا كَانَ ذَاكَ اِذْ كَانَ فِي الثِّيَابِ قِلَّةٌ فَاَمَّا اِذْ وَسَّعَ اللّٰهُ فَالصَّلَاةُ فِي الثَّوْبَيْنِ اَزْكٰى ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

(৭১৫) হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক কাপড়ে নামায পড়াকে রাসূলুল্লাহ (সা) অনুমোদন করেছেন। আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যমানায় এরূপ করেছি; কিন্তু এটা তখন দূষণীয় বলে মনে করা হয় নি। তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বললেন, এরূপ ছিল আমাদের কাপড়ের অভাব থাকা অবস্থায়; কিন্তু আল্লাহ্ আমাদেরকে যখন সচ্ছল করেছেন তখন দুই কাপড়েই নামায পড়া উত্তম। —আহমদ

بَابُ السُّتْرَةِ

পরিচ্ছেদ : সুতরা

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٧١٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْدُوْ اِلَى الْمُصَلَّى وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ تُحْمَلُ وَتُنْصَبُ بِالْمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّيْ اِلَيْهَا - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(৭১৬) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) খুব সকালে ঈদগাহের দিকে গমন করতেন। তাঁর আগে আগে বর্শা নিয়ে যাওয়া হত এবং তা নিয়ে তথায় তাঁর সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়া হত। অতঃপর তিনি তা সামনে রেখে নামায পড়তেন। –বুখারী

٧١٧ - وَعَنْ اَبِيْ جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ وَهُوَ بِالْاَبْطَحِ فِيْ قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ اَدَمٍ وَرَاَيْتُ بِلَالًا اَخَذَ وَضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُوْنَ ذَاكَ الْوَضُوْءَ فَمَنْ اَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهٖ وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ اَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهٖ ثُمَّ رَاَيْتُ بِلَالًا اَخَذَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا وَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا صَلَّى اِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ وَرَاَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّوْنَ بَيْنَ يَدَيِ الْعَنَزَةِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৭১৭) হযরত আবু জুহাইফাহ (রা) বলেছেন, আমি একবার মক্কায় রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখলাম। তিনি আবতাহে[৩৪] একটি চামড়ার লালবর্ণের তাঁবুতে ছিলেন। আর বেলাল (রা)-কে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অজুর পানি নিয়ে আসতে। লোকদেরকে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অজুর ছড়িয়ে পড়া পানি নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে। যে যতটুকু পাচ্ছিল সে তা তারা শরীরে মেখে নিচ্ছিল। আর যে কিছুই পাচ্ছিল না, সে তার সঙ্গীর হাতের আর্দ্রতা গ্রহণ করছিল। এরপর আমি বেলাল (রা)-কে দেখলাম, তিনি একটি বর্শা নিয়ে তা মাটিতে পুঁতে দিলেন। এসময় রাসূলুল্লাহ (সা) বের হয়ে একটি লাল চাদর পরিধান করতঃ তার আঁচল উত্তমরূপে সামলিয়ে লোকজনসহ দুই রাকাত নামায পড়লেন। উক্ত বর্শা তার সম্মুখে ছিল। দেখা গেল মানুষ এবং পশুসমূহ চলাচল করছে, সেই বর্শার সামনে দিয়ে। –বুখারী, মুসলিম

---

৩৪. 'আবতাহ' মক্কা হতে মিনা যাতায়াতের পথে একটি নিচু জায়গা। সাধারণত এ স্থান দিয়ে পানি গড়িয়ে থাকে। উক্ত স্থানটিকে 'বাতীহা' 'বাতহা' বা 'মুহাসসাব'ও বলা হয়। (আশি'আতুল লুমআত)

٧١٨ - وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّيْ اِلَيْهَا وَزَادَ الْبُخَارِيُّ قُلْتُ اَفَرَاَيْتَ اِذَا هَبَّتِ الرِّكَابُ قَالَ كَانَ يَأْخُذُ الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ فَيُصَلِّيْ اِلٰى اٰخِرَتِهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৭১৮) নাফে' হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী পাক (সা) খোলা ময়দানে নামায পড়ার সময় তাঁর বাহনকে আড়াআড়িভাবে সামনে রেখে দিতেন। তারপর তার দিকে ফিরে নামায পড়তেন। –বুখারী, মুসলিম

কিন্তু বুখারীর রেওয়ায়াতে রয়েছে যে, নাফে' বলেছেন যে, আমি হযরত ইবনে ওমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, উট মাঠে ঘাস খেতে চলে গেলে তখন তিনি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন? তিনি বললেন, তখন তিনি উটের হাওদা এনে সোজা করে সামনে রাখতেন। তারপর তারা পিছনের কাঠির দিকে মুখ করে নামায পড়তেন।

٧١٩ - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا وَضَعَ اَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذٰلِكَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৭১৯) হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ তার সামনে হাওদার পিছনের কাঠের ন্যায় কোন কিছু রেখে তার দিকে ফিরে নামায পড়বে আর তার সামনে দিয়ে লোকজন যাতায়াত করবে তখন কোনকিছুর পরওয়া করবে না। –মুসলিম

٧٢٠ - وَعَنْ اَبِيْ جُهَيْمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ اَنْ يَّقِفَ اَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهُ مِنْ اَنْ يَّمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ - قَالَ اَبُو النَّضْرِ لَا اَدْرِيْ قَالَ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اَوْ شَهْرًا اَوْ سَنَةً - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৭২০) হযরত আবু জুহাইম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, নামাযীর সম্মুখ দিয়ে যাতায়াতকারী যদি জানত এতে কতবড় গুনাহ হয়, তা হলে সে চল্লিশ বছর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম মনে করতো নামাযীর সম্মুখ দিয়ে যাতায়াত করা হতে।

বর্ণনাকারী আবু নযর বলেন, আমি সঠিক জানি না যে, আবু জুহাইম চল্লিশ দিন বলেছেন, না চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বছর বলেছেন। –বুখারী, মুসলিম

٧٢١ - وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ اِلٰى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَاَرَادَ اَحَدٌ اَنْ يَّجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَاِنْ اَبٰى فَلْيُقَاتِلْهُ فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ - (هٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلِمُسْلِمٍ مَعْنَاهُ)

(৭২১) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যখন কেউ কোন বস্তুকে মানুষ হতে অন্তরায়রূপে দাঁড় করিয়ে নামায পড়তে থাকে, আর কেউ সেই অন্তরালের মধ্য দিয়ে গমন করতে চায়, তখন সে যেন তাকে বাধাদান করে। যদি সে বাধা না মানতে চায়, তবে সে যেন তার সাথে সংঘর্ষে মত্ত হয়। কেননা ঐরূপ গমনকারী ব্যক্তি মানুষরূপী শয়তান। –এটা বুখারীর বর্ণনা। আর মুসলিমও এই মর্মে বর্ণনা করেছেন।

٧٢٢ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَيَقِىْ ذٰلِكَ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৭২২) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, স্ত্রীলোক, গাধা এবং কুকুর ইত্যাদি নামায নষ্ট করে এবং তা হতে বাঁচিয়ে রাখে হাওদার পিছনের কাঠের ন্যায় কোন বস্তু। –মুসলিম

٧٢٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ وَاَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৭২৩) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) রাত্রে নামায পড়তেন আর আমি তাঁর এবং কিবলার মাঝখানে আড়াআড়িভাবে শায়িত থাকতাম। জানাযার আড়াআড়ি থাকার ন্যায়। –বুখারী, মুসলিম

٧٢٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلٰى اَتَانٍ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْاِحْتِلَامَ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ بِمِنًى اِلٰى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَىْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَاَرْسَلْتُ الْاَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِى الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذٰلِكَ عَلَىَّ اَحَدٌ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৭২৪) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি একটি মাদী গাধায় আরোহণ করে এলাম। তখন আমার বয়স বালেগ হওয়ার নিকটবর্তী। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (সা) মিনায় কোন দেয়ালের আড়াল ছাড়া লোকজন নামায পড়ছিলেন। তখন আমি কাতারের একাংশের সম্মুখ দিয়ে গেলাম। তারপর গাধাটিকে চরার জন্য ছেড়ে দিয়ে আমি কাতারে প্রবেশ করলাম; কিন্তু আমার এই কাজে কেউ কোনরূপ বাধা দিল না। –বুখারী, মুসলিম

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٧٢٥ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهٖ شَيْئًا فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصَاهُ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ مَعَهٗ عَصًى فَلْيَخْطُطْ خَطًّا ثُمَّ لَا يَضُرُّهٗ مَا مَرَّ اَمَامَهٗ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ) وَابْنُ مَاجَةَ

(৭২৫) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ নামায পড়ার সময় সামনে যেন কিছু রেখে নেয়। এজন্য কোনকিছু না পেলে তার লাঠি দাঁড় করিয়ে নেয়। যদি তার সাথে লাঠিও না থাকে তা হলে যেন (অন্ততঃ) একটি রেখা টেনে নেয়। তারপর তার সম্মুখ দিয়ে কোনকিছু গেলে তার কোন ক্ষতি হবে না। —আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

٧٢٦ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِيْ حَثْمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ اِلٰى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهٗ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(৭২৬) হযরত সহল ইবনে আবু হাছমাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যখন কেউ কোন সুতরা কাঠি সামনে রেখে নামায পড়ে সে যেন তার কাছাকাছি দাঁড়ায়। তা হলে শয়তান তার নামায নষ্ট করতে পারবে না। —আবু দাউদ

٧٢٧ - وَعَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ اِلٰى عُوْدٍ وَلَا عَمُوْدٍ وَلَا شَجَرَةٍ اِلَّا جَعَلَهٗ عَلٰى حَاجِبِهِ الْاَيْمَنِ اَوِ الْاَيْسَرِ وَلَا يَصْمُدُ لَهٗ صَمْدًا - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(৭২৭) হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি যখনই রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কোন কাষ্ঠখণ্ড বা খুঁটি অথবা কোন গাছপালা সামনে রেখে নামায পড়তে দেখেছি, তখনই দেখেছি তিনি তা নিজ ডানভ্রূর অথবা বামভ্রূর সামনেই রেখেছেন। একেবারে সোজা নাক বরাবর সামনে রাখেন নি। —আবু দাউদ

٧٢٨ - وَعَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِيْ بَادِيَةٍ لَنَا وَمَعَهٗ عَبَّاسٌ فَصَلّٰى فِيْ صَحْرَاءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ وَحِمَارَةٌ لَنَا وَكَلْبَةٌ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا بَالٰى بِذٰلِكَ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَلِلنَّسَائِيْ نَحْوُهٗ)

(৭২৮) হযরত ফজল ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নিকট আগমন করলেন। আমরা তখন একটি মাঠে অবস্থান করছিলাম। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তখন

(আমাদের পিতা) আব্বাস (রা)। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন ঐ মাঠে নামায পড়লেন। তাঁর সামনে কোন আড়াল ছিল না। আমাদের একটি মাদী গাধা এবং একটি মাদী কুকুর তাঁর সামনে ছুটাছুটি করছিল: কিন্তু তিনি সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ করলেন না। –আবু দাউদ

٧٢٩ ـ وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ وَادْرَؤُوْا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(৭২৯) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, কোন কিছুই নামায নষ্ট করতে পারে না তবে তোমরা সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারীকে বাধা দিবে, যতটা তোমাদের সাধ্যে কুলায়। নিশ্চয়ই ঐরূপ অতিক্রমকারী শয়তান। –আবু দাউদ

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٧٣٠ ـ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِيْ قِبْلَتِهِ فَاِذَا سَجَدَ غَمَزَنِيْ فَقَبَضْتُ رِجْلِيْ وَاِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ وَالْبُيُوْتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيْهَا مَصَابِيْحُ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৭৩০) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্মুখ দিকে নিদ্রা যেতাম, আর আমার পদদ্বয় থাকত তাঁর কিবলার দিকে। যখন তিনি সিজদায় যেতেন আমাকে খোঁচা দিতেন। আর আমি আমার পা দু'টো টেনে নিতাম। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে গেলে আবার পা দু'টো লম্বা করতাম। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তখন আমাদের ঘরে আলো থাকত না। –বুখারী, মুসলিম

٧٣١ ـ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ اَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِيْ اَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ اَخِيْهِ مُعْتَرِضًا فِي الصَّلَاةِ كَانَ لَاَنْ يُقِيْمَ مِائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْخُطْوَةِ الَّتِيْ خَطَا ـ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

(৭৩১) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যদি তোমাদের কেউ জানত যে, নামাযের মধ্যে তার নামাযী ভাইয়ের সম্মুখ দিয়ে গমনাগমনে কি ক্ষতি রয়েছে তা হলে সে তার একটি পা বাড়ানো অপেক্ষা একশত বছর দাঁড়িয়ে থাকাও ভাল মনে করত। –ইবনে মাজাহ

٧٣٢ ـ وَعَنْ كَعْبِ الْاَحْبَارِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ اَنْ يُّخْسَفَ بِهِ خَيْرًا مِّنْ اَنْ يَّمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ اَهْوَنَ عَلَيْهِ ـ رَوَاهُ مَالِكٌ

(৭৩২) হযরত কা'ব আহবার (রহ) বলেন, কোন মুছল্লির সম্মুখ দিয়ে গমনকারী যদি তার ক্ষতির পরিমাণ বুঝতে পারত, তা হলে সে সম্মুখ দিয়ে গমন না করে নিজের যমিনে ধসে যাওয়াকেই উত্তম মনে করত।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, ধসে যাওয়াকে সহজ মনে করত। –মালেক

٧٣٣ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ السُّتْرَةِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْخِنْزِيرُ وَالْيَهُودِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ وَالْمَرْأَةُ وَتُجْزِئُ عَنْهُ إِذَا مَرُّوْا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ ـ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

(৭৩৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, সুতরা ও আড়াল ব্যতীত নামায আদায়কারীর নামায নষ্ট করে গাধা, শূকর, ইয়াহুদী, অগ্নিপূজক এবং স্ত্রীলোকেরা। অবশ্য তার নামায ত্রুটিমুক্ত থাকে যখন তার একটি কঙ্কর নিক্ষেপ পরিমাণ দূর দিয়ে গমন করে। –আবু দাউদ

بَابُ صِفَةِ الصَّلٰوةِ

পরিচ্ছেদ : নামাযের নিয়ম-কানুন

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٧٣٤ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِىْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلّٰى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ اِرْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. فَرَجَعَ فَصَلّٰى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ اِرْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ فِى الثَّالِثَةِ اَوْ فِى الَّتِىْ بَعْدَهَا عَلِّمْنِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلَاةِ فَاَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَسْتَوِىَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا. وَفِىْ رِوَايَةٍ ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَسْتَوِىَ قَائِمًا ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِىْ صَلٰوتِكَ كُلِّهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৭৩৪) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি মসজিদে ঢুকে নামায পড়লেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তখন মসজিদের এক পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। লোকটি নামায পড়ে তাঁর নিকট এসে তাঁকে সালাম করল। তিনি তাকে সালামের জবাব দিয়ে বললেন, যাও গিয়ে আবার নামায পড়। তোমার নামায হয় নি। লোকটি পুনরায় নামায পড়ে তাঁর নিকট এসে তাঁকে সালাম দিল। তিনি তাকে সালামের জবাব দিয়ে বললেন, যাও আবার নামায পড়। তোমার নামায হয় নি। এভাবে তৃতীয়বার কিংবা চতুর্থবারের পর লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আপনি আমাকে নামাযের রীতি শিখিয়ে দিন। তখন তিনি বললেন, যখন তুমি নামাযে দাঁড়ানোর ইচ্ছা করবে, প্রথমে উত্তমরূপে অজু করে কিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়াবে এবং তাকবীরে তাহরীমা বলবে। তারপর কুরআনে পাকের যা তোমার পক্ষে সহজ হয় তা পাঠ করবে। তারপর রুকূ করবে এবং রুকুতে স্থির থাকবে। তারপর মাথা উঠাবে এবং সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এরপর সিজদাহ করবে এবং সিজদায় স্থির থাকবে। তারপর মাথা উঠাবে এবং স্থিরভাবে বসবে। তারপর (দ্বিতীয়) সিজদাহ করবে এবং সিজদায় স্থির থাকবে। তারপর মাথা উঠাবে এবং স্থির হয়ে বসবে। বর্ণনান্তরে রয়েছে, অতঃপর মাথা উঠাবে এবং সোজা হয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর তোমার সমস্ত নামাযেই এরূপ করবে। –বুখারী, মুসলিম

٧٣٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ بِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلٰكِنْ بَيْنَ ذٰلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتّٰى يَسْتَوِىَ قَائِمًا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتّٰى يَسْتَوِىَ جَالِسًا وَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى وَكَانَ يَنْهٰى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهٰى اَنْ يَّفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلٰوةَ بِالتَّسْلِيْمِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৭৩৫) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহু আকবার দ্বারা নামায শুরু করতেন এবং আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন দ্বারা কিরাত শুরু করতেন। যখন রুকুতে যেতেন, মাথা বেশী উঁচুও করতেন না এবং নীচুও করতেন না বরং উভয় অবস্থার মাঝামাঝি রাখতেন এবং রুকূ হতে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পূর্বে সিজদাহ করতেন না। যখন সিজদাহ হতে মাথা উঠাতেন, সোজা হয়ে না বসে দ্বিতীয় সিজদায় যেতেন না এবং প্রত্যেক দুই রাকাতের পরেই তাশাহহুদ পড়তেন এবং বসতে তিনি তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিতেন আর ডান পা খাড়া রাখতেন। তিনি শয়তানের মত বসতে নিষেধ করতেন এবং পশুর ন্যায় দু'হাত মাটিতে বিছিয়ে দেয়া নিষেধ করতেন। (সবশেষে) তিনি সালাম দ্বারা নামায শেষ করতেন। —মুসলিম

٧٣٦ - وَعَنْ أَبِىْ حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِىْ نَفَرٍ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا اَحْفَظُكُمْ لِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاَيْتُهُ اِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ وَاِذَا رَكَعَ اَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوٰى حَتّٰى يَعُوْدَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ فَاِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِاَطْرَافِ اَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ فَاِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلٰى رِجْلِهِ الْيُسْرٰى وَنَصَبَ الْيُمْنٰى فَاِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَنَصَبَ الْاُخْرٰى وَقَعَدَ عَلٰى مَقْعَدَتِهِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

(৭৩৬) হযরত আবু হুমাইদ সায়েদী (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণের মধ্যে বললেন, আমি আপনাদের তুলনায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামায বেশী স্মরণ রেখেছি। আমি তাঁকে দেখেছি. তিনি তাকবীরে[৩৫]

৩৫. তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় হাত কতটুকু পর্যন্ত উঠাতে হবে ইমামগণের বিভিন্ন মতামত রয়েছে–

Contents

তাহরীমা বলার সময় দুইহাত দু'কাঁধ বরাবর উঠাতেন এবং রুকুতে দু'হাত দ্বারা দু' হাঁটু শক্তভাবে ধরতেন এবং পৃষ্ঠ নত করে নিতম্ব ও ঘাড় বরাবর সোজা রাখতেন। রুকূ হতে মাথা উঠিয়ে একেবারে সোজাভাবে দাঁড়িয়ে যেতেন। যাতে পিঠের প্রত্যেক গিঁট যথাস্থানে পৌঁছে যেত। তারপর যখন সিজদাহ করতেন দু'হাত যমিনে না মিলিয়ে এবং পেটের সাথে না মিশিয়ে উঁচু করে রাখতেন এবং দু' পায়ের আঙ্গুলসমূহের মাথাকে কিবলামুখী করে রাখতেন। তারপর দু' রাকাতের পরে বাম পায়ের উপর বসতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন। তারপর যখন শেষ রাকাতের পরে বসতেন, তখন বাম পা ডানদিকে বাড়িয়ে দিতেন এবং অপর পা খাড়া রেখে নিতম্বের উপর উপবেশন করতেন। -বুখারী

٧٣٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَاِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا كَذٰلِكَ وَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي السُّجُوْدِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৭৩৭) হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামায শুরু করবার সময় দু'হাত, দু' কাঁধ বরাবর উঠাতেন। তারপর যখন রুকুর জন্য তাকবীর বলতেন এবং যখন রুকু[৩৬] হতে মাথা তুলতেন, তখনও এভাবে দু'হাত তুলতেন এবং বলতেন, সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ, রাব্বানা লাকাল হামদ; কিন্তু সিজদায় যেতে এরূপ করতেন না। -বুখারী , মুসলিম

---

১. ইমাম শাফী, মালেক, আহমদ (রহ)-এর মতে উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতে হবে। তাঁদের দলীল আলোচ্য হাদীস- -(মেরকাত)

৩৬. রুকুতে যাবার সময় এবং রুকূ হতে উঠার সময় "উভয় হাত উত্তোলন" শীর্ষক বিষয়ে ইমামদের মাঝে ভিন্ন মতামত রয়েছে-

১. ইমাম শাফী, আহমদ, মালেক ও হাসান বসরী (রহ)-এর মতে উভয় হাত উত্তোলন করা সুন্নত ও উত্তম। তাদের দলীল হল- আলোচ্য হাদীস।

২. ইমাম আবু হানিফা, সাহেবাইন ও সুফিয়ান ছাওরী (রহ)-এর মতে উভয় হাত উত্তোলন করা সুন্নত নয়; বরং এটা না করাই উত্তম। তাঁদের দলীল নিম্নরূপ-

١ـ اِنَّ بْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ اُصَلِّيْ بِكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلّٰى. فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ اِلَّا فِيْ اَوَّلِ مَرَّةٍ ـ (رواه ابوداود والترمذى والنسائى)

٢ـ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اِذَا كَبَّرَ لِاِفْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يَكُوْنَ اِبْهَامَاهُ قَرِيْبًا مِنْ شَحْمَتَىْ اُذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ ـ (رواه الطحاوى)

ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর পক্ষ থেকে শাফী (রহ)-এর দলীল হিসেবে পেশকৃত আলোচ্য হাদীসের উত্তর নিম্নরূপ :

১. رَفْعُ يَدَيْنِ (উভয় হাত উত্তোলন) প্রথম যুগে ছিল, পরে মনসূখ হয়ে গেছে।

২. অথবা হুজুর (সা) بَيَانِ جَوَازْ এর জন্য رَفْعُ يَدَيْنِ (উভয় হাত উত্তোলন) করেছেন। -(মেরকাত)

(৭৪১) হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী পাক (সা)-কে দেখেছেন, তিনি তখন উভয় হাত উঠালেন যখন তিনি তাকবীর বলে নামায শুরু করলেন। তারপর উভয় হাত কাপড়ে ঢাকলেন এবং ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখলেন। তারপর রুকূ করার ইচ্ছা করে উভয় হাত কাপড় হতে বের করে উপরের দিকে উঠালেন ও তাকবীর বললেন। তারপর রুকূ করলেন। অতঃপর সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলার সময় আবার উভয় হাত উঠালেন। তারপর দুই হাতের মধ্যস্থলে সিজদাহ করলেন। —মুসলিম

٧٤٢ ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ اَنْ يَّضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنٰى عَلٰى ذِرَاعِهِ الْيُسْرٰى فِى الصَّلٰوةِ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

(৭৪২) হযরত সাহাল ইবনে সা'দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, লোকদেরকে বলা হতো যেন তারা নামাযের মধ্যে ডানহাত বাম হাতের উপর রাখে।

٧٤٣ ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهٗ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهْوِىْ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهٗ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِى الصَّلٰوةِ كُلِّهَا حَتّٰى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوْسِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৭৪৩) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযে দাঁড়ানোর সময় তাকবীর বলতেন। তারপর তাকবীর বলতেন রুকূ করবার সময়। অতঃপর বলতেন, সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ। তখন রুকূ হতে পিঠ সোজা করতেন। তারপর দাঁড়িয়ে বলতেন, রাব্বানা লাকাল হামদ। তারপর নীচের দিকে ঝুঁকবার কালে তাকবীর বলতেন। তারপর সিজদায় যাবার সময় তাকবীর বলতেন। তারপর মাথা উঠানোর কালে তাকবীর বলতেন। তিনি সমস্ত নামাযেই এরূপ করতেন—যে পর্যন্ত না নামায শেষ করতেন। আর তাকবীর বলতেন যখন তিনি দু' রাকাত শেষে বসার পর দাঁড়াতেন। —বুখারী, মুসলিম

٧٤٤ ـ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ طُوْلُ الْقُنُوْتِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৭৪৪) হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, নামাযের উত্তম বিষয় হল, কুনূত দীর্ঘ করা। কুনূত শব্দটি দাঁড়িয়ে থাকা এবং সিজদায় থাকা উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। (আশি'আতুল লুমআত)।

٧٣٨ - وَعَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ اِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذٰلِكَ ابْنُ عُمَرَ اِلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(৭৩৮) হযরত নাফে' হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) যখন নামায শুরু করতেন, তাকবীরে তাহরীমা বলতেন এবং দু'হাত উঠাতেন। তারপর যখন রুকুতে যেতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন এবং যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলতেন, তখনও দু' হাত উঠাতেন। তারপর যখন দু' রাকাত পড়ে দাঁড়াতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন এবং ইবনে ওমর (রা) এটা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নাম করেই বলেছেন। –বুখারী

٧٣٩ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا اُذُنَيْهِ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَفِيْ رِوَايَةٍ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوْعَ اُذُنَيْهِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৭৩৯) হযরত মালেক ইবনে হুয়াইরিছ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন তাকবীরে তাহরীমা বলতেন, দু'হাত উঠাতেন। এতে তিনি উভয় হাত কান বরাবর তুলতেন এবং যখন রুকু হতে মাথা উঠাতেন এবং সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলতেন তখনও এরূপ করতেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, এমন কি দু' হাত দু' কানের লতি বরাবর তুলতেন। –বুখারী, মুসলিম

٧٤٠ - وَعَنْهُ اَنَّهُ رَاَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ فَاِذَا كَانَ فِيْ وِتْرٍ مِنْ صَلٰوتِهٖ لَمْ يَنْهَضْ حَتّٰى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(৭৪০) হযরত মালেক ইবনে হুয়াইরিছ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী পাক (সা)-কে নামায পড়তে দেখেছেন, তিনি যখন বেজোড় রাকাতে থাকতেন (সিজদাহ হতে) উঠে দাঁড়াতেন না–যে পর্যন্ত না সোজা হয়ে বসতেন। –বুখারী

٧٤١ - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ اَنَّهُ رَاَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهٖ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ اَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٧٤٥ - عَنْ أَبِيْ حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِيْ عَشَرَةٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا فَاعْرِضْ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلَا يُصَبِّيْ رَأْسَهٗ وَلَا يُقْنِعُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهٗ فَيَقُوْلُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَقُوْلُ اَللهُ اَكْبَرُ ثُمَّ يَهْوِيْ اِلَى الْاَرْضِ سَاجِدًا فَيُجَافِيْ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَيَفْتَحُ اَصَابِعَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهٗ وَيُثْنِيْ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَعْتَدِلُ حَتّٰى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ اِلٰى مَوْضِعِهٖ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُوْلُ اللهُ اَكْبَرُ وَيَرْفَعُ وَيَثْنِيْ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَعْتَدِلُ حَتّٰى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ اِلٰى مَوْضِعِهٖ ثُمَّ يَنْهَضُ ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ اِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَصْنَعُ ذٰلِكَ فِيْ بَقِيَّةِ صَلَاتِهٖ حَتّٰى اِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِيْ فِيهَا التَّسْلِيْمُ اَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْسَرِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالُوْا صَدَقْتَ هٰكَذَا كَانَ يُصَلِّيْ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ مَعْنَاهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِاَبِيْ دَاوُدَ مِنْ حَدِيْثِ اَبِيْ حُمَيْدٍ ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ كَاَنَّهٗ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَنَحَّاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ وَقَالَ ثُمَّ سَجَدَ فَاَمْكَنَ اَنْفَهٗ وَجَبْهَتَهُ الْاَرْضَ وَنَحّٰى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهٗ عَلٰى شَيْءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ حَتّٰى فَرَغَ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَاَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنٰى عَلٰى قِبْلَتِهٖ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُمْنٰى وَكَفَّهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُسْرٰى وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهٖ يَعْنِي السَّبَّابَةَ وَفِيْ اُخْرٰى لَهٗ وَاِذَا قَعَدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلٰى بَطْنِ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى وَنَصَبَ الْيُمْنٰى وَاِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ اَفْضٰى بِوَرِكِهِ الْيُسْرٰى اِلَى الْاَرْضِ وَاَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ۔

(৭৪৫) হযরত আবু হুমাইদ সায়েদী (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দশজন সাহাবীর মধ্যে বললেন, আমি আপনাদের তুলনায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামায সম্পর্কে বেশী অবগত। তারা বললেন, তবে তা আপনি আমাদের নিকট বলুন। তখন তিনি বললেন. রাসূলুল্লাহ (সা) যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন দুহাত উপরে তুলতেন। তা দু'কাঁধ বরাবর করতেন। তারপর তাকবীর বলতেন, তারপর কিরাত পাঠ করতেন। অতঃপর তাকবীর বলতেন এবং দু'হাত উঠাতেন। তা কাঁধ বরাবর করতেন। অতঃপর রুকূ করতেন এবং দু'হাতের তালুকে দু' হাঁটুর উপরে রাখতেন। এ সময় পিঠ সোজা রাখতেন। মাথা নীচের দিকেও বেশী ঝুকাতেন না এবং বেশী উপরেও উঠাতেন না। অতঃপর মাথা তুলতেন এবং বলতেন, সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ। তারপর সোজা হয়ে দুহাত তুলতেন। তা দু' কাঁধ বরাবর করতেন। তারপর বলতেন, আল্লাহু আকবার। তারপর সিজদাহ-এর জন্য যমিনের দিকে ঝুঁকতেন। সিজদায় দু' হাতকে দু' পাঁজর হতে পৃথক রাখতেন এবং দু' পায়ের আঙ্গুলসমূহ (কিবলার দিকে) ঘুরিয়ে দিতেন। তারপর মাথা তুলতেন এবং তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসতেন। অতঃপর তিনি সোজা হয়ে থাকতেন, যেন তাঁর প্রত্যেক হাড় নিজ নিজ স্থানে ঠিকভাবে বসে যায়। এরপর তিনি দ্বিতীয় সিজদায় যেতেন। তারপর মাথা তুলতে তুলতে আল্লাহু আকবার বলতেন এবং বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসতেন। এ সময় এমনভাবে সোজা হয়ে বসে থাকতেন যেন তাঁর সমস্ত হাড় আপন আপন স্থানে বসে যায়। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাকাতেও এরূপ করতেন। তারপর যখন দু' রাকাত শেষে দাঁড়িয়ে যেতেন তখনও তাকবীর বলতেন এবং দুহাত তুলতেন। তা দু' কাঁধ বরাবর করতেন, যেভাবে নামায শুরুর তাকবীরের সময় করেছিলেন। অতঃপর তিনি তার অবশিষ্ট নামাযেও এরূপ করতেন। অবশেষে যখন তিনি নামাযের শেষ সিজদায় পৌছতেন, যার পর সালাম ফেরাতে হয়। তখন বাম পা পেছনের দিকে বিছিয়ে দিতেন এবং বাম নিতম্বের উপর বসতেন। তারপর সালাম ফেরাতেন। তখন তারা বলে উঠলেন, আপনি সত্য বলেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপেই নামায পড়তেন। —আবু দাউদ, দারেমী

আর তিরমিযী এবং ইবনে মাজাহ এই মর্মে বর্ণনা করেছেন, তিরমিযী বলেছেন যে, এটা হাসান, ছহীহ হাদীস।

আবু দাউদের এক বর্ণনায় আবু হুমাইদের হাদীসে রয়েছে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) রুকূ করতেন এবং দু' হাত দু' হাঁটুর উপর রাখতেন যেন তা মজবুতভাবে ধরে রেখেছেন। এ সময় তিনি উভয় হাত ধনুকের মত করতেন এবং দুই পার্শ্বদেশ হতে দূরে রাখতেন। আবু হুমাইদ আরও বলেন, তারপর তিনি সিজদাহ করতেন এবং নাসিকা ও ললাটকে ঠিকভাবে যমিনে লাগাতেন এবং দু'হাত দু' পাঁজর হতে দূরে রাখতেন এবং তিনি দু'হাত যমিনে স্থাপন করতেন; দু' কাঁধ বরাবর। আর দু' উরুকে ফাঁক করে রাখতেন। পেট দু' উরুর উপরে ঠেকাতেন না। এভাবে তিনি সিজদাহ শেষ করে বসতেন। বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পায়ের অগ্রভাগকে কিবলার দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। আর ডান করতলকে ডান হাঁটুর উপর এবং বাম করতলকে বাম হাঁটুর উপর রাখতেন এবং শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করলেন।

আবু দাউদের বর্ণনান্তরে রয়েছে, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) দু' রাকাতের পর বসতেন তখন বাম পায়ের পেটের উপর বসতেন আর ডান পা খাড়া করে রাখতেন। আর যখন তিনি চতুর্থ রাকাতে পৌছতেন তখন বাম নিতম্ব যমিনে ঠেকাতেন এবং উভয় পা একদিক দিয়ে বের করে দিতেন অর্থাৎ বের করে দিতেন ডানদিক দিয়ে।

٧٤٦ - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَامَ إِلَى الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ وَحَاذٰى إِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ يَرْفَعُ إِبْهَامَيْهِ إِلٰى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ.

(৭৪৬) হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখেছেন, তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে উভয় হাত উত্তোলন করলেন, তাতে তার হাত কাঁধ বরাবর হয়ে গেল এবং দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় কান বরাবর করলেন এবং তাকবীর বললেন। –আবু দাউদ

অপর বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর দু' বৃদ্ধাঙ্গুলি উঠাতেন তাঁর দু'কানের লতি পর্যন্ত।

٧٤٧ - وَعَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

(৭৪৭) হযরত কাবীছাহ ইবনে হুলব (রহ) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, তার পিতা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের ইমামতি করতেন এবং (কিয়ামে) ডান হাতদ্বারা বামহাত ধারণ করতেন। –তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

٧٤٨ - وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَصَلّٰى فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعِدْ صَلَاتَكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. فَقَالَ عَلِّمْنِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ أُصَلِّيْ؟ قَالَ إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْاٰنِ وَمَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَقْرَأَ فَإِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلٰى رُكْبَتَيْكَ وَمَكِّنْ رُكُوْعَكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ فَإِذَا رَفَعْتَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ وَارْفَعْ رَأْسَكَ حَتّٰى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلٰى مَفَاصِلِهَا فَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنِ السُّجُوْدَ فَإِذَا رَفَعْتَ فَاجْلِسْ عَلٰى فَخِذِكَ الْيُسْرٰى ثُمَّ اصْنَعْ ذٰلِكَ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ وَسَجْدَةٍ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ هٰذَا لَفْظُ الْمَصَابِيْحِ - وَرَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ مَعَ تَغْيِيْرٍ يَسِيْرٍ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مَعْنَاهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللهُ بِهِ ثُمَّ تَشَهَّدْ فَأَقِمْ فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْاٰنٌ فَاقْرَأْ وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ ثُمَّ ارْكَعْ.

(৭৪৮) হযরত রিফাআহ ইবনে রাফে' (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (একদা) এক ব্যক্তি মসজিদে এসে নামায পড়ল, তারপর সামনে গিয়ে নবী পাক (সা)-কে সালাম করল। তিনি বললেন, তোমার নামায আবার পড়। তুমি নামায পড় নি। তখন লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! (তবে) আমি কিরূপে নামায পড়ব আমাকে শিখিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি কেবলামুখী হয়ে (দাঁড়িয়ে) প্রথমে তাকবীর

(তাহরীমা) বলবে, তারপর সূরা ফাতেহা পড়ে তুমি আল্লাহ্ প্রদত্ত তাওফীক অনুযায়ী (কুরআনে পাকের) আর যা পার পাঠ করবে। তারপর যখন রুকূ করবে, দু' হাতের করতল দু' হাঁটুর উপর রাখবে এবং সুস্থির থাকবে এবং পিঠ সমান রাখবে। এরপর উঠার সময় পিঠ সোজা করবে এবং মাথা এভাবে উঠাবে যেন হাড়সমূহ নিজ নিজ স্থানে পৌঁছে যায়। তারপর সিজদায় গিয়ে তাতে সুস্থির থাকবে। আবার যখন (সিজদাহ হতে) উঠবে, তখন বাম উরুর উপর বসবে। অতঃপর প্রত্যেক রুকূ ও সিজদায় এরূপ করতে থাকবে (খুব) ধীরস্থিরভাবে। এটা মাছাবীহের ভাষ্য।

এই হাদীস সামান্য পরিবর্তন সহকারে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী এবং নাসায়ী এর অর্থের অনুরূপ (বর্ণনা করেছেন)।

তিরমিযীর বর্ণনান্তরে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যখন তুমি নামাযের জন্য দাঁড়াতে মনস্থ করবে, তুমি আল্লাহ্র নির্দেশানুরূপ অজু করবে। তারপর কালেমায় শাহাদাত পাঠ করবে। তারপর একামত বলে নামায আরম্ভ করবে। এই সময় তোমার কুরআন (কিরাত) জানা থাকলে তা পড়বে, জানা না থাকলে আল্লাহ্ পাকের কিছু হাম্দ এবং তাকবীর তাহলীল পাঠ করবে। তারপর রুকূ করবে।

٧٤٩ - وَعَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلٰوةُ مَثْنٰى مَثْنٰى تَشَهُّدٌ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَخَشُّعٌ وَتَضَرُّعٌ وَتَمَسْكُنٌ ثُمَّ تُقْنِعُ يَدَيْكَ يَقُوْلُ تَرْفَعُهُمَا اِلٰى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلًا بِبُطُوْنِهِمَا وَجْهَكَ وَتَقُوْلُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَنْ لَّمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَهُوَ كَذَا وَكَذَا - وَفِيْ رِوَايَةٍ فَهُوَ خِدَاجٌ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

(৭৪৯) হযরত ফজল ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, (নফল) নামায দু' রাকাত দু' রাকাত এবং প্রত্যেক দু' রাকাতেই সাক্ষ্যদান ভয়-ভীতি, বিনয় এবং দীন-হীনতার নিদর্শন থাকতে হবে। তারপর তুমি তোমার দু'হাত উত্তোলন করবে। অর্থাৎ, তুমি তোমার দুহাত তোমার প্রতিপালকের প্রতি (মুনাজাতের জন্য) উত্তোলন করবে। হাতের বুকের দিক তোমার চেহারার দিকে আর রেখে বলবে, হে আল্লাহ্, হে আল্লাহ্! আর যে এরূপ করবে না, তার নামায এরূপ, এরূপ হবে। বর্ণনান্তরে রয়েছে, তার নামায অপূর্ণ থাকবে । –তিরমিযী

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٧٥٠ - عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُعَلّٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلّٰى لَنَا اَبُوْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيْرِ حِيْنَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ وَحِيْنَ سَجَدَ وَحِيْنَ رَفَعَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَقَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(৭৫০) হযরত সাঈদ ইবনে হারেছ ইবনে মুআল্লা হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) আমাদেরকে নামায পড়ালেন এবং সিজদাহ করার সময়, সিজদাহ হতে মাথা উঠানোর সময় এবং দু' রাকাতের পর মাথা উঠানোর সময় উচ্চস্বরে তাকবীর বললেন। অতঃপর বললেন, আমি নবী পাক (সা)-কে এরূপ করতে দেখেছি।–বুখারী

٧٥١ ـ وَعَنْ عِكْرِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِيْنَ تَكْبِيْرَةً فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ اِنَّهٗ اَحْمَقُ فَقَالَ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ سُنَّةُ اَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(৭৫১) হযরত ইকরিমাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি মক্কায় এক শায়খের (হযরত আবু হুরায়রাহ (রা)-এর) পিছনে নামায পড়লাম। তিনি নামাযে মোট বাইশবার তাকবীর বললেন। (অতঃপর) আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট বললাম যে, লোকটি নির্বোধ বৈকি! তা শুনে তিনি বললেন, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক। (অর্থাৎ তুমি ধ্বংস হও)। এটা তো হযরত আবুল কাসেম (সা)-এরই তরীকা। –বুখারী

٧٥٢ ـ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ مُرْسَلًا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَلَمْ تَزَلْ صَلٰوتُهٗ حَتّٰى لَقِيَ اللّٰهَ تَعَالٰى ـ (رَوَاهُ مَالِكٌ)

(৭৫২) হযরত আলী ইবনে হোসায়েন মুরসাল সূত্রে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মাথা নীচু করবার কালে এবং উপরে উঠানোর কালে তাকবীর বলতেন। তিনি ইনতিকাল পর্যন্তই নামায এভাবে পড়েছেন। –মালেক

٧٥٣ ـ وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ لَنَا ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَلَا اُصَلِّيْ بِكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَصَلّٰى وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ اِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً مَعَ تَكْبِيْرَةِ الْاِفْتِتَاحِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَيْسَ هُوَ بِصَحِيْحٍ عَلٰى هٰذَا الْمَعْنٰى

(৭৫৩) হযরত আলকামাহ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বললেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর (নামাযের মত) নামায পড়ে দেখাব না? অতঃপর নামায পড়লেন কিন্তু তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া আর কোনস্থানে হাত উঠালেন না।

–তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী

আবু দাউদ বলেছেন, হাদীসটি এই অর্থে বিশুদ্ধ নয় (কিন্তু তিরমিযী এটিকে হাসান বলেছেন)।

٧٥٤ ـ وَعَنْ اَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ ـ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

(৭৫৪) হযরত আবু হুমাইদ সায়েদী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযে দাঁড়ানোর সময় কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতেন এবং হাত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলতেন। –ইবনে মাজাহ

٧٥٥ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَفِيْ مُؤَخِّرِ الصُّفُوْفِ رَجُلٌ فَاَسَاءَ الصَّلٰوةَ فَلَمَّا سَلَّمَ نَادَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلَانُ اَلَا تَتَّقِي اللّٰهَ؟ اَلَا تَرٰى كَيْفَ تُصَلِّيْ؟ اِنَّكُمْ تُرَوْنَ اَنَّهُ يَخْفٰى عَلَيَّ شَيْءٌ مِمَّا تَصْنَعُوْنَ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاَرٰى مِنْ خَلْفِيْ كَمَا اَرٰى مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

(৭৫৫) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একবার আমাদেরকে জোহরের নামায পড়ালেন। তখন এক ব্যক্তি সর্ব পেছনের কাতারে ছিল এবং নামায যেনতেনভাবে আদায় করছিল। নামাযের সালাম ফিরাবার পর রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে ডাকলেন, হে অমুক! তুমি কি আল্লাহ্‌কে ভয় কর না? তুমি কি তোমার নামাযের দিকে লক্ষ্য রাখ না? তোমরা মনে করছ যে তোমাদের কার্যকলাপ আমার অজ্ঞাত থাকে? আল্লাহ্‌র কসম! নিশ্চয়ই আমি আমার পিছনের দিকও দেখি, যেভাবে আমার সম্মুখের দিক দেখি। –আহমদ

بَابُ مَا يُقْرَأُ بَعْدَ التَّكْبِيْرِ

পরিচ্ছেদ : তাকবীরে তাহরীমার পর পঠিতব্য বিষয়

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٧٥٦ - عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً فَقُلْتُ بِأَبِيْ وَاُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُوْلُ قَالَ اَقُوْلُ اللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৭৫৬) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাকবীরে তাহরীমা এবং কিরাতের মাঝখানে কিছু সময় নীরব থাকতেন। একবার আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত। আপনি তাকবীর এবং কিরাতের মাঝখানে যে (কিছু সময়) নীরব থাকেন ঐ সময় কি বলেন? তিনি বললেন, আমি বলি, হে আল্লাহ্! আমার এবং গুনাহসমূহের মধ্যে ব্যবধান করে দিন, যেভাবে আপনি মাশরেক ও মাগরেবের মধ্যে ব্যবধান করেছেন। হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে গুনাহ হতে পরিষ্কার করে দিন, যেভাবে সাদা কাপড়কে ময়লা হতে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ্! আপনি আমার গুনাহসমূহকে পানি, বরফ এবং মুষলধারায় বৃষ্টি দ্বারা ধুয়ে ফেলুন। –বুখারী, মুসলিম

٧٥٧ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ وَفِيْ رِوَايَةٍ كَانَ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلٰوتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَنْتَ رَبِّيْ وَاَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ جَمِيْعًا اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ وَاهْدِنِيْ لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِيْ لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِيْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ اَنَا بِكَ وَاِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ وَاِذَا رَكَعَ قَالَ اللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَمُخِّيْ وَعَظْمِيْ وَعَصَبِيْ فَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ قَالَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ

الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوٰتِ وَمِلْأَ الاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ وَاِذَا سَجَدَ قَالَ اللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ خَلَقَهٗ وَصَوَّرَهٗ وَشَقَّ سَمْعَهٗ وَبَصَرَهٗ تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ثُمَّ يَكُوْنُ مِنْ اٰخِرِ مَا يَقُوْلُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيْمِ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّيْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ۔

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلشَّافِعِيِّ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ اَنَا بِكَ وَاِلَيْكَ لَا مَنْجَى مِنْكَ وَلَا مَلْجَاَ اِلَّا اِلَيْكَ تَبَارَكْتَ۔

(৭৫৭) হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতেন, বর্ণনান্তরে রয়েছে, যখন নামায শুরু করতেন, তাকবীরে তাহরীমা বলতেন। তারপর বলতেন, আমি যাবতীয় দিক হতে মুখ ফিরিয়ে আমার মুখ ফিরিয়েছি তাঁর দিকে। যিনি আসমান ও যমিনের সৃষ্টিকর্তা এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন এবং আমার মরণ সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আর এরই জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্গত। হে আল্লাহ্! আপনিই রাজাধিরাজ। আপনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আপনি আমার প্রভু এবং আমি আপনার দাসানুদাস। আমি আমার নিজের উপর জুলুম করেছি এবং আমি আমার অন্যায়-অপরাধ স্বীকার করছি; সুতরাং আপনি আমার যাবতীয় অপরাধ মাফ করুন। নিশ্চয় আপনি ছাড়া আর কেউ অপরাধসমূহ মাফ করতে পারে না। আপনি আমাকে উত্তম চরিত্রের পথে পরিচালিত করুন। আপনি ছাড়া উত্তম চরিত্রের পথে আর কেউ পরিচালিত করতে পারে না। আপনি আমা হতে মন্দ আচরণকে দূরে রাখুন। আপনি ছাড়া অপর কেউ আমাকে তা হতে দূরে রাখতে পারে না। হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকটে উপস্থিত আছি এবং আপনার আদেশ পালনে প্রস্তুত আছি। যাবতীয় কল্যাণই আপনার হাতে এবং কোন অকল্যাণই আপনার দ্বারা হয় না। আমি আপনার সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত আছি এবং আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। আপনি মঙ্গলময়। আপনি উচ্চ। আমি আপনার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করছি এবং আপনার দিকেই মুখ ফেরাচ্ছি।

আর যখন তিনি রুকূ করতেন, তখন বলতেন, হে আল্লাহ্! আমি আপনারই জন্য রুকূ করলাম এবং আপনাকেই বিশ্বাস করলাম। আর আপনারই নিকট আত্মসমর্পণ করলাম। আপনার নিকটই অবনত আমার শ্রবণশক্তি, আমার দৃষ্টিশক্তি, আমার মজ্জা, আমার অস্থি এবং শিরা-উপশিরা। এরপর মাথা উঠিয়ে বলতেন, হে আল্লাহ্! হে আমাদের প্রতিপালক! আপনারই প্রশংসায় যাবতীয় আসমান ও যমিন এবং তার মধ্যকার সকল কিছু ন্যস্ত রয়েছে।

আর যখন তিনি সিজদাহ করতেন, তখন বলতেন, হে আল্লাহ্! আমি আপনারই উদ্দেশ্যে সিজদাহ করছি এবং আপনাকেই বিশ্বাস করছি। আর আপনারই প্রতি আত্মসমর্পণ করছি। আমার চেহারা তাঁরই উদ্দেশ্যে

সিজদাহ করল, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার আকৃতি দান করেছেন। আর তার কান এবং চক্ষু খুলে দিয়েছেন। তিনিই মঙ্গলময় আল্লাহ্, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা। এরপর তিনি সবশেষে তাশাহহুদ এবং সালামের মাঝখানে যা বলতেন, তা হলো এই ঃ হে আল্লাহ্! আমাকে মাফ করুন। আমার পূর্বকৃত কাজগুলো এবং যা পরে করব। আর যা আমি গোপনে করেছি এবং প্রকাশ্যে করেছি। যা সীমাতিরিক্ত করেছি। আর যা আপনি আমার চেয়ে অধিক জানেন। আপনিই আদি, আপনিই শেষ। আপনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। –মুসলিম

ইমাম শাফেয়ীর এক বর্ণনায় আছে, মন্দ আপনার জন্য নয় এবং সুপথ লাভ করেছে সে-ই, যাকে আপনি সুপথ দেখিয়েছেন। আমি আপনারই সাহায্যে বহাল রয়েছি এবং আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। আপনার হাত হতে রক্ষা পাওয়ার কোন স্থান নেই এবং আপনি ব্যতীত আশ্রয় লাভেরও কোন স্থান নেই। আপনি মঙ্গলময়।

٧٥٨ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا فَقَالَ رَجُلٌ جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهَا فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৭৫৮) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত রয়েছে, এক ব্যক্তি এসে নামাযের কাতারে প্রবেশ করল। সে তখন হাঁপাচ্ছিল। সে বলল, "আল্লাহু আকবার, আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাছীরান তাইয়্যিবান, মুবারাকান ফীহি" অর্থাৎ আল্লাহ্ অতি মহান। আল্লাহ্‌র জন্য যাবতীয় প্রশংসা। তিনি পবিত্র এবং মঙ্গলময়। এরপর যখন রাসূলুল্লাহ (সা) নামায শেষ করলেন। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে এই কথাগুলো কে বলেছে? সকলে নীরব রইল। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে এই কথাগুলো কে বলেছে? (তখনও) সকলে নীরব রইল। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে এই কথাগুলো বলেছে? সে খারাপ কোন কথা বলেনি। তখন একটি লোক বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমি। আমিই ওই কথাগুলো বলেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমি বারজন ফিরিশতাকে দেখেছি, তারা তা নিয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে কে প্রথম যেতে পারে তজ্জন্য তাড়াহুড়া করছে। –মুসলিম

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٧٥٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ لَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ حَارِثَةَ وَقَدْ تُكُلِّمَ فِيْهِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهٖ

(৭৫৯) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামায শুরু করার সময় বলতেন, সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া লাইলাহা গাইরুকা" অর্থাৎ তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি হে আল্লাহ্! তোমার প্রশংসার সাথে। তোমার নাম মঙ্গলময়, তোমার মহিমা উচ্চ এবং তুমি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। –তিরমিযী, আবু দাউদ

ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন আবু সাঈদ (রা) হতে। আর তিরমিযী (রহ) বলেছেন যে, এটা শুধু হারেছার সূত্রে বর্ণিত। তার স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে অভিযোগ বিদ্যমান।

٧٦٠ ـ وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهٗ رَاَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ صَلَاةً قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ثَلَاثًا اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ نَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ وَهَمْزِهٖ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ) وَابْنُ مَاجَةَ اِلَّا اَنَّهٗ لَمْ يَذْكُرْ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا ـ وَذَكَرَ فِيْ اٰخِرِهٖ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ نَفْخُهُ الْكِبْرُ وَنَفْثُهُ الشِّعْرُ وَهَمْزُهُ الْمُوْتَةُ

(৭৬০) হযরত জোবায়ের ইবনে মোত'ইম (রা) হতে বর্ণিত রয়েছে। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এক নামায পড়তে দেখেছেন। তিনি (তাকবীরে তাহরীমার পর) বললেন, আল্লাহ্ অতি মহান, আল্লাহ্ অতি মহান, আল্লাহ্ অতি মহান। আল্লাহ্র জন্য বহু প্রশংসা, আল্লাহ্র জন্য বহু প্রশংসা, আল্লাহ্র জন্য বহু প্রশংসা। আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করছি, সকালে বিকালে (তিনবার) আমি আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, বিতাড়িত শয়তান হতে। তার অহমিকা, তার যাদু এবং তার প্রতারণা হতে। –আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

কিন্তু ইবনে মাজাহ ওয়াল হামদু লিল্লাহি কাছীরান বাক্যটি উল্লেখ করেন নি। অধিকন্তু তিনি শেষ দিকে শুধু মিনাশ শাইত্বানের রাজীম উল্লেখ করেছেন। হযরত ওমর (রা) বলেছেন যে, "নফ্‌খ" শব্দের অর্থ অহমিকা। 'নফছ' অর্থ গান আর 'হাময' অর্থ পাগলের কাজ।

٧٦١ ـ وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهٗ حَفِظَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكْتَتَيْنِ سَكْتَةً اِذَا كَبَّرَ وَسَكْتَةً اِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَصَدَّقَهٗ اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ نَحْوَهٗ)

(৭৬১) হযরত সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত রয়েছে। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দু'টো নীরব থাকা সম্পর্কে স্মরণ রেখেছেন। একটি নীরব থাকা হল যখন তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলা শেষ করতেন।

আর অপর নীরব থাকাটি হল, যখন তিনি গাইরিল মাগদ্বুবি আলাইহিম ওয়ালদ্দোয়াল্লীন বাক্যটি পড়ে শেষ করতেন। সামুরাহর এই হাদীস যখন উবাই ইবনে কা'বের নিকট পৌছল, তিনি (উবাই ইবনে কা'ব) এর সত্যতা স্বীকার করলেন। –আবু দাউদ

তিরমিযী ইবনে মাজাহ এবং দারেমী এইরূপ বর্ণনা করেছেন।

٧٦٢ ـ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اِسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَلَمْ يَسْكُتْ هٰكَذَا فِيْ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ وَذَكَرَهُ الْحُمَيْدِيُّ فِيْ اَفْرَادِهِ وَكَذَا صَاحِبُ الْجَامِعِ عَنْ مُسْلِمٍ وَحْدَهُ

(৭৬২) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন দ্বিতীয় রাকাতের পর (তাশাহহুদ পড়ে) দাঁড়াতেন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন দ্বারা কিরাত শুরু করতেন এবং নীরব থাকতেন না। –মুসলিম

হুমাইদী বর্ণনা করেছেন, তাঁর একা নামাযের সময় জামে' গ্রন্থকার মুসলিম হতে তদ্রূপ একা নামায পড়ার সময়ের কথা বলেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٧٦٣ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنْ اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ لِاَحْسَنِ الْاَعْمَالِ وَاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِيْ لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ وَقِنِيْ سَيِّئَ الْاَعْمَالِ وَسَيِّئَ الْاَخْلَاقِ لَا يَقِيْ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ ـ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

(৭৬৩) হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) যখন নামায শুরু করতেন, তাকবীরে তাহরীমা বলতেন। তারপর বলতেন, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ, সারা জাহানের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে। তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং এরই জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। আর আমিই হলাম এর প্রতি প্রথম আনুগত্য স্বীকারকারী। হে আল্লাহ্! আমাকে উত্তম কার্য এবং উত্তম চরিত্রের পথে পরিচালিত কর। উত্তম পথে তুমি ছাড়া কেউ পরিচালিত করতে পারে না এবং আমাকে কুকার্য এবং কুচরিত্র হতে তুমি ছাড়া কেউ বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। –নাসায়ী

٧٦٤ ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا قَامَ يُصَلِّيْ تَطَوُّعًا قَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ وَذَكَرَ

الْحَدِيثَ مِثْلَ حَدِيثِ جَابِرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ . ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ثُمَّ يَقْرَأُ . (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

(৭৬৪) মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নফল নামায পড়তে দাঁড়িয়ে বলতেন, আল্লাহু আকবার, আমি আমার মুখ তাঁরই দিকে ফেরালাম, যিনি আসমানসমূহ এবং যমিনকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

নাসায়ী বলেন, অবশিষ্টাংশ তিনি জাবেরের হাদীসের অনুরূপই রেওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি ওয়া আনা আউয়্যালুল মুসলিমীন বাক্যের স্থলে ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন বাক্য বলেছেন। তারপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! তুমি রাজাধিরাজ! তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তোমার প্রশংসাসহকারে। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) কিরাত শুরু করতেন। –নাসায়ী

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِى الصَّلَاةِ

পরিচ্ছেদ : নামাযের মধ্যে কুরআন পাঠ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٧٦٥ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ لِّمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَصَاعِدًا.

(৭৬৫) হযরত উবাদাহ ইবনে ছামেত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে সূরা ফাতিহা[৩৭] পাঠ করে না, তার নামায হয় না। –বুখারী, মুসলিম

মুসলিমের বর্ণনান্তরে রয়েছে, যে উম্মুল কুরআন এবং তা ছাড়া আরও কিছু বেশী পাঠ করে না তার নামায় হয় না।

٧٦٦ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِىَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ فَقِيْلَ لِاَبِىْ هُرَيْرَةَ اِنَّا نَكُوْنَ وَرَاءَ الْاِمَامِ فَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فِىْ نَفْسِكَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَسَّمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِىْ مَا سَاَلَ فَاِذَا قَالَ الْعَبْدُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى حَمِدَنِىْ عَبْدِىْ وَاِذَا قَالَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَثْنٰى عَلَىَّ عَبْدِىْ وَاِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ قَالَ مَجَّدَنِىْ عَبْدِىْ وَاِذا قَالَ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ قَالَ هٰذَا بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَاَلَ فَاِذَا

---

৩৭. নামাজে সূরা ফাতিহা পড়া ফরজ না ওয়াজিব এ সম্পর্কে ইমামগণের ভিন্ন মতামত রয়েছে– (১) ইমাম আহমদ ও শাফী (রহ) এর প্রসিদ্ধ মতে নামাজে সূরায়ে ফাতিহা পড়া ফরজ। তাঁরা আলোচ্য হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন। (২) ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর মতে নামাজে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। তাঁদের দলীল কুরআনের আয়াত فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ উক্ত আয়াতে কোন সূরাকে নির্দিষ্ট না করে শুধু কুবআন তেলাওয়াতের কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া রাসূল (সা.) জনৈক বেদুইনকে শিক্ষা দেয়ার সময় বলেছিলেন, কুরআন শরীফের যেখান থেকেই তুমি পাঠ করা সহজ মনে কর, সেখান থেকেই পাঠ কর। এজন্য হানাফীগণ বিশেষ কোন সূরাকে নির্দিষ্ট না করে "কেরাত" পাঠকে ফরজ বলেছেন এবং সূরা ফাতিহা পাঠকে ওয়াজিব বলেছেন। এতে কুরআন ও হাদীসের মধ্যে কোন বৈপরীত্য থাকে না। (আশি 'আহল লুমআত)

قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ قَالَ هٰذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ۔ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৭৬৬) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা না পড়ে নামায পড়বে, তার নামায অপূর্ণাঙ্গ, অপূর্ণাঙ্গ, অপূর্ণাঙ্গ। তখন আবু হুরায়রাহ (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, আমরাতো থাকি ইমামের পিছনে। তিনি বললেন, তুমি মনে মনে পাঠ করবে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ বলেন, আমি নামাযকে আধাআধিরূপে আমার এবং আমার বান্দাদের মধ্যে ভাগ করেছি। আর আমার বান্দার জন্য রয়েছে, যা সে চাইবে। যখন বান্দা বলে, আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন তখন আল্লাহ্ পাক বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল। যখন বান্দা আর রাহমানির রাহীম বলে, তখন আল্লাহ্ পাক বলেন, আমার বান্দা আমার গুণগান ঘোষণা করল এবং যখন বান্দা মালিকি ইয়াওমিদ্দীন বলে, তখন আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা আমার মর্যাদা ঘোষণা করল এবং যখন বান্দা ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈনু বলে তখন আল্লাহ্ বলেন, এটা আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে আধাআধি এবং আমার বান্দার জন্য তা রয়েছে, যা সে চেয়েছে। আর যখন বান্দা ইহ্দিনাছ ছিরাত্বাল মুস্তাক্বীমা ছিরাতাল্লাযীনা আন'আমতা 'আলাইহিম গাইরিল মাগদ্বুবী আলাইহিম ওয়ালাদ্ব দ্বোয়াল্লীন বলে তখন আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা যা চায় তা তার জন্য রয়েছে। –মুসলিম

٧٦٧ ۔ وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانُوْا يَفْتَتِحُوْنَ الصَّلٰوةَ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৭৬৭) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা), হযরত আবুবকর (রা) এবং হযরত ওমর (রা) সকলেই সূরা ফাতেহা দ্বারাই নামায শুরু করতেন। –মুসলিম

٧٦٨ ۔ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوْا فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلٰٓئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ " اِذَا قَالَ الْاِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِم وَلَا الضَّآلِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلٰٓئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ۔ هٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهُ وَفِيْ اُخْرٰى لِلْبُخَارِيِّ قَالَ اِذَا اَمَّنَ الْقَارِئُ فَاَمِّنُوْا فَاِنَّ الْمَلٰٓئِكَةَ تُؤَمِّنُ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلٰٓئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৭৬৮) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, ইমামের "আমীন" বলার সময়ে তোমরাও আমীন বলবে। কেননা ফিরিশতাদের আমীন বলার সাথে সাথে যার আমীন বলা হবে, তার পূর্বকৃত গুনাহসমূহ মাফ করা হবে। –বুখারী, মুসলিম

অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, ইমাম "গাইরিল মাগদ্বুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন" বলার সময় তোমরা আমীন বলবে। কেননা যার আমীন বলা ফিরিশতাদের বলার অনুরূপ হবে, তার পূর্বকৃত গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে। এটা বুখারীর বর্ণনা, মুসলিমের বর্ণনাও অনুরূপ। বুখারীর বর্ণনান্তরে রয়েছে, যখন ইমাম আমীন বলবে তখন তোমরাও আমীন বলবে। কেননা যার আমীন বলা ফিরিশতাদের আমীন বলার সাথে সাথে হবে তার পূর্বকৃত গুনাহ মাফ করা হবে। (আমীন শব্দের অর্থ আল্লাহ তুমি কবুল কর।)

٧٦٩ - وَعَنْ اَبِي مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلَّيْتُمْ فَاَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ اَحَدُكُمْ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذْ قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ يُجِبْكُمُ اللهُ فَاِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوْا وَارْكَعُوا فَاِنَّ الْاِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتِلْكَ بِتِلْكَ قَالَ وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ فَقُوْلُوْا اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللهُ لَكُمْ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهٗ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَقَتَادَةَ وَاِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا

(৭৬৯) হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমরা নামায পড়ার সময়ে তোমাদের কাতারসমূহ সোজা করবে তারপর একজনকে ইমাম বানাবে। সে তাকবীরে তাহরীমা বলবে, তোমরাও সাথে সাথে তাকবীর বলবে এবং সে গাইরিল মাগদ্বুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন বলবে তোমরাও আমীন বলবে। আল্লাহ্ পাক তা কবুল করবেন। তারপর ইমামের তাকবীর বলার সময় ও রুকূ করার সময় তোমরাও তাকবীর বলবে ও রুকূ করবে। ইমাম তোমাদের আগে রুকূতে যাবেন এবং তোমাদের আগেই মাথা তুলবেন।

অতঃপর তিনি (সা) বললেন, এটা তার পরিবর্তে (যে তোমরা পরে রুকূতে গেলে এবং পরে মাথা উঠালে এবং ইমাম আগে রুকুতে গেলে আর আগে মাথা উঠালে উভয়ের সময় সমান হয়ে গেল)। তারপর তিনি বললেন, আর ইমাম "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলার পর তোমরা বলবে, "আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ"। –মুসলিম

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) এবং আবু কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, ইমামের কিরাত পাঠ করার সময় তোমরা নীরব থাকবে।

٧٧٠ - وَعَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْاُوْلَيَيْنِ بِاُمِّ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْاُخْرَيَيْنِ بِاُمِّ الْكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الْاٰيَةَ اَحْيَانًا وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى مَالَا يُطِيْلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَهٰكَذَا فِي الْعَصْرِ وَهٰكَذَا فِي الصُّبْحِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৭৭০) হযরত আবু কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) জোহরের নামাযের প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতিহা এবং অপর দুইটি সূরা পাঠ করতেন। তিনি কখনও কখনও আমাদেরকে কিরাত শুনিয়ে পাঠ করতেন। আর তিনি প্রথম রাকাত দ্বিতীয় রাকাতের তুলনায় দীর্ঘ করে পড়তেন। আর এরূপে আছর এবং ফজরও পড়তেন। –বুখারী, মুসলিম

٧٧١ ـ وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ قِرَاءَةِ الٓمّٓ تَنْزِيْلُ السَّجْدَةِ وَفِيْ رِوَايَةٍ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِيْنَ اٰيَةً وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْاُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذٰلِكَ وَحَزَرْنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلٰى قَدْرِ قِيَامِهٖ فِي الْاُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَفِي الْاُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذٰلِكَ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৭৭১) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) জোহর এবং আছরের নামাযে কত সময় কিয়াম করেন তা আমরা অনুমান করতাম। তাঁর জোহরের প্রথম দুই রাকাতে দাঁড়ানোর সময় সূরা আলিফ লাম-মীম তানযীলুল সিজদাহ পড়তে যে পরিমাণ সময় লাগে আমরা সেই পরিমাণ সময় অনুমান করেছিলাম। বর্ণনান্তরে রয়েছে প্রত্যেক রাকাতে অনুমান তিরিশ আয়াত পড়ার সময় এবং শেষ দুই রাকাতে তার অর্ধেক সময় অনুমান করেছিলাম। আর আছরের প্রথম দুই রাকাতে জোহরের শেষ দুই রাকাতের সমান সময় এবং তার শেষ দুই রাকাতে এরও অর্ধেক সময় অনুমান করছিলাম। –মুসলিম

٧٧٢ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَفِيْ رِوَايَةٍ بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذٰلِكَ وَفِي الصُّبْحِ اَطْوَلَ مِنْ ذٰلِكَ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৭৭২) হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) জোহরের নামাযে সূরা ওয়াল লাইলী ইযা ইয়াগশা পাঠ করতেন। আর অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, সূরা সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা পাঠ করতেন এবং আছরেও ঐরূপ পাঠ করতেন; কিন্তু ফজরের নামায এর তুলনায় দীর্ঘ করতেন। –মুসলিম

٧٧٣ ـ وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِ الطُّوْرِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৭৭৩) হযরত জোবায়ের ইবনে মোত'ইম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সা) মাগরিবের নামাযে সূরা তূর পাঠ করেছেন। –বুখারী, মুসলিম

٧٧٤ - وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৭৭৪) হযরত উম্মে ফজল বিনতে হারেছ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মাগরিবে সূরা মুরসালাত পাঠ করতে শুনেছি। —বুখারী, মুসলিম

٧٧٥ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ مُعَاذُبْنُ جَبَلٍ يُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِيْ فَيَؤُمُّ قَوْمَهٗ فَصَلّٰى لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ اَتٰى قَوْمَهٗ فَاَمَّهُمْ فَافْتَتَحَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلّٰى وَحْدَهٗ وَانْصَرَفَ فَقَالُوْا لَهٗ اَنَافَقْتَ يَا فُلَانُ قَالَ لَا وَاللهِ وَلَاٰتِيَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاُخْبِرَنَّهٗ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّا اَصْحَابُ نَوَاضِحَ نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ وَاِنَّ مُعَاذًا صَلّٰى مَعَكَ الْعِشَاءَ ثُمَّ اَتٰى قَوْمَهٗ فَافْتَتَحَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَاَقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى مُعَاذٍ فَقَالَ يَا مُعَاذُ اَفَتَّانٌ؟ اَنْتَ اقْرَأْ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৭৭৫) হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) মদীনায় নবী পাক (সা)-এর সাথে জামাতে নামায পড়তেন। তারপর নিজ মহল্লায় গিয়ে মহল্লাবাসীর ইমামতি করতেন। এক রাত্রে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে এশার নামায পড়লেন, তারপর নিজ মহল্লায় গিয়ে তাদের ইমামতি করলেন এবং তাতে সমগ্র সূরা বাকারাহ পাঠ শুরু করলেন, এতে ধৈর্য হারিয়ে এক ব্যক্তি সালাম ফিরিয়ে পৃথক হয়ে গেল। তারপর একা নামায পড়ে চলে গেল। এটা দেখে লোকগণ তাকে বলল, হে অমুক! তুমি কি মুনাফিক হয়ে গিয়েছ? সে জবাবে বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি কখনও মুনাফিক হই নি। নিশ্চয়ই আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়ে এই ব্যাপার তাঁর গোচরে পৌঁছাব। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমরা পানি বহন কাজের লোক। সারাদিন পানি বহনে লিপ্ত থাকি। এমতাবস্থায় মুআয আপনার সাথে এশার নামায পড়ে তার গোত্রে আসার পর সূরা বাকারাহ দ্বারা নামায শুরু করলেন। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) মুআযকে লক্ষ্য করে বললেন, হে মুআয! তুমি যে বড়ই বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। তুমি এশাতে সূরা ওয়াশশামসি, ওয়া দোয়াহাহা, ওয়াদ্দোহা, ওয়াল লাইলী ইযা ইয়াগশা, ওয়া সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা-এর ন্যায় (ছোট সূরা) পাঠ করবে। —বুখারী, মুসলিম

٧٧٦ - وَعَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ وَمَا سَمِعْتُ اَحَدًا اَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৭৭৬) হযরত বারা' ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী পাক (সা)-কে একবার এশার নামাযে সূরা ওয়াত্তীনি ওয়ায যায়তূন পাঠ করতে শুনেছি এবং তাঁর তুলনায় অধিক মিষ্টি স্বর আমি কারো শুনি নি। –বুখারী, মুসলিম

٧٧٧ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِ (قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ وَنَحْوِهَا وَكَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدُ تَخْفِيْفًا ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৭৭৭) হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) ফজরের নামাযে সূরা কাফ ওয়াল কুরআনিল মাজীদ এবং অনুরূপ সূরা পাঠ করতেন এবং অনান্য নামায এর তুলনায় সংক্ষেপ হত। –মুসলিম

٧٧٨ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ وَاللَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৭৭৮) হযরত আমর ইবনে হুরাইছ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী পাক (সা)-কে ফজরের নামাযে ওয়াল লাইলি ইযা আসআসা পড়তে শুনেছেন। –মুসলিম

٧٧٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ سُوْرَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ حَتّٰى جَاءَ ذِكْرُ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ اَوْ ذِكْرُ عِيْسٰى اَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৭৭৯) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সায়েব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মক্কা শরীফে রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের নামাযে আমাদের ইমামতি করলেন এবং সূরা আল মু'মিনূন পড়তে শুরু করলেন। যখন তিনি হযরত মূসা এবং হযরত হারুনের অথবা হযরত ঈসার বর্ণনা পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। অতঃপর তিনি রুকূতে চলে গেলেন। –মুসলিম

٧٨٠ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِ الٓمٓ تَنْزِيْلُ فِي الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى وَفِي الثَّانِيَةِ هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৭৮০) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) জুমআর দিন ফজরের নামাযের প্রথম রাকাতে আলিফ-লাম-মীম-তানযীল এবং দ্বিতীয় রাকাতে হাল আতা আলাল ইনসানি (অর্থাৎ সূরা দহর) পাঠ করতেন। –বুখারী, মুসলিম

٧٨١ - وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ رَافِعٍ قَالَ اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى لَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ سُوْرَةَ الْجُمُعَةِ فِي السَّجْدَةِ الْأُوْلَى وَفِي الْآخِرَةِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৭৮১) হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবু রাফে' (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার মারওয়ান হযরত আবু হুরায়রাহ (রা)-কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্তরূপে রেখে মক্কায় গেলেন। এই সময় হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) জুমআর নামাযে আমাদের ইমামতি করলেন। তখন ঐ নামাযের প্রথম রাকাতে সূরা জুমআ এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইযা জায়াল মুনাফিকূন পাঠ করলেন। তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জুমআর নামাযে এই সূরাদ্বয় পাঠ করতে শুনেছি। —মুসলিম

٧٨٢ - وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيْدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ قَالَ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيْدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ قَرَأَ بِهِمَا فِي الصَّلَاتَيْنِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৭৮২) হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) দুই ঈদে এবং জুমআর নামাযে সূরা সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা এবং হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়াহ পাঠ করতেন। আর ঈদ ও জুমআ একই দিনে হলে তিনি এই দুইটি সূরা উভয় নামাযেই পড়তেন। —মুসলিম

٧٨٣ - وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ فِيْهِمَا بِ قٓ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ وَ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৭৮৩) হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার (আমার পিতা) ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) হযরত আবু ওয়াকেদ লাইছীকে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ঈদুল আযহা এবং ঈদুল ফিতরে কি পাঠ করতেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) উভয় ঈদেই সূরা কাফ ওয়াল কুরআনিল মাজীদ এবং ইকতারাবাতিস সাআহ পাঠ করতেন। —মুসলিম

٧٨٤ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৭৮৪) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের (সুন্নত) দুই রাকাতে যথাক্রমে সূরা কাফিরূন এবং সূরা ইখলাস পাঠ করেছেন। —মুসলিম

٧٨٥ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِيْ رَكْعَتِي الْفَجْرِ قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَالَّتِيْ فِيْ اٰلِ عِمْرَانَ قُلْ يَآ اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৭৮৫) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের (সুন্নত) দুই রাকাতে যথাক্রমে সূরা বাকারাহর এই আয়াত কুল আমান্না বিল্লাহি ওয়ামা উনযিলা ইলাইনা এবং সূরা আল ইমরানের এই আয়াত কুল ইয়া আহলাল কিতাবি তাআলাও ইলা কালিমাতিন সাওয়াইম বাইনানা ওয়া বাইনাকুম" পাঠ করতেন। –মুসলিম

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٧٨٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ بِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ اِسْنَادُهُ بِذٰلِكَ

(৭৮৬) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বিসমিল্লাহ সহকারে নামায শুরু করতেন। ইমাম তিরমিযী এটা রেওয়ায়াত করেছেন এবং বলেছেন যে, এর সনদ মজবুত নয়।

٧٨٧ - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقَالَ اٰمِيْنَ مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

(৭৮৭) হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন পড়ে আমীন বলতে শুনেছি তাঁর কণ্ঠস্বরকে দীর্ঘ করে। –তিরমিযী, আবু দাউদ, দারেমী, ইবনে মাজাহ

٧٨٨ - وَعَنْ اَبِيْ زُهَيْرٍ النُّمَيْرِيِّ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَاَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ قَدْ اَلَحَّ فِي الْمَسْاَلَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْجَبَ اِنْ خَتَمَ - فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ بِاَيِّ شَيْءٍ يَخْتِمُ ؟ قَالَ بِاٰمِيْنَ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(৭৮৮) হযরত আবু যুহাইর নুমাইরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার আমরা রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে বের হয়ে এমন এক ব্যক্তির নিকট গেলাম, যে (নামাযের মধ্যে) আল্লাহ্র দরবারে অত্যন্ত

বিনীতভাবে দোয়া পেশ করছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, লোকটি নিজের জন্য বেহেশত নির্ধারিত করে নিল, যদি সে সীল মোহর লাগায়। তখন লোকদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! কিসের দ্বারা মোহর লাগাবে? তিনি বললেন, আমীন দ্বারা। –আবু দাউদ

٧٨٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِسُوْرَةِ الْاَعْرَافِ فَرَّقَهَا فِيْ رَكْعَتَيْنِ - (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

(৭৮৯) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) সূরা আরাফ দ্বারা মাগরিবের নামায পড়লেন, ঐ সূরাকে দুই রাকাতে ভাগ করে পড়লেন। –নাসায়ী

٧٩٠ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ اَقُوْدُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَتَهُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لِيْ يَا عُقْبَةُ اَلَا اُعَلِّمُكَ خَيْرَ سُوْرَتَيْنِ قُرِئَتَا؟ فَعَلَّمَنِيْ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ قَالَ فَلَمْ يَرَنِيْ سُرِرْتُ بِهِمَا جِدًّا فَلَمَّا نَزَلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ صَلَّى بِهِمَا صَلَاةَ الصُّبْحِ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ الْتَفَتَ اِلَيَّ فَقَالَ يَا عُقْبَةُ كَيْفَ رَاَيْتَ؟ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ) وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

(৭৯০) হযরত ওকবাহ ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি সফরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উটের লাগাম ধরে আগে আগে চলতাম। একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন, হে ওকবাহ! আমি কি তোমাকে উত্তম দু'টো সূরা শিখিয়ে দিব না, যা পাঠ করা হয়? অতঃপর তিনি আমাকে সূরা নাস এবং সূরা ফালাক শিখালেন; কিন্তু এতে আমি তেমন খুশী হয়েছি বলে তিনি মনে করলেন না। এরপর ফজরের নামাযের জন্য অবতরণ করে এই সূরা দু'টো দিয়ে তিনি আমাদেরকে নামায পড়ালেন। নামায শেষে তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, কেমন মনে করলে হে ওকবাহ? –আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী

٧٩١ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِيْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ - رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اِلَّا اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ

(৭৯১) হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বৃহস্পতিবার দিবাশেষে সন্ধ্যায় মাগরিবের নামাযে সূরা কাফিরূন এবং সূরা ইখলাছ পাঠ করতেন। –শরহে সুন্নাহ

ইবনে মাজাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণনা করেছেন; কিন্তু তাতে বৃহস্পতিবার দিবাশেষে সন্ধ্যায় কথাটির উল্লেখ নেই।

٧٩٢ - وَعَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَا أُحْصِيْ مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ بَعْدَ الْمَغْرِبِ)

(৭৯২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি বহুবার শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সা) মাগরিবের পর দুই রাকাত সুন্নতে এবং ফজরের পূর্বে দুই রাকাত সুন্নতে সূরা কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন এবং সূরা কুলহু আল্লাহু আহাদ পাঠ করতেন।

–তিরমিযী এবং ইবনে মাজাহ আবু হুরায়রাহ (রা) হতে; কিন্তু এতে তিনি মাগরিবের পর কথাটি উল্লেখ করেন নি।

٧٩٣ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فُلَانٍ قَالَ سُلَيْمَانُ صَلَّيْتُ خَلْفَهُ فَكَانَ يُطِيْلُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ ـ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ إِلَى وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ)

(৭৯৩) সোলায়মান ইবনে ইয়াসার হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, অমুকের তুলনায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামাযের ন্যায় নামায পড়তে আমি আর কাউকেও দেখিনি। সোলায়মান বলেন, আমি আবু হুরায়রাহ (রা)-এর পিছনে নামায পড়েছি। তিনি জোহরের প্রথম দুই রাকাত দীর্ঘ এবং শেষ দুই রাকাত (তার তুলনায়) সংক্ষেপ করতেন। আর তিনি আছরের নামাযকে সংক্ষেপ করতেন। আর তিনি মাগরিব নামাযে কেছারে মুফাছছাল পড়তেন, এশায় আওসাতে মুফাছছাল পড়তেন এবং ফজরে পড়তেন তেওয়ালে মুফাছছাল। –নাসায়ী, ইবনে মাজাহ

কিন্তু ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন, "আছর সংক্ষেপ করেছেন" পর্যন্ত।

٧٩٤ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُوْنَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ لَا تَفْعَلُوْا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا ـ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ) وَالتِّرْمِذِيُّ وَلِلنَّسَائِيِّ مَعْنَاهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِأَبِيْ دَاوُدَ قَالَ وَأَنَا أَقُوْلُ مَالِيْ يُنَازِعُنِي الْقُرْآنُ؟ فَلَا تَقْرَؤُوْا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ـ

(৭৯৪) হযরত উবাদাহ ইবনে ছামেত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমরা ফজরের নামাযে নবী পাক (সা)-এর মুকতাদী ছিলাম। তিনি কিরাত পড়ছিলেন; কিন্তু তাঁর নিকট ভারী বোধ হচ্ছিল। নামায হতে ফারেগ হয়ে তিনি বললেন, সম্ভবতঃ তোমরা তোমাদের ইমামের পেছনে কিরাত পাঠ কর। আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! তিনি বললেন, এরূপ করো না। তবে সূরা ফাতেহা পড়বে। কেননা যে সূরা ফাতেহা পড়ে না, তার নামায হয় না। –আবু দাউদ, তিরমিযী এবং তিরমিযী বর্ণনা করেছেন অনুরূপ অর্থে। আবু দাউদের অপর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এ কি ব্যাপার কুরআন আমার সাথে এরূপ টানাটানি করছে কেন? আমি যখন উচ্চস্বরে কিরাত পড়ি তখন (আমার পিছনে) তোমরা সূরা ফাতেহা ছাড়া আর কিছু পড়বে না।

٧٩٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ اٰنِفًا؟ فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ "إِنِّيْ أَقُوْلُ مَا لِيْ أُنَازِعُ الْقُرْاٰنَ؟ قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا جَهَرَ فِيْهِ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَوَاتِ حِيْنَ سَمِعُوْا ذٰلِكَ مِنْ رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهُ)

(৭৯৫) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) এক উচ্চস্বরে (সরব) কিরাতের নামায হতে ফারেগ হয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে কি কেউ এখন আমার সাথে কিরাত পাঠ করেছ? এক ব্যক্তি বলল, হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমি নামাযের মধ্যে মনে মনে বলছিলাম, ব্যাপার কি হল, কুরআন পাঠে আমি এইরূপ টানা-হেঁচড়া অনুভব করছি কেন? আবু হুরায়রাহ (রা) বলেন, এই কথা শুনার পর হতে লোকজন জেহরী কিরাতের নামাযে ইমামের পিছনে (নিজেরা) কিরাত পাঠ বন্ধ করে দিল। –মালেক, আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী এবং ইবনে মাজাহ এই অর্থে।

٧٩٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالْبَيَاضِيِّ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِيْ رَبَّهُ فَلْيَنْظُرْ مَا يُنَاجِيْهِ بِهِ وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْاٰنِ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

(৭৯৬) হযরত ইবনে ওমর এবং (আব্দুল্লাহ ইবনে আনাস রাঃ) বায়াযী হতে বর্ণিত। তারা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, নামাযী ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাথে নিরিবিলিভাবে আলাপরত হয়। সুতরাং তার লক্ষ্য করা উচিত যে, সে তাঁর সাথে কি আলাপ করছে? অতএব একজনের কুরআন পাঠকালে অপর একজন যেন সরবে কুরআন পাঠ না করে। –আহমদ

٧٩٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

(৭৯৭) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, ইমাম এই জন্যই নির্ধারিত করা হয়, যাতে তারা অনুসরণ করা হয়; সুতরাং ইমামের আল্লাহু আকবার বলার সাথে সাথে তোমরাও আল্লাহু আকবার বলবে এবং তার কুরআন পাঠ করাকালে তোমরা নীরব থাকবে।
—আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ

٧٩٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّيْ لَا اَسْتَطِيْعُ اَنْ اٰخُذَ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَيْئًا فَعَلِّمْنِيْ مَا يُجْزِئُنِيْ قَالَ قُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ - قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا لِلّٰهِ فَمَاذَا لِيْ؟ قَالَ قُلْ اللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ - فَقَالَ هٰكَذَا بِيَدَيْهِ وَقَبَضَهُمَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا هٰذَا فَقَدْ مَلَاَ يَدَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ) وَانْتَهَتْ رِوَايَةُ النَّسَائِيِّ عِنْدَ قَوْلِهٖ اِلَّا بِاللّٰهِ

(৭৯৮) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী পাক (সা)-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমি কুরআনে পাকের কিছু শিখতে পারি নি। অতএব আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন, যা আমার জন্য যথেষ্ট হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি পাঠ করবে, "সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।" "ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহি।" অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র। আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ্ অতি মহান এবং আল্লাহ্‌র উপায় ও শক্তি ছাড়া কারো কোন উপায় এবং শক্তি নেই। এটা শুনে লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! এটা আল্লাহ্‌র জন্যই হল, আমার জন্য কি হল? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি বল, "আল্লাহুম্মার হামনি ওয়া আফিনী ওয়াহ্‌দিনী ওয়ারযুকনি" অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমার প্রতি দয়া করুন, আমাকে স্বস্তি দান করুন, আমাকে হেদায়াত করুন এবং আমাকে রিযিক দান করুন। তখন সে তার উভয় হাত দ্বারা ইশারা করে তা বন্ধ করল। (অর্থাৎ সে পেয়েছি বলে বুঝাল।) এটা দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এই ব্যক্তি কল্যাণ দ্বারা তারা হস্তদ্বয় পূর্ণ করল। —আবু দাউদ

কিন্তু নাসায়ী তার বর্ণনা শেষ করেছেন, ইল্লাবিল্লাহি— শেষ পর্যন্ত।

٧٩٩ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا قَرَاَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى قَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

(৭৯৯) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) সূরা সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা পড়ার সময় বলতেন, সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা। অর্থাৎ আমি আমার উচ্চমর্যাদাশীল প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করি। —আহমদ, আবু দাউদ

٨٠٠ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَاَ مِنْكُمْ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ فَانْتَهٰى اِلٰى اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ فَلْيَقُلْ بَلٰى وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ

وَمن قَرَأَلَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَانْتَهٰى اِلَى اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى اَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى) فَلْيَقُلْ بَلٰى وَمَنْ قَرَأَ (وَالْمُرْسَلَاتِ) فَبَلَغَ (فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ فَلْيَقُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ) وَالتِّرْمِذِيُّ اِلَى قَوْلِهٖ وَاَنَا عَلَى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ

(৮০০) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ সূরা ওয়াত্তীনি ওয়াযযাইতুন পাঠ করে এবং এই পর্যন্ত পৌছে, "আলাই ছাল্লাহু বি আহকামিল হাকিমীন" অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক কি আহকামুল হাকিমীন নয়? তখন সে যেন বলে, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, আমিও এর সাক্ষ্য দানকারীদের অন্যতম এবং যখন সে সূরা লা উক্বসিমু বি ইয়াওমিল কিয়ামাহ পাঠ করে আর এই পর্যন্ত পৌছে, "আলাইসা যালিকা বি ক্বাদীরিন আলা আইয়্যুইয়াল মাওতা" অর্থাৎ তিনি কি মৃতকে জীবিত করতে পারেন না? তখন সে যেন বলে, বালা অর্থাৎ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আর যখন সে সূরা মুরসালাত পাঠ করে এবং ফাবি আইয়্যি হাদীছিম বা'দাহু ইয়ুমিনূন" পর্যন্ত পৌছে তখন সে যেন বলে, "আমান্না বিল্লাহি" আমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছি। –আবু দাউদ, তিরমিযী

কিন্তু তিরমিযী (রহ) ওয়া আনা আলা যালিকা মিনাশ শাহীদিন পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

٨٠١ ـ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اَصْحَابِهٖ فَقَرَأَ عَلَيْهِم سُوْرَةَ الرَّحْمٰنِ مِنْ اَوَّلِهَا اِلَى اٰخِرِهَا فَسَكَتُوْا فَقَالَ لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الْجِنِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَكَانُوْا اَحْسَنَ مَرْدُوْدًا مِّنْكُمْ كُنْتُ كُلَّمَا اَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهٖ فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ قَالُوْا لَا بِشَيْءٍ مِّنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

(৮০১) হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বের হয়ে তাঁর সাহাবীদের নিকট গেলেন এবং তাদের নিকট সূরা আর রাহমান প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। সাহাবীগণ নীরব রইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমি এটা জিন্নের রাত্রে জিন্নদের নিকট পাঠ করেছি। তারা তোমাদের চেয়ে এটির ভাল জবাব দিয়েছে। আমি যখনই "তোমাদের প্রভুর কোন্ নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করতে পার" পর্যন্ত পৌছেছি তখনই তারা বলে উঠেছে, হে প্রভু! আমরা তোমার কোন নিয়ামতকেই অস্বীকার করি না, তোমারই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। –তিরমিযী

তিরমিযী (রহ) বলেছেন যে, এই হাদীসটি গরীব।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٨٠٢ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ اَخْبَرَهٗ اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الصُّبْحِ اِذَا زُلْزِلَتْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا فَلَا اَدْرِىْ اَنَسِيَ اَمْ قَرَأَ ذٰلِكَ عَمْدًا - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(৮০২) হযরত মুআয ইবনে আব্দুল্লাহ জুহানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, জুহাইনা গোত্রের এক ব্যক্তি তাকে বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ফজরের নামাযের দু' রাকাতেই সূরা যিলযাল পাঠ করতে শুনেছেন। তিনি কি ভুলে গিয়েছিলেন, নাকি ইচ্ছা করেই এরূপ করেছিলেন, তা আমি বলতে পারি না। –আবু দাউদ

٨٠٣ - وَعَنْ عُرْوَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَّى الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِيْهِمَا بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا - (رَوَاهُ مَالِكٌ)

(৮০৩) হযরত ওরওয়াহ ইবনে যুবাইর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হযরত আবুবকর (রা) একবার ফজরের নামায পড়লেন এবং দুই রাকাতেই সূরা বাকারাহ ভাগ করে পড়লেন। –মালেক

٨٠٤ - وَعَنِ الْفَرَافِصَةِ بْنِ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا اَخَذْتُ سُوْرَةَ يُوْسُفَ اِلَّا مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اِيَّاهَا فِي الصُّبْحِ وَمِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا - (رَوَاهُ مَالِكٌ)

(৮০৪) হযরত ফারাফিছাহ ইবনে উমাইর হানাফী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি সূরা ইয়ুসুফ হযরত ওছমান ইবনে আফফান (রা) কর্তৃক ফজরের নামাযে বারবার পড়া হতেই মুখস্থ করেছি। –মালেক

٨٠٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْنَا وَرَاءَ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِيْهِمَا بِسُوْرَةِ يُوْسُفَ وَسُوْرَةِ الْحَجِّ قِرَاءَةً بَطِيْئَةً قِيْلَ لَهٗ اِذًا لَقَدْ كَانَ يَقُوْمُ حِيْنَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ قَالَ اَجَلْ - (رَوَاهُ مَالِكٌ)

(৮০৫) হযরত আমের ইবনে রাবীআ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমরা হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা)-এর পিছনে ফজরের নামায আদায় করলাম। তিনি তার দুই রাকাতে (দুইটি পূর্ণ সূরা) ধীরস্থিরভাবে পাঠ করলেন। সূরা দু'টি হল, সূর ইয়ুসুফ এবং সূরা হজ্জ। তখন তাকে বলা হলো যে, তবে তিনি ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়া মাত্রই নামায শুরু করেছিলেন। আমের বললেন, হ্যাঁ। –মালেক

٨٠٦ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ مَا مِنَ الْمُفَصَّلِ سُوْرَةٌ صَغِيْرَةٌ وَلَا كَبِيْرَةٌ اِلَّا قَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ بِهَا النَّاسَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ - (رَوَاهُ مَالِكٌ)

(৮০৬) হযরত আমর ইবনে শোআইব তাঁর পিতার সূত্রে তারা দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি মুফাছছাল সূরার ছোট বা বড় সব কয়টি দ্বারাই রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ফরজ নামাযের ইমামতি করতে দেখেছি। –মালেক

٨٠٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ بِـحٰمٓ الدُّخَانِ - (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مُرْسَلًا)

(৮০৭) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওতবাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) মাগরিবের নামাযে সূরা হামীম আদ্দুখান পাঠ করেছিলেন। –নাসায়ী

بَابُ الرُّكُوْعِ

পরিচ্ছেদ : রুকূ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٨٠٨ - عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقِيْمُوا الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ فَوَاللهِ اِنِّيْ لَاَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِيْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৮০৮) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমরা রুকূ' এবং সিজদাহ সঠিকভাবে আদায় করবে। আল্লাহর কসম! আমি নিশ্চয় তোমাদেরকে আমার পিছন দিক হতেও দেখতে পাই। –বুখারী, মুসলিম

٨٠٩ - وَعَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رُكُوْعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُجُوْدُهٗ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَاِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوْعِ مَا خَلَا الْقِيَامِ وَالْقُعُوْدِ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(৮০৯) হযরত বারা' ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) রুকূ সিজদাহ, দুই সিজদাহ্র মাঝে বসা এবং রুকূর পর সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সময়ের পরিমাণ প্রায় একরূপ ছিল, দাঁড়ান এবং বৈঠকের পরিমাণ ছাড়া। (অর্থাৎ এই দুইটির সময়ের পরিমাণ দীর্ঘ হতো।) –বুখারী, মুসলিম

٨١٠ - وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ قَامَ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ اَوْهَمَ ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ اَوْهَمَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৮১০) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলার সময় সোজা হয়ে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন, যাতে আমাদের মনে হত যে, তিনি নিশ্চয়ই ভুলে গিয়েছেন, তারপর তিনি সিজদাহ করতেন এবং দুই সিজদাহ্র মাঝখানে এত দীর্ঘ সময় বসে থাকতেন, যাতে আমাদের মনে হত যে, তিনি নিশ্চয়ই ভুলে গিয়েছেন। –মুসলিম

٨١١ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ اَنْ يَّقُوْلَ فِيْ رُكُوْعِهٖ وَسُجُوْدِهٖ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ يَتَاَوَّلُ الْقُرْاٰنَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৮১১) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) তাঁর রুকূ এবং সিজদায় এই কালাম বহুবার পাঠ করতেন ঃ "সুবহানাকাল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফিরলী" অর্থাৎ হে

আল্লাহ্! হে আমার প্রভু! আমি তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি তোমার প্রশংসার সাথে। হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা কর। কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি এরূপ করতেন। –বুখারী, মুসলিম

٨١٢ - وَعَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهٖ وَسُجُوْدِهٖ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৮১২) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) তাঁর রুকূ এবং সিজদায় বলতেন, "সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রাব্বুল মালাইকাতি ওয়াররূহ" অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক অতি পবিত্র, অতি মহান। তিনি ফিরিশতাগণ এবং রূহের (অর্থাৎ জিব্রাইল ফিরিশতার) প্রভু। –মুসলিম

٨١٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا اِنِّىْ نُهِيْتُ اَنْ اَقْرَأَ الْقُرْاٰنَ رَاكِعًا اَوْ سَاجِدًا فَاَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ وَاَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِى الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ اَنْ يُّسْتَجَابَ لَكُمْ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৮১৩) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, সাবধান! আমাকে রুকূ এবং সিজদাহ্র মধ্যে কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে। রুকূর মধ্যে তোমরা নিজ প্রতিপালকের মহত্ত্ব ঘোষণা করবে এবং সিজদাহ্র মধ্যে গভীর মনোযোগের সাথে দোয়া করবে। নিশ্চয় আশা করা যায় তোমাদের দোয়া কবুল হবে। –মুসলিম

٨١٤ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اِذَا قَالَ الْاِمَامُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ فَقُوْلُوْا اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَاِنَّهٗ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهٗ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৮১৪) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, "ইমাম সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বললে তোমরা বলবে, "আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ" অর্থাৎ হে আল্লাহ্! হে আমাদের প্রভু! তোমরই প্রশংসা নিশ্চয় যার কথা ফিরিশতাদের কথার অনুরূপ হবে তার পূর্বকৃত গুনাহ্সমূহ মাফ করা হবে। –বুখারী, মুসলিম

٨١٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَفَعَ ظَهْرَهٗ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৮১৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) রুকূ হতে পিঠ উঠানোর সময় বলতেন, আল্লাহ শোনেন যে তাঁর প্রশংসা করে হে প্রভু! তোমারই প্রশংসা আসমান ও যমিনের পরিপূর্ণতার সমান। অতঃপর তুমি যা চাও, তার পূর্ণতার সমান। —মুসলিম

٨١٦ - وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ اَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ اللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৮১৬) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) রুকূ হতে মাথা উঠানোর সময় বলতেন, "হে আল্লাহ্! হে আমার প্রভু! তোমারই প্রশংসা আসমান পূর্ণ এবং যমিন পূর্ণ। আর তুমি যা চাও, তা পূর্ণ। হে প্রশংসা এবং মর্যাদার অধিকারী! মানুষ যা বলে তুমি তা অপেক্ষা অধিক উপযুক্ত। আমরা সকলেই তোমার বান্দা, হে আল্লাহ্! তুমি যা দিবে তাতে বাধ সাধবার কেউই নেই। তুমি যাতে বাধা দিবে তা দেবারও কেউ নেই এবং কোন বিত্তবানকেই তার বিত্ত বৈভব তোমার শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারবে না। —মুসলিম

٨١٧ - وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ - فَقَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ اٰنِفًا؟ قَالَ اَنَا قَالَ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِيْنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا اَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا اَوَّلُ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(৮১৭) হযরত রিফাআ ইবনে রাফে' (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী পাক (সা)-এর পেছনে নামায পড়ছিলাম। তিনি রুকূ হতে মাথা উঠানোর সময় বললেন, "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" এই সময় তাঁর পেছনে এক ব্যক্তি বলল, "রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদু হামদান কাছীরান, ত্বাইয়্যিবান, মুবারাকান ফীহি" অর্থাৎ হে প্রভু! তোমারই প্রশংসা অফুরন্ত প্রশংসা, পবিত্র এবং কল্যাণকর প্রশংসা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) নামায শেষ করে বললেন, "এই সময় কে এই সকল কথা বলল? সে জবাব দিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমি। তিনি বললেন, আমি ত্রিশজনের বেশী ফিরিশ্তাকে দেখলাম, তারা তাড়াহুড়া করছে যে, এটা কার আগে কে লিখবে। —মুসলিম

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٨١٨ - عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتّٰى يُقِيْمَ ظَهْرَهٗ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ) وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

(৮১৮) হযরত আবু মাসউদ আনছারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, রুকূ এবং সিজদায় পিঠ স্থিরভাবে সোজা না করা পর্যন্ত কারো নামায যথেষ্ট হয় না।

—আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, দারেমী

ইমাম তিরমিযী (রহ) বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান, ছহীহ।

٨١٩ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِجْعَلُوْهَا فِيْ رُكُوْعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى قَالَ اِجْعَلُوْهَا فِيْ سُجُوْدِكُمْ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

(৮১৯) হযরত ওকবাহ ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "ফাসাব্বিহ বিসমি রাব্বিকাল আজীম" অর্থাৎ তোমরা মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা কর। এই আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এটিকে তোমাদের রুকূর জন্যে নির্দিষ্ট কর। এভাবে "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" অর্থাৎ তোমরা উচ্চ মর্যাদাবান প্রভুর নামের পবিত্রতা ঘোষণা কর। এই আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এটিকে তোমাদের সিজদার জন্যে নির্দিষ্ট কর। —আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমী

٨٢٠ - وَعَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَكَعَ اَحَدُكُمْ فَقَالَ فِيْ رُكُوْعِهٖ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوْعُهٗ وَذٰلِكَ اَدْنَاهُ وَاِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِيْ سُجُوْدِهٖ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ سُجُوْدُهٗ وَذٰلِكَ اَدْنَاهُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ ابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَيْسَ اِسْنَادُهٗ بِمُتَّصِلٍ لِاَنَّ عَوْنًا لَمْ يَلْقَ ابْنَ مَسْعُوْدٍ

(৮২০) আওন ইবনে আব্দুল্লাহ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (ইবনে মাসউদ রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ রুকূতে গিয়ে তিনবার সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম বললে তার রুকূ পূর্ণ হবে। আর এটা হলো তার সর্বনিম্ন পরিমাণ। এরূপে সিজদায় গিয়ে সুবহানা রাব্বিয়াল আলা তিনবার বললে তার সিজদাহ পূর্ণ হবে এবং এটা হল তার সর্বনিম্ন পরিমাণ। —তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

তিরমিযী (রহ) বলেছেন, এই হাদীসটি মুনকাতে'। কেননা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর সাথে আওনের সাক্ষাত হয় নি।

٨٢١ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَفِيْ سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى - وَمَا اَتٰى عَلٰى اٰيَةِ رَحْمَةٍ اِلَّا وَقَفَ وَسَأَلَ وَمَا اَتٰى عَلٰى اٰيَةِ عَذَابٍ اِلَّا وَقَفَ وَتَعَوَّذَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَرَوَى النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ اِلٰى قَوْلِهِ الْاَعْلٰى - وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

(৮২১) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তিনি নবী পাক (সা)-এর সাথে নামায পড়েছেন। নবী পাক (সা) রুকূতে সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম এবং সিজদায় সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা বলতেন এবং যখনই তিনি আল্লাহ্ পাকের রহমত সংক্রান্ত কোন আয়াতে পৌঁছতেন তখনই আর সামনে অগ্রসর না হয়ে তিনি রহমত প্রার্থনা করতেন। এভাবে যখনই তিনি কোন শাস্তির আয়াতে পৌঁছতেন, তখনই তিনি আর সামনে অগ্রসর না হয়ে শাস্তি হতে নাজাত কামনা করতেন। –তিরমিযী, আবু দাউদ, দারেমী

নাসায়ী এবং ইবনে মাজাহ এটা সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী এই হাদীসকে হাসান, ছহীহ বলেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٨٢٢ - عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُمْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَكَعَ مَكَثَ قَدْرَ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَيَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وِالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ - (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

(৮২২) হযরত আওফ ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে নামাযে দাঁড়িয়েছিলাম। যখন তিনি রুকূ করলেন, সূরা বাকারাহ পাঠ করা পরিমাণ দীর্ঘ সময় তিনি তাতে থাকলেন এবং বলতে লাগলেন, ক্ষমতা, রাজ্য, বড়ত্ব এবং মহত্ত্বের (প্রকৃত) অধিকারীর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। –নাসায়ী

٨٢٣ - وَعَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ اَحَدٍ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشْبَهَ صَلَاةً بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هٰذَا الْفَتٰى يَعْنِيْ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ فَحَزَرْنَا رُكُوْعَهُ عَشْرَ تَسْبِيْحَاتٍ وَسُجُوْدَهُ عَشْرَ تَسْبِيْحَاتٍ -

(رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

(৮২৩) হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পর আমি এই যুবক তথা ওমর ইবনে আব্দুল আযীয অপেক্ষা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ নামায পড়তে আর কাউকেও দেখি নি। ইবনে জোবায়ের বলেন, হযরত আনাস (রা) বলেছেন, আমি তার রুকূর সময়ের অনুমান করেছি দশ তাসবীহ্ পরিমাণ সময় এবং তার সিজদাহ্‌র সময়ের অনুমানও করেছি দশ তাসবীহ্ পরিমাণ সময়। –আবু দাউদ, নাসায়ী

٨٢٤ ـ وَعَنْ شَقِيْقٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ حُذَيْفَةَ رَاٰى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوْعَهٗ وَلَا سُجُوْدَهٗ فَلَمَّا قَضٰى صَلٰوتَهٗ دَعَاهُ فَقَالَ لَهٗ حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ قَالَ وَاَحْسَبُهٗ قَالَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلٰى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِيْ فَطَرَ اللّٰهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(৮২৪) হযরত শাকীক (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হযরত হোযায়ফাহ (রা) এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে তার রুকূ সিজদাহ (যথাযথভাবে) পূর্ণ করছে না। লোকটি নামায শেষ করলে তিনি তাকে ডেকে বললেন, তুমি নামায পড় নি। শাকীক বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছিলেন যে, তুমি এই অবস্থায় মারা গেলে আল্লাহ্ পাক মুহাম্মাদ (সা)-কে যে ফেতরাতের উপর পয়দা করেছেন তুমি তা হতে পৃথক অবস্থার উপর মারা যাবে। –বুখারী

٨٢٥ ـ وَعَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْوَاُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِيْ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهٖ ـ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهٖ؟ قَالَ لَا يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلَا سُجُوْدَهَا ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

(৮২৫) হযরত আবু কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, চোরদের মধ্যে সর্বাধিক নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি, যে তার নামায চুরি করে। সাহাবীগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! নামায চুরি করে কি প্রকারে? তিনি (সা) বললেন, সে নামাযের রুকূ ও সিজদাহ পূর্ণ করে না। –আহমদ

٨٢٦ ـ وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُرَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَرَوْنَ فِي الشَّارِبِ وَالزَّانِيْ وَالسَّارِقِ وَذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ تُنْزَلَ فِيْهِمُ الْحُدُوْدُ قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ هُنَّ فَوَاحِشُ وَفِيْهِنَّ عُقُوْبَةٌ وَاَسْوَاُ السَّرِقَةِ الَّذِيْ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهٖ ـ قَالُوْا وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلٰوتَهٗ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ لَا يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلَا سُجُوْدَهَا ـ (رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَحْمَدُ وَرَوَى الدَّارِمِيُّ نَحْوَهٗ)

(৮২৬) হযরত নো'মান ইবনে মুররাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদা সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা শরাবখোর, ব্যভিচারী এবং চোরের শাস্তি সম্পর্কে কি ধারণা কর? (ঐ সময় পর্যন্ত ইহাদের শাস্তি সম্পর্কে কুরআনে পাকের শেষ আয়াত নাযিল হয় নি) সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই এই সম্পর্কে ভাল জানেন। তিনি (সা) বললেন, এগুলো হল, জঘন্য অপরাধ। আর এগুলোর জন্যে শাস্তি ভোগ করতে হবে। তবে সর্বাধিক জঘন্য চুরি, তার চুরি, যে তার নামাযের অংশ চুরি করে। সাহাবীগণ আরজ করলেন, নামাযের অংশ কিভাবে চুরি করা হয় ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! তিনি বললেন, সে তার নামাযের রুকূ ও সিজদাহ পূর্ণ করে না। –মালেক, দারেমী

بَابُ السُّجُوْدِ وَفَضْلِهٖ

পরিচ্ছেদ : সিজদাহ্ এবং তার মর্যাদা

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٨٢٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَاَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَلَا الشَّعْرَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৮২৭) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আমাকে সাতটি হাড় (অঙ্গ দ্বারা সিজদাহ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ললাট, দু'হাত, দু'হাঁটু এবং দু' পায়ের মাথা এবং আমি কাপড় এবং চুল যেন (নামাযের মধ্যে) না গুটোই। –বুখারী, মুসলিম

٨٢٨ - وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَدِلُوْا فِي السُّجُوْدِ وَلَا يَبْسُطْ اَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৮২৮) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, সিজদাহ সঠিকভাবে করবে এবং তোমাদের কেউ যেন (সিজদায়) কুকুরের মত যমিনে হাত বিছিয়ে না দেয়।
–বুখারী, মুসলিম

٨٢٩ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৮২৯) হযরত বারা' ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, সিজদাহ করবার সময় তুমি তোমার উভয় হাতের তালু যমিনে রাখবে এবং উভয় কনুই উঠিয়ে রাখবে।
–মুসলিম

٨٣٠ - وَعَنْ مَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَجَدَ جَافَى بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى لَوْ اَنَّ بُهْمَةً اَرَادَتْ اَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ مَرَّتْ هٰذَا لَفْظُ اَبِيْ دَاوُدَ كَمَا صَرَّحَ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ بِاِسْنَادِهٖ وَلِمُسْلِمٍ بِمَعْنَاهُ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتْ بُهْمَةٌ اَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ ـ

(৮৩০) উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মুনাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) সিজদাহ করার সময় হস্তদ্বয় যমিন এবং পেট হতে পৃথক রাখতেন। এমন কি বকরীর বাচ্চা তাঁর হাতের মাঝ দিয়ে যেতে চাইলেও যেতে পারত। এটা আবু দাউদের ভাষ্য। যেমন ইমাম বাগাবী শরহে সুন্নাহ সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন। মুসলিমের বর্ণনায় তার অর্থে রয়েছে, হযরত মায়মুনাহ (রা) বলেন, নবী পাক (সা) সিজদাহ করবার সময় তাঁর দু'হাতের মধ্য দিয়ে বকরীর বাচ্চা অতিক্রম করতে চাইলে তা করতে পারত।

٨٣١ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتّٰى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৮৩১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মালেক ইবনে বুহাইনা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) যখন সিজদাহ করতেন, তাঁর হাত দু'টোর মাঝে ফাঁক রখতেন। যাতে তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রতা দেখা যেত। –বুখারী, মুসলিম

٨٣٢ ـ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِيْ سُجُوْدِهِ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَاَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ وَعَلَانِيَّتَهُ وَسِرَّهُ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৮৩২) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) সিজদায় বলতেন, হে আল্লাহ্! তুমি আমার ছোট-বড় যাবতীয় গুনাহ মাফ কর। পূর্ববর্তী গুনাহ, পরবর্তী গুনাহ, প্রকাশ্য গুনাহ এবং অপ্রকাশ্য গুনাহ। –মুসলিম

٨٣٣ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِيْ عَلٰى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৮৩৩) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক রাত্রে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে শয্যায় না পেয়ে তাঁকে খুঁজতে লাগলাম। আমার হাত তাঁর পায়ের তলায় ঠেকল। তিনি তখন মসজিদে (নামাযে লিপ্ত) এবং তাঁর উভয় পায়ের পাতা খাড়া অবস্থায় (অর্থাৎ তিনি তখন সিজদায় ছিলেন।) তিনি বলছিলেন, "হে আল্লাহ্! আমি তোমার সন্তুষ্টির আশ্রয়ে তোমার অসন্তুষ্টি হতে, তোমার ক্ষমার আশ্রয়ে তোমার শাস্তি হতে এবং তোমারই আশ্রয়ে তোমার আক্রোশ হতে মুক্তি চাচ্ছি। হে আল্লাহ্! তোমার সেরূপ প্রশংসা করার সাধ্য আমার নেই। তুমি মূলত তেমনই যেমন তুমি নিজে তোমার প্রশংসামূলক বিবরণ দিয়েছ –মুসলিম

٨٣٤ ـ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَاَكْثِرُوا الدُّعَاءَ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৮৩৪) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, সিজদাতেই বান্দা তার প্রভুর সর্বাপেক্ষা বেশী নিকটবর্তী হয়; সুতরাং তখন তোমরা অধিক পরিমাণে দোয়া করবে। –মুসলিম

٨٣٥۔ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَرَأَ ابْنُ اٰدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِيْ يَقُوْلُ يَا وَيْلَتٰى اُمِرَ ابْنُ اٰدَمَ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَاُمِرْتُ بِالسُّجُوْدِ فَاَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ ۔(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৮৩৫) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, মানুষ যখন সিজদাহ্‌র আয়াত পাঠ করে এবং সিজদায় পতিত হয় শয়তান তখন ক্রন্দন করতে করতে একদিকে চলে যায় আর বলে হায় আমার অদৃষ্ট! মানুষ সিজদাহ্‌র আদেশ পেয়ে সিজদাহ করল। যে কারণে বেহেশত তার নছীব হল। আর আমি সিজদাহ্‌র আদেশ পেয়ে অস্বীকার করলাম, ফলে আমার জন্য দোযখ নির্ধারিত হলো। –মুসলিম

٨٣٦ ۔ وَعَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ اَبِيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتَيْتُهٗ بِوَضُوْئِهٖ وَحَاجَتِهٖ فَقَالَ لِيْ سَلْ فَقُلْتُ اَسْاَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ قَالَ اَوْ غَيْرَ ذٰلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَاَعِنِّيْ عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ ۔(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৮৩৬) হযরত রাবীআ ইবনে কা'ব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে রাত্র কাটালাম। একদা তাঁর অজু ও ইস্তেঞ্জার পানি পেশ করলাম। তিনি তখন আমাকে বললেন, তোমার কোনকিছু চাইবার থাকলে চাইতে পার। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমি বেহেশতে আপনার সাহচর্য চাই। তিনি বললেন, এছাড়া আর কিছু নয়? আমি বললাম, এটিই। তখন তিনি (সা) বললেন, তা হলে অধিক পরিমাণে সিজদাহ দ্বারা তুমি এই ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর। –মুসলিম

٨٣٧ ۔ وَعَنْ مَعْدَانَ بْنِ طَلْحَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَقِيْتُ ثَوْبَانَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اَخْبِرْنِيْ بِعَمَلٍ اَعْمَلُهٗ يُدْخِلُنِيَ اللّٰهُ بِهِ الْجَنَّةَ فَسَكَتَ ثُمَّ سَاَلْتُهٗ فَسَكَتَ ثُمَّ سَاَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ سَاَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ لِلّٰهِ فَاِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً اِلَّا رَفَعَكَ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيْئَةً ۔ قَالَ مَعْدَانُ ثُمَّ لَقِيْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَاَلْتُهٗ فَقَالَ لِيْ مِثْلَ مَا قَالَ لِيْ ثَوْبَانُ ۔(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৮৩৭) হযরত মা'দান ইবনে তালহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুক্তকৃত ক্রীতদাস হযরত ছাওবান (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং বললাম, আমাকে এমন একটি কাজ

বলে দিন যাদ্বারা আল্লাহ্ আমাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। তিনি নীরব রইলেন। আমি আবার তাঁকে ঐকথা বললাম। তিনি নীরব রইলেন। তৃতীয়বার আমি তাঁকে ঐকথা বললাম। জবাবে তিনি বললেন, আমি নিজে এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ কথা বলেছিলাম। তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন, আল্লাহ্ পাককে বেশী পরিমাণে সিজদাহ করতে থাকবে। কেননা তুমি আল্লাহকে একবার সিজদাহ করলে আল্লাহ্ পাক তদ্বারা তোমার একটি স্তর উন্নীত করে দিবেন এবং তোমার গুনাহ কমিয়ে দিবেন। মা'দান বলেন, অতঃপর আমি হযরত আবু দারদাহ (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাকেও এই ব্যাপারে বললাম। তিনি আমাকে হযরত ছাওবানের অনুরূপ বললেন। –মুসলিম

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٨٣٨ ـ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَاِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

(৮৩৮) হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখেছি। সিজদাহ করার সময় তিনি হাতের আগে হাঁটু যমিনে রাখতেন এবং উঠানোর সময় হাত হাঁটুর আগে উঠাতেন। –আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, দারেমী

٨٣٩ ـ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيْرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ) وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ قَالَ اَبُوْ سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ حَدِيْثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ اَثْبَتُ مِنْ هٰذَا وَقِيْلَ هٰذَا مَنْسُوْخٌ

(৮৩৯) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ সিজদাহ করার সময় যেন উটের ন্যায় না বসে এবং দু' হাতকে হাঁটুর পূর্বে যমিনে রাখে।

–আবু দাউদ, নাসায়ী, দারেমী

আবু সোলায়মান খাত্তাবী বলেন, এটা অপেক্ষা প্রথমোক্ত ওয়ায়েলের হাদীসটিই অধিক বিশুদ্ধ। কারো কারো মতে এই হাদীসটি মনসুখ (অর্থাৎ রহিত) হয়ে গিয়েছে।

٨٤٠ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

(৮৪০) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) দুই সিজদাহ্র মধ্যস্থলে বলতেন, "হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে মাফ কর। আমাকে রহম কর। আমাকে হেদায়াত কর। আমাকে শান্তি ও স্বস্তিদান কর এবং আমাকে রিযিক দান কর। –আবু দাউদ, তিরমিযী

٨٤١ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ - (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

(৮৪১) হযরত হোযায়ফাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) দুই সিজদাহ্র মাঝখানে বলতেন, "হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে মাফ কর। –নাসায়ী

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٨٤٢ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِبْلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ وَاَنْ يُّوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيْرُ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

(৮৪২) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে শিবল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নিষেধ করেছেন সিজদায় কাকের মত ঠোকর দিতে। হিংস্র প্রাণীর ন্যায় যমিনে হাত বিছিয়ে দিতে এবং উটের মত মসজিদের মধ্যে নিজের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করে নিতে। –আবু দাউদ, নাসায়ী, দারেমী

٨٤٣ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ اِنِّيْ اُحِبُّ لَكَ مَا اُحِبُّ لِنَفْسِيْ وَاَكْرَهُ لَكَ مَا اَكْرَهُ لِنَفْسِيْ لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

(৮৪৩) হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) (আমাকে) বললেন, হে আলী! আমি তোমার জন্য পছন্দ করি, যা আমার জন্য পছন্দ করি এবং তোমার জন্য অপছন্দ করি, যা আমার জন্য অপছন্দ করি। তুমি দুই সিজদাহ্র মাঝখানে হাত খাড়া করে নিতম্বের উপর বসো না। –তিরমিযী

٨٤٤ - وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَنَفِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلٰى صَلٰوةِ عَبْدٍ لَا يُقِيْمُ فِيْهَا صُلْبَهٗ بَيْنَ خُشُوْعِهَا وَسُجُوْدِهَا - (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

(৮৪৪) হযরত তালক ইবনে আলী হানাফী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ পাক সেই বান্দার নামাযের প্রতি সুনজরে তাকাবেন না, যে নামাযের রুকূ এবং সিজদায় পিঠ সোজা রাখে না। –আহমদ

٨٤٥ـ وَعَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ مَنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالْاَرْضِ فَلْيَضَعْ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِىْ وَضَعَ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ ثُمَّ اِذَا رَفَعَ فَلْيَرْفَعْهُمَا فَاِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ ـ (رَوَاهُ مَالِكٌ)

(৮৪৫) হযরত নাফে' হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলতেন, যে ব্যক্তি ললাট যমিনে রাখে (অর্থাৎ সিজদাহ করে) সে যেন উভয় হাতও তথায় রাখে, যেখানে কপাল রেখেছে। কেননা হস্তদ্বয় কপালের সিজদাহ করার ন্যায় সিজদাহ করে। –মালেক

بَابُ التَّشَهُّدِ

পরিচ্ছেদ : তাশাহহুদ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٨٤٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَعَدَ فِى التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُسْرٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُمْنٰى وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِيْنَ وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَفِىْ رِوَايَةٍ كَانَ اِذَا جَلَسَ فِى الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ اِصْبَعَهُ الْيُمْنٰى الَّتِىْ تَلِى الْاِبْهَامَ يَدْعُوْ بِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهٖ بَاسِطَهَا عَلَيْهَا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৮৪৬) হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাশাহহুদ পড়তে বসবার সময় বাম হাতকে বাম হাঁটুর উপর এবং ডানহাতকে ডান হাঁটুর উপর রাখতেন। এই সময় তিনি তিপ্পান্নের জন্য অঙ্গুলি বন্ধ করার ন্যায় তা বন্ধ করতেন এবং শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতেন। বর্ণনান্তরে রয়েছে যখন নামাযের মধ্যে বসতেন, দু'হাত দু'হাঁটুর উপর রাখতেন এবং ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির নিকট যে আঙ্গুল রয়েছে সেইটি উঠাতেন এবং তদ্বারা দোয়া করতেন। আর তাঁর বামহাত হাঁটুর উপর বিছানো থাকত। –মুসলিম

٨٤٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَعَدَ يَدْعُوْ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَيَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ اِبْهَامَهٗ عَلٰى اِصْبَعِهِ الْوُسْطٰى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرٰى رُكْبَتَهٗ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৮৪৭) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বসে তাশাহহুদ পড়ার সময়ে ডানহাতকে উরুর উপর এবং বামহাতকে উরুর উপর রাখতেন এবং তর্জনী অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতেন। এই সময় তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলিকে মধ্যমা অঙ্গুলির উপর রাখতেন। আর বাম তালু দ্বারা বাম হাঁটুকে জড়িয়ে ধরতেন। –মুসলিম

٨٤٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلٰى جِبْرِيْلَ السَّلَامُ عَلٰى مِيْكَائِيْلَ السَّلَامُ عَلٰى فُلَانٍ وَفُلَانٍ

فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ قَالَ لَا تَقُوْلُوْا السَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلَامُ فَاِذَا جَلَسَ اَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ فَاِنَّهٗ اِذَا قَالَ ذٰلِكَ اَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ اَعْجَبَهٗ اِلَيْهِ فَيَدْعُوْهُ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৮৪৮) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে নামায পড়ার সময় বলতাম, আল্লাহ্র উপর শান্তি বর্ষিত হউক, তাঁর বান্দাদের পূর্বে জিব্রাইলের উপর শান্তি বর্ষিত হউক, মীকাইলের উপর শান্তি বর্ষিত এবং অমুক অমুকের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। একদা রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযান্তে বললেন, তোমরা আল্লাহ্র প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক বলো না। কেননা মহান আল্লাহ্ পাক নিজেই শান্তি (দাতা)। তোমরা নামাযের মধ্যে বসে বলবে, আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াছ ছালাওয়াতু ওয়াত্তায়্যিবাতু আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিছ ছালিহীন" অর্থাৎ যাবতীয় সম্মান, সমস্ত উপাসনা এবং সমগ্র পবিত্র বিষয় আল্লাহ্র জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি আল্লাহ্র শান্তি, অনুগ্রহ ও তাঁর কল্যাণ বর্ষিত হউক এবং আমাদের প্রতিও আল্লাহ্র পুণ্য বান্দাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। "তোমরা এরূপ বললে আসমান ও যমিনের প্রত্যেক পুণ্যবান বান্দার প্রতি তা পৌঁছে যাবে (তারপর তোমরা বলবে) আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সা) তাঁর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। তারপর দোয়াসমূহের মধ্যে যে দোয়া পছন্দ হয় তাই করবে। –বুখারী, মুসলিম

٨٤٩ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهٗ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ فَكَانَ يَقُوْلُ التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلَمْ اَجِدْ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَلَا فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ سَلَامٌ عَلَيْكَ وَسَلَامٌ عَلَيْنَا بِغَيْرِ اَلِفٍ وَلَامٍ وَلٰكِنْ رَوَاهُ صَاحِبُ الْجَامِعِ عَنِ التِّرْمِذِيِّ

(৮৪৯) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে তাশাহহুদ শিক্ষা দিতেন কুরআনের সূরা শিক্ষা দেয়ার মত। তিনি বলতেন, "আত্তাহিয়্যাতুল্ মুবারাকাতুছ ছালাওয়াতুত্ তাইয়্যিবাতু লিল্লাহিস সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহুস সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিছ ছালিহীন। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া

আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।" (অর্থাৎ যাবতীয় কল্যাণকর সম্মান, যাবতীয় ইবাদাত, যাবতীয় পবিত্র বিষয় আল্লাহ্‌র জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র শান্তি, তাঁর রহমত-বরকত, বর্ষিত হউক এবং আমাদের প্রতি ও আল্লাহ্‌র পুণ্যবান বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্‌র শান্তি বর্ষিত হউক। আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা) তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল। –মুসলিম, মিশকাত গ্রন্থকার বলেন, "সালামুন আলাইকা" এবং "সালামুন আলাইনা" আলিফ লাম ছাড়া বুখারী, মুসলিম ও এদের সঙ্কলন হুমাইদীর কিতাবে কোনখানে পাই নি কিন্তু জামেউল উছূল গ্রন্থকার তিরমিযী হতে এরূপই রেওয়ায়াত করেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٨٥٠ - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ اِصْبَعَهُ فَرَاَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُوْ بِهَا - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ)

(৮৫০) হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর (তাশাহহুদের বৈঠক) সম্পর্কে বলেছেন, অতঃপর তিনি (রাসূলুল্লাহ (সা) বাম পা বিছিয়ে দিয়ে বাম হাত বাম উরুর উপর রাখলেন। এভাবে তিনি ডান কনুই ডান উরুর উপর বিছিয়ে রাখলেন। তারপর ডান হাতের কনিষ্ঠা ও অনামিকা অঙ্গুলি বন্ধ করে (মধ্যমা এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা) একটি বৃত্ত বানিয়ে তর্জনী অঙ্গুলিটি উঠালেন। এ সময়ে আমি তাঁকে তাশাহহুদ পড়ার সময় তর্জনী নাড়তে দেখলাম। –আবু দাউদ, দারেমী

٨٥١ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيْرُ بِاَصْبَعِهِ اِذَا دَعَا وَلَا يُحَرِّكُهَا - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ) وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ اِشَارَتَهُ

(৮৫১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) তাশাহহুদ পড়ার সময়ে তর্জনী অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতেন কিন্তু তা নাড়াতেন না। –আবু দাউদ, নাসায়ী

কিন্তু আবু দাউদ এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এই সময় তাঁর দৃষ্টি তাঁর ইশারার দিক ছাড়া অন্যদিকে যেত না।

٨٥٢ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّ رَجُلًا كَانَ يَدْعُوْ بِاَصْبَعَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحِّدْ اَحِّدْ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعْوَاتِ الْكَبِيْرِ

(৮৫২) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি (সা'দ ইবনে আবু ওয়াককাছ) দুই অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন, কি করছ? একটি দ্বারা, একটি দ্বারা। –তিরমিযী, নাসায়ী এবং বায়হাকী দাওয়াতে কবীরে

٨٥٣ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلٰوةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلٰى يَدِهٖ ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَّهٗ نَهٰى اَنْ يَّعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلٰى يَدَيْهِ اِذَا نَهَضَ فِي الصَّلٰوةِ

(৮৫৩) হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযে হাতে ভর দিয়ে বসতে নিষেধ করেছেন। –আহমদ, আবু দাউদ

আবু দাউদের অপর বর্ণনায় এটা এইরূপ আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযে বসা হতে উঠবার সময় দু'হাতে ভর দিয়ে উঠতে নিষেধ করেছেন।

٨٥٤ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ كَاَنَّهٗ عَلَى الرَّضْفِ حَتّٰى يَقُوْمَ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

(৮৫৪) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) প্রথম দুই রাকাতের পরের বৈঠক হতে এত তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতেন, যেন তিনি কোন গরম পাথরের উপর বসা থাকেন। –তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী

٨٥٥ ـ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَسْاَلُ اللّٰهَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ ـ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

(৮৫৫) হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে এভাবে তাশাহহুদ শিখাতেন, যেভাবে তিনি আমাদেরকে কুরআনে পাকের কোন সূরা শিখাতেন। তিনি বলতেন, "আল্লাহ্‌র নামে, আল্লাহ্‌র সাহায্যে যাবতীয় সম্মান, যাবতীয় ইবাদাত, যাবতীয় পবিত্র বিষয় আল্লাহ্‌র জন্য। হে নবী! আল্লাহ্ পাকের শান্তি, রহমত এবং কল্যাণ আপনার প্রতি নাযিল হউক। আমাদের উপর এবং আল্লাহ্‌র পুণ্যবান বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। আমি ঘোষণা করছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি আল্লাহ্‌র নিকট বেহেশত প্রার্থনা করছি এবং দোযখ হতে আশ্রয় চাচ্ছি। –নাসায়ী

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٨٥٦ ـ وَعَنْ نَافِعٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهٖ وَاَتْبَعَهَا بَصَرَهٗ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهِيَ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيْدِ ـ يَعْنِي السَّبَّابَةَ (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

(৮৫৬) হযরত নাফে' (রহ) বলেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) নামাযের মধ্যে বসবার সময় উভয় হাত উভয় হাঁটুর উপর রাখতেন এবং তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। এই সময় তিনি তাঁর দৃষ্টি ঐ অঙ্গুলির দিকে নিবদ্ধ রাখতেন। তারপর হযরত ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় এভাবে শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করা শয়তানের প্রতি লোহার তীরের তুলনায়ও অধিক কঠোর। –আহমদ

٨٥٧ ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يَقُوْلُ مِنَ السُّنَّةِ اِخْفَاءُ التَّشَهُّدِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

(৮৫৭) হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলতেন, তাশাহহুদ নীরবে পাঠ করা সুন্নত।
–আবু দাউদ, তিরমিযী

তিরমিযী বলেছেন যে, এই হাদীসটি হাসান, গরীব

بَابُ الصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَضْلِهَا

পরিচ্ছেদ : নবী পাক (সা)-এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ ও তার মর্যাদা

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٨٥٨ ـ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَقِيَنِيْ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ اَلَا اُهْدِىْ لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلٰى فَاَهْدِهَا لِيْ فَقَالَ سَاَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ الصَّلٰوةُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ قَالَ قُوْلُوْا اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ اِلَّا اَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يَذْكُرْ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ فِى الْمَوْضِعَيْنِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৮৫৮) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবি লাইলা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হযরত কা'ব ইবনে উজরাহ (রা)-এর সাথে আমার দেখা হল। তিনি বললেন, হে আবদুর রহমান! আমি কি তোমাকে একটি কথা উপহার দিব না? যা আমি রাসূলুল্লাহ (সা) হতে শ্রবণ করেছি? আমি বললাম, হ্যাঁ, তা আমাকে অবশ্যই উপহার দিবেন। তখন তিনি বললেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমরা আপনার উপর এবং আপনার পরিবার-পরিজনের উপর কিভাবে সালাম ও ছালাত পাঠ করব, তা আমাদেরকে বলে দিন। আল্লাহ্ পাক তো আমাদেরকে কিভাবে আপনাদের প্রতি সালাম জানাতে হবে তা শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি (সা) বললেন, তোমরা এইরূপ বলবে, "হে আল্লাহ্! আপনি মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, যেভাবে হযরত ইব্রাহীম এবং হযরত ইব্রাহীমের পরিবার-পরিজনের প্রতি রহমত করেছেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত এবং সম্মানিত। হে আল্লাহ্! আপনি মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনের প্রতি কল্যাণ দান করুন, যেভাবে আপনি হযরত ইব্রাহীম এবং হযরত ইব্রাহীমের পরিবার-পরিজনের প্রতি কল্যাণ দান করেছেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত এবং সম্মানিত। –বুখারী, মুসলিম

কিন্তু মুসলিমের বর্ণনার দুই স্থানে 'আলা ইব্রাহীমা কথাটি নেই।

٨٥٩ - وَعَنْ أَبِيْ حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوْلُوْا اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৮৫৯) হযরত আবু হুমাইদ সায়েদী (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেছেন, সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমরা আপনার উপর কিভাবে দরূদ পাঠ করব? তিনি বললেন, তোমরা বলবে "আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আযওয়াজিহী ওয়া যুররিয়্যাতিহী কামা ছাল্লাইতা আলা আলি ইব্রাহীমা ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আযওয়াজিহী ওয়া যুররিইয়্যাতিহি কামা বারাকতা আলা ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।" অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আপনি মুহাম্মাদ (সা) এবং তার স্ত্রীগণ ও বংশধরদের প্রতি রহমত নাযিল করুন। যেভাবে আপনি হযরত ইব্রাহীমের পরিবার-পরিজনের প্রতি রহমত নাযিল করেছেন। আর আপনি হযরত মুহাম্মাদ (সা) এবং তাঁর স্ত্রীগণ ও বংশধরগণের প্রতি বরকত নাযিল করুন। যেভাবে আপনি হযরত ইব্রাহীমের পরিবারের প্রতি বরকত নাযিল করেছেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত এবং সম্মানিত। —বুখারী, মুসলিম

٨٦٠ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৮৬০) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ্ পাক তারা উপর দশবার রহমত নাযিল করবেন। —মুসলিম

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٨٦١ - عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلَاةً وَّاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيْئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهٗ عَشْرُ دَرَجَاتٍ - (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

(৮৬১) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করলে আল্লাহ পাক তার উপর দশবার রহমত নাযিল করবেন। তার দশটি গুনাহ মাফ করা হবে এবং দশটি স্তর উপরে উঠিয়ে দেওয়া হবে। —নাসায়ী

٨٦٢ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلٰوةً - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

(৮৬২) হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতে আমার অধিক নিকটবর্তী সে-ই হবে, যে আমার উপর বেশী দরূদ পাঠ করবে। –তিরমিযী

٨٦٣ ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِى الْاَرْضِ يُبَلِّغُوْنِىْ مِنْ اُمَّتِى السَّلَامَ ـ (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ وَالدَّارِمِىُّ)

(৮৬৩) হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ পাকের কিছুসংখ্যক ফিরিশতা আছেন যারা দুনিয়ায় ভ্রমণ করে আমার উম্মতের সালাম আমার নিকট পৌঁছে দেয়। –নাসায়ী, দারেমী

٨٦٤ ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ اَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَىَّ اِلَّا رَدَّ اللّٰهُ عَلَىَّ رُوحِىْ حَتّٰى اَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِىُّ فِى الدَّعَوَاتِ الْكَبِيْرِ

(৮৬৪) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, কেউ আমার উপর সালাম প্রেরণ করলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক আমার রূহ আমার নিকট ফিরিয়ে দেন। যাতে আমি তার সালামের জবাব দিতে পারি। –আবু দাউদ, বায়হাকী, দাওয়াতে কবীরে

٨٦٥ ـ وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا وَّلَا تَجْعَلُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا وَصَلُّوْا عَلَىَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ تُبَلِّغُنِىْ حَيْثُ كُنْتُمْ ـ (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ)

(৮৬৫) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা নিজেদের ঘরকে কবরস্থানে পরিণত করো না এবং আমার কবরকে উৎসবের স্থান বানিও না। তোমরা আমার প্রতি দরূদ পাঠ করবে। নিশ্চয় তোমাদের দরূদ আমার প্রতি পৌঁছবে। তোমরা যেখানেই থাক না কেন। –নাসায়ী

٨٦٦ ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ وَرَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ اَنْ يُّغْفَرَ لَهٗ وَرَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ اَدْرَكَ عِنْدَهٗ اَبَوَاهُ الْكِبَرَ اَوْ اَحَدُهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

(৮৬৬) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, সে অপমানিত হউক, যার নিকট আমার নামোচ্চারণ করলে সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে না। অপমানিত হউক সে, যার নিকট রমজান মাস এসে তারা গুনাহ মাফের ব্যবস্থা ছাড়াই চলে যায় এবং অপমানিত হউক সে, যার নিকট তার পিতামাতা উভয় কিংবা তাদের একজন বার্ধক্যে উপনীত অথচ তাকে পিতামাতা বেহেশতে পৌঁছায় না। (অর্থাৎ পিতামাতার খেদমত দ্বারা বেহেশত লাভের উপযোগী হয় না।) –তিরমিযী

٨٦٧ - وَعَنْ أَبِيْ طَلْحَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبِشْرُ فِيْ وَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّهُ جَاءَنِيْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ يَقُوْلُ أَمَا يُرْضِيْكَ يَا مُحَمَّدُ أَنْ لَّا يُصَلِّيَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا - (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

(৮৬৭) হযরত আবু তালহা আনছারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নিকট তাশরীফ আনলেন। তখন তার চেহারায় খুশীর নিদর্শন পরিলক্ষিত হচ্ছিল। তিনি বললেন, আমার নিকট জিব্রাইল এসে বলেছেন, হে মুহাম্মাদ! আপনার প্রভু বলছেন যে, এটা কি আপনার সন্তুষ্টি বিধান করবে না যে, আপনার যে কোন উম্মত আপনার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করলে নিশ্চয় আমি তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করব? এভাবে আপনার যে কোন উম্মত আপনার উপর একবার সালাম পাঠালে আমি তার প্রতি দশবার শান্তি বর্ষণ করব। –নাসায়ী, দারেমী

٨٦٨ - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِيْ؟ فَقَالَ مَا شِئْتَ قُلْتُ الرُّبُعَ؟ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. قُلْتُ النِّصْفَ؟ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قُلْتُ أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِيْ كُلَّهَا؟ قَالَ إِذًا يَكْفِيْ هَمَّكَ وَيُكَفَّرُ لَكَ ذَنْبُكَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

(৮৬৮) হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি একদা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! (আমি দোয়া এবং দরূদ পাঠের জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট করেছি। সেই সময়) আমি আপনার উপর বহু দরূদ পাঠ করি। আপনি বলুন ঐ সময়ের কি পরিমাণ আপনার প্রতি দরূদ পাঠের জন্য নির্দিষ্ট করব? তিনি বললেন, তোমার ইচ্ছা, যে পরিমাণ তুমি চাও। আমি বললাম, এক-চতুর্থাংশ করব? তিনি বললেন, যা তোমার ইচ্ছা। তবে যদি আরও বেশী পরিমাণ কর তা তোমার জন্য মঙ্গলজনক হবে। আমি বললাম, তবে কি অর্ধেক করব? তিনি বললেন যা তোমার ইচ্ছা। তবে যদি আরও বেশী কর, তা তোমার জন্য মঙ্গলজনক হবে। আমি বললাম, তবে কি দুই-তৃতীয়াংশ করব? তিনি বললেন, যা তোমার ইচ্ছা। তবে যদি এটা অপেক্ষাও বেশী কর, তা তোমার জন্য মঙ্গলজনক হবে। আমি বললাম, তা হলে সম্পূর্ণটাই আপনার জন্য নির্দিষ্ট করব। তখন তিনি বললেন, তবে তোমার নেক উদ্দেশ্য পূর্ণ এবং সার্থক হবে এবং তোমার গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যাবে। –তিরমিযী

٨٦٩ - وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَقَالَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِلْتَ أَيُّهَا

الْمُصَلِّيْ اِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ فَاحْمَدِ اللهَ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ وَصَلِّ عَلَيَّ ثُمَّ ادْعُهُ ـ قَالَ ثُمَّ صَلَّى رَجُلٌ اٰخَرُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَحَمِدَ اللهَ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّهَا الْمُصَلِّي ادْعُ تُجَبْ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَى اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ

(৮৬৯) হযরত ফাজালাহ ইবনে উবাইদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) উপবিষ্টাবস্থায় ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে নামায পড়ল। তারপর মুনাজাত শুরু করে শুধু বলল, হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে দয়া কর। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন বললেন, হে নামাযী ব্যক্তি! দোয়ার মধ্যে খুবই তাড়াহুড়ো করে ফেলেছ; বরং যখন তুমি নামায পড়ে দোয়া শুরু করবে, তখন প্রথমে আল্লাহ্র গুণগান করবে। যার যোগ্য তিনিই। তারপর আমার উপর দরূদ পড়বে। তারপর দোয়া করবে। ফাজালাহ বলেন, এরপর আর এক ব্যক্তি এসে নামায পড়ল। সে আল্লাহ্র গুণগান করতঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি দরূদ পড়ল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন, হে নামাযী ব্যক্তি! আল্লাহ্র দরবারে কিছু প্রার্থনা কর, তা কবুল হবে। –তিরমিযী, আবু দাউদ

ইমাম নাসায়ী (রহ)ও অনুরূপ রেওয়ায়াত করেছেন।

٨٧٠ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ اُصَلِّيْ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ مَعَهُ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَدَأْتُ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللهِ تَعَالٰى ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ دَعَوْتُ لِنَفْسِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلْ تُعْطَهُ سَلْ تُعْطَهُ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

(৮৭০) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমি নামায পড়ছিলাম। আর নবী পাক (সা) নিকটে উপস্থিত ছিলেন। আবুবকর (রা) এবং ওমর (রা)ও সেখানে ছিলেন। আমি যখন দোয়া করতে শুরু করলাম প্রথমে আল্লাহ্ পাকের গুণগান করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর দরূদ পাঠ করলাম, তারপর আমার নিজের জন্য দোয়া শুরু করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা কর। তোমার প্রার্থনা পূরণ করা হবে। –তিরমিযী

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٨٧١ ـ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْاَوْفٰى اِذَا صَلَّى عَلَيْنَا اَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاَزْوَاجِهِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهِ وَاَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(৮৭১) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ পরিমাণে (অর্থাৎ অত্যধিক পরিমাণে) সওয়াব পেতে ইচ্ছা করে, সে যখন আমার উপর এবং আমার পরিবারের উপর দরূদ পাঠ করে, তখন যেন এটা পাঠ করে, "আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিন

নাবিয়্যিল উম্মীয়ি ওয়া আযওয়াজিহি উম্মাহাতিল মু'মিনীনা ওয়া যুররিইয়্যাতিহী ওয়া আহলে বাইতিহি কামা ছাল্লাইতা আলা ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।" অর্থাৎ হে আল্লাহ্! উম্মী নবী মুহাম্মাদ (সা), তাঁর স্ত্রীগণ যারা মু'মিনদের জননী। তাঁর বংশধর ও পরিবার-পরিজনের উপর রহমত বর্ষণ করুন। যেভাবে আপনি ইব্রাহীমের পরিবার-পরিজনের উপর রহমত বর্ষণ করেছেন। –আবু দাউদ

٨٧٢۔وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْبَخِيلُ الَّذِىْ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ ۔ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ اَحْمَدُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيْبٌ

(৮৭২) হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, সর্বাপেক্ষা বড় কৃপণ সে-ই, যার নিকট আমার নামোচ্চারণ করা হলে সে আমার উপর দরূদ পড়ে না। –তিরমিযী

কিন্তু ইমাম আহমদ ইহাকে হযরত হোসাইন ইবনে আলী (রা) হতে রেওয়ায়াত করেছেন। তিরমিযী বলেছেন যে, এই হাদীস ছহীহ, গরীব।

٨٧٣۔وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِيْ سَمِعْتُهٗ وَمَنْ صَلّٰى عَلَيَّ نَائِيًا اُبْلِغْتُهٗ۔(رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

(৮৭৩) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে আমার কবরের কাছে এসে আমার উপর দরূদ পড়বে, আমি তা প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ করব, আর যে দূরে থেকে আমার উপর দরূদ পড়বে তা আমার নিকট পৌঁছে দেয়া হবে। –বায়হাকী, শোআবুল ঈমানে।

٨٧٤۔وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَنْ صَلّٰى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُهٗ سَبْعِيْنَ صَلَاةً۔(رَوَاهُ اَحْمَدُ)

(৮৭৪) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি নবী পাক (সা)-এর উপর একবার দরূদ পড়বে আল্লাহ্ পাক তার প্রতি সত্তরটি রহমত নাযিল করবেন এবং তাঁর ফিরিশতাগণ তার জন্যে ৭০ বার দোয়া করবে। –আহমদ

٨٧٥ ۔ وَعَنْ رُوَيْفِعٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّقَالَ اللّٰهُمَّ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهٗ شَفَاعَتِيْ ۔(رَوَاهُ اَحْمَدُ)

(৮৭৫) হযরত রুয়াইফি' ইবনে ছাবেত আনছারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের (সা) উপর দরূদ পড়বে এবং বলবে, হে আল্লাহ্! রোজ কিয়ামতে তাকে তুমি তোমার নিকট সম্মানিত স্থান দান করো। তার জন্য আমার সুপারিশ সুনিশ্চিত হয়ে যাবে।

–আহমদ

٨٧٦ ـ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى دَخَلَ نَخْلًا فَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُوْدَ حَتّٰى خَشِيْتُ أَنْ يَّكُوْنَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَدْ تَوَفَّاهُ قَالَ فَجِئْتُ أَنْظُرُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَا لَكَ فَذَكَرْتُ لَهُ ذٰلِكَ قَالَ فَقَالَ إِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِيْ أَلَا أُبَشِّرُكَ أَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ لَكَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْكَ صَلَاةً صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ ـ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

(৮৭৬) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) শহর হতে বাইরে গেলেন। তিনি একটি খেজুর বাগানে গিয়ে সিজদায় রত হলেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাতেই থাকলেন। এতে আমার এরূপ আশংকা হল যে, না জানি আল্লাহ্ পাক তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন। আব্দুর রহমান (রা) বলেন, অতএব আমি তাঁর একান্ত নিকটে গিয়ে তাঁকে দেখতে লাগলাম। ঐ সময় তিনি তাঁর মস্তক উত্তোলন করলেন এবং বললেন, কি হে? আমার কাছে এসেছ কেন? আমি আমার মনের কথাটি তাঁকে বললাম। আব্দুর রহমান বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ফিরিশতা জিব্রাইল আমাকে বলল, আমি কি আপনাকে এই সুসংবাদ দিব না যে, আল্লাহ্ পাক আপনার ব্যাপারে বলেছেন, যে আপনার উপর দরূদ পড়বে আমি তার উপর রহমত বর্ষণ করব এবং যে আপনার উপর সালাম পাঠাবে, আমি তার উপর শান্তি বর্ষণ করব। –আহমদ

٨٧٧ ـ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتّٰى تُصَلِّيَ عَلٰى نَبِيِّكَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

(৮৭৭) হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, দোয়া প্রার্থনা আসমান ও যমিনের মাঝখানে শূন্যে ঝুলতে থাকে। তার কিছুই উপরে উঠে না যতক্ষণ না তোমার নবীর উপর দরূদ পাঠ কর।

–তিরমিযী

بَابُ الدُّعَاءِ فِي التَّشَهُّدِ

প্রাসঙ্গিক বিষয় ঃ তাশাহ্হুদের মধ্যে দোয়া

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٨٧٨ ـ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْ فِي الصَّلَاةِ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللّٰهُمَّ اِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَمِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهٗ قَائِلٌ مَا اَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْذُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَاَخْلَفَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৮৭৮) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) নামাযের মধ্যে (সালাম ফেরাবার পূর্বে) দোয়া করতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট কবর আযাব হতে আশ্রয় চাইতেছি। আমি তোমার নিকট দাজ্জালের ফেৎনা হতে আশ্রয় চাচ্ছি। আমি তোমার নিকট জীবন-মৃত্যুর পরীক্ষা হতে আশ্রয় চাচ্ছি। হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট গুনাহ এবং ঋণের বোঝা হতে আশ্রয় চাইতেছি। এক ব্যক্তি বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আপনি ঋণের জন্য অত্যধিক আশ্রয় চেয়ে থাকেন, (এর কারণ কি?) তিনি বললেন, এর কারণ হল, কেউ ঋণগ্রস্ত হলে কথা বলার সময় মিথ্যা বলে। ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে (অর্থাৎ কথা ও ওয়াদা রক্ষা করতে পারে না।) –বুখারী, মুসলিম

٨٧٩ ـ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَرَغَ اَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْاٰخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ اَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৮৭৯) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ শেষ তাশাহহুদ হতে ফারেগ হয়ে যেন আল্লাহ্র নিকট চারটি বস্তু হতে আশ্রয় প্রার্থনা করে। (১) দোযখের সাজা হতে। (২) কবর আযাব হতে। (৩) জীবন মৃত্যুর পরীক্ষা হতে এবং (৪) কানা দাজ্জালের কুপ্রভাব হতে। –মুসলিম

٨٨٠ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هٰذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ يَقُوْلُ قُوْلُوْا اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৮৮০) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) তাদেরকে এই দোয়া শিক্ষা দিতেন, যেভাবে তাদেরকে কুরআনে পাকের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, তোমরা বল, হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি জাহান্নামের আযাব থেকে, আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি কবরের আযাব থেকে। আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি কানা দাজ্জালের পরীক্ষা হতে এবং তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি জীবন মৃত্যুর পরীক্ষা হতে। −মুসলিম

٨٨١ - وَعَنْ اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِيْ دُعَاءً اَدْعُوْ بِهٖ فِيْ صَلَاتِيْ قَالَ قُلْ اللّٰهُمَّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৮৮১) হযরত আবুবকর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমাকে একটি দোয়া শিখিয়ে দিন যা আমি নামাযের মধ্যে পড়তে পারি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, বল হে আল্লাহ্! আমি আমার প্রতি অসংখ্য জুলুম করেছি এবং তুমি ছাড়া গুনাহ ক্ষমা করবার আর কেউ নেই; সুতরাং তুমি তোমার নিজ গুণে আমার গুনাহ মার্জনা কর এবং আমার উপর দয়া কর। কেননা, তুমি মার্জনাকারী, দয়ালু। −বুখারী, মুসলিম

٨٨٢ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ اَرٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَعَنْ يَسَارِهٖ حَتّٰى اَرٰى بَيَاضَ خَدِّهٖ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৮৮২) হযরত আমের ইবনে সা'দ তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তার পিতা বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ডানে এবং বামে সালাম ফেরাতে দেখেছি। এমন কি আমি তাঁর গণ্ডদেশের শুভ্রতাও দেখেছি। −মুসলিম

٨٨٣ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلّٰى اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(৮৮৩) হযরত সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামায শেষ করে আমাদের দিকে ফিরে বসতেন। −বুখারী

٨٨٤ - وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِيْنِهٖ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৮৮৪) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) সালাম ফেরাবার পর ডানদিকে ফিরে বসতেন। −মুসলিম

٨٨٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهٖ يَرٰى اَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ اَنْ لَّا يَنْصَرِفَ اِلَّا عَنْ يَمِيْنِهٖ لَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيْرًا يَّنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهٖ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৮৮৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন তার নামাযের কোন অংশ শয়তানের জন্য নির্ধারণ না করে এই কথা মনে করে যে, শুধু ডানদিকে মুখ ফিরানোই তার জন্য জরুরী। নিশ্চয় আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অনেকবার বামদিকে মুখ ফেরাতেও দেখেছি। –বুখারী, মুসলিম

٨٨٦ - وَعَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ وَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْبَبْنَا اَنْ نَكُوْنَ عَنْ يَمِيْنِهٖ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ قَالَ فَسَمِعْتُهٗ يَقُوْلُ رَبِّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ اَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৮৮৬) হযরত বারা' ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পেছনে নামায পড়তাম তখন তাঁর ডানদিকে থাকাটা পছন্দ করতাম। যাতে তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেন। বারা' (রা) বলেন, একদিন আমি শুনলাম, তিনি বলছেন, হে প্রতিপালক! তুমি আমাকে তোমার শাস্তি হতে রক্ষা কর। যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে উঠাবে অথবা বললেন, একত্রিত করবে। (বর্ণনাকারীর সন্দেহ)। –মুসলিম

٨٨٧ - وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اِنَّ النِّسَاءَ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ اِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ صَلّٰى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللّٰهُ فَاِذَا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الرِّجَالُ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فِيْ بَابِ الضِّحْكِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى

(৮৮৭) হযরত উম্মে সালামাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যমানায় মহিলাগণ ফরজের সালাম ফিরিয়েই উঠে পড়ত এবং রাসূলুল্লাহ (সা) আর তাঁর সাথে যে পুরুষগণ নামায পড়তেন তারা কিছু সময় বসে থাকতেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) উঠে দাঁড়ালে পুরুষগণ উঠে দাঁড়াতেন। –বুখারী

اَلْفَصْلُ الثَّانِیْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٨٨٨ـ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اَخَذَ بِيَدِىْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّىْ لَاُحِبُّكَ يَا مُعَاذُ. فَقُلْتُ وَاَنَا اُحِبُّكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ " فَلَا تَدَعْ اَنْ تَقُولَ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ رَبِّ اَعِنِّىْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ) وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ اِلَّا اَنَّ اَبَا دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ قَالَ مُعَاذٌ وَاَنَا اُحِبُّكَ

(৮৮৮) হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার হাত ধরে বললেন, হে মুআয! আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমিও আপনাকে ভালবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তা হলে প্রত্যেক নামাযের পর এই কথাগুলো বলা হতে বিরত থেকো না। হে প্রতিপালক! তুমি আমাকে তোমার স্মরণ করতে, তোমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে এবং তোমার ইবাদাত উত্তমরূপে সম্পন্ন করতে সাহায্য কর। –আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী

٨٨٩ـ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ حَتّٰى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْاَيْمَنِ وَعَنْ يَسَارِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ حَتّٰى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْاَيْسَرِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ) وَالنَّسَائِىُّ وَالتِّرْمِذِىُّ وَلَمْ يَذْكُرِ التِّرْمِذِىُّ حَتّٰى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ

(৮৮৯) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথমে ডানদিকে (এইরূপ ঘাড় ফিরিয়ে) সালাম করতেন এবং বলতেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। যাতে তাঁর ডান গণ্ডদেশের শুভ্রতা পরিদৃষ্ট হত। এভাবে বামদিকে সালাম ফেরাতেন এবং বলতেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। যাতে তাঁর বাম গণ্ডদেশের শুভ্রতা পরিদৃষ্ট হত। –আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী

কিন্তু তিরমিযী "তাঁর গণ্ডদেশের শুভ্রতা দেখা যেত" কথাটি উল্লেখ করেন নি। ইবনে মাজাহ হাদীসটিকে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) হতে রেওয়ায়াত করেছেন।

٨٩٠ـ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ اَكْثَرُ انْصِرَافِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلٰوتِهِ اِلٰى شِقِّهِ الْاَيْسَرِ اِلٰى حُجْرَتِهِ ـ (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

(৮৯০) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা)-এর নামায হতে বাইরে আসা প্রায়শঃ বামদিকে নিজের ঘরের দিকেই হত। –শরহে সুন্নাহ

٨٩١۔وَعَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّيْ الْإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِيْ صَلّٰى فِيْهِ حَتّٰى يَتَحَوَّلَ ۔ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ) وَقَالَ عَطَاءُ الْخُرَسَانِيُّ لَمْ يُدْرِكِ الْمُغِيْرَةَ

(৮৯১) আতায়ে খোরাসানী হযরত মুগীরাহ ইবনে শো'বা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, মুগীরাহ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, ইমাম তার ফরজ নামায আদায়ের স্থলে যেন অন্য নামায না পড়ে। –আবু দাউদ

কিন্তু আবু দাউদ বলেছেন, মুগীরাহ (রা)-এর সাথে আতায়ে খোরাসানীর সাক্ষাত হয় নি।

٨٩٢ ۔ وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضَّهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ وَنَهَاهُمْ اَنْ يَّنْصَرِفُوْا قَبْلَ اِنْصِرَافِهٖ مِنَ الصَّلٰوةِ ۔ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(৮৯২) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) তাদেরকে নামাযের প্রতি উৎসাহ দিতেন এবং নামায হতে তাঁর বাইরে যাওয়ার পূর্বে তাদেরকে (মুক্তাদীগণকে) বাইরে যেতে নিষেধ করতেন। –আবু দাউদ

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٨٩٣ ۔ وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِيْ صَلٰوتِهٖ اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْاَمْرِ وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَاَسْاَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَاَسْاَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَاَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ ۔ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَرَوٰى اَحْمَدُ نَحْوَهٗ)

(৮৯৩) হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর নামাযের মধ্যে এরূপ দোয়া করতেন, হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট কাজে স্থায়িত্ব এবং সৎপথে দৃঢ় থাকার জন্য প্রার্থনা করছি। আমি তোমার নিকট তোমার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং তোমার ইবাদত উত্তমরূপে সম্পন্ন করার শক্তি প্রার্থনা করছি। আমি তোমার নিকট অন্তরের সারল্য এবং রসনার সত্য কথা প্রার্থনা করছি। আমি তোমার নিকট যা তুমি ভাল জান, তাই প্রার্থনা করছি এবং তুমি যা মন্দ বলে জান, তা হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। (অবশেষে) আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আমার সেই সব অপরাধ হতে যা তুমি জান (অথচ আমি জানি না) –নাসায়ী, আহমদও এর অনুরূপ।

٨٩٤ ۔ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِيْ صَلَاتِهٖ بَعْدَ التَّشَهُّدِ اَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللّٰهِ وَاَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۔ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

(৮৯৪) হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর নামাযে তাশাহহুদের পর বলতেন, সর্বোত্তম কালাম হল আল্লাহ্‌র কালাম এবং সর্বোত্তম আদর্শ হল মুহাম্মাদ (সা)-এর আদর্শ।
—নাসায়ী

٨٩٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلٰوةِ تَسْلِيمَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهٖ ثُمَّ تَمِيْلُ اِلَى الشِّقِّ الْاَيْمَنِ شَيْئًا - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

(৮৯৫) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযে এক সালাম ফেরাতেন সামনের দিকে, তারপর ডানদিকে, সামান্য ঘুরতেন। —তিরমিযী

٨٩٦ - وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَرُدَّ عَلَى الْاِمَامِ وَنَتَحَابَّ وَاَنْ يُّسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(৮৯৬) হযরত সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে ইমামের সালামের জবাব দিতে এবং পরস্পরকে ভালবাসতে ও সালাম দিতে বলেছেন। —আবু দাউদ

بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ

পরিচ্ছেদ : নামাযের পরের দোয়া

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٨٩٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ اَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيْرِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৮৯৭) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তাকবীর পাঠ দ্বারাই তাঁর নামায শেষ হয়েছে বুঝতে পারতাম। –বুখারী, মুসলিম

٨٩٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ اِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৮৯৮) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) (নামাযের) সালাম ফেরাবার পর এই দোয়াটুকু পড়ার অতিরিক্ত সময় বসতেন না। "হে আল্লাহ্! আপনি শান্তিময় এবং আপনার দ্বারাই শান্তি। আপনি কল্যাণময়, হে পরাক্রমশালী ও মহাসম্মানিত। –মুসলিম

٨٩٩ - وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ اللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৮৯৯) হযরত ছাওবান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামায হতে ফারেগ হয়ে তিনবার ইস্তেগফার পড়তেন, তারপর বলতেন, হে আল্লাহ্! আপনি শান্তিময় এবং আপনার দ্বারাই শান্তি। আপনি কল্যাণময় হে পরাক্রমশালী ও মহাসম্মানিত। –মুসলিম

٩٠٠ - وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৯০০) হযরত মুগীরাহ ইবনে শো'বা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর পাঠ করতেন, "আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি একক। তার কোন শরীক নেই। এই

নিখিল বিশ্বের রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সর্বশক্তিমান।" হে আল্লাহ্! আপনি যা দিতে চান তা কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না এবং আপনি যা প্রতিরোধ করতে চান, তা কেউ দিতে পারে না এবং কোন ধনবানের ধনই আপনার নিকট হতে তাকে বাঁচাতে পারে না। –বুখারী, মুসলিম

٩٠١ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهٖ يَقُوْلُ بِصَوْتِهِ الْاَعْلٰى لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৯০১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযের সালাম ফিরিয়ে উচ্চস্বরে বলতেন, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি একক। তাঁর কোন অংশীদার নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সর্বশক্তিমান। তাঁর সাহায্য ব্যতীত কারো কোন উপায় বা শক্তি নেই। আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আমরা তাঁকে ব্যতীত আর কারো ইবাদাত করি না। নিয়ামত তাঁরই, অনুগ্রহ তাঁরই, উত্তম প্রশংসা তাঁরই। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। ধর্ম একমাত্র তাঁরই জন্য। কাফিররা তা পছন্দ নাই করুক। –মুসলিম

٩٠٢ - وَعَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهٗ كَانَ يُعَلِّمُ بَنِيْهِ هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَيَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلَاةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(৯০২) হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাছ (রা) হতে বর্ণিত রয়েছে। তিনি তাঁর সন্তানদেরকে এই কথাগুলো শিক্ষা দিতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযের পর এই কথাগুলো দ্বারা আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাইতেন। যথা ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট কাপুরুষতা হতে আশ্রয় চাচ্ছি। আমি আপনার নিকট কৃপণতা হতে আশ্রয় চাচ্ছি। আমি আপনার নিকট অক্ষম-অকর্মণ্য বয়স হতে আশ্রয় চাইতেছি এবং আপনার নিকট দুনিয়ার ফেৎনা ফাসাদের ঝামেলা হতে আশ্রয় চাচ্ছি।–বুখারী

٩٠٣ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ اَتَوْا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا قَدْ ذَهَبَ اَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوْا يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّيْ وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَيَتَصَدَّقُوْنَ وَلَا نَتَصَدَّقُ وَيُعْتِقُوْنَ وَلَا نُعْتِقُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَلَا اُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُوْنَ بِهٖ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُوْنَ بِهٖ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُوْنُ اَحَدٌ

اَفْضَلَ مِنْكُمْ اِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ تُسَبِّحُوْنَ وَتُكَبِّرُوْنَ وَتَحْمَدُوْنَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ مَرَّةً ـ قَالَ اَبُوْ صَالِحٍ فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا سَمِعَ اِخْوَانُنَا اَهْلُ الْاَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوْا مِثْلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَلَيْسَ قَوْلُ اَبِيْ صَالِحٍ اِلٰى اٰخِرِهٖ اِلَّا عِنْدَ مُسْلِمٍ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِّلْبُخَارِيِّ ـ

تُسَبِّحُوْنَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَتَحْمَدُوْنَ عَشْرًا وَتُكَبِّرُوْنَ عَشْرًا بَدَلَ ثَلٰثًا وَثَلٰثِيْنَ ـ

(৯০৩) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা নিঃস্ব মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! সম্পদশালীরাই বেশী বেশী সওয়াব এবং স্থায়ী নিয়ামতসমূহের অধিকারী হল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এ কি কথা বললে? তাঁরা বললেন, সম্পদশলী লোকগণও নামায পড়ে। যেমন আমরাও পড়ি। আমাদের রোযার ন্যায় তারাও রোযা রাখে কিন্তু তারা দান-খয়রাত করে আর আমরা তা করতে পারি না। তারা দাস-দাসী মুক্ত করে কিন্তু আমরা তা করতে পারি না। তাদের কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এরূপ একটি বিষয় শিখিয়ে দিব না, যার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের চেয়ে অগ্রবর্তীদের মর্যাদা লাভ করতে পারবে? আর তোমাদের তুলনায় কেউ শ্রেষ্ঠ হতে পারবে না? অবশ্য তোমাদের মত যদি তারাও তা করে সেকথা স্বতন্ত্র। তারা বললেন, হ্যাঁ। আমাদেরকে শিখিয়ে দিন ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমরা প্রত্যেক নামাযের পর তেত্রিশবার করে সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার এবং আলহামদু লিল্লাহ পাঠ করবে।

বর্ণনাকারী আবু ছালেহ বলেন, অতঃপর আবার নিঃস্ব মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! (আপনি আমাদেরকে যে কথা শিখিয়ে দিয়েছেন) তা আমাদের ভাইগণও শুনে তদ্রূপ আমল করছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এটা হল আল্লাহ্র দান। (এতে কারো কিছু করবার নেই।) –বুখারী, মুসলিম

কিন্তু আবু ছালেহ হতে পরবর্তী কথাগুলো শুধু মুসলিমই রেওয়ায়াত করেছেন, আর বুখারীর অপর বর্ণনায় তেত্রিশবারের স্থলে দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আলহামদুলিল্লাহ এবং দশবার আল্লাহু আকবার বলার কথা রয়েছে।

٩٠٤ ـ وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيْبُ قَائِلُهُنَّ اَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ ثَلَاثٌ وَّثَلَاثُوْنَ تَسْبِيْحَةً ثَلَاثٌ وَّثَلَاثُوْنَ تَحْمِيْدَةً وَاَرْبَعٌ وَثَلَاثُوْنَ تَكْبِيْرَةً ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৯০৪) হযরত কা'ব ইবনে উজরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর পাঠ করবার কয়েকটি বাক্য রয়েছে। যারা তা আমল করবে বা পাঠ করবে তারা কখনও ব্যর্থ হবে না। তা হল তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদু লিল্লাহ এবং চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার। —মুসলিম

٩٠٥ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ اللّٰهَ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ وَحَمِدَ اللّٰهَ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ وَكَبَّرَ اللّٰهَ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ وَقَالَ تَمَامُ الْمِائَةِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৯০৫) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর তেত্রিশবার করে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার বলে, তাতে মোট হয় নিরানব্বইবার। তারপর একশতবার পূর্ণ করবার জন্য বলে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি একক। তাঁর কোন অংশীদার নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সর্বশক্তিমান। তার যাবতীয় গুনাহ সমুদ্রের ফেনাসদৃশ অফুরন্ত হলেও মাফ করা হবে। —মুসলিম

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٩٠٦ - وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الدُّعَاءِ اَسْمَعُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

(৯০৬) হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আরজ করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! কোন দোয়াটি নিশ্চিত কবুল হয়? তিনি বললেন, যে দোয়া শেষ রাত্রে এবং ফরজ নামাযের পর পাঠ করা হয়। —তিরমিযী

٩٠٧ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَقْرَاَ بِالْمُعَوِّذَاتِ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَالْبَيْهَقِىُّ فِى الدَّعَوَاتِ الْكَبِيْرِ)

(৯০৭) হযরত ওকবাহ ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে প্রত্যেক নামাযের পর সূরা ফালাক এবং সূরা নাস পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

—আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, বায়হাকী

٩٠٨ ـ وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَنْ اَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اُعْتِقَ اَرْبَعَةً مِنْ وُلْدِ اِسْمَاعِيلَ وَلَاَنْ اَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ اِلَى اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اُعْتِقَ اَرْبَعَةً ـ(رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(৯০৮) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যারা ফজরের নামাযের পর হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে আল্লাহ্‌র স্মরণ করে, তাদের সাথে শরীক হওয়াকে আমি ইসমাইলের বংশীয় চারজন লোক মুক্ত করা হতেও উত্তম মনে করি। এইভাবে আমি যারা আছরের নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বসে আল্লাহ্‌র স্মরণ করে তাদের সাথে শরীক হওয়াকে চারজন গোলাম মুক্ত করা হতে উত্তম মনে করি। –আবু দাউদ

٩٠٩ ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِيْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللّٰهَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَاَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ ـ(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

(৯০৯) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জামাতের সাথে ফজরের নামায পড়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে আল্লাহ্‌র স্মরণ করে। তারপর দুই রাকাত নফল নামায আদায় করেছে তার জন্য হজ্জ এবং ওমরাহ্‌র সওয়াব তুল্য সওয়াব থাকবে।

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এর পর বলেছেন, পূর্ণ হজ্জ এবং পূর্ণ ওমরাহ্‌র। –তিরমিযী

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٩١٠ ـ عَنِ الْاَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلّٰى بِنَا اِمَامٌ لَنَا يُكْنٰى اَبَا رِمْثَةَ قَالَ صَلَّيْتُ هٰذِهِ الصَّلَاةَ اَوْ مِثْلَ هٰذِهِ الصَّلَاةِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ يَقُوْمَانِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ شَهِدَ التَّكْبِيْرَةَ الْاُوْلٰى مِنَ الصَّلَاةِ فَصَلّٰى نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتّٰى رَاَيْنَا بَيَاضَ خَدَّيْهِ ثُمَّ انْفَتَلَ كَانْفِتَالِ اَبِيْ رِمْثَةَ يَعْنِيْ نَفْسَهُ فَقَامَ الرَّجُلُ الَّذِيْ اَدْرَكَ مَعَهُ التَّكْبِيْرَةَ الْاُوْلٰى مِنَ الصَّلَاةِ يَشْفَعُ فَوَثَبَ اِلَيْهِ عُمَرُ فَاَخَذَ

بِمَنْكَبِهِ فَهَزَّهُ ثُمَّ قَالَ اجْلِسْ فَإِنَّهُ لَمْ يُهْلِكْ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلَوَاتِهِمْ فَصْلٌ فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَهُ فَقَالَ أَصَابَ اللّٰهُ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

(৯১০) হযরত আযরাক ইবনে কায়স (রহ) বলেছেন, আবু রেমছাহ উপনামধারী আমাদের এক ইমাম একদা আমাদেরকে নামায পড়িয়ে বললেন, একদা আমি এই নামায অথবা এর ন্যায় এক নামায রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে আদায় করলাম। তারপর তিনি (আবু রেমছাহ) বললেন, হযরত আবুবকর (রা) এবং হযরত ওমর (রা) প্রথম কাতারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ডানদিকেই দাঁড়ালেন। (সেই নামাযে তারা সেইদিকেই ছিলেন)। নামাযে অপর এক ব্যক্তিও শরীক ছিলেন। যিনি প্রথম রাকাতেই শামিল হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়িয়ে তাঁর ডানদিকে এবং বামদিকে সালাম ফেরালেন। যাতে আমরা তাঁর চেহারার শুভ্রতা দেখতে পেলাম। নামাযের পর তিনি আবু রেমছাহর ন্যায় অর্থাৎ আমার ন্যায় একদিকে সরে বসলেন। এমন সময় প্রথম রাকাতে শামিল হওয়া ওই ব্যক্তি তাড়াতাড়ি সুন্নত পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। এটা দেখে হযরত ওমর (রা) সাথে সাথে দাঁড়িয়ে গিয়ে তার বাহুতে নাড়া দিয়ে বললেন, বস। আহলে কিতাবগণ এই কারণেই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের ফরজ নামায এবং সুন্নত নামাযের মাঝে কোন বিরতি ছিল না। এটা দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) মস্তক উত্তোলন করতঃ বললেন, হে খাত্তাব তনয়! আল্লাহ্ পাক তোমাকে সর্বদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন (তুমি ঠিকই বলেছ)। –আবু দাউদ

٩١١ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أُمِرْنَا أَنْ نُسَبِّحَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَنَحْمَدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَنُكَبِّرَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ فَأُتِيَ رَجُلٌ فِي الْمَنَامِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقِيْلَ لَهُ أَمَرَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسَبِّحُوْا فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ الْأَنْصَارِيُّ فِيْ مَنَامِهِ نَعَمْ قَالَ فَاجْعَلُوْهَا خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ وَاجْعَلُوْا فِيْهَا التَّهْلِيْلَ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافْعَلُوْا - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

(৯১১) হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাদেরকে বলা হয়েছে, প্রত্যেক নামাযের পর তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ্, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ এবং চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার বলবে। এক রাত্রে এক আনছারীকে স্বপ্নে দেখানো হল এবং জিজ্ঞেস করা হলো যে, তোমাদেরকে কি রাসূলুল্লাহ (সা) এত এতবার এইসব তাসবীহ ইত্যাদি পড়তে বলেছেন? আনছারী স্বপ্নের মধ্যেই বললেন, হ্যাঁ। তখন স্বপ্নে দেখা ব্যক্তি বলল, সেই তাসবীহ তিনটিকে তেত্রিশ ও চৌত্রিশের স্থলে পঁচিশ পঁচিশবার পড়বেন এবং পঁচিশবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বাড়িয়ে দিলেন (তাতে মোট একশতবার হয়ে যাবে)! প্রত্যুষে সেই আনছারী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে স্বপ্নের ঘটনাটি বললেন। তিনি শুনে বললেন, তবে তাই কর। –আহমদ, নাসায়ী, দারেমী

٩١٢ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى اَعْوَادِ هٰذَا الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ مَنْ قَرَأَ اٰيَةَ الْكُرْسِيِّ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ اِلَّا الْمَوْتُ وَمَنْ قَرَأَهَا حِيْنَ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ اٰمَنَهُ اللّٰهُ عَلٰى دَارِهٖ وَدَارِ جَارِهٖ وَاَهْلِ دُوَيْرَاتٍ حَوْلَهٗ - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ وَقَالَ اِسْنَادُهٗ ضَعِيْفٌ

(৯১২) হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি এই মিম্বরের কাঠে দাঁড়িয়ে ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তার বেহেশতে প্রবেশে মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন কিছুই বাধা থাকে না। আর যে ব্যক্তি ঘুমানোর সময় তা পাঠ করবে, আল্লাহ্ পাক তার ঘর, তার প্রতিবেশীর ঘর এবং আশপাশের আরও কতক ঘরকে নিরাপদে রাখবেন। বায়হাকী শোআবুল ঈমানে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এটা দুর্বল।

٩١٣ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنَمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ قَالَ مَنْ قَالَ قَبْلَ اَنْ يَّنْصَرِفَ وَيَثْنِيَ رِجْلَيْهِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهٗ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهٗ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَّكَانَتْ حِرْزًا مِّنْ كُلِّ مَكْرُوْهٍ وَحِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَلَمْ يَحِلَّ لِذَنْبٍ اَنْ يُّدْرِكَهٗ اِلَّا الشِّرْكُ وَكَانَ مِنْ اَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلًا اِلَّا رَجُلًا يَفْضُلُهٗ يَقُوْلُ اَفْضَلَ مِمَّا قَالَ - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهٗ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ اِلٰى قَوْلِهٖ اِلَّا الشِّرْكَ وَلَمْ يَذْكُرْ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَلَا بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ

(৯১৩) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে গানাম (রা) নবী পাক (সা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিব এবং ফজরের নামাযের সালাম ফেরাবার পরে এবং পা ছড়িয়ে দেযার পূর্বে (অর্থাৎ সালাম ফেরাবার সাথে সাথে) দশবার বলবে, "আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই। যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই। সমগ্র কল্যাণ তাঁরই। তিনি সকলকে জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।" তাঁর জন্য প্রত্যেকটি শব্দের বিনিময়ে দশটি করে নেকী লেখা হবে। দশ দশটি করে গুনাহ মোচন করা হবে এবং দশ দশটি করে মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়া হবে। এছাড়া তার জন্য প্রত্যেক কুকাজ হতে এটা রক্ষাকবজস্বরূপ হবে এবং এটা শয়তান হতেও বাঁচিযে রাখবে। অধিকন্তু এর দরুন তাকে কোন গুনাহ স্পর্শ করতে পারবে না শিরক ছাড়া; এবং সে হবে সকল মানুষ হতে উত্তম আমলকারী; কিন্তু যে ব্যক্তি তার কথা হতেও উত্তম কথা বলবে সে অবশ্য তাব তুলনায়ও উত্তম হবে। —আহমদ

তিরমিযী (রহ) আবু যার সূত্রে "শিরক ছাড়া" পর্যন্ত উদ্ধৃত করেছেন এবং সেটিতে "মাগরিবের নামায" ও "তাঁর হাতে সকল কল্যাণ" কথাটি নেই। তিনি বলেছেন, এটি হাসান, সহীহ ও গরীব হাদীছ।

٩١٤ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوْا غَنَائِمَ كَثِيْرَةً وَاَسْرَعُوا الرَّجْعَةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَّا لَمْ يَخْرُجْ مَا رَاَيْنَا بَعْثًا اَسْرَعَ رَجْعَةً وَلَا اَفْضَلَ غَنِيْمَةً مِنْ هٰذَا الْبَعْثِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى قَوْمٍ اَفْضَلَ غَنِيْمَةً وَاَفْضَلَ رَجْعَةً؟ قَوْمًا شَهِدُوْا صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ جَلَسُوْا يَذْكُرُوْنَ اللهَ حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ اُولٰٓئِكَ اَسْرَعُ رَجْعَةً وَاَفْضَلُ غَنِيْمَةً - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهٗ اِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَحَمَّادُ بْنِ اَبِىْ حُمَيْدِ الرَّاوِىْ هُوَ الضَّعِيْفُ فِى الْحَدِيْثِ

(৯১৪) হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) একবার নজদের দিকে একটি অভিযান প্রেরণ করলেন। তারা বহু যুদ্ধলব্ধ মাল নিয়ে অল্প দিনের মধ্যে ফিরে আসল। এটা দেখে আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি, যে এই অভিযানে শরীক হয় নি—বলল যে, এই অভিযানের তুলনায় এত দ্রুত প্রত্যাবর্তনকারী এবং বহু পরিমাণ গনিমত লাভকারী আর কোন অভিযান আমরা দেখি নি। এ কথা শুনে নবী পাক (সা) বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি দলের কথা বলব না, যারা ইহাদের তুলনায়ও গনিমত লাভে শ্রেষ্ঠ এবং প্রত্যাবর্তনে দ্রুত। সেই দলটি হলো যারা ফজরের নামায জামাতে পড়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে আল্লাহ্‌র যিকির করেছ, এরাই হলো প্রত্যাবর্তনে দ্রুততর এবং গনিমত লাভে শ্রেষ্ঠতর।

তিরমিযী এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এই হাদীসটি গরীব।

بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ وَمَا يُبَاحُ مِنْهُ

পরিচ্ছেদ : যে কাজগুলো নামাযের মধ্যে করা নাজায়েয এবং যেগুলো করা জায়েয

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٩١٥۔ عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ الْحَكَمِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا اَنَا اُصَلِّي مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِاَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَا ثُكْلَ اُمِّيَاهُ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُوْنَ اِلَيَّ فَجَعَلُوْا يَضْرِبُوْنَ بِاَيْدِيْهِمْ عَلَى اَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَاَيْتُهُمْ يُصَمِّتُوْنَنِيْ لٰكِنِّيْ سَكَتُّ فَلَمَّا صَلّٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِاَبِيْ هُوَ وَاُمِّيْ مَا رَاَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ اَحْسَنَ تَعْلِيْمًا مِّنْهُ فَوَاللهِ مَا كَهَرَنِيْ وَلَا ضَرَبَنِيْ وَلَا شَتَمَنِيْ قَالَ اِنَّ هٰذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِّنْ كَلَامِ النَّاسِ اِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ اَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّيْ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالْاِسْلَامِ وَاِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُوْنَ الْكُهَّانَ قَالَ فَلَا تَأْتِهِمْ ۔ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُوْنَ قَالَ ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُوْنَهُ فِيْ صُدُوْرِهِمْ فَلَا يَصُدَّنَّهُمْ ۔ قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّوْنَ قَالَ كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ ۔ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

قَوْلُهُ لٰكِنِّيْ سَكَتُّ هٰكَذَا وُجِدَتْ فِيْ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ وَكِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ وَصُحِّحَ فِيْ جَامِعِ الْاُصُوْلِ بِلَفْظَةِ كَذَا فَوْقَ لٰكِنِّيْ

(৯১৫) হযরত মুআবিয়া ইবনে হাকাম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে নামায পড়ছিলাম। (এমন সময়) হঠাৎ একটি লোক হাঁচি দিয়ে উঠল। আমি তাতে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" অর্থাৎ "আল্লাহ্ তোমাকে রহম করুন" বললাম। এতে (নামাযে রত) লোকজন আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। আমি বললাম, কি ব্যাপার তোমরা আমার দিকে এভাবে তাকাচ্ছ কেন? আমার এই কথায় তারা তাদের উরুর উপর হাত চাপড়াল, আমি বুঝতে পারলাম যে, তারা আমাকে নীরব থাকতে বলছে। (আমার তাতে রাগ আসল কিন্তু) আমি নীরব হলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) নামায শেষ করলেন। আমার পিতা-

মাতা তাঁর উপর কুরবান হউক। তাঁর ন্যায় উত্তম কোন উপদেশদাতা আমি পূর্বেও দেখি নি এবং পরেও দেখি নি। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি আমাকে কোনরূপ তিরস্কার করলেন না, সাজা দিলেন না এবং গালি-ভর্ৎসনাও করলেন না; বরং আমাকে বললেন, শোন নামাযের মধ্যে মানুষের সাধারণ কথাবার্তার ন্যায় কোন কথাবার্তা বলা ঠিক নয়। কেননা নামায হল শুধু তাকবীর, তাসবীহ এবং কুরআনের সূরা-কিরাত পাঠের নাম। অথবা এই ধরনের কোন কথা বললেন।

আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমি তো এই সেইদিন পর্যন্তও অন্ধকার যুগের অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন ছিলাম। এমন সময় আল্লাহ্ আমাকে ইসলামের আলো দান করেছেন। তারপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমাদের মধ্যকার কোন কোন লোক যে গণকদের নিকট গিয়ে ভবিষ্যৎ ও অদৃশ্যের বিষয় জানতে চায় (ইহা ঠিক কি-না?) তিনি বললেন, তাদের নিকট কখনও যাবে না। আমি বললাম, আমাদের মধ্যে কতক লোক আছে যারা যাত্রার শুভাশুভ বিচার করে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হ্যাঁ মনের মধ্যে এই ধরনের কল্পনা সৃষ্টি হয়, তবে তা যেন মন হতে আল্লাহ্‌র নির্ভরতা দূর করে না দেয়। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমাদের মধ্যে কতক লোক যমিনের উপর রেখা টেনে ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকে। তিনি (সা) বললেন, হ্যাঁ, নবীদের মধ্যে একজন নবী এরূপ করতেন। যদি কারো রেখা সেই নবীর রেখার অনুরূপ হয় তবে তা ঠিক হবে। –মুসলিম

٩١٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا فَقَالَ اِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৯১৬) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) নামাযে থাকা অবস্থায় আমরা তাঁকে সালাম করতাম এবং তদবস্থায় তিনিও আমাদেরকে সালামের জবাব দিতেন; কিন্তু যখন আমরা আবিসিনিয়ায় হিজরতের পর তথা হতে ফিরে এলাম এবং তাঁকে নামাযের অবস্থায় সালাম করলাম (তখন) তিনি সেই সালামের জবাব দিলেন না। আমরা তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! পূর্বে আমরা আপনাকে নামাযের মধ্যে সালাম করতাম এবং আপনি তার জবাব দিতেন। (এখন তদ্রূপ দেন না কেন?) তিনি বললেন, নামাযের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো আল্লাহ্‌র ধ্যান এবং তাতে তন্ময়তা। –বুখারী, মুসলিম

٩١٧ - وَعَنْ مُعَيْقِيْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّى التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ اِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৯১৭) হযরত মুআইকিব (রা) নবী পাক (সা) হতে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে সিজদাহ্‌র স্থানের উঁচু-নীচু মাটি সমান করে। তিনি (সা) তাকে বলেছিলেন, যদি ঐরূপ তোমার করতেই হয় তবে মাত্র একবার করবে। –বুখারী, মুসলিম

٩١٨ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلٰوةِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৯১৮) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযের মধ্যে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন। -বুখারী, মুসলিম

٩١٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ هُوَ اِخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلٰوةِ الْعَبْدِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৯১৯) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে নামাযের মধ্যে এদিক-সেদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তা হলো শয়তানের ছোঁ মারার ন্যায়। শয়তান ছোঁ মেরে বান্দার নামাযের কিছু অংশ নিয়ে যায়। -বুখারী, মুসলিম

٩٢٠ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ اَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ اِلَى السَّمَآءِ اَوْ لَتُخْطَفَنَّ اَبْصَارُهُمْ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৯২০) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যারা নামাযের মধ্যে দোয়া পাঠ করাকালে আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করে তারা এই কাজ হতে বিরত না হলে তাদের চোখের জ্যোতি আল্লাহ্ পাক ছিনিয়ে নিবেন।

٩٢١ - وَعَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ قَالَتْ رَاَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ النَّاسَ وَاُمَامَةُ بِنْتُ اَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَاِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَاِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُوْدِ اَعَادَهَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৯২১) হযরত আবু কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে লোকের ইমামতি করতে দেখেছি। অথচ তখন আবুল আছের কন্যা উমামাহ তাঁর কাঁধের উপর ছিল। তিনি যখন রুকূ করতেন তখন তাকে নামিয়ে দিতেন। আর সিজদাহ হতে মাথা তোলার পর পুনরায় উঠিয়ে নিতেন।

-বুখারী, মুসলিম

٩٢٢ - وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِيْ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ " اِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ وَلَا يَقُلْ هَا فَاِنَّمَا ذٰلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ يَضْحَكُ مِنْهُ -

(৯২২) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কারো নামাযের মধ্যে হাই আসলে সে যেন তা যথাসাধ্য চেপে রাখে। কেননা তখন শয়তান তার মুখের মধ্যে ঢুকে যায়। –মুসলিম

বুখারীর বর্ণনান্তরে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কারো নামাযের মধ্যে হাই এলে সে যেন যথাসাধ্য চেষ্টার সাথে তা বন্ধ করে এবং হাঁ করে মুখ খুলে না ফেলে। নিশ্চয়ই হাই শয়তানের তরফ হতে হয়। এতে শয়তান হাসতে থাকে।

٩٢٣ ـ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ عِفْرِيْتًا مِّنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَى صَلَاتِيْ فَاَمْكَنَنِيْ اللهُ مِنْهُ فَاَخَذْتُهُ فَاَرَدْتُ اَنْ اَرْبِطَهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِّنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ حَتّٰى تَنْظُرُوْا اِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ اَخِيْ سُلَيْمَانَ رَبِّ هَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِىْ فَرَدَدْتُهُ خَاسِئًا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৯২৩) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, গত রাতে একটি অসৎ জিন এসেছিল আমার নামাযের ক্ষতি করার জন্যে। তবে আল্লাহ্ পাকের ক্ষমতাবলে আমি তাকে ধরে ফেলি। জিনটিকে আমি মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখার ইচ্ছা করেছিলাম, যেন তোমরা সকলে জিনটিকে দেখতে পাও; কিন্তু যখন আমার ভাই সোলায়মান (আঃ)-এর দোয়া আমার স্মরণে এল যে, হে প্রতিপালক! আমাকে এমন একটি রাজত্ব দান কর, যেমনটি আমার পর আর কারো না হয়। তার এই দোয়ার কারণেই আমি জ্বিনটিকে অপদস্থ করে ছেড়ে দিলাম। –বুখারী, মুসলিম

٩٢٤ ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِيْ صَلَاتِهٖ فَلْيُسَبِّحْ فَاِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاۤءِ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاۤءِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৯২৪) হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যখন কারো নামাযের মধ্যে কোন অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়, তখন সে যেন সুবহানাল্লাহ বলে। কেননা হাততালি দেয়া শুধু মহিলাদের জন্য। অপর এক বর্ণনায় আছে, সুবহানাল্লাহ বলা শুধু পুরুষের জন্য এবং হাততালি দেয়া শুধু মহিলাদের জন্য। –বুখারী, মুসলিম

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٩٢٥ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى الصَّلَاةِ قَبْلَ اَنْ نَّأْتِيَ اَرْضَ الْحَبَشَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ اَرْضِ الْحَبَشَةِ اَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّيْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتّٰى اِذَا قَضٰى صَلَاتَهُ قَالَ اِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ اَمْرِهٖ مَا يَشَاءُ وَاِنَّ مِمَّا اَحْدَثَ

اَنْ لَّا تَتَكَلَّمُوْا فِي الصَّلَاةِ. فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ وَقَالَ اِنَّمَا الصَّلٰوةُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرِ اللهِ فَاِذَا كُنْتَ فِيْهَا فَلْيَكُنْ ذٰلِكَ شَأْنُكَ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(৯২৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবিসিনিয়া যাওয়ার পূর্বে আমরা নবী পাক (সা)-কে তাঁর নামাযে থাকা অবস্থায় সালাম করতাম এবং তদবস্থায়ই তিনি তার জবাব দিতেন। অতঃপর যখন আমরা আবিসিনিয়া হতে ফিরে এলাম, তখন আমি তাঁকে নামাযের মধ্যে পেয়ে সালাম করলাম কিন্তু তিনি তার জবাব দিলেন না–যে পর্যন্ত না নামায শেষ করলেন। তারপর বললেন, আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছানুযায়ী নতুন নির্দেশ দেন এবং নতুনভাবে কোন বস্তু নিষিদ্ধ করেন। এবার আল্লাহ্ পাক যে সকল নতুন হুকুম করেছেন তন্মধ্যে একটি হল, তোমরা নামাযের মধ্যে কথা বলবে না। এ কথা বলার পর তিনি আমার সালামের জবাব দিলেন। তারপর বললেন, নামায শুধু কুরআন তিলাওয়াত এবং শুধু আল্লাহ্র যিকিরের জন্যই; সুতরাং নামাযে থাকা অবস্থায় তোমার কাজ যেন শুধু এটাই হয়। –আবু দাউদ

٩٢٦ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِبِلَالٍ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِيْنَ كَانُوْا يُسَلِّمُوْنَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ كَانَ يُشِيْرُ بِيَدِهٖ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَفِيْ رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ نَحْوَهٗ وَعِوَضَ بِلَالٍ صُهَيْبٌ.

(৯২৬) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমি হযরত বেলাল (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, (পূর্বে তারা যখন নামাযে রত থাকা অবস্থায় নবী পাক (সা)-কে সালাম করতেন তিনি তখন কিভাবে তাদের জবাব দিতেন? বেলাল (রা) বললেন, তিনি (সা) হাতদ্বারা ইশারা করতেন। –তিরমিযী

নাসায়ী (রহ)-ও এরূপ একটি হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন; কিন্তু তাতে বেলাল (রা)-এর স্থলে হযরত ছুহাইবকে জিজ্ঞেস করার কথা রয়েছে।

٩٢٧ـ وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَسْتُ فَقُلْتُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضٰى فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ اَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ اَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ فَقَالَ رِفَاعَةُ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَقَدِ ابْتَدَرَهَا بِضْعَةٌ وَّثَلَاثُوْنَ مَلَكًا اَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

(৯২৭) হযরত রিফাআ ইবনে রাফে' (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পেছনে নামায পড়ছিলাম। হঠাৎ আমার হাঁচি এলে আমি বললাম, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র। পবিত্র প্রশংসা, কল্যাণময় প্রশংসা, যে প্রশংসাকে আমাদের প্রভু ভালবাসেন এবং পছন্দ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) নামায শেষ করে জিজ্ঞেস করলেন, নামাযের মধ্যে এই কথাগুলো কে বলল? কেউ কোন জবাব দিল না। তিনি দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন; কিন্তু এবারও কেউ কোন জবাব দিল না। তখন তিনি তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন। রিফাআ বলেন, তখন আমি (ভয়ে) ভীতভাবে জবাব দিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমি দেখেছি, ত্রিশজনের অধিক ফিরিশতা এটা নিয়ে উপরে উঠার জন্য তাড়াহুড়া করছে। −তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী

٩٢٨ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّثَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَفِيْ اُخْرٰى لَهُ وَلِابْنِ مَاجَةَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلٰى فِيْهِ

(৯২৮) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, নামাযের মধ্যে হাই আসে শয়তানের তরফ হতে; সুতরাং তোমাদের কারো হাই এলে সে যেন তা রোধ করতে সাধ্যানুরূপ চেষ্টা করে। −তিরমিযী

তিরমিযী এবং ইবনে মাজাহ্‌র অপর বর্ণনায় রয়েছে, সে যেন তার হাত মুখের উপর রাখে।

٩٢٩ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَوَضَّأَ اَحَدُكُمْ فَاَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا اِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ فَاِنَّهُ فِي الصَّلٰوةِ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

(৯২৯) হযরত কা'ব ইবনে উজরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ অজু করে এবং উত্তমরূপে অজু সম্পন্ন করে, তারপর নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদের দিকে যেতে থাকে, তখন সে যেন তার এক হাতের অঙ্গুলি অন্য হাতের অঙ্গুলির মধ্যে প্রবেশ না করায়। কেননা সে তখন নামাযের মধ্যেই থাকে। −আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও দারেমী

٩٣٠ - وَعَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِيْ صَلَاتِهٖ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَاِذَا الْتَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

(৯৩০) হযরত আবু যর গিফারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দার দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন−যখন পর্যন্ত বান্দা নামাযে লিপ্ত থাকে এবং

এদিক ওদিক না তাকায়। যখন সে এদিক সেদিক তাকাতে থাকে তখন আল্লাহ্ পাক তাঁর নজর ফিরিয়ে নেন।

٩٣١ ـ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَنَسُ اجْعَلْ بَصَرَكَ حَيْثُ تَسْجُدُ ـ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ الْكَبِيْرِ مِنْ طَرِيْقِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ يَرْفَعُهُ)

(৯৩১) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) ইরশাদ করেছেন, হে আনাস! তোমার দৃষ্টিকে তথায় নিবদ্ধ রাখবে যথায় তুমি সিজদাহ কর। –বায়হাকী

٩٣٢ ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَالْإِلْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ الْإِلْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ فَإِنْ كَانَ لَابُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لَا فِي الْفَرِيْضَةِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

(৯৩২) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, নামাযের মধ্যে কখনও এদিক সেদিক তাকাবে না। এদিক সেদিক দেখা ধ্বংসের কারণ। তবে বিশেষ কোন কারণবশতঃ যদি তাকাতেই হয় তা হলে নফলে তাকাবে; ফরজ নামাযে নয়। –তিরমিযী

٩٣٣ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاةِ يَمِيْنًا وَشِمَالًا وَلَا يَلْوِيْ عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

(৯৩৩) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযের মধ্যে ডানে বামে দেখতেন; কিন্তু ঘাড় পিঠের দিকে ঘুরিয়ে নিতেন না। –তিরমিযী, নাসায়ী

٩٣٤ ـ وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ قَالَ الْعُطَاسُ وَالنُّعَاسُ وَالتَّثَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ وَالْحَيْضُ وَالْقَيْءُ وَالرُّعَافُ مِنَ الشَّيْطَانِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

(৯৩৪) হযরত আদি ইবনে ছাবিত তার পিতার মাধ্যমে নিজ দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, হাঁচি, তন্দ্রা এবং হাই তোলা নামাযের মধ্যে আর হায়েজ ও বমি এবং নাক হতে রক্ত পড়া শয়তানের তরফ হতে হয়ে থাকে (অর্থাৎ শয়তান এতে সহায়তা করে এবং আনন্দ লাভ করে)। –তিরমিযী

٩٣٥ ـ وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّيْ وَلِجَوْفِهِ أَزِيْزٌ كَأَزِيْزِ الْمِرْجَلِ يَعْنِيْ يَبْكِيْ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ وَفِيْ صَدْرِهِ أَزِيْزٌ كَأَزِيْزِ الرَّحَا مِنَ الْبُكَاءِ ـ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرَوَى النَّسَائِيُّ الرِّوَايَةَ الْأُوْلَى وَأَبُوْ دَاوُدَ الثَّانِيَةَ)

(৯৩৫) হযরত মুতাররিফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে শিখখীর তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গমন করলাম। তিনি তখন নামায পড়ছিলেন। আর তাঁর পেটের মধ্যে পাতিলে টগবগ করে ফোটার ন্যায় শব্দ হচ্ছিল। (অর্থাৎ তিনি কাঁদছিলেন)। অপর বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, আমি নবী পাক (সা)-কে নামায পড়তে দেখলাম। তখন তাঁর বুকের মধ্যে ক্রন্দনের কারণে যাঁতা পেষণের ন্যায় শব্দ হচ্ছিল। –আহমদ

এছাড়া পৃথকভাবে নাসায়ী প্রথমটি এবং আবু দাউদ দ্বিতীয়টি বর্ণনা করেছেন।

٩٣٦ ـ وَعَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصٰى فَاِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهٗ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

(৯৩৬) হযরত আবু যর গিফারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ নামাযে দাঁড়ায় সে যেন তার সামনের কঙ্কর তুলে ফেলার চেষ্টা না করে। কেননা তখন আল্লাহ্‌র রহমত তার সম্মুখে থাকে। –আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ

٩٣٧ ـ وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ رَاَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا لَنَا يُقَالُ لَهٗ اَفْلَحُ اِذَا سَجَدَ نَفَخَ فَقَالَ يَا اَفْلَحُ تَرِّبْ وَجْهَكَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

(৯৩৭) (উম্মুল মু'মিনীন) হযরত উম্মে সালামাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) আফলাহ্ নামক আমাদের একটি যুবক ক্রীতদাসকে দেখলেন, সে যখন সিজদাহ্ করতে যায় সামনের ধুলাবালুকায় ফুঁ দেয়। তখন নবী পাক (সা) বললেন, হে আফলাহ! তোমার মুখমণ্ডলে ধুলাবালু লাগতে দাও। –তিরমিযী

٩٣٨ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاِخْتِصَارُ فِي الصَّلَاةِ رَاحَةُ اَهْلِ النَّارِ ـ (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

(৯৩৮) হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, নামাযের মধ্যে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ানো দোযখীদের শান্তিলাভের চেষ্টা সদৃশ। –শরহে সুন্নাহ

٩٣٩ ـ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُقْتُلُوا الْاَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَلِلنَّسَائِيِّ مَعْنَاهُ)

(৯৩৯) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, দুই কাল শত্রুকে নামাযের মধ্যেও মারতে পার। এক হল সাপ দ্বিতীয় বিচ্ছু।

–আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী এবং নাসায়ী অনুরূপ অর্থে।

٩٤٠۔ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ تَطَوُّعًا وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَجِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ فَمَشٰى فَفَتَحَ لِيْ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى مُصَلَّاهُ وَذَكَرَتْ اَنَّ الْبَابَ كَانَ فِي الْقِبْلَةِ۔ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَرَوَى النَّسَائِيُّ نَحْوَهٗ)

(৯৪০) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) নফল নামায পড়ছিলেন, আর ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। আমি এসে দরজা খুলতে বললাম। তখন তিনি একটু হেঁটে এসে আমার জন্য দরজা খুলে দিলেন। অতঃপর নিজ নামাযের স্থানে ফিরে গেলেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, দরজাটি অবশ্য কিবলার দিকে ছিল। –আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী

٩٤١۔ وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَسَا اَحَدُكُمْ فِي الصَّلٰوةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدِ الصَّلٰوةَ۔ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مَعَ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ)

(৯৪১) হযরত তালক ইবনে আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কারো নামাযের মধ্যে বায়ু নিঃসরণ হয় তখন সে যেন বের হয়ে অজু করে নেয়। তারপর নামায পুনরায় পড়ে। –আবু দাউদ, তিরমিযী

٩٤٢۔ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَحْدَثَ اَحَدُكُمْ فِيْ صَلٰوتِهٖ فَلْيَأْخُذْ بِاَنْفِهٖ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ۔ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(৯৪২) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ নামাযের মধ্যে বায়ু নিঃসরণ করবে তখন সে যেন নিজ নাক ধরে বের হয়ে যায়। –আবু দাউদ

٩٤٣۔ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَحْدَثَ اَحَدُكُمْ وَقَدْ جَلَسَ فِيْ اٰخِرِ صَلَاتِهٖ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهٗ۔ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ اِسْنَادُهٗ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَدِ اضْطَرَبُوْا فِيْ اِسْنَادِهٖ)

(৯৪৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ তার নামাযের শেষভাগে সালামের পূর্বক্ষণে বসা অবস্থায় হাওয়া ছেড়ে দেয়া, তবে তার নামায হয়ে যাবে। হাদীসটি তিরমিযী (রহ) বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে এর সনদ মজবুত নয়; বরং দুর্বল।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٩٤٤ ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اِلَى الصَّلَاةِ فَلَمَّا كَبَّرَ انْصَرَفَ وَاَوْمٰى اِلَيْهِمْ اَنْ كَمَا كُنْتُمْ ثُمَّ خَرَجَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ وَرَاْسُهٗ يَقْطُرُ فَصَلّٰى بِهِمْ فَلَمَّا صَلّٰى قَالَ اِنِّىْ كُنْتُ جُنُبًا فَنَسِيْتُ اَنْ اَغْتَسِلَ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَرَوٰى مَالِكٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ نَحْوَهٗ مُرْسَلًا)

(৯৪৪) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা নবী পাক (সা) নামাযের জন্য বের হলেন। অতঃপর তাকবীরে তাহরীমা বলার সাথে সাথে নামায ছেড়ে দিলেন এবং সকলকে ইশারায় বললেন, তোমরা যেভাবে আছ, সেইভাবে থাক। অতঃপর তিনি বের হয়ে গিয়ে গোসল করলেন। তারপর মাথা হতে পানি ঝরছে এমতাবস্থায় এসে তাদের নামায পড়িয়ে দিলেন। নামায শেষে তিনি বললেন, আমি জুনুব ছিলাম কিন্তু গোসল করতে ভুলে গিয়েছিলাম।

—আহমদ, মালেক আতা ইবনে ইয়াসার হতে মুরসালরূপে।

٩٤٥ ـ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ اُصَلِّى الظُّهْرَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاٰخُذُ قَبْضَةً مِنَ الْحَصٰى لِتَبْرُدَ فِىْ كَفِّىْ اَضَعُهَا لِجَبْهَتِىْ اَسْجُدُ عَلَيْهَا لِشِدَّةِ الْحَرِّ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَرَوَى النَّسَائِىُّ نَحْوَهٗ)

(৯৪৫) হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে জোহরের নামায পড়তাম। অধিক গরমের কারণে আমি একমুষ্টি কঙ্কর হাতে নিতাম, যাতে তা ঠাণ্ডা হয়ে গেলে তা কপালের নীচে রেখে তার উপর সিজদাহ করতে পারতাম। —আবু দাউদ, নাসায়ী

٩٤٦ ـ وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ فَسَمِعْنَاهُ يَقُوْلُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ ثُمَّ قَالَ اَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللّٰهِ ثَلَاثًا وَبَسَطَ يَدَهٗ كَاَنَّهٗ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُوْلُ فِى الصَّلَاةِ شَيْئًا لَّمْ نَسْمَعْكَ تَقُوْلُهٗ قَبْلَ ذٰلِكَ وَرَاَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ قَالَ " اِنَّ عَدُوَّ اللّٰهِ اِبْلِيْسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِّنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهٗ فِىْ وَجْهِىْ فَقُلْتُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلْتُ اَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللّٰهِ التَّامَّةِ فَلَمْ يَسْتَاْخِرْ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اَرَدْتُ اَخْذَهٗ وَاللّٰهِ لَوْلَا دَعْوَةُ اَخِيْنَا سُلَيْمَانَ لَاَصْبَحَ مُوْثَقًا يَلْعَبُ بِهٖ وِلْدَانُ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৯৪৬) হযরত আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযে দাঁড়ালেন, এমতাবস্থায় শুনলাম তিনি বলছেন, "আমি তোর নিকট হতে আল্লাহ্‌র দরবারে আশ্রয় চাচ্ছি।

তারপর বললেন, আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত দ্বারা আমি তোকে অভিসম্পাত করছি" তিনবার করে; এবং তিনি যেন কি ধরার জন্য তাঁর হাত প্রসারিত করলেন। নামায শেষে আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! এই নামাযে আমরা আপনাকে এমন কিছু কথা বলতে শুনলাম, যা এর পূর্বে আর কখনও বলতে শুনি নি। আর আমরা দেখলাম, আপনি আপনার হাত প্রসারিত করলেন (মনে হলো) যেন কি ধরছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আল্লাহ্‌র দুশমন ইবলীস আমার চেহারায় নিক্ষেপ করার জন্য একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিয়ে এসেছিল। তাই আমি তিনবার বলেছিলাম যে, আমি তার দুষ্টামি থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আর তিনবার বললাম যে, আল্লাহ্‌র পূর্ণ অভিশাপ দ্বারা আমি তোকে অভিশাপ দিচ্ছি; কিন্তু তাতেও সে সরে না যাওয়ায় আমি তাকে ধরতে ইচ্ছা করলাম। আল্লাহ্‌র কসম, হযরত সুলায়মান (আ)-এর একটি বিশেষ মুনাজাত স্মরণে না এলে এখানে সে সকাল পর্যন্ত বাঁধা থাকত। মদীনার শিশু কিশোরেরা তাকে নিয়ে ক্রীড়া-কৌতুক করত। -মুসলিম

٩٤٧- وَعَنْ نَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ الرَّجُلُ كَلَامًا فَرَجَعَ اِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ اِذَا سُلِّمَ عَلَى اَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَلَا يَتَكَلَّمْ وَلْيُشِرْ بِيَدِهٖ.(رَوَاهُ مَالِكٌ)

(৯৪৭) হযরত নাফে' (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে গমন করলেন। সে তখন নামায পড়তেছিল। (তিনি) তাকে সালাম দিলেন। সে কথার দ্বারাই তার জবাব দিল। অতঃপর তিনি তার নিকট এসে বললেন, যদি তোমাদের কাউকে নামাযরত অবস্থায় কেউ সালাম দেয় তবে সে যেন কথার দ্বারা তার জবাব না দেয়; বরং হাতের দ্বারা ইশারা করে। -মালেক

بَابُ السَّهْوِ

পরিচ্ছেদ : সিজদায় সাহো (ভুলের ক্ষতিপূরণমূলক সিজদা)

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ: প্রথম অনুচ্ছেদ

٩٤٨ ـ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَامَ يُصَلِّيْ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَّسَ عَلَيْهِ حَتّٰى لَايَدْرِيْ كَمْ صَلّٰى فَاِذَا وَجَدَ ذٰلِكَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৯৪৮) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ নামাযে দাঁড়ালে শয়তান এসে তার নামাযের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করে। এমন কি কখনও কখনও নামাযী ব্যক্তি নামায কত রাকাত পড়েছে তা পর্যন্ত ভুলে যায়; সুতরাং যার এরূপ অবস্থা ঘটবে সে যেন বসা অবস্থায় দু'টো সিজদাহ করে। –বুখারী, মুসলিম

٩٤٩ ـ وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِيْ صَلٰوتِهٖ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلّٰى ثَلٰثًا اَوْ اَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلٰى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُّسَلِّمَ فَاِنْ كَانَ صَلّٰى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهٗ صَلَاتَهٗ وَاِنْ كَانَ صَلّٰى اِتْمَامًا لِاَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيْمًا لِلشَّيْطَانِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا وَفِيْ رِوَايَتِهٖ شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ

(৯৪৯) আতা ইবনে ইয়াসার (রহ) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যদি তোমাদের কারো নামাযের মধ্যে সন্দেহ হয় এবং সে কয় রাকাত নামায পড়েছে তা বলতে না পারে যে, তিন রাকাত পড়েছে, নাকি চার রাকাত? তখন সে যেন সন্দেহকে পরিত্যাগ করে এবং নিশ্চিত রাকাতের উপরই ভিত্তিস্থাপন করে, তারপর সালাম ফেরাবার পূর্বে দু'টি সিজদাহ করে। যদি সে বাস্তবে পাঁচ রাকাতই পড়ে থাকে তা হলে এই দুই সিজদাহ তার বেজোড় সংখ্যক রাকাতকে জোড় সংখ্যায় পরিণত করবে। আর যদি নামায বাস্তবে চার রাকাত পড়া হয়ে থাকে, তা হলে এই দুই সিজদাহ শয়তানের প্রতি ধিক্কারস্বরূপ হবে। –মুসলিম

٩٥٠ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيْلَ لَهٗ اَزِيْدَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوْا صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ وَفِيْ

رِوَايَةٍ قَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ اَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ فَاِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُوْنِيْ وَاِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاتِهٖ فَلْيَتَحَرِّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৯৫০) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদা জোহরের নামায পাঁচ রাকাত পড়লেন। এতে তাঁকে বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! জোহরের নামায কি এক রাকাত বর্ধিত করা হয়েছে? তিনি বললেন, তা কিরূপ? লোকগণ বললেন, আপনি নামায যে পাঁচ রাকাত পড়লেন। এটা শুনে তিনি (সা) সালাম ফিরাবার পর দু'টো সিজদাহ করলেন। বর্ণনান্তরে রয়েছে, তিনি বললেন, আমিও তোমাদেরই মত একজন মানুষ তোমাদের ন্যায় আমারও ভুল হয়ে থাকে; সুতরাং কখনও আমি কিছু ভুলে গেলে তা তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে। আর তোমাদের কারো নামাযের মধ্যে সন্দেহ হলে, সে যেন সত্য অবস্থা উদ্ঘাটনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে এবং চেষ্টার ফলের উপর ভিত্তি করে বাকী নামায আদায় করে। তারপর সালাম ফিরায়। অতঃপর দু'টো সাহো সিজদাহ করে। –বুখারী, মুসলিম

٩٥١ - وَعَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْدٰى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ قَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ سَمَّاهَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَلٰكِنْ نَسِيْتُ اَنَا قَالَ فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ اِلٰى خَشَبَةٍ مَعْرُوْضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَاَ عَلَيْهَا كَاَنَّهٗ غَضْبَانُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ وَوَضَعَ خَدَّهُ الْاَيْمَنَ عَلٰى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرٰى وَخَرَجَتْ سَرْعَانُ الْقَوْمِ مِنْ اَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوْا قُصِرَتِ الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْمِ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَهَابَاهُ اَنْ يُّكَلِّمَاهُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِيْ يَدَيْهِ طُوْلٌ يُقَالُ لَهٗ ذُو الْيَدَيْنِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَسِيْتَ اَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ قَالَ لَمْ اَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ فَقَالَ اَكَمَا يَقُوْلُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوْا نَعَمْ فَتَقَدَّمَ فَصَلّٰى مَا تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهٖ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهٗ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهٖ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهٗ وَكَبَّرَ فَرُبَّمَا سَاَلُوْهُ ثُمَّ سَلَّمَ فَيَقُوْلُ نُبِّئْتُ اَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ وَلَفْظُهٗ لِلْبُخَارِيِّ وَفِيْ اُخْرٰى لَهُمَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَلَ لَمْ اَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ قَدْ كَانَ بَعْضُ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৯৫১) হযরত ইবনে সীরীন হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে নিয়ে অপরাহ্নের (জোহর ও আছরের যে কোন একটি) নামায পড়লেন. ইবনে সীরীন বলেন, আবু হুরায়রাহ (রা) সেই নামাযের নামোল্লেখ করেছিলেন কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছি। আবু হুরায়রাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে নিয়ে দুই রাকাত পড়লেন তারপর সালাম ফিরিয়ে দিলেন। তারপর

মসজিদে এলোমেলোভাবে রাখা একটি কাঠের সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁকে খুবই রাগান্বিত মনে হচ্ছিল। তিনি স্বীয় ডানহাত বামহাতের পিঠের উপর রেখে অঙ্গুলিসমূহ পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করালেন এবং নিজের মুখমণ্ডলের ডান অংশকে বামহাতের পিঠের উপর রাখলেন। ইতোমধ্যে তাড়াহুড়াকারী লোকজন মসজিদের বিভিন্ন দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল। আর লোকজন ভাবতে লাগল যে, নামায সম্ভবতঃ আল্লাহ্‌র তরফ হতে সংক্ষেপ করে দেয়া হল। লোকদের মধ্যে হযরত আবুবকর (রা) এবং হযরত ওমর (রা)-ও ছিলেন; কিন্তু তারাও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বিষয়টি জিজ্ঞেস করতে সংকোচ করছিলেন। তবে উপস্থিত লোকদের মধ্যে লম্বা হাতবিশিষ্ট এক ব্যক্তি ছিল, যাকে যুলইয়াদাইন (অর্থাৎ লম্বা হাতওয়ালা) বলা হত। সে হিম্মত করে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আপনি কি ভুল করেছেন, নাকি নামাযই সংক্ষেপ করে দেয়া হয়েছে? তিনি (সা) বললেন, আমি ভুল করি নি এবং নামায সংক্ষেপ করাও হয় নি। অতঃপর তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, যুলইয়াদাইন যা বলছে ব্যাপার কি তাই ঘটেছে? তারা বলল যে, হ্যাঁ, তাই ঘটেছে। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং যা ছুটে গিয়েছিল তা পূর্ণ করে নিলেন। তারপর যথারীতি সালাম ফেরালেন। তারপর পুনরায় তাকবীর বললেন এবং পূর্বের সিজদাহ্‌র ন্যায় সিজদাহ করলেন। অথবা সিজদাহ কিছুটা দীর্ঘ করলেন। তারপর তাঁর মস্তক উত্তোলন করলেন এবং তাকবীর বললেন। এরপর পুনরায় তাকবীর বলে সিজদায় গেলেন। সিজদা করলেন পূর্বের সিজদার মতো কিংবা তদপেক্ষা দীর্ঘ। এরপর মাথা উঠালেন এবং তাকবীর বললেন। বর্ণনাকারী এই ঘটনা বর্ণনা করার পর লোকজন ইবনে সীরীনকে জিজ্ঞেস করলেন, আবু হুরায়রাহ (রা) কি বলেছিলেন যে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) সালাম ফেরালেন? জবাবে ইবনে সীরীন বললেন, আমি এই সংবাদ জেনেছি যে, সাহাবী ইমরান ইবনে হোছাইন বলেছেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) সালাম ফেরালেন। –বুখারী, মুসলিম

কিন্তু তাদের বর্ণনান্তরে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর "আমি ভুল করি নি এবং নামায সংক্ষেপও করা হয় নি" বাক্যের স্থলে তিনি বলেছেন, এই দু'টির কোনটিই হয় নি। তখন যুলইয়াদাইন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! এই দু'টির যে কোন একটি অবশ্যই হয়েছে।

٩٥٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتّٰى اِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيْمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৯৫২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুহাইনাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) তাদেরকে জোহরের নামায পড়ালেন; কিন্তু প্রথম দুই রাকাতের পর না বসেই দাঁড়িয়ে গেলেন এবং লোকজনও তাঁর সাথে উঠে দাঁড়াল। যখন তিনি নামায প্রায় পূর্ণ করলেন এবং লোকজন সালাম ফিরাবার অপেক্ষা করতে লাগল। তখন তিনি উপবিষ্ট অবস্থায়ই (সোহ সিজদাহ্‌র) তাকবীর বললেন। তারপর সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টো সিজদাহ করলেন। তারপর সালাম ফেরালেন। –বুখারী, মুসলিম

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٩٥٣ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

(৯৫৩) হযরত ইমরান ইবনে হোছাইন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) লোকদের ইমামতি করলেন এবং ভুল করলেন। তারপর দু'টো সিজদাহ করতঃ আত্তাহিয়্যাতু পড়লেন এবং এরপর সালাম ফেরালেন। –তিরমিযী

তিরমিযী বলেছেন যে, হাদীসটি হাসান কিন্তু গরীব।

٩٥٤ - وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ الْاِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَاِنْ ذَكَرَ قَبْلَ اَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَاِنِ اسْتَوٰى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ)

(৯৫৪) হযরত মুগীরাহ ইবনে শো'বা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যখন ইমাম প্রথম দুই রাকাতের পর না বসে দাঁড়িয়ে যায় তা হলে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পূর্বে স্মরণ হলে যেন আবার বসে পড়ে। আর যদি স্মরণ হওয়ার পূর্বে সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায়, তা হলে যেন না বসে দাঁড়িয়ে থাকে। অতঃপর দু'টো সাহো সিজদাহ করে নেয়। –আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٩٥٥ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ وَسَلَّمَ فِيْ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهٗ فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ وَكَانَ فِيْ يَدَيْهِ طُوْلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَذَكَرَ لَهٗ صَنِيْعَهٗ فَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهٗ حَتّٰى انْتَهٰى اِلَى النَّاسِ فَقَالَ اَصَدَقَ هٰذَا؟ - قَالُوْا نَعَمْ فَصَلّٰى رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৯৫৫) হযরত ইমরান ইবনে হোছাইন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আছরের নামায পড়লেন এবং তিন রাকাতে সালাম ফিরিয়ে দিলেন। অতঃপর মসজিদ সংলগ্ন নিজ কক্ষে প্রবেশ করলেন। এটা দেখে খেরবাক নামক এক ব্যক্তি যার হস্তদ্বয় কিছুটা দীর্ঘ ছিল–সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! এইরূপ সম্বোধন করতঃ সে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাঁর নামাযের ব্যাপারটি স্মরণ করিয়ে দিল। রাসূলুল্লাহ (সা) কিছুটা রাগান্বিতভাবে চাদর টানতে টানতে বের হয়ে এলেন এবং লোকদের নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, এই লোকটি যা বলছে তা কি সত্য? তারা বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) এক

রাকাত পড়ে নিয়ে সালাম ফেরালেন। তারপর ভুলের জন্য দু'টো সিজদাহ করলেন এবং পুনরায় সালাম ফেরালেন। –মুসলিম

٩٥٦ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ صَلّٰى صَلَاةً يَشُكُّ فِي النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتّٰى يَشُكَّ فِي الزِّيَادَةِ۔(رَوَاهُ اَحْمَدُ)

(৯৫৬) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি নামায পড়ার সময় কিছু কম হয়েছে বলে সন্দেহ করে, সে যেন তখন আরো রাকাত আদায় করে নেয়। যাতে তার অতিরিক্ত হলো কিনা সে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। –আহমদ

بَابُ سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ

পরিচ্ছেদ : কুরআনের সিজদাহ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٩٥٧ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَجَدَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْجِنُّ وَالْاِنْسُ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

(৯৫৭) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) সূরা নাজম পাঠ করে সিজদাহ করেছেন এবং তাঁর সাথে মুসলিমগণ, মুশরিকগণ এবং জিন ইনসান সকলেই যারা তথায় উপস্থিত ছিল সিজদাহ করেছে। –বুখারী

٩٥٨ ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَجَدْنَا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اِذَا السَّمَاۤءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৯৫৮) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী পাক (সা)-এর সাথে সূরা ইযাস সামাউন শাক্কাত এবং সূরা ইক্বরা' বিসমি রাব্বিকা পাঠান্তে সিজদাহ করেছি। –মুসলিম

٩٥٩ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَاُ السَّجْدَةَ وَنَحْنُ عِنْدَهٗ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهٗ فَنَزْدَحِمُ حَتّٰى مَا يَجِدُ اَحَدُنَا لِجَبْهَتِهٖ مَوْضِعًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৯৫৯) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সিজদাহ্র আয়াত তিলাওয়াত করতেন, আমরা তাঁর নিকট উপস্থিত থাকতাম। তখন তিনি সিজদাহ করতেন এবং তাঁর সাথে আমরাও সিজদাহ করতাম। তখন এমন ভীড় হত যে কেউ কেউ তাদের কপাল রাখার স্থান পর্যন্তও পেত না। –বুখারী, মুসলিম

٩٦٠ ـ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَرَاْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيْهَا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৯৬০) হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত আনছারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট সূরা ওয়ান নাজমি তিলাওয়াত করলাম কিন্তু তিনি তাতে সিজদাহ করলেন না। –বুখারী, মুসলিম

٩٦١ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَجْدَةُ صٓ لَيْسَ مِنْ عَزَآئِمِ السُّجُوْدِ وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيْهَا وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ مُجَاهِدٌ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ آسْجُدُ فِيْ صٓ فَقَرَأَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ حَتّٰى أَتٰى فَبِهُدٰهُمُ اقْتَدِهْ فَقَالَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ أُمِرَ أَنْ يُّقْتَدٰى بِهِمْ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(৯৬১) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সূরা ছোয়াদ-এর সিজদাহ জরুরী সিজদাহগুলোর মধ্যে শামিল নয়। তবে আমি নবী পাক (সা)-কে তাতেও সিজদাহ করতে দেখেছি। বর্ণনান্তরে রয়েছে, মুজাহিদ বলেন, আমি আমার উস্তাদ ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, সূরা ছোয়াদ তিলাওয়াত করে আমি সিজদাহ করব? জবাবে তিনি এই আয়াত "তার (ইব্রাহীমের) বংশধরদের মধ্যে হলো দাউদ এবং সোলায়মান" পাঠ করতে করতে এই বাক্য পর্যন্ত পৌঁছলেন; সুতরাং তাঁদের আদর্শের অনুসরণ কর। তারপর বললেন, তোমাদের নবী (সা)ও তাঁদেরই একজন, যাঁদের আদর্শের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। (সুতরাং তাঁর অনুসরণে সিজদাহ করা তোমাদের জন্য উত্তম)। –বুখারী

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٩٦٢ ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَقْرَأَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْاٰنِ مِنْهَا ثَلٰثٌ فِي الْمُفَصَّلِ وَفِيْ سُوْرَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ ـ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

(৯৬২) হযরত আমর ইবনে আছ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে কুরআনের পনেরটি স্থানে সিজদাহ করিয়েছেন। তার মধ্যে তিনটি মুফাচ্ছাল সূরাসমূহে এবং সূরা হজ্জে দু'টো সিজদাহ। –আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

٩٦٣ ـ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ فُضِّلَتْ سُوْرَةُ الْحَجِّ بِأَنَّ فِيْهَا سَجْدَتَيْنِ قَالَ نَعَمْ وَمَنْ لَّمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا ـ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ) وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهٗ بِالْقَوِيِّ وَفِي الْمَصَابِيْحِ فَلَا يَقْرَأْهَا كَمَا فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ

(৯৬৩) হযরত ওকবাহ ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! সূরা হজ্জের মর্যাদা অপেক্ষাকৃত অধিক। কেননা তাতে দু'টো সিজদাহ বিদ্যমান। তিনি বললেন, হ্যাঁ,

যে ব্যক্তি সেই দু'টো সিজদাহ না করে সে যেন সেই আয়াত দু'টো তিলাওয়াত না করে। -আবু দাউদ, তিরমিযী

কিন্তু তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটির সনদ মজবুত নয়। মাছাবীহ গ্রন্থে রয়েছে, তবে যেন সে সূরাটি তিলাওয়াত না করে। শরহে সুন্নায়ও এরূপ রয়েছে।

٩٦٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ فَرَاَوْا اَنَّهٗ قَرَأَ تَنْزِيْلَ السَّجْدَةِ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(৯৬৪) হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার নবী পাক (সা) জোহরের নামাযে রুকূর পূর্বে একটি সিজদাহ করলেন। তারপর দাঁড়ালেন। এরপর নিয়মিত রুকূ করলেন। এতে লোকজন মনে করল যে, তিনি তানযীলুস সিজদাহ পাঠ করেছেন-যাতে একটি সিজদাহ্র আয়াত রয়েছে। -আবু দাউদ

٩٦٥ - وَعنهُ اَنَّهٗ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْاٰنَ فَاِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهٗ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(৯৬৫) হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে কুরআন পড়ে শুনাতেন। সিজদাহ্র আয়াতে পৌঁছলে তিনি তাকবীর বলে একটি সিজদাহ করতেন। আর আমরাও তাঁর অনুসরণে সিজদাহ করতাম। -আবু দাউদ

٩٦٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهٗ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةً فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْهُمُ الرَّاكِبُ وَالسَّاجِدُ عَلَى الْاَرْضِ حَتّٰى اِنَّ الرَّاكِبَ لَيَسْجُدُ عَلٰى يَدِهٖ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(৯৬৬) হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা বিজয়ের বছর একটি সিজদাহ্র আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তখন সকল লোকই সিজদাহ আদায় করল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বাহনের উপরই সিজদাহ করল আর কেউ যমিনে সিজদাহ করল। এমনকি কোন কোন বাহনারোহী ব্যক্তি নিজ হাতের উপরই সিজদাহ করল। -আবু দাউদ

٩٦٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْجُدْ فِيْ شَيْءٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(৯৬৭) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) মদীনায় আসার পর মুফাছ্ছাল সূরাসমূহের কোন সূরায়ই সিজদাহ করেন নি। -আবু দাউদ

٩٦٨ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِيْ سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ بِاللَّيْلِ سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ) وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

(৯৬৮) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) রাত্রে তিলাওয়াতের সিজদায় এই দোয়া পাঠ করতেন, "আমার মুখমণ্ডল সিজদাহ করল তাঁরই উদ্দেশ্যে, যিনি সেটি সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন। সিজদাহ করল তাঁরই প্রদত্ত শক্তি ও সামর্থ্য দ্বারা। –আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী

٩٦٩ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ رَاَيْتُنِي اللَّيْلَةَ وَاَنَا نَائِمٌ كَاَنِّيْ اُصَلِّيْ خَلْفَ شَجَرَةٍ فَسَجَدْتُ فَسَجَدَتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُوْدِيْ فَسَمِعْتُهَا تَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِيْ بِهَا عِنْدَكَ اَجْرًا وَضَعْ عَنِّيْ بِهَا وِزْرًا وَاجْعَلْهَا لِيْ عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَرَاَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَةً ثُمَّ سَجَدَ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُوْلُ مِثْلَ مَا اَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ اِلَّا اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

(৯৬৯) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)। এই রাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন আমি একটি বৃক্ষের পেছনে নামায পড়ছি। তখন আমি তিলাওয়াতের সিজদাহ করলাম এবং আমার সাথে ঐ বৃক্ষটিও সিজদাহ করল। তাকে সিজদায় বলতে শুনলাম, হে আল্লাহ্! এই সিজদাহ্র বদলে তুমি আমার জন্য তোমার নিকট সওয়াব নির্দিষ্ট করে রাখ। এর বদলে আমার গুনাহের বোঝা নামিয়ে দাও। এটিকে আমার জন্য তোমার নিকট পুণ্যের সঞ্চয় রূপে জমা রাখ এবং এটা আমার তরফ হতে কবুল কর–যেভাবে এটা তুমি তোমার বান্দা দাউদ (আ)-এর তরফ হতে কবুল করেছ।"

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, অতঃপর একদা নবী পাক (সা) একটি সিজদাহ্র আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তারপর সিজদাহ করলেন। তখন আমি তাঁকে তাই পাঠ করতে শুনলাম–যার সংবাদ সেই ব্যক্তি তাঁকে দিয়েছিল। (অর্থাৎ উল্লিখিত বৃক্ষটি যা বলেছিল। –তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

কিন্তু ইবনে মাজাহ "হে আল্লাহ্! আমার তরফ হতে তা কবুল কর যেভাবে তা তোমার বান্দা দাউদের তরফ হতে কবুল করেছ" বাক্যটি বর্ণনা করেন নি। তিরমিযী (রহ) বলেন যে, এই হাদীসটি গরীব।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٩٧٠ - عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ وَالنَّجْمِ فَسَجَدَ فِيْهَا وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرَ اَنَّ شَيْخًا مِنْ قُرَيْشٍ اَخَذَ كَفًّا مِّنْ حَصًى اَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ اِلٰى جَبْهَتِهٖ وَقَالَ يَكْفِيْنِيْ هٰذَا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَلَقَدْ رَاَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِيْ رِوَايَةٍ وَهُوَ اُمَيَّةُ بْنُ خَلْفٍ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৯৭০) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা নবী পাক (সা) মক্কায় সূরা নাজম তিলাওয়াত করলেন এবং তাতে সিজদাহ করলেন। তখন তাঁর নিকট মুসলমান ও কাফির যারা ছিল তারা সকলেই সিজদাহ করল; কিন্তু কুরাইশদের এক বৃদ্ধ ব্যক্তি একমুষ্টি কংকর অথবা মাটি উঠিয়ে কপাল পর্যন্ত নিয়ে বলল, আমার জন্য এটাই যথেষ্ট। হযরত আব্দুল্লাহ বলেন, পরে আমি এই বৃদ্ধকে যুদ্ধে কাফির অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি। –বুখারী, মুসলিম

বুখারীর আর এক বর্ণনায় আছে, সে বৃদ্ধ লোকটি হলো উমাইয়া ইবনে খালফ।

٩٧١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيْ صٓ وَقَالَ سَجَدَهَا دَاوٗدُ تَوْبَةً وَنَسْجُدُهَا شُكْرًا - (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

(৯৭১) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) ছোয়াদ সূরায় সিজদাহ করলেন এবং বললেন, হযরত দাউদ (আঃ) এই সিজদাহ করেছিলেন তাওবাহস্বরূপ আর আমরা এটা করছি তাওবাহ কবুলের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ। –নাসায়ী

بَابُ اَوْقَاتِ النَّهْيِ

পরিচ্ছেদ : নিষিদ্ধ ওয়াক্ত বা সময়সমূহ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٩٧٢ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَحَرَّى اَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوْبِهَا وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ اِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلٰوةَ حَتّٰى تَبْرُزَ فَاِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلٰوةَ حَتّٰى تَغِيْبَ وَلَا تَحَيَّنُوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوْعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوْبَهَا فَاِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৯৭২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন সূর্যোদয়ের সময় নামায পড়ার চেষ্টা না করে এবং সূর্যাস্তের সময়ও নয়।

বর্ণনান্তরে রয়েছে সূর্যের কিরণ দেখা দিলে নামায বন্ধ করবে–যখন পর্যন্ত না তা পরিষ্কারভাবে বের হয়ে যায়। এভাবে সূর্যের কিরণ অস্ত যেতে শুরু করলে তখনও নামায বন্ধ রাখবে–যে পর্যন্ত না তা পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যায় এবং তোমরা তোমাদের নামাযের জন্যে সময় নির্ধারণ করো না সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময়কে। কেননা সূর্য শয়তানের শিং দু'টোর মাঝে উদয় হয় এবং একইভাবে অস্তও যায়। –বুখারী, মুসলিম

٩٧٣ ـ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا اَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ اَوْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتّٰى تَمِيْلَ الشَّمْسُ وَحِيْنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتّٰى تَغْرُبَ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৯৭৩) হযরত ওকবাহ ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তিনটি সময় নামায পড়তে এবং মরদেহ দাফন করতে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। (১) যখন সূর্য উজ্জ্বল হয়ে উদিত হতে থাকে–যে পর্যন্ত না তা কিছু উপরে উঠে যায়। (২) যখন সূর্য ঠিক দ্বিপ্রহরে স্থির হয়ে দাঁড়ায়–তখন যে পর্যন্ত না তা কিছু পশ্চিমে ঢলে পড়ে এবং (৩) সূর্য অস্ত যেতে শুরু করলে যে পর্যন্ত না তা সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যায়। –মুসলিম

٩٧٤ - وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغِيْبَ الشَّمْسُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৯৭৪) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, ফজরের নামাযের পর সূর্য উদয় হয়ে কিছু উপরে উঠার পূর্ব পর্যন্ত আর কোন নামায নেই। একইভাবে আছরের নামাযের পরও সূর্য ডুবে সম্পূর্ণরূপে বিলীন না হওয়া পর্যন্ত আর কোন নামায নেই। –বুখারী, মুসলিম

٩٧٥ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ فَقَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ اَخْبِرْنِيْ عَنِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ صَلِّ صَلٰوةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلٰوةِ حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَتّٰى تَرْتَفِعَ فَاِنَّهَا تَطْلُعُ حِيْنَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ فَاِنَّ الصَّلٰوةَ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ حَتّٰى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ثُمَّ اَقْصِرْ عَنِ الصَّلٰوةِ فَاِنَّ حِيْنَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَاِذَا اَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَاِنَّ الصَّلٰوةَ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ حَتّٰى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ اَقْصِرْ عَنِ الصَّلٰوةِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَاِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ فَالْوُضُوْءُ حَدِّثْنِيْ عَنْهُ قَالَ مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوْءَهٗ فَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَسْتَنْثِرُ اِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهٖ وَفِيْهِ وَخَيَاشِيْمِهٖ ثُمَّ اِذَا غَسَلَ وَجْهَهٗ كَمَا اَمَرَهُ اللّٰهُ اِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهٖ مِنْ اَطْرَافِ لِحْيَتِهٖ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ اِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ اَنَامِلِهٖ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهٗ اِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهٖ مِنْ اَطْرَافِ شَعْرِهٖ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ اِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ اَنَامِلِهٖ مَعَ الْمَاءِ فَاِنْ هُوَ قَامَ فَصَلّٰى فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهٗ بِالَّذِيْ هُوَ لَهٗ اَهْلٌ وَفَرَّغَ قَلْبَهٗ لِلّٰهِ اِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيْئَتِهٖ كَهَيْئَتِهٖ يَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهٗ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৯৭৫) হযরত আমর ইবনে আবাসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) মদীনায় আগমন করার পর আমিও তথায় এলাম এবং তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমাকে নামায সম্পর্কে কিছু শিক্ষা দিন। তিনি বললেন, ফজরের নামায আদায় করবে। তারপর সূর্য উদিত হওয়ার সময় নামায পড়া হতে বিরত থাকবে–যখন পর্যন্ত না তা কিছু উপরে উঠে। কেননা সূর্য উদিত হয়ে থাকে শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝে। আর ঐ সময় কাফিরগণ সেটিকে সিজদাহ করে। অতঃপর কিছু নফল নামায পড়বে–যে পর্যন্ত না ছায়া বর্শা-পরিমাণ সংকুচিত হয়ে যায়। কেননা ঐ সময়কার নামাযে ফিরিশতাগণ হাজির হন এবং তারা সাক্ষ্য দেন। এরপর নামায হতে বিরত থাকবে। কেননা তখন দোযখকে গরম করা

হয়। অতঃপর যখন ছায়া বাড়তে থাকবে তখন নামায পড়বে–যে পর্যন্ত না আছরের ওয়াক্ত হয়। ঐ সময়কার নামাযে ফিরিশতাগণ হাজির থাকেন এবং তারা সাক্ষ্য দেন। এরপর নামায হতে বিরত থাকবে–যে পর্যন্ত না সূর্য সম্পূর্ণ অস্তমিত হয়। কেননা তা অস্ত যায় শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝে। আর এই সময়টি কাফিরদের সিজদাহ্‌র সময়। আমর বলেন, আমি পুনরায় বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এখন আমাকে অজু সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি অজুর পানি জোগাড় করতঃ কুলি করে এবং নাকে পানি দেয় তারপর তা ঝেড়ে ফেলে নিশ্চয় তার মুখমণ্ডলের, মুখগহ্বরের এবং তার নাকের ভেতরের গুনাহসমূহ ঝরে যায়। এরপর যখন সে মুখমণ্ডল ধৌত করে আল্লাহ্‌র নির্দেশানুরূপ, নিশ্চয় তার মুখমণ্ডলের গুনাহসমূহ পানির সাথে ঝরে যায় তার শ্মশ্রুরাজির পার্শ্ব দিয়ে। অতঃপর যখন সে দু'হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করে নিশ্চয় তখন তার দু'হাতের গুনাহসমূহ পানির সাথে ঝরে যায়, তার আঙ্গুলগুলোর নিকট দিয়ে। তারপর যখন সে তার মাথা মাসেহ করে তখন নিশ্চয় তারা মাথার গুনাহসমূহ পানির সাথে ঝরে যায়, তার মাথার চুলের পাশ দিয়ে। সবশেষে যখন সে তার পদদ্বয় ধৌত করে ছোট গিরা পর্যন্ত–তখন তার পায়ের গুনাহসমূহ পানির সাথে ঝরে যায় অঙ্গুলিসমূহের পাশ দিয়ে। এরপর যদি সে নামাযে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণকীর্তন শুরু করে এবং তাঁর মর্যাদা বর্ণনা করে যার তিনিই অধিকারী, সাথে সাথে নিজ অন্তরকেও আল্লাহ্‌র জন্য নিবিষ্ট করে দেয়, তা হলে সে নিশ্চয় তার গুনাহ হতে মুক্ত ও পবিত্র হয়ে যায়–সেই দিনকার মত যেইদিন তার মাতা তাকে প্রসব করেছিলেন। –মুসলিম

٩٧٦ ـ وَعَنْ كُرَيْبٍ (رح) اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْاَزْهَرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ اَرْسَلُوْهُ اِلٰى عَائِشَةَ فَقَالُوْا اِقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامُ وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَبَلَّغْتُهَا مَا اَرْسَلُوْنِىْ فَقَالَتْ سَلْ اُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجْتُ اِلَيْهِمْ فَرَدُّوْنِىْ اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى عَنْهُمَا ثُمَّ رَاَيْتُهُ يُصَلِّيْهِمَا ثُمَّ دَخَلَ فَاَرْسَلْتُ اِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قُوْلِىْ لَهُ تَقُوْلُ اُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُوْلَ اللهِ سَمِعْتُكَ تَنْهٰى عَنْ هَاتَيْنِ وَاَرَاكَ تُصَلِّيْهِمَا؟ قَالَ يَا ابْنَةَ اَبِىْ اُمَيَّةَ سَاَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَاِنَّهُ اَتَانِىْ نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُوْنِىْ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৯৭৬) হযরত কুরাইব (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ এবং আব্দুর রহমান ইবনে আযহার (রা) আমাকে হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট পাঠালেন এবং বললেন যে, তাকে আমাদের সালাম জানিয়ে আছরের নামাযের পর দুই রাকাত নফল নামায পড়া জায়েয কিনা সেই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। কুরাইব বলেন, অতঃপর আমি হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট গিয়ে যে সম্পর্কে আমাকে পাঠানো হয়েছিল, সে বিষয়টি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, বিষয়টি উম্মে সালামাহ (রা)-এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস কর। আমি তাঁদের নিকট ফিরে এলাম। তারা আমাকে তখন উম্মে সালামাহ (রা)-এর নিকট প্রেরণ করলেন। উম্মে সালামাহ (রা) বললেন, আমি নবী পাক (সা)-কে তা নিষেধ করতে শুনেছি; কিন্তু তার পর একদিন তাঁকে দেখলাম, তিনি তা পড়লেন। তারপর গৃহে প্রবেশ করলেন।

তখন আমি আমার খাদেমকে তাঁর নিকট এই বলে পাঠালাম যে, তুমি গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলবে, উম্মে সালামাহ বলছেন, আপনাকে এই দুই রাকাত নামায সম্পর্কে নিষেধ করতে শুনেছি। অথচ আপনাকে নিজেকেই এটা পড়তে দেখলাম। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এটা বলা হলে তিনি উম্মে সালামাহ (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবু উমাইয়্যার কন্যা (উম্মে সালামাহ)! তুমি আমাকে আছরের পর দুই রাকাত নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছ। ঘটনা হল, আমার নিকট আব্দুল কায়স গোত্রের কতিপয় লোক এসেছিল এবং আমাকে জোহরের দুই রাকাত সুন্নত নামায হতে (বিভিন্ন প্রয়োজন ও কথাবার্তা) বিরত রেখেছিল। আমি যে দুই রাকাত পড়েছি তা সেই দুই রাকাত। –বুখারী, মুসলিম

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৯৭৭ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَاَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّيْ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ الرَّجُلُ اِنِّيْ لَمْ اَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْاٰنَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ وَقَالَ اِسْنَادُ هٰذَا الْحَدِيْثِ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ لِاَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو وَفِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَنُسَخِ الْمَصَابِيْحِ عَنْ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ نَحْوَهُ

(৯৭৭) মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম সাহাবী হযরত কায়স ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) এক ব্যক্তিকে ফজরের নামাযের পর দুই রাকাত নামায পড়তে দেখে বললেন, ফজরের ফরজ দুই রাকাতের পর আরও দুই রাকাত পড়ছ কি? লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমি ফজরের ফরজের পূর্বের দুই রাকাত সুন্নত পড়িনি। তাই এখন পড়ে নিলাম। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) নীরব রইলেন। –আবু দাঊদ

কিন্তু তিরমিযী এর অনুরূপ রেওয়ায়াত করে বলেন যে, এই হাদীসের সনদ অবিচ্ছিন্ন নয়। কেননা মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম স্বয়ং কায়স ইবনে আমর হতে এটা শুনেন নি। অর্থাৎ হাদীসটি মুনকাতি'। এছাড়া শরহে সুন্নাহ এবং মাছাবীহ্র বিভিন্ন কিতাবে কায়স ইবনে আমরের স্থলে কায়স ইবনে ফাহদ শব্দ রয়েছে।

৯৭৮ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا بَنِيْ عَبْدَ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوْا اَحَدًا طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ وَصَلّٰى اَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

(৯৭৮) হযরত জোবায়ের ইবনে মোত'ইম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) ইরশাদ করেছেন, হে বনী আবদে মানাফ! তোমরা এই ঘরের তাওয়াফ করতে এবং দিবা-রাত্রের যে কোন সময় তাওয়াফের নফল নামায পড়তে কাউকে বাধা দিও না। –তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী

٩٧٩ ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الصَّلٰوةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتّٰى تَزُوْلَ الشَّمْسُ اِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ۔(رَوَاهُ الشَّافِعِىُّ)

(৯৭৯) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) দ্বিপ্রহরে সূর্য স্থির হওয়ার সময় নামায পড়তে নিষেধ করেছেন–যে পর্যন্ত না সূর্য একটু ঢলে যায়–অবশ্য জুম'আর দিন ছাড়া।

–শাফেয়ী

٩٨٠ ـ وَعَنْ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ الصَّلٰوةَ نِصْفَ النَّهَارِ حَتّٰى تَزُوْلَ الشَّمْسُ اِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ اِنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ اِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ۔(رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ اَبُو الْخَلِيْلِ لَمْ يَلْقَ اَبَا قَتَادَةَ)

(৯৮০) আবুল খলীল (রহ) সাহাবী হযরত আবু কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) মধ্যাহ্নের নামায পড়াকে অপছন্দ করতেন–যে পর্যন্ত না সূর্য একটু ঢলে যায়। তবে এটা জুম'আর দিনে নয়। তিনি আরও বলেছেন, মধ্যাহ্নকালে দোযখকে উত্তপ্ত করা হয় জুম'আর দিন ছাড়া। (আবু দাউদ এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, আবুল খলীল হযরত আবু কাতাদাহর সাক্ষাৎ লাভ করেন নি। হাদীসটি মুনকাতি' বা দুর্বল।)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٩٨١۔ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الصَّنَابِحِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ فَاِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا ثُمَّ اِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا فَاِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا فَاِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوْبِ قَارَنَهَا فَاِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا ـ وَنَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلٰوةِ فِىْ تِلْكَ السَّاعَاتِ۔(رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَحْمَدُ وَالنَّسَائِىُّ)

(৯৮১) সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ছুনাবেহী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, সূর্য উদয় হতে থাকে আর শয়তানের শিং তার সাথে যুক্ত থাকে। সূর্য কিছু উপরে উঠলে শয়তান তা হতে পৃথক হয়ে যায়। অতঃপর সূর্য স্থির হলে শয়তান এসে তার সাথে যুক্ত হয়। যখন সূর্য ঢলে যায় শয়তান পৃথক হয়ে যায়। আবার যখন সূর্য ডুবতে থাকে শয়তান এসে তার সাথে যুক্ত হয়। সূর্য ডুবে গেলে পুনরায় সে পৃথক হয়ে যায়। (আব্দুল্লাহ বলেন) রাসূলুল্লাহ (সা) এ সময় নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

–মালেক, আহমদ, নাসায়ী

٩٨٢ - وَعَنْ أَبِي بُصْرَةَ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُخَمَّصِ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَالَ اِنَّ هٰذِهٖ صَلَاةٌ عُرِضَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوْهَا فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهٗ اَجْرُهٗ مَرَّتَيْنِ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتّٰى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ -(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৯৮২) হযরত আবু বাছরাহ গিফারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মুখামমাস নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে আছরের নামায পড়ালেন। তারপর বললেন, এই আছরের নামায এমন একটি নামায যা তোমাদের পূর্ববর্তীদের নিকটও পেশ করা হয়েছিল; কিন্তু তারা তা নষ্ট করে দিয়েছে; সুতরাং যে তাকে যথাযথভাবে রক্ষা করবে তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে; কিন্তু তার পর কোন নামায নেই–যে পর্যন্ত না শাহেদ উদিত হয়। আর শাহেদ হল তারকা (অর্থাৎ যে পর্যন্ত না রাত্রি আসে)–মুসলিম

٩٨٣ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّكُمْ لَتُصَلُّوْنَ صَلٰوةً لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَاَيْنَاهُ يُصَلِّيْهِمَا وَلَقَدْ نَهٰى عَنْهُمَا يَعْنِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ -(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(৯৮৩) হযরত মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমরা এমন দুই রাকাত নামায পড়ে থাক। আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহচর্য লাভ করেছি। অথচ আমরা তাঁকে এই দুই রাকাত নামায পড়তে দেখি নি; বরং তিনি এটা হতে নিষেধই করেছেন। অর্থাৎ আছরের পর দুই রাকাত। –বুখারী

٩٨٤ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَقَدْ صَعِدَ عَلٰى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ مَنْ عَرَفَنِىْ فَقَدْ عَرَفَنِىْ وَمَنْ لَّمْ يَعْرِفْنِىْ فَاَنَا جُنْدُبٌ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ اِلَّا بِمَكَّةَ اِلَّا بِمَكَّةَ اِلَّا بِمَكَّةَ -(رَوَاهُ اَحْمَدُ وَرَزِيْنٌ)

(৯৮৪) হযরত আবু যর গিফারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তখন তিনি আল্লাহ্‌র ঘরের সিঁড়িতে উঠে দাঁড়ানো ছিলেন। "তোমাদের মধ্যে যে আমাকে চিনে, সে তো চিনে। আর যে চেনে না সে যেন জেনে রাখে আমি জুনদুব (যে কখনও মিথ্যা কথা বলে না)। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, ফজরের নামাযের পর কোন নামায নেই– যে পর্যন্ত না সূর্য উদিত হয়। এভাবে আছরের নামাযের পরেও কোন নামায নেই–যে পর্যন্ত না সূর্য ডুবে যায়। অবশ্য মক্কা ছাড়া, মক্কা ছাড়া, মক্কা ছাড়া। –আহমদ, রাযীন

بَابُ الْجَمَاعَةِ وَفَضْلِهَا

পরিচ্ছেদ : জামাত এবং তার ফজীলত

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٩٨٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৯৮৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, জামাতের সাথে নামায আদায় করা একা নামায পড়া অপেক্ষা সাতাশ গুণ অধিক সওয়াব (বা মর্যাদা) রাখে। –বুখারী, মুসলিম

٩٨٦ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ اٰمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ اُخَالِفَ اِلٰى رِجَالٍ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَا يَشْهَدُوْنَ الصَّلَاةَ فَاُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَوْ يَعْلَمُ اَحَدُهُمْ اَنَّهٗ يَجِدُ عَرْقًا سَمِيْنًا اَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلِمُسْلِمٍ نَحْوَهٗ)

(৯৮৬) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, লাকড়ি জমা করতে নির্দেশ দিব এই উদ্দেশ্যে যে, আমি নামাযের আযান দিতে বলব। আযান দেওয়া হলে আমি কাউকে লোকদের ইমামতি করতে বলব। সে ইমামতি করবে আর আমি লোকদের বাড়ী বাড়ী গমন করব। বর্ণনান্তরে রয়েছে, যারা জামাতে উপস্থিত হয় নি এবং তাদেরসহ তাদের গৃহে আগুন লাগিয়ে দিব। সেই আল্লাহ্‌র কসম! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। যদি তাদের কেউ একটি গোশতযুক্ত হাড়ের অথবা দুইটি ভাল ক্ষুরের খবর পেত তা হলে এশার নামাযে উপস্থিত হতো। –বুখারী

মুসলিমের বর্ণনাও প্রায় অনুরূপ।

٩٨٧ - وَعَنْهُ قَالَ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ اَعْمٰى فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّهٗ لَيْسَ لِيْ قَائِدٌ يَقُوْدُنِيْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَسَاَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُرَخِّصَ لَهٗ فَيُصَلِّيَ فِيْ بَيْتِهٖ فَرَخَّصَ لَهٗ فَلَمَّا وَلّٰى دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلٰوةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاَجِبْ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৯৮৭) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা)-এর নিকট এক অন্ধ ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমার এমন কোন লোক নেই যে, আমাকে হাত ধরে মসজিদের দিকে নিয়ে যায়। (মোটকথা) লোকটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ঘরে বসে নামায আদায়ের অনুমতি চাইল। নবী পাক (সা) তাকে অনুমতি দিলেন; কিন্তু লোকটি উঠে গেলে তিনি ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি নামাযের আযান শুনতে পাও? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি (সা) বললেন, তবে মসজিদে উপস্থিত হবে।

٩٨٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَذَّنَ بِالصَّلٰوةِ فِيْ لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيْحٍ ثُمَّ قَالَ أَلَا صَلُّوْا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُوْلُ أَلَا صَلُّوْا فِي الرِّحَالِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৯৮৮) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। একদা অত্যন্ত ঠাণ্ডা বাতাস এবং শীতের রাত্রে তিনি আযান দিলেন। তারপর বললেন যে, তোমরা আপন আপন স্থানে নামায আদায় কর। তারপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মুয়াযযিনকে আদেশ করতেন শীত এবং বৃষ্টির রাত্রিতে সে যেন লোকদেরকে বলে দেয়, তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে নামায পড়। –বুখারী, মুসলিম

٩٨٩ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُوْا بِالْعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلْ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوْضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ فَلَا يَأْتِيْهَا حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهُ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৯৮৯) হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কারো রাত্রের খাদ্য উপস্থিত করা হয়, ওদিকে এশার নামাযের একামত বলা হয়, এমতাবস্থায় সে প্রথমে খাবার খাবে এবং তাতে কোনরূপ তাড়াহুড়া করবে না। হযরত ইবনে ওমর (রা)-এর এই নিয়ম ছিল যে, তাঁর জন্য খাবার পেশ করা হলে এবং অপরদিকে নামাযের একামত বলা হলে তিনি নামাযে উপস্থিত না হয়ে বরং খাবার খেতে বসে যেতেন। যদিও বা তিনি ইমামের কিরাত শুনতে পেতেন। –বুখারী, মুসলিম

٩٩٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا صَلٰوةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৯৯০) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, খাদ্যদ্রব্যের উপস্থিতিতে নামায গ্রহণযোগ্য নয়। তদ্রূপ যখন প্রস্রাব পায়খানার বেগ হবে তখন নামাযে শরীক না হয়ে আগে প্রস্রাব পায়খানা সেরে নিবে। –মুসলিম

٩٩١ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلَا صَلٰوةَ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৯৯১) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যখন জামাতের জন্য একামত বলা হয় তখন ফরজ ছাড়া আর কোন নামায নেই। –মুসলিম

٩٩٢ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَاَةُ أَحَدِكُمْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(৯৯২) হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী পাক (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কারো স্ত্রী মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে সে যেন তাকে মসজিদে যেতে বাধা না দেয়। –বুখারী, মুসলিম

٩٩٣ ـ وَعَنْ زَيْنَبَ امْرَاَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا شَهِدَتْ اِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيْبًا ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৯৯৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর স্ত্রী যয়নব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে বলেছেন, তোমাদের কেউ মসজিদে যাওয়ার সময়ে যেন কোন সুগন্ধি স্পর্শ না করে। (কেননা তা পুরুষের মনকে প্রলুব্ধ করে।) –মুসলিম

٩٩٤ ـ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّمَا امْرَاَةٍ اَصَابَتْ بَخُوْرًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(৯৯৪) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে কোন স্ত্রীলোক কোনরূপ সুগন্ধি ব্যবহার করলে আমাদের সাথে এশার নামায পড়তে যেন না আসে। –মুসলিম

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٩٩٥ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوْا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(৯৯৫) হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের স্ত্রীলোকদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দান করো না। তবে তাদের জন্য গৃহই উত্তম। –আবু দাউদ

٩٩٦ ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الْمَرْاَةِ فِيْ بَيْتِهَا اَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِيْ حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِيْ مَخْدَعِهَا اَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِيْ بَيْتِهَا ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(৯৯৬) হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, স্ত্রীলোকের অন্দর মহলের নামায তার বাহির ঘরের নামায অপেক্ষা উত্তম এবং তার কক্ষের ভিতরের নামায তার খোলা প্রশস্ত ঘরের নামায অপেক্ষা উত্তম। –আবু দাউদ

৯৯৭- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنِّيْ سَمِعْتُ حِبِّيْ اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ امْرَاَةٍ تَطَيَّبَتْ لِلْمَسْجِدِ حَتّٰى تَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ- (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوٰى اَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ)

(৯৯৭) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আমার প্রিয়তম হযরত আবুল কাসেম (সা)-কে বলতে শুনেছি, সেই স্ত্রীলোকের নামায কবুল হবে না, যে মসজিদে যেতে সুগন্ধি ব্যবহার করে– যে পর্যন্ত না সে ফরয গোসলের ন্যায় গোসল করে। –আবু দাউদ, আহমদ এবং নাসায়ীও এর ন্যায়।

৯৯৮- وَعَنْ اَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَاِنَّ الْمَرْاَةَ اِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا- يَعْنِيْ زَانِيَةً رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَلِاَبِيْ

دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ)

(৯৯৮) হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক চক্ষুই ব্যভিচারী; সুতরাং মহিলাগণ যখন সুগন্ধি লাগিয়ে জনগণের মধ্যে গমন করে, তখন সে এরূপ এরূপ অর্থাৎ ব্যভিচারিণী। –তিরমিযী, আবু দাউদ এবং নাসায়ী তার অনুরূপ।

৯৯৯- وَعَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا الصُّبْحَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ اَشَاهِدٌ فُلَانٌ قَالُوْا لَا قَالَ اَشَاهِدٌ فُلَانٌ قَالُوْا لَا قَالَ اِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ اَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ وَلَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَاَتَيْتُمُوْهَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ وَاِنَّ الصَّفَّ الْاَوَّلَ عَلٰى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيْلَتُهُ لَابْتَدَرْتُمُوْهُ وَاِنَّ صَلٰوةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ اَزْكٰى مِنْ صَلٰوتِهِ وَحْدَهُ وَصَلٰوتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ اَزْكٰى مِنْ صَلٰوتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ- (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

(৯৯৯) হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে ফজরের নামায পড়ালেন। তিনি সালাম ফিরানোর পর আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে, অমুক কি উপস্থিত আছে? সাহাবীগণ বললেন, না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, অমুক কি আছে? তারা বললেন, না। তখন তিনি বললেন, এই দু'টো নামায (ফজর এবং এশা) মুনাফিকদের জন্য বোঝাস্বরূপ। এই নামাযদ্বয়ের মধ্যে যে কি সওয়াব তোমরা যদি তা জানতে তাহলে হাঁটুতে ভর করে হামাগুড়ি দিয়েও তোমরা

এই নামাযে হাজির হতে। জেনে রাখবে, প্রথম কাতার হলো ফিরিশতাদের কাতারের ন্যায়। প্রথম কাতারের কি ফজীলত তোমরা তা জানলে তাতে দাঁড়ানোর জন্য ব্যস্তত্রস্ত হয়ে পড়তে। তোমরা জেনে রাখবে, কোন নামায অন্য এক ব্যক্তির সাথে একত্রে পড়া একাকী নামায পড়ার তুলনায় উত্তম। আর দুই ব্যক্তির সাথে পড়া নামায এক ব্যক্তির সাথে পড়া নামায হতে উত্তম। এভাবে নামাযে যতই লোক বেশী হবে ততই তা আল্লাহ্র নিকট বেশী পছন্দনীয় হবে। –আবু দাউদ, নাসায়ী

١٠٠٠ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ ثَلٰثَةٍ فِيْ قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

(১০০০) হযরত আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, এমন কোন তিন ব্যক্তি যাদের মধ্যে নামাযের জামাত করা হয় না, চাই তারা কোন জনবহুল বস্তিতে থাকুক অথবা জনবিরল স্থানে, নিশ্চয় তাদের উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করে; সুতরাং তোমরা অবশ্যই জামাত কায়েম করবে। কেননা নেকড়ে সেই বকরী ও ভেড়াই ধরে নিয়ে যায়, যে দলত্যাগ করে একা বিচরণ করে।

–আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী

ইফা–২০১৪-২০১৫–প্র/৩৫০ (উ)–৩,২৫০